শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনত্রিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৯৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৯৫
৭ গোবিন্দ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, সোমবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ { ১ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
ইং ২৯শে মে, ১৯২৭

স্নেহবিগ্রহেষু,

আমি আজ প্রাতে পুরী হইতে শ্রীমান্ পরমানন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়াছি। ষ্টেশনে আসিয়াই শুনিলাম, ভগবানের ইচ্ছায় 'তোতা' আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। 'তোতাকে' আপনার পুত্র জ্ঞান ছিল ; সে একজন কৃষ্ণদাস। বৈষ্ণবের গৃহে আসিয়াছিল। বৈষ্ণবের পিতামাতাসূত্রে আপনারা তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাঁহার যতটুকু সেবা গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা ছিল, তাহা পাইয়াই সে চলিয়া গিয়াছে। 'তোতা' শরীরটী আপনাদের নিকট হইতে পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে জীবাত্মা বৈষ্ণব। তাঁহার নিত্যকার্য্য ভগবৎসেবা। বৈষ্ণব নিজ নিজ কর্ম্মছলে প্রপঞ্চে আগমন করেন এবং কর্ম্মনির্দ্দিষ্টকাল ভূতাকাশে অবস্থান করে, পরে তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে বলদেব তাঁহাকে যেখানে পাঠান সেইখানেই চলিয়া যান। সেই বলদেবের অভ্যন্তরে মহালক্ষ্মীর অবস্থান, মহালক্ষ্মীর অভ্যন্তরে ভগবান্—সুতরাং 'তোতা' তাঁহার উপাস্য বস্তুর সেবা করিবার উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে। সে যখন সন্ধিনীবিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভু হইতে জাত জীবাত্মা বৈষ্ণব, তখন আপনি বিষ্ণুকে পুত্ররূপে স্থাপন করিতে শিখিলে আপনার আর অভাববোধ হইবে না। 'তোতা'র অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবান্ অবস্থান করিয়াছেন, আপনি সেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন, এখনও বলদেবের সেবা করুন। ভূতাকাশের জড়-পিণ্ড পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। 'তোতা'র জীবাত্মা শক্তি-শক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আপনার ভোগ্যপুত্র তাহার ভোগ্যপিতার সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সে ভগবদ্ ভোগ্যবস্তু সুতরাং ভগবানের ভোগ্যরূপে বৈষ্ণবসূত্রেই তাঁহার কার্য্য। আমার ন্যায় আপনি মায়াবন্ধনে আবদ্ধ নহেন জানিয়াই ভগবান্ তাঁহার অসীম কৃপাবল প্রদান করিয়া আপনাকে শোকাভিভূত করিবেন না, ইহাই আমার ধারণা। শ্রীবাসের

পুত্রের কথা স্মরণ করিবেন। 'শোক-শাতন' এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ করিবেন। মহাপ্রভু যে সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই কালে বৃদ্ধ জননীকে, পত্নী-বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এবং নবদ্বীপবাসী জনগণকে বলিয়া ছিলেন যে, আমি মনুষ্য মাত্র, তোমাদের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত। আমি চলিয়া গেলে তোমরা আমার স্থলে কৃষ্ণের সহিত সেইসকল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমাকে স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা করিবার অবসর দিবে। আপনিও 'তোতা'র অভাবে ভগবৎ-সেবায় অধিক সময় পাইবেন। ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। আমি মায়াবদ্ধ জীব, অধিক আর কি বুঝাইব।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮/৪৫ মল রোড্

কাণপুর

ইং ১।১২।২৭

স্নেহবিগ্রহেষু,—

অনেকদিন আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। আশা করি ভগবৎকৃপায় আপনার সকল কুশল।

* * *

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্টপূরণ এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্ট কীর্ত্তন-কার্য্যেই যেন চিরদিন ব্রতী থাকি, এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন। কুরুক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরসাধিষ্ঠান ক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর বসিয়াছেন, নৈমিষ্যারণ্যে—ভাগবত-ব্যাখ্যান-ক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবা আরম্ভ হইল। বারাণসী শিবক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবাধিষ্ঠান স্ব-চক্ষেই দেখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরসুন্দর আগামী বৎসর বসিতে পারেন। পুষ্কর, দ্বারকা, গোপী-সরোবর, প্রভাস, সুদামাপুরী ও অবন্তীপুরী দর্শন করায় সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীই দর্শন হইল মনে করিয়াও আপনাদের সেবা না করায় আমার মুক্তি হইতেছে না। মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবার ইচ্ছা যে আদৌ নাই, তাহা নহে।

গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে" শ্লোক, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক, "যৎ করোষি যদ-শ্নাসি" শ্লোক, "যা প্রীতিরবিবেকীনাং" শ্লোক, "জন্মা-দ্যস্য" শ্লোক ও আপনার কথা আজ আমার মনে পড়িতেছে বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে এই পত্রটী লিখিলাম। Ethical Principles or moral rules (জাগতিক নীতিসমূহ) জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্ব্বোত্তম, এবিষয়ে আমার মতান্তর নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমা সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়ম-সমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে। মথুরায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বস্ত্রধৌতকারীর বধানন্তর মাল্য-বসনাদি গ্রহণ অনেকে ভাল বলেন না; তাঁহারা অপ্রাকৃত পারকীয় বিচারাশ্রিত নিষ্কপট প্রেমিক ভক্ত-গণকে less ethical (কম নৈতিক) মনে করিতে পারেন, কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় moral Standard (নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ) পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। "কর্ত্তব্যবুদ্ধি" কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাকার্য্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলে যে সুদুরাচার লক্ষিত হয়, তাহাও সমাদরে বরণীয়। আপনি এই বিষয়টী স্বয়ং আলোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিলে আমি সুখী হই। যেহেতু কীর্ত্তনকারীও বিচারপর না হইলে ভক্তি লভ্য হয় না এবং ভক্তি না হইলে প্রাপঞ্চিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা disbelieving temper (অবিশ্বাসপ্রবণতা) অপসারিত হয় না। শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠার পর]

ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১।১২।২১-২৪]

য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥৩১॥
দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-
স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥৩২॥
অদন্তি চৈকং ফলনস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ-
র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥৩৩॥
এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥৩৪।

[১১।১১।৫-৭]

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্ম্মিণি ॥৩৫॥
সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥ ৩৬ ॥
আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বান্
অপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥ ৩৭ ॥

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানম্ [৪।২৯।৪৯]

তৎকর্ম্ম হরিতোষং তৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ॥৩৮॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

ভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব! এই সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্বরূপ বিশ্বই অনাদি সংসার-তরু। (এই তরু) কর্ম্মপ্রবাহময় শুভাদৃষ্ট ও দূরদৃষ্টরূপ দুইটী ফলকে প্রসব করে। পাপ পুণ্য ইহার দুই বীজ, শত শত বাসনা ইহার মূল। ত্রিগুণই ইহার ত্রিনাল। পঞ্চভূত পঞ্চ স্কন্ধ। পঞ্চ বিষয় পঞ্চ রস। সুখ-দুঃখ প্রসূতি। একাদশ ইন্দ্রিয় একাদশ শাখা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইটী পক্ষী ঐ বৃক্ষে থাকেন। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিনটী বল্কল। সুখ-দুঃখ দুইটী ফল। সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট এই সংসার-তরু ॥ ৩১-৩২ ॥

কামী পুরুষগণ এই সংসার-তরুর দুঃখরূপ একটী ফল গ্রাম্য ব্যবহারে সেবন করে। সুখরূপ নিবৃত্তি-ফলটী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণ ভোগ করেন। এই সংসারে গুপ্তভাবে একটী ফল আছে; সে আমি। যাঁহারা ক্ষীর-নীর-বিচারচতুর (সেই) হংসসকল গুরুকৃপায় এক হইয়াও বহুরূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারেন। সংসার-তরুকে মায়াময় বলিয়া যিনি জানেন, তিনিই বেদতাৎপর্য্য অবগত আছেন। ॥ ৩৩ ॥

এইরূপ সদ্গুরু-উপাসনারূপ ভক্তিক্রমে ধীর পুরুষ বিদ্যাকুঠারদ্বারা জীবাশয় অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ছেদন করিয়া আত্ম-সম্পত্তি লাভদ্বারা জ্ঞানরূপ কুঠারকে ত্যাগ করতঃ পরাভক্তি লাভ করিবে ॥৩৪॥

এখন এক ধর্ম্মে স্থিত অর্থাৎ এক সংসার-তরুতে বাস করিয়া বিরুদ্ধ-ধর্ম্মযুক্ত দুই জনের অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্ত দুইয়ের বৈলক্ষণ্য বর্ণন করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

এই সংসারবৃক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পরসদৃশ ও সখারূপ দুইটী পক্ষী আসিয়া বাসা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী পিপ্পলফলরূপ অন্ন খাইতেছেন। অপর পক্ষীটী অন্ন ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয় বলে বলীয়ান্ ॥ ৩৬ ॥

(বিদ্বান্) অপিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে ও অন্য পক্ষীটীকে জানেন। পিপ্পলাদ আপনাকে বা অন্য পক্ষীটীকে জানেন না। পিপ্পলাদ পক্ষী অবিদ্যাযুক্ত আছেন বলিয়া নিত্যবদ্ধ। অপিপ্পলাদ বিদ্যাময় অতএব নিত্যমুক্ত। অপিপ্পলাদ পক্ষীকে জানিতে পারিয়া এবং আপনাকে জানিতে পারিয়া পিপ্পলাদ পক্ষীও বিদ্যাযুক্ত হইলে মুক্ত হন। আর তাঁহার পিপ্পল ফল খাইতে হয় না ॥ ৩৭ ॥

বিদ্যা কাহাকে বলি, কহিতেছেন,—হরিতোষ-কর্ম্মই কর্ম্ম এবং যে বিদ্যায় হরিতে মতি হয় তাহাই বিদ্যা ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ [৩।৯।৬]

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥৩৯॥

ধ্রুবো ভগবন্তম্ [৪।৯।৯]

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎস্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্ ॥৪০॥

[৪।৯।৭]

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি ॥৪১॥

[৪।৯।৬]

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥৪২॥

প্রজাপতিঃ (দক্ষঃ) [৬।৪।৩৩]

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে মায়াবদ্ধজীবলক্ষণং নাম অষ্টমঃ কিরণঃ।

হে প্রভো! যে পর্য্যন্ত তোমার অভয় পদকমল লোক বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত (তাহার) দ্রবিণ-দেহ-সুহৃৎনিমিত্ত ভয় হয় এবং শোক, স্পৃহা, আসক্তি ও বিপুল লোভ হইয়া থাকে এবং 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া অসদাগ্রহরূপ আর্ত্তিমূল দূর হয় না। ॥ ৩৯ ॥

যাহারা ভবাপ্যয় (জন্ম-মরণ)-বিমোক্ষণ-স্বরূপ কল্পতরু যে তুমি, তোমাকে অন্য তুচ্ছ ফলের জন্য অর্চ্চন করে, তাহারা নিশ্চয়ই তোমার মায়া-কর্ত্তৃক বঞ্চিত-বুদ্ধি। কেন না যাহা নরকেও মনুষ্যের লভ্য হয় সেই স্পর্শজ, কুণপোপভোগ্য ফল তাহারা ইচ্ছা করে ॥ ৪০ ॥

নানা কাষ্ঠে এক অগ্নি যেরূপ নানা হইয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ তুমি একই কৃষ্ণ। হে ভগবন্! আত্ম-শক্তি উরুগুণবিশিষ্ট মায়াদ্বারা মহদাদি অশেষ তত্ত্বে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক তত্তদ্বস্তুর অসদ্গুণে নানারূপে অবতারলীলায় লক্ষিত হইয়া থাক। তুমি নিত্য সৎ কিন্তু দ্রষ্টাগণের অসৎচক্ষে দেব-তির্য্যক্-রূপে প্রকাশ পাও ॥ ৪১ ॥

প্রসুপ্তরূপে আমাতে প্রবিষ্ট হইয়া অখিলশক্তিধর যিনি স্বীয় চিচ্ছক্তিক্রমে আমার হস্ত, চরণ, ত্বক্, প্রাণ ও বাক্যকে জীবিত করিয়াছেন, সেই ভগবান্ পুরুষ-রূপী তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি স্বীয়-পাদমূল-ভজনকারীর প্রতি অনুগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে জড়জগতে অনাম, অরূপ, অনন্তরূপী পরমাত্মা ভগবান্ (হইয়াও) স্বীয় চিচ্ছক্তি নাম, রূপ, জন্মকর্ম্মদ্বারা প্রকট করিয়াছেন সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে মায়াবদ্ধজীবলক্ষণবিচারে অষ্টম-কিরণে 'মরীচি-প্রভা'-নাম গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

রুদ্রের প্রলয়-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বৈষ্ণবরাজ শম্ভু তাঁহার নিজারাধ্য বিষ্ণুসেবাকালে অতিকমনীয় প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিলেও শাস্ত্রবিগর্হিত কদাচারে প্রবৃত্ত নানামদোন্মত্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণকে দণ্ডদানের নিমিত্ত তিনি অতিভয়ঙ্কর রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন। মহাজনগণের শ্রীমুখোক্তি—"মায়াপুর হেন স্থান ত্রিভুবনে নাই"। পরম করুণাময় কলিযুগ-

পাবনাবতারী মহাবদান্য মহাপ্রভুর পরম পবিত্র আবির্ভাব স্থানে আসিয়া বসিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'নাম', গৌর 'রূপ', মহাবদান্য 'গুণ', অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান রূপ 'লীলা' ও সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ 'স্বরূপ' স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাকে "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥" বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম এবং তাঁহার শ্রীপদাঙ্কপূত ধামরজে নিরন্তর গড়াগড়ি দেওয়া দূরের কথা, তাঁহার পরম পবিত্র ধামে আসিয়া মন্দিরে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন, তাঁহার ধামবাসী ভক্তগণের শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, তাঁহার শ্রীচরণামৃত-প্রসাদসেবনাদি ভক্তিঅঙ্গ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার কৃপা-ধন্যা ভাগীরথীতটে—তাঁহারই কীর্ত্তন বিহারস্থলে প্রাকৃত রঙ্গরসোন্মত্ততা, নানা পশুপক্ষ্যাদি জীব হত্যা করিয়া তাহাদের মাংসসহ অমেধ্যান্ন ভক্ষণাদি অস-দাচার প্রবর্ত্তনরূপ দৌরাত্ম্য ধামবাসী ভজনপ্রয়াসী ভক্তগণের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইবার ন্যায় অতীব তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হইতেছে। Picnic করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি না শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের বিহারস্থলী শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর ভাগীরথী তটে! 'ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে আউর হাসি'! 'প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার'—কলির ৪৩২০০০ বৎসর পরমায়ুর সবে ৫০৮৯ বৎসর মাত্র বয়স—বাল্যাবস্থা—এখনই এইরূপ—অপরং বা কিং ভবি-ষ্যতি !!

আমরা শুনিলাম, প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের হুলোর ঘাটের অনতিদূরে উত্তর দিকে গঙ্গাতটে গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮৮ রবিবার, বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত কতিপয় ব্যক্তি মাইক বাজাইয়া জড় আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া অমেধ্যাদি গ্রহণকালে অপরাহ্নে একটি ১৪ বৎসরের বালক গঙ্গাতটে শৌচাদি করিতে গিয়া কিভাবে গঙ্গার খরস্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে, উহারই কিছু উত্তরে ঐরূপ আর একটি Picnic পার্টির একটি ৬ বৎসরের বালিকাও ঐরূপ গঙ্গার স্রোতে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। হায় হায় ধামে আসিয়া জড় আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া ঐরূপ শোচনীয় মৃত্যু বরণ বড়ই পরিতাপের বিষয়! ঐ দুইটি বালক-বালিকার পিতামাতার হৃদয়ে আজ কি নিদারুণ শেল বিদ্ধ হইল। "অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধি-মান। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥"

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—'স্রোতসামস্মি জাহ্নবী" অর্থাৎ স্রোতস্বতী বা নদীসমূহের মধ্যে আমি জাহ্নবী। সেই সাক্ষাদ্ ভগবচ্ছরীর স্বরূপিণী গঙ্গাগর্ভে—গঙ্গাতটে কলির কি তাণ্ডব নৃত্যই না চলিতেছে!

আমরা বর্ত্তমানে দেখিতেছি—শাস্ত্রবাক্যে অনাদর-প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীই যেন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন! তাঁহাদের নিকটে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র যেন wastepaper basket এর বর্জ্জনীয় দ্রব্যবিশেষ। ব্যাসশুকাদি মহাজনবাক্য অপেক্ষাও তাঁহাদের বাক্যের দামই যেন অধিক হইয়া পড়িয়াছে! হায় হায়! এইরূপ অতিবুদ্ধির পরিণাম 'গলায় দড়ি' ব্যতীত আর কি হইতে পারে! আজকাল অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়—'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' এ কথার আর কোন মূল্যই নাই। সামান্য দু'চার পাতা ইংরাজী পড়িয়া ছেলেরা দাম্ভিকের চূড়ান্ত হইয়া পড়িতেছে, আহারাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন কথা শুনিতেই তাহারা প্রস্তুত নয়। যেন কত বুঝদার! বেদ (ছান্দোগ্য) বলিতেছেন—"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" অর্থাৎ আহার-শুদ্ধিতেই অন্তঃকরণ-শুদ্ধি, অন্তঃকরণ-শুদ্ধিতেই ভগবৎস্মৃতি অচলা অটলা হইয়া থাকে। অবশ্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই আহার আছে—যেমন রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শাদি। এই সকল ভগবৎসম্বন্ধে যুক্ত হইলেই তাহাদের প্রকৃত শুদ্ধত্ব সম্পাদিত হয়। নতুবা অত্যন্ত পবিত্র হবি-ষ্যান্নও ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ শ্রীভগবৎপ্রসাদ না হইলে তাহা অভক্ষ্য অমেধ্য বা অপবিত্র বলিয়াই বিচারিত হয়।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন,—স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন, তিনি সুখ, সিদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) ও পরাগতি লাভ করিতে পারেন না। (গীতা ১৬।২৩ দ্রষ্টব্য)

ঐ ১৬।২১ শ্লোকেও বলিতেছেন—কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিই আত্মবিনাশী নরকের দ্বার স্বরূপ। সুতরাং আত্মমঙ্গল লাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রই

ঐ তিনটি সযত্নে ত্যাগ করিবেন। 'ত্যজেৎ' এই বিধিলিঙ্ প্রত্যয় দিয়া ঐ তিনটিকে অবশ্য-ত্যাজ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীভগবদ্ বাক্য অবহেলার ফল অতিভয়ঙ্কর যাতনাময় নরক ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

বাংলাদেশে মৎস্য মাংসাদি গ্রহণ লালসা অত্যন্ত প্রবলা। এজন্য আহারশুদ্ধির কথা উঠিলেই অধিকাংশ বাঙ্গালীই নানা কূট-তর্কের অবতারণা করেন। যেন তাঁহাদের বুদ্ধির নিকট ভগবান্ও হার মানিতে বাধ্য! ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। এমতাবস্থায় আমরা সর্ব্বজীবের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীভগবচ্চরণেই ঐ সকল শাস্ত্রবাক্য-উল্লঙ্ঘনকারী উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি জীবগণের বুদ্ধিশুদ্ধির জন্য সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি। পরমদয়াল শ্রীভগবান্ তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ করিয়া দিলেই তাঁহারা "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ—অহং বীজপ্রদঃ পিতা"—শ্রীভগবানের এই শ্রীমুখবাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীব-হিংসারূপ মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। শ্রীভগবান্ স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকপত্রফলমূলে তাঁহার এই বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে সকল সাত্ত্বিক দ্রব্য শাস্ত্র শ্রীভগবানের ভোগে লাগাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে ভোগ দিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদসেবী হইবার বিচার আসিলেই শ্রীভগবান্ জীবপ্রতি প্রসন্ন হইবেন। বিশেষতঃ "হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ" অর্থাৎ যাঁহারা হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা কখনই শ্রীহরির সন্তান স্বরূপ জীবনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইবেন না। গীতাশাস্ত্রেও তাঁহারই শ্রীমুখবাক্য—"নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, সর্ব্বভূতে যাঁহারা শত্রুভাব শূন্য, তাঁহারাই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। হরির সন্তানগণকে গলাটিপিয়া মারিয়া হরিকে প্রেম দেখাইতে গেলে হরি কি সে প্রেম স্বীকার করিতে পারিবেন? শ্রীহরি যেমন সর্ব্বব্যাপক, তাঁহাতে প্রেমেরও ত' সেইরূপ ব্যাপকতা আছে। তাহা ত' কেবল মন্দির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বাহিরে যথেচ্ছাচারিতা চালাইবার বস্তুবিশেষ নহে।

ভক্তবর শ্রীভগীরথের কাতর প্রার্থনায় ধূর্জ্জটি তাঁহার জটাজালে যে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে স্থান দিয়া ভূতলে ভাগীরথী গঙ্গার মহিমা স্থাপন করিলেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে যে গঙ্গাতটে প্রকটলীলা আবিষ্কার করতঃ প্রত্যহ যে গঙ্গোদকে স্নানাদি ও যে গঙ্গোদক পানাদি লীলা করিয়া গঙ্গার বহুকালসঞ্চিত মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাগর্ভে, গঙ্গাতটে অনাচার অত্যাচার গঙ্গার মহিমজ্ঞ রুদ্রদেব কখনই সহ্য করিবেন না। রুদ্রের কোপানল প্রজ্জ্বলিত হইলে সমগ্র জগৎ—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত ব্যক্তিগণ সাবধান হউন। উচ্ছৃঙ্খল হইয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘনদ্বারা প্রলয়কারী রুদ্রের কোপ উৎপাদন করিবেন না, ইহাই ভবদীয় হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধবগণের একান্ত বিনীত নিবেদন।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৫২)

ঠাকুর শ্রীসারঙ্গ দাস বা শ্রীশার্ঙ্গ ঠাকুর

শ্রীশিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপূর তাঁহার রচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

'ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গঠক্কুরঃ।
প্রহলাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিত্রা স ন মন্যতে॥'
—১৭২ শ্লোক

'ব্রজে যিনি নান্দীমুখী ছিলেন, তিনি এক্ষণে সারঙ্গ ঠক্কুর। কোন কোন মহাত্মা তাঁহাকে প্রহলাদ বলিয়া মানেন, কিন্তু আমার পিতার সে মত নহে।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি-লীলা দশম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদগণের নাম-বর্ণনে ঠাকুর সারঙ্গ দাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 'রামদাস, কবিদত্ত, শ্রীগোপালদাস। ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস।' —চৈঃ চঃ আদি ১০।১১৩। ঠাকুর সারঙ্গদাস—শার্ঙ্গ ঠাকুর, শার্ঙ্গপাণি, শার্ঙ্গধর এই তিন নামেও পরিচিত। ইনি নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত দাস্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপে (মামগাছিতে) বাস করিতেন। ইনি গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে তীব্র ভজন করিয়া অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভজনে বিঘ্ন হইবে আশঙ্কায় সারঙ্গ ঠাকুরের প্রথমে শিষ্য না করার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুনঃ পুনঃ প্রেরণাক্রমে তিনি শিষ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভি-ধানে এইরূপ লিখিত আছে—শ্রীদেবানন্দ-পণ্ডিত প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া যখন আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে সারঙ্গ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। তিনি তৎকালে সারঙ্গ ঠাকুরকে তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতঃ শিষ্য করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্যে ঠাকুরের চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণনে লিখিয়াছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন—আগামীকল্য প্রাতে যাঁহাকে তিনি দেখিবেন তাঁহাকেই শিষ্য করিবেন। ঘটনাচক্রে পরদিন প্রত্যূষে ভাগী-রথী স্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটী মৃতদেহের স্পর্শ হয়। তিনি তাঁহাকেই পুনর্জীবন দান করিয়া শিষ্য করিলেন। এই শিষ্যটীই 'শ্রীঠাকুর মুরারি' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। শ্রীশার্ঙ্গের নামের সহিত 'মুরারি' যুক্ত হইয়া শার্ঙ্গমুরারি এইরূপ নাম হইল।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের বিবৃতি হইতে জানা যায়—'মুরারি' নামক একটী বালকের সর্পা-ঘাতে মৃত্যু হইলে তৎকালোচিত প্রথানুযায়ী তাঁহার পিতামাতা পুত্রটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সারঙ্গ ঠাকুর উক্ত মৃত ব্যক্তিকে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিয়া জীবিত করিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম হইল শার্ঙ্গমুরারি। সারঙ্গ ঠাকুরের কৃপায় সারঙ্গ-মুরারিও শক্তিশালী আচার্য্যরূপে খ্যাতি লাভ করিয়া-ছিলেন।

শ্রীসারঙ্গ-মুরারির অনুগগণ বর্ত্তমানে 'শব্' নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

শার্ঙ্গ ঠাকুরের প্রাচীন সেবা মামগাছি গ্রামে বিদ্যমান। একটী প্রাচীন বকুলবৃক্ষের সম্মুখে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের পূজিত শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ এখনও তথায় সেবিত হইতেছেন। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ শ্রীমদনগোপালও উক্ত মন্দিরে বিরাজিত আছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমাকালে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ উহা দর্শন করিয়া থাকেন। উক্ত শার্ঙ্গ মুরারির শ্রীপাটের নিকটেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোধান হয়। কাহারও মতে তাঁহার আবির্ভাব-তিথি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে।
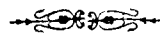
বর্ষারম্ভে

আমাদের শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকা সুদীর্ঘ অষ্টা-বিংশতি সৌরবর্ষব্যাপী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃতা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে অধুনা ২৯শ বর্ষের শুভারম্ভ করিতেছেন। শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি মহারাজের অশেষ করুণায় পত্রিকার ১ম বর্ষ বিগত ১৯৬১ সাল হইতে

আমরা এই পত্রিকার সেবাসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রকটকাল ১৯৭৯ সাল পর্য্যন্ত এবং অপ্রকটলীলায় এতাবৎকাল তাঁহাকে সত্য সত্য কোন সুখ দিতে পারিয়াছি বা পারিতেছি কিনা তিনিই জানেন। আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটী বিচ্যুতি হইয়া থাকিলে কৃপাপূর্ব্বক তিনি তাহা সংশোধন করিয়া লইয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তনে উত্তরোত্তর রতি বৃদ্ধি করাউন, ইহাই তচ্চরণে পত্রিকার নববর্ষ-শুভারম্ভে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

আমরা আমাদের প্রবন্ধাদিতে মহাজনানুগত্যে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা-ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্রোক্ত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া থাকি ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—বর্ত্তমানযুগে এসকল কথায় খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিকেই রুচিবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। যাঁহারা ঐসকল ব্যক্তির রুচির অনুকূলে সচ্ছাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলিতে পারেন, তাঁহারাই তাঁহাদিগের দ্বারা বহু-মানিত হইতে পারেন।

গীতা ১৬শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"জীব (স্বরূপতঃ) শুদ্ধসত্ত্বময়। বদ্ধ-দশায় তাহার শুদ্ধসত্ত্বধর্ম্মটি গুণীভূত হইয়াছে। সত্ত্ব-সংশুদ্ধির উদ্দেশে যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকলই 'দৈবী সম্পৎ'। যে সকল কার্য্য দ্বারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, সেই সকলই 'আসুরী সম্পৎ'।"

'অভয়াদি' ২৬টি দৈবী সম্পদের কথা বলা হই-য়াছে ঃ— অভয় (শ্রীভগবানে আত্মনির্ভরতা থাকিলে অতি ভয়ঙ্কর শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন অরণ্যেও ভয়ের উদয় হয় না), সত্ত্বসংশুদ্ধি (চিত্তের প্রসন্নতা), জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতি (গীতা ১৩শ অধ্যায় ৮—১২ শ্লোকে বর্ণিত অমানিত্বাদি জ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা ঃ—এই বিংশতিলক্ষণাত্মক জ্ঞানমধ্যে শ্রীভগবানে অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তিই জ্ঞানের স্বরূপ অর্থাৎ মুখ্য লক্ষণ, অন্য অমানিত্বাদি ১৯টি, জ্ঞানের তটস্থ—আনু-ষঙ্গিক বা গৌণ লক্ষণ রূপে বিদ্যমান), দান (স্বভোজ্য অন্নাদির যথোচিত সংবিভাগ), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম), যজ্ঞ (ভগবৎপূজা), স্বাধ্যায় (বেদ বা বেদার্থবোধক ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ), তপঃ (গীতা ১৭শ অধ্যায়ে ১৪শ-১৬শ শ্লোকোক্ত শারীর, বাঙ্ময় ও মানস তপস্যা), [উক্ত দান, যজ্ঞ ও তপস্যার আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদও উক্ত গীঃ ১৭শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য], আর্জ্জব (সরলতা), অহিংসা (ভূতদ্রোহশূন্যতা, বিশেষার্থ—আত্মবৃত্তি ভক্তি বা ভজনহীনতা—আত্মহিংসা এবং অপরকে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত কথনে কুণ্ঠতা—পরহিংসা—এতদুভয়বিধ হিংসা-শূন্যতা), সত্য নিষ্ঠা, ক্রোধরাহিত্য, ত্যাগ (পুত্র-কলত্রাদিতে মমতা-ত্যাগ), শান্তি (মনঃসংযম), অপৈশুন (পরোক্ষে পরের দোষ কীর্ত্তন না করা), ভূতানুকম্পা—প্রাণিগণের প্রতি দয়া, অলোলুপ্ত্ব (লোভের অভাব), মার্দ্দব (মৃদুতা—অক্রূরতা), হ্রী (অসৎ কার্য্যে লজ্জা), অচাপল (নিষ্ফলক্রিয়া-বিরহ), তেজঃ (তুচ্ছ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনভিভবনীয়তা), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), ধৃতি (ধৈর্য্য—দুঃখাদিতে মনঃ-স্থিরতা), শৌচ (বাহ্য ও আভ্যন্তর শুদ্ধি), অদ্রোহ (জিঘাংসারাহিত্য), নাতিমানিতা (অতিশয় পূজ-নীয়ত্ব অভিমানশূন্যতা)—এই ২৬টি গুণ দৈবী-সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তিতে উদিত হইয়া থাকে।

আর, দম্ভ (নিজের অধার্ম্মিকত্ব সত্ত্বেও ধার্ম্মিকত্ব প্রখ্যাপন), দর্প (বিদ্যা ও ধনকুলাদি নিমিত্ত গর্ব্ব), অভিমান (নিজেতে পূজ্যত্ববুদ্ধি অথবা অন্যকৃত সম্মাননাকাঙ্ক্ষিত্ব অথবা কলত্র পুত্রাদিতে আসক্তি), ক্রোধ, পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা বা রুক্ষভাষিত্ব) ও অজ্ঞান (অবিবেক)—এই সকল অসদ্গুণ আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে।

এই দৈবী সম্পদ্ দ্বারাই মোক্ষচেষ্টা সম্ভব হয় এবং আসুরী সম্পৎক্রমেই বন্ধন হইয়া পড়ে। অভয়াদি দৈবী সম্পদ্ বিশেষরূপে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে আসুরী সম্পৎ বলা হইতেছে—

আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে না। শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না। আসুর-স্বভাব লোকসকল এ জগৎকে অনিত্য—মিথ্যাভূত—শুক্তিতে রজত ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত, অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ খপুষ্পবৎ নিরাশ্রয়, অনীশ্বর—ঈশ্বরশূন্য, কেহ

বা অপরস্পরসম্ভূত অর্থাৎ স্বভাবতঃ উৎপন্ন, এইরূপ বলিয়া থাকে। অর্থাৎ "তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে,—কার্য্য কারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণশূন্য কায্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই। যদি কেহ 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকেন, তিনি কাম-পরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য নন।" (ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

এইপ্রকার অসৎসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুরস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়-কার্য্যে প্রভাব লাভ করে। দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করতঃ দম্ভ, মান ও মদযুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মোহবশতঃ অসদ্‌বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, কাম-ক্রোধাবিষ্ট সেই ব্যক্তি-গণ কামভোগার্থ অন্যায়রূপে অর্থ সঞ্চয় করে। তাহারা মনে করে, এই শত্রুকে আমি নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে আমি নাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী, আমিই ধনবান্, কুলবান্, আমার মত আর কে আছে ও আমিই যজ্ঞদ্বারা অন্যকে অভিভব করিব, স্তাবক-গণকে দান করিব ও আনন্দ ভোগ করিব। ঐসকল মোহমুগ্ধ ব্যক্তি বৈতরণী প্রভৃতি অতিভয়ঙ্কর অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ঐসকল ধন, মান ও মদান্বিত ব্যক্তি অবিধিপূর্ব্বক দম্ভের সহিত নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে। উহারা অহঙ্কার বলদর্পকামক্রোধের বশীভূত হইয়া নিজদেহে বা পরদেহে অবস্থিত পর-মেশ্বরস্বরূপ ভগবান্‌কে দ্বেষ করে এবং প্রকৃত সাধু-গণের গুণে দোষ আরোপ করিয়া থাকে। ইহাদের ন্যায় অসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

অর্থাৎ "সেই বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আসুরভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধমাগতি লাভ করে॥"

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥"
—গীঃ ১৬।২১

অর্থাৎ আত্মবিনাশি নরকদ্বার তিনপ্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ। অতএব উত্তম লোকসকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন।

হে কৌন্তেয়, এই তিনটি নরকদ্বার হইতে বিমুক্ত মনুষ্যই নিজমঙ্গল সাধন করিয়া পরমোৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। (গীঃ ১৬।২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"
—গীঃ ১৬।২৩-২৪

অর্থাৎ "শাস্ত্রবিধি এইপ্রকার। যিনি এই শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি, সুখ ও পরাগতি প্রাপ্ত হন না।

সুতরাং কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগীতার এই ষোড়শ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য জানাইতেছেন যে,—

'আস্তিকা এব বিন্দন্তি সদ্গতিং সন্ত এব তে।
ন্যাস্তকা নরকং যান্তীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ॥'

অর্থাৎ "আস্তিক্য দ্বারা যে সদ্গতি এবং নাস্তিক-সকলের যে নরক লাভ হয়,—ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।" আস্তিকগণই সদ্গতি লাভ করেন এবং তাঁহারাই প্রকৃত সাধু।

জগজ্জীব শাস্ত্রের এই মর্ম্মার্থ অবধারণ করতঃ শুদ্ধভক্ত মহাজন-প্রদর্শিত প্রকৃত কল্যাণের পথ অব-লম্বন করুন, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

অধুনা মনুষ্যসমাজে—জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই—বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে যুবকসমাজে শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত—গীতাভাসবতাদি শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন

করিয়া স্বৈরাচার প্রবর্ত্তনই যেন খুবই বাহাদুরী বলিয়া বিচারিত হইতেছে। পরমপবিত্র ভগবদ্ধামে, মহাতীর্থ গঙ্গাযমুনাদি পুণ্যনদীতটে জীবহিংসা, মদ্যমাংস-পেঁয়াজরসুনাদি অমেধ্য ভক্ষণ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাইকযোগে ভক্তিবিরুদ্ধ অশ্লীল সঙ্গীতাদি দ্বারা পরমপবিত্র তীর্থরাজের মর্য্যাদালঙ্ঘনাদি উচ্ছৃঙ্খলতা ভক্তহৃদয়ে বড়ই মর্ম্মান্তিক বেদনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্যকেও অবজ্ঞা করিবার পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই অনুধাবনীয় হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রবাক্যকে সমাদর করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিলেই আমরা সপার্ষদ শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া প্রকৃত শ্রেয়ঃপথের পথিক হইতে পারিব। মহাবদান্য মহাপ্রভুর শ্রীধামও মহাবদান্য, তাঁহারও অফুরন্ত কৃপালাভে ধন্য হইব।

শ্রীপত্রিকার গ্রাহকগ্রাহিকা পাঠকপাঠিকাগণকে আমরা আমাদের অন্তর্হৃদয়ের যথাযোগ্য অভিবাদন ও শুভাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা সকলেই আমাদের উপর প্রসন্ন হউন। শ্রীভগবান্ ও তন্নিজজনগণের কৃপা লাভ করিয়া সকলেই ধন্য হউন।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।
সর্ব্বে সুখিনো ভবন্তু ॥

শ্রীতুলসী-মাহাত্ম্য

[২]

শ্রীতুলসীদেবী শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা। তাঁহার কৃপাধন্য জীবই বৃন্দাবনে বাসাধিকার প্রাপ্ত হইয়া যুগলসেবায় অধিকার লাভ করিতে পারেন। তাই শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু গাহিয়াছেন—

"নমো নমো তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব—এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
কৃপা করি' কর তা'রে বৃন্দাবনবাসী ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগা কর।
(যুগল)-চরণ-সেবা [(কুঞ্জে) যুগলসেবা]
দিয়া মোরে কর নিজদাসী ॥
তুমি বৃন্দা নাম ধর, অঘটন ঘটাতে পার।
সিদ্ধমন্ত্র তোমাকেই দিয়াছেন পৌর্ণমাসী ॥
এই মনের অভিলাষ বিলাসকুঞ্জে দিও বাস।
নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি ॥
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়।
শ্রীরাধাগোবিন্দপ্রেমে সদাই যেন ভাসি ॥"

রাসরাত্রিতে রাসস্থলী হইতে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহবিহ্বলা ব্রজাঙ্গনাগণ উন্মাদিনীপ্রায় ভাবাবেশে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্তা হইয়া স্থাবর জঙ্গম সকলের নিকটই শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বৃক্ষগণের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিলেন—ইহারা পুরুষজাতি, কৃষ্ণের সখা-তুল্য, ইহারা কেন আমাদিগকে কৃষ্ণের উদ্দেশ কহিবে? তবে এই যে তুলসী, মালতী, মল্লিকা, মাধবী, যূথিকা—ইহারা স্ত্রীজাতি, আমাদিগের সখীপ্রায়া, অবশ্যই আমাদের হৃদয়বেদনা বুঝিয়া সহানুভূতি করিবে, ইহা ভাবিয়া ইঁহাদিগের মধ্যে 'পরমমুখ্যতমা' তুলসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেহতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ ॥"
—চৈঃ চঃ অ ১৫।৩৩ ধৃত ভাঃ ১০।৩০।৭ শ্লোক

অর্থাৎ "হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে কল্যাণি তুলসি! যিনি ভ্রমরকুলের সঙ্গে তোমাকে ধারণ করেন, তোমার অতিপ্রিয়তম সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ কি?"

সুতরাং সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীতুলসীদেবীকে কৃষ্ণের 'পরমপ্রিয়তমা' বলা হইয়াছে। "ছাপ্পান্ন ভোগ আর ছত্রিশ ব্যঞ্জন, বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও

গাহিয়াছেন—"তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ মাধব-তোষণী জানি।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ আচরণদ্বারা বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও প্রসাদের ভক্তি শিক্ষা দান করিয়াছেন—

"বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি।।
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৪৯-১৫০

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—সন্ন্যাস-আশ্রম আশ্রমচতুষ্টয়মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই আশ্রমের এইপ্রকার নিয়ম যে, যতিধর্ম্মে অবস্থিত বালকও পিতামাতার নমস্কার পাইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াও অন্যআশ্রমস্থ বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা মর্য্যাদা প্রদর্শনের লীলা প্রদর্শন করিতেন। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীতে পরস্পর নমস্কার বিহিত। চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী তন্নিম্নাশ্রমাশ্রিত ব্যক্তিকে আদর করেন, কিন্তু নমস্কার করেন না, ইহাই বিধি; কিন্তু শিক্ষাগুরু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তুর্য্যাশ্রমের ঐরূপ ব্যবহার উল্লঙ্ঘন করিয়াও ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবকে প্রণতিদ্বারা মর্য্যাদা প্রদর্শনের মহান্ আদর্শ নিজ আচরণদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন—

"তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৫৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর তুলসীসেবন-লীলাও অত্যদ্ভুত। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া।।
এক ক্ষুদ্রভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া।।
প্রভু বলে—'আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে।।'
যবে চলে সংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন।।
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া।।
সংখ্যা-নাম লইতে যেস্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে।।
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যানাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন।।
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া।।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৫৪-১৬২

অবশ্য শিক্ষাগুরু ভগবানের এই শিক্ষা অকৃত্রিমভাবে অনুসরণ করিতে পারিলেই জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। তুলসী, গঙ্গা, ভক্তভাগবত বৈষ্ণব ও গ্রন্থভাগবত—ইঁহারা কৃষ্ণপ্রিয় তদীয় বস্তু। সুতরাং কৃষ্ণপ্রিয় সেবককে উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণসেবায় তৎপরতা দেখাইতে গেলে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ তাদৃশ সেবাতৎপরতা কখনই স্বীকার করেন না। শিক্ষাগুরু শ্রীভগবানের তদীয়-সেবাদর্শ নিষ্কপটে অনুসরণীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে অবস্থান-লীলায় প্রত্যহ গঙ্গাস্নানান্তে বস্ত্রপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তুলসীবৃক্ষে জলদান ও প্রণামাদি লীলা করতঃ যথাবিধি শ্রীগোবিন্দপূজনান্তে ভোজনগৃহে গমন এবং মাতা শ্রীশচীদেবী-আনীত তুলসীমঞ্জরীসহিত দিব্যঅন্ন শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী চতুর্ভুজপার্ষদ বিষ্বকসেনকে সমর্পণ করিয়া সেই প্রসাদ সম্মানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌরানুগত প্রত্যেক গৃহস্থ বৈষ্ণবের সেই আদর্শ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলার পূর্ব্বে গুরুবর্গের প্রকটলীলা হয়। অন্যান্য গুরুবর্গের সহিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীশচী, শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রকট হইয়া দেখিলেন—সকল সংসারই পাপপুণ্যে বিজড়িত ও কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন। যাহাতে ভবরোগ দূর হয়, এমন যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাতে প্রায় কাহারও রুচি দেখা যায় না। জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া আচার্য্যের হৃদয় বড়ই কাতর হইল। তিনি জগজ্জীবের হিত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন,—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতীর্ণ হইয়া 'আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার', তাহা হইলেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল

হইতে পারে, কলিকালে নাম ব্যতীত আর ত' কোন ধর্ম্ম নাই, তিনি যদি নিজে আসিয়া সেই নামের আচার-প্রচার-কার্য্য করেন, তাহা হইলেই কলিহত জীবের কলিকলুষ হইতে উদ্ধার সম্ভব হয়। কিন্তু কলিকালে কিপ্রকারে কৃষ্ণের অবতার হইবে, এ-বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া আচার্য্য বিচার করিলেন—

"শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন-সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।১০০-১০১

শ্রীহরি হইতে অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত এবং ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে আচার্য্য বলা হয়। সেই বিষ্ণুদ্বারাই ত' বিষ্ণুর অবতারণ সম্ভব হইবে? তাই আচার্য্য স্থির করিলেন,—যদি আমি স্বয়ং কৃষ্ণকে আনিয়া কীর্ত্তনসঞ্চার করাইতে পারি, তবেই আমার 'অদ্বৈত' নামের সার্থকতা হয়। কিন্তু কিপ্রকার আরাধনায় কৃষ্ণকে বশ করা যায়,—ইহা বিচার করিতে গিয়া গৌতমীয় তন্ত্রের একটি শ্লোক তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। সেই শ্লোকটি এই—

'তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণিতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥'

[অর্থাৎ "তুলসীদল ও গণ্ডুষমাত্র জল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।"]—চৈঃ চঃ আ ৩।১০৩

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য বিচার করিয়া দেখিলেন যে, 'কৃষ্ণকে যিনি জলতুলসী দিয়া ভক্তিভরে পূজা করেন, কৃষ্ণ তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া নিজ স্বরূপকে তদ্বিনিময়ে দিয়া ঋণ শোধ করেন',—ইহা চিন্তা করিয়া আচার্য্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎস্বরূপকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে লাগিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
'জলতুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন'॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।১০৪-১০৯

"ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ কৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হন। পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় চৈতন্যের অবতার।" (অঃ প্রঃ ভাঃ চৈঃ চঃ আ ৩।১০৮)

কৃষ্ণপ্রেমবিতরণরূপ ভক্তের ইচ্ছাপূরণার্থ স্বয়ং ভগবান্ ভক্তবৎসল কৃষ্ণ উন্নত (সম্বর্দ্ধিত) সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস (শৃঙ্গাররস), যাহা জগৎকে কখনও প্রদান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য শ্রীরাধার ভাবকান্তি সুবলিত হইয়া গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন। গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী দিয়া শ্রীআচার্য্যের প্রবল আর্ত্তিভরে আরাধনাই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের এক মুখ্য হেতু।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পুনরায় (চৈঃ চঃ আ ১৩।৭০-৭১) কহিতেছেন—

"কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হইলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥"

শ্রীপুরুষোত্তমে রথযাত্রা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্পতুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্পতুলসী দিয়া শ্রীআচার্য্যকে 'যোঽসি সোঽসি' মন্ত্রে পূজা করিলেন—

"ঘরে বসি' করে প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন॥
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন॥
গলে মালা দেন, মাথায় দিল তুলসীমঞ্জরী।
যোড় হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি'॥

পূজাপাত্রে পুষ্পতুলসী শেষ যে আছিল ।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥
'যোহসি সোহসি নমোহস্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে ।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসায় আচার্য্যেরে ॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করে আচার্য্য বারবার ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।৭-১২

পুরুলিয়ায় ও বাঁকুড়ায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

মানবাজার (পুরুলিয়া) ঃ—পুরুলিয়া-জেলান্তর্গত মানবাজার সহর এবং চাঁদড়া গ্রামের ভক্তবৃন্দের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ,—হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ১৩ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর বুধবার কলিকাতা-হাওড়া হইতে রাত্রিতে ট্রেণযোগে যাত্রা করতঃ শেষ রাত্রি ৪ ঘটিকায় বাঁকুড়া ষ্টেশনে আসিয়া পেঁাছেন। প্রাক্ ব্যবস্থাদি-বিষয়ে সহায়তার জন্য কলিকাতা মঠ হইতে পূর্ব্বেই তথায় গিয়াছিলেন শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী। সাধুগণকে মানবাজারে লইয়া যাইবার জন্য বাঁকুড়া ষ্টেশনে কিছু বিলম্বে প্রথমে শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, তৎপরে স্থানীয় ব্যবস্থাপক শ্রীসুবোধ চন্দ্র চৌধুরী পেঁাছেন। একপ্রকার জীপগাড়ী যাহার উপরে মাল রাখিবার ব্যবস্থা আছে, যাহাকে স্থানীয় ব্যক্তিগণ 'জঙ্ঘা'-গাড়ী বলেন, তাহাতে উঠিয়া সাধুগণ বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে প্রাতঃ ৫-২০ মিনিটে রওনা হইলেও, পথে গাড়ী খারাপ হওয়ায় মেরামত করিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। পূর্ব্বাহ্ন ৯-২০ মিনিটে মানবাজারে নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থানে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় অপেক্ষমান ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীভক্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের নবনির্ম্মিত গৃহের দ্বিতলে সাধুগণের থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের মানবাজারে দ্বিতীয়বার শুভপদার্পণ উপলক্ষে স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ যোগাশ্রমের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিরাট্ সভামণ্ডপে ২৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ৩১ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করেন। স্থানীয় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য 'ভক্তাধীন ভগবান', 'ভবমহাদাবাগ্নি হইতে মুক্তির উপায়', 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন হরিনাম সংকীর্ত্তন' যথাক্রমে নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয় সমূহের উপর দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজও প্রত্যহ বক্তৃতা করেন। ইন্দপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকৃত্তিবাস নাথ মহোদয় প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে এবং ডাঃ শ্রীসত্যকিঙ্কর পতি দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন। ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিম গোস্বামী, শ্রীশক্তিপদ দত্ত, শ্রীদেবাশীষ নারায়ণদেব ও চাঁদড়ার শ্রীবিশ্বনাথ সেনাপতি।

৩০ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় শ্রীভক্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের গৃহ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া রাস্তা সমূহ পরিভ্রমণান্তে যোগাশ্রমে আসিয়া পেঁাছেন। সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে এবং নগর-সংকীর্ত্তনে নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে স্থানীয় নরনারীগণ অনির্ব্বচনীয় দিব্যানন্দ অনুভব করিয়া পরমোল্লসিত হন।

শ্রীদেবাশীষ নারায়ণদেব এবং শ্রীবঙ্কিম গোস্বামী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে পাথরমহড়াস্থিত দেবাশীষবাবুর গৃহে ও শ্রীমন্দিরে এবং পেদ্দাতে স্থানীয় গোবিন্দ মন্দিরে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। পাথর মহড়াস্থিত শ্রীমন্দিরে একটী প্রকোষ্ঠে শ্রীরেবতীবলরাম, শ্রীবল-

দেব-সুভদ্রা-জগন্নাথজীউর শ্রীবিগ্রহগণ ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আলেখ্য এবং অপর প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত মন্দির প্রদক্ষিণমুখে সংকীর্ত্তন করেন। মান-বাজারের নিকটবর্ত্তী গ্রাম পেদ্দাতেও পেঁৗছিবার সঙ্গে সঙ্গে নগর সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং মঠের ত্রিদণ্ডীযতি ও ব্রহ্মচারিগণের নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করিতে গ্রামের নরনারীগণ আসিয়া ভীড় করেন। শ্রীদেবাশীষ বাবুর গৃহে প্রাতে এবং বঙ্কিম-বাবুর গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

চাঁদড়া (পুরুলিয়া) ঃ—শ্রীবিশ্বনাথ সেনাপতি ভক্তিসুধাকর মহোদয়ের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীসহ রিজার্ভ মিনিবাসযোগে মানবাজার হইতে চাঁদড়া গ্রামে তাঁহার গৃহে আসিয়া উপনীত হইলে গ্রামবাসী নরনারীগণ মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। বিশ্বনাথবাবুর গৃহে সাধুগণের থাকিবার ও প্রসাদ পাইবার সুব্যবস্থা হয়। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তনে যোগ দেন স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শত শত নরনারী। সাধু দর্শন ও হরিকথা শ্রবণের জন্য চাঁদড়ার নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল ৬।৭ মাইল দূর দূর হইতেও ভক্তগণকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব উল্লসিত হন। স্থানীয় শ্রীহরিমন্দিরে রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য বিষয় 'অখিলরসামৃত মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজও কিছু সময়ের জন্য বলেন। শ্রীবঙ্কিম গোস্বামী সভাপতির ভাষণে সকলকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। বিশ্বনাথবাবু এবং তাঁহার গৃহের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়া।

বাঁকুড়া ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য বাঁকুড়া-বাসী ভক্তগণের আহ্বানে ও ব্যবস্থায় চাঁদড়া হইতে ১৮ পৌষ ২ জানুয়ারী সোমবার প্রাতঃ ৮-২৫ মিঃ এ মোটরগাড়ী যোগে সদলবলে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় বাঁকুড়ার প্রতাপবাগানস্থ শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডু মহাশয়ের গৃহে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীরাধা-বল্লভ বাবুর বাসভবনের দ্বিতলে থাকিবার ব্যবস্থা অতীব সুন্দর। চারিদিন তথায় শ্রীল আচার্য্যদেব অবস্থান করায় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণবগণ আসায় উক্ত গৃহটী আশ্রমরূপে পরিণত হয়।

চাঁদড়া গ্রাম হইতে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত দুই মাইল পথ গ্রামবাসিগণ পদব্রজেই যাতায়াত করেন। গাড়ীতে চাঁদড়া গ্রাম হইতে সাধুগণকে লইয়া আসি-লেও উক্ত রাস্তা গাড়ী চলিবার মত নহে, মাঝে উঁচু-নীচু বিপজ্জনক। মানবাজার হইতে বাঁকুড়ার সদর রাস্তাও মান্ধাতা আমলের তৈরী, কোনও দিন মেরামত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গাড়ী খুব সাবধানে চলিলেও ঝাঁকুনির ঠেলায় অস্থির। উহাতে গাড়ীর দফারফা হয় এবং দুর্ঘটনারও ভয় থাকে। শাসন-বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের এই সব বিষয়ে ধ্যান দেওয়া উচিত। স্বাধীনতার পর বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও দেশের এই সব অঞ্চলের রাস্তা-ঘাটের এইরূপ অবস্থা খুবই দুঃখকর।

বাঁকুড়া সহরের শিখরিয়া পাড়া শ্রীগৌরাঙ্গ কাম-টির পক্ষ হইতে কালীতলা স্কুল প্রাঙ্গণে বিরাট্ সভা-মণ্ডপে ২ জানুয়ারী সোমবার হইতে ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিনের সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট প্রাচীন বৈষ্ণব কাবরাজ শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায় মহোদয় উদাত্তকণ্ঠে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অবদান সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান মুখে সভার উদ্বোধন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে প্রত্যহ দীর্ঘ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্য-হিক অভিভাষণ ব্যতীত সভায় বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন কেঞ্জেকুড়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, বাঁকুড়া শ্রীনিবাস গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি অমৃত অব-ধূত মহারাজ এবং হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীসচ্চি-দানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম

ব্রহ্মচারী ভক্তগণের সেবোন্মুখ কর্ণের সুখ বিধান করেন।

কবিরাজ শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত মহোদয়ের ভক্তিপরিপ্লুত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ সুখী হন। তিনি তাঁহার ভাষণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব পরম সন্তোষ লাভ করেন।

২ জানুয়ারী সোমবার শিখরিয়া পাড়াস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বাঁকুড়া সহরের উক্ত অঞ্চলের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডু মহাশয়ের গৃহে ৩ ও ৫ জানুয়ারী অপরাহ্নে, শিখরিয়াপাড়ায় শ্রীসুবোধ চন্দ্র চৌধুরীর গৃহে ৪ জানুয়ারী অপরাহ্নে এবং পাটপুরের শ্রীতারাপদ নন্দীর গৃহে ৫ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি এবং ব্রহ্মচারিগণ সহ শুভ-পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কমিটির শ্রীসুবোধ চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীনন্দ কুমার মহন্ত প্রভৃতি সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্নে বাঁকুড়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হয়। শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডু এবং তাঁহার গৃহের পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়া।

শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে ৬ জানুয়ারী বাঁকুড়া হইতে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

যশড়া-শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ১৮ নারায়ণ (৫০২ গৌরাব্দ), ২৬ পৌষ (১৩৯৫), ইং ১০ জানুয়ারী (১৯৮৯) মঙ্গলবার পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিথিবাসরে মধ্যাহ্নে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের (রেজিষ্টার্ড) অন্যতম শাখামঠ—নদীয়া জেলার চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত—শ্রী-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত যশড়া—শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রী-গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব তদীয় পরমপূত গুণগাথা-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে গত ২৪ পৌষ—৮।১।৮৯ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা মঠ হইতে সপরিকরে শুভাগমন করেন—সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ২৫ পৌষ সোমবার শ্রীধামমায়াপুর হইতে প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং তৎপর ক্রমশঃ শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, তথা বিভিন্ন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ সেবকবৃন্দ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া যশড়া শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৫ পৌষ অপরাহ্নে শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চাকদহ কাঁঠালপুলিস্থিত শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট, চাকদহ বাজার, থানা প্রভৃতি পরিক্রমণান্তে সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরসম্মুখস্থ সংকীর্ত্তন-ভবনে মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়, ভাষণ দান করেন—শ্রীল আচার্য্যদেব, পুরী মহারাজ ও মঙ্গল মহারাজ। বক্তৃতার উপক্রমে ও উপসংহারে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

২৬ পৌষ মঙ্গলবার—প্রত্যুষে মঙ্গলারতি কীর্ত্তন,

কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা, প্রভাতীকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পুনরায় কীর্ত্তনান্তে কিছুক্ষণ বিরামের মধ্যে ভক্তবৃন্দ স্নানাহ্নিকাদি সম্পাদন করেন। অতঃপর পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ প্রশস্ত অঙ্গনে আহূত ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন বক্তার ভাষণ ও কীর্ত্তন হয়। ইতোমধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, মাধ্যাহ্নিক ভোগ-রাগ ও আরাত্রিকাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে সমবেত অগণিত নরনারী ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

এই শ্রীমন্দিরের প্রাচীন প্রথানুসারে অদ্যকার শুভবাসরে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে অগণিতোপচার-সহ শাল্যন্ন, কৃশরান্ন, পুষ্পান্ন ও পরমান্নাদিভোগবৈচিত্র্য-সহ অষ্টোত্তর শতাধিক মালসা ভোগ নিবেদনেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই বিচিত্র ভোগসজ্জাদি-সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন—স্থানীয় ভক্ত শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচুঠাকুর) মহাশয়ের মধ্যমভ্রাতা শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। শ্রীবিগ্রহের অভিষেক, পূজা, ভোগ নিবেদন ও আরাত্রিকাদি করেন—শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে বা সংকীর্ত্তন-ভবনে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। গত দিবসের ন্যায় ত্রিদণ্ডিপাদগণ ভাষণ দান করেন। অদ্য শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের সহিত শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদেরও পূত চরিত্র ও শিক্ষা আলোচিত হয়। ভাষণের উপক্রমে ও উপসংহারে কীর্ত্তনও পূর্ব্ববৎ।

এবার শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণটিকে ইষ্টক দিয়া ভরাট্ করিয়া সিমেণ্ট দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া উৎসবে নানাস্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আরও কিছু কিছু সংস্কার-কার্য্য হইয়াছে। অতঃপর সেবকখণ্ডের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই বহু ভক্তের প্রাণের বহুদিনের সঞ্চিত তীব্র আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে। ভক্তবৎসল ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীজগন্নাথদেবই তাঁহার ভক্তগণের অন্তরের বাঞ্ছা পূরণ করিয়া দিতে পারেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১১।১ তারিখে মধ্যাহ্নে কলিকাতা শুভযাত্রা করেন।
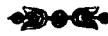
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব

নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিষ্টার্ড) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপা-প্রার্থনা-মুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় গত ৫ই মাঘ (১৩৯৫), ১৯শে জানুয়ারী (১৯৮৯) বৃহস্পতিবার হইতে ৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সঙ্কীর্তনমণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকা হইতে (কেবল রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা) রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঁচটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন; ৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী শনিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা পৌর্ণমাসীদিবস শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণের প্রকটতিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অন্তে সমবেত অগণিত নরনারী ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং ৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণের সুরম্যরথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তনাদি অনুষ্ঠান শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গকৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে।

পঞ্চদিবসীয় ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে আলোচ্যবিষয় নির্ব্বাচিত হইয়াছিল যথাক্রমে—(১) শান্তিলাভের উপায় ভগবৎপ্রপত্তি, (২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ অবদান, (৩) শ্রীবিগ্রহসেবা সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, (৪) কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন এবং (৫) মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব।

উক্ত পঞ্চদিবসীয় সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইয়াছিলেন যথাক্রমে—(১) সভাপতি— কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি—শ্রীমহীতোষ মজুমদার ও প্রধান অতিথি —কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি —শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত ; (২) সভাপতি— পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী ও প্রধান অতিথি—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় ; (৩) সভাপতি—কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি—ডক্টর নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী ; (৪) সভাপতি —কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি —শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি— শ্রীমদ্ বিনোদকিশোর গোস্বামী এম্-এ, সাহিত্য-তীর্থ, ভাগবত-ভগীরথ ; (৫) সভাপতি—কলিকাতা মুখ্য-ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি—শ্রীভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উক্ত পঞ্চদিবসীয় সভায় বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দিয়াছেন ঃ—শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ঐ সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ঐ যুগ্ম-সম্পাদক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ঐ মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, হায়দরা-বাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

এবারকার শ্রীমঠের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরিব্রাজকা-চার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে বিশেষ ব্যাপৃত থাকায় অনিবার্য্য কারণবশতঃ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এজন্য সকলেই তাঁহার অভাব বিশেষ-ভাবে অনুভব করিয়াছেন।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয় অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস হইতে অর্থাৎ ২৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ১২·০০ টাকার পরিবর্ত্তে ১৫·০০ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহক সজ্জনগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ২৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ভিক্ষা ১২·০০ টাকা হারে এবং বর্ত্তমানে ২৯শ বর্ষের জন্য ১৫·০০ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব।

বিনীত নিবেদক,—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিললিত গিরি, কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪০ পৃষ্ঠার পর]

দাবানল কুণ্ড ঃ—কালীয়নাগ দমনের পর কৃষ্ণকে অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া বলরাম ও ব্রজবাসিগণ উল্লাস সহকারে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ নন্দ মহারাজকে বলিলেন—তাঁহার পুত্র কালীয় নাগের দ্বারা গ্রস্ত হইয়াও ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে। ব্রজবাসিগণ ক্ষুধায় পিপাসায় ও বহু পরিশ্রমহেতু অত্যন্ত কাতর হইয়া সেই রাত্রি কালিন্দীর তটে বাস করিলেন। তাঁহারা শ্রান্তক্লান্ত হইয়া শুইয়া আছেন, এমন সময় শুষ্ক অরণ্য মধ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। হঠাৎ চতুর্দ্দিকে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে দেখিয়া তাঁহারা উপায়ান্তর রহিত হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্ত শক্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজজনগণকে রক্ষার জন্য এই ভীষণ দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন। ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—পরস্পরবাদ, সম্প্রদায়বিদ্বেষ, অন্য দেবাদির বিদ্বেষ, যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষ মাত্রেই দাবানল। পরমেশ্বর কৃষ্ণই এই দাবানল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন।

'ওহে শ্রীনিবাস কালিদমনের দিনে।
দাবানল পান কৃষ্ণ কৈলা এইখানে ॥
এই দাবানল-স্থান যে করে দর্শন।
সংসার-দাবাগ্নি হৈতে হয় বিমোচন ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৩৭৫৬-৫৭

শ্রীরাধা-গোবিন্দ মন্দির ঃ—শ্রীল রূপগোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ প্রথমে একটি পর্ণ কুটীরে বিরাজিত ছিলেন। পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর কোন শিষ্য মন্দির ও জগমোহন আদি নির্ম্মাণ করিলে শ্রীবিগ্রহগণ সেই মন্দিরে শুভবিজয় করেন। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ লাল প্রস্তরের দ্বারা মন্দির সংস্কার করাইলে মন্দিরটি অদ্ভুত কারুকার্য্য খচিত সপ্ততলা যুক্ত সুউচ্চরূপে প্রকটিত হন। উক্ত মন্দিরের চূড়া আগ্রা হইতে দৃষ্ট হইত। ঔরঙ্গজেব উহা সহ্য করিতে না পারিয়া উহার কয়েকটি তলা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। মন্দিরটি অপবিত্র হওয়ায় পার্শ্বে আরেকটি মন্দির নির্ম্মিত হয় রাধা গোবিন্দের সেবা সংরক্ষণের জন্য। অবশ্য মূল শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ বর্ত্তমানে জয়পুরে সেবিত হইতেছেন। বৃন্দাবনে তাঁহার প্রতিভূ বিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির হিন্দু স্থাপত্যের অতুলনীয় নিদর্শন। শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির (পুরাতন) সম্বন্ধে গ্রাউস্ সাহেব তাঁহার লিখিত 'মথুরা' গ্রন্থে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—'The Temple of Govinda Dev is not only the finest of this particular series, but is the most impressive religious adifice that Hindu art has ever produced, at best in Upper India.'

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দদেব কলিযুগে শ্রীল রূপগোস্বামীর বিশুদ্ধ প্রেমে কিভাবে পুনঃ প্রকটিত হইলেন, তাহার একটি অলৌকিক ইতিহাস আছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী শাস্ত্রে উল্লিখিত যোগপীঠে গোবিন্দদেবের অবস্থিতি জানিতে পারিয়া ব্রজমণ্ডলে ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া যমুনার তীরে বিরহব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় ব্রজবাসিরূপে একজন পুরুষ রূপগোস্বামীকে আসিয়া বলিলেন—'বৃন্দাবনে গোমাটিলা নামক যোগপীঠে গোবিন্দদেব গোপনে অবস্থান করিতেছেন। একটি শ্রেষ্ঠ গাভী প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে উল্লাসভরে সেখানে দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকেন।' বস্তুতঃ গোবিন্দদেবই ব্রজবাসীরূপে নিজের স্থান নিজেই নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী ব্রজবাসিগণের সাহায্যে গোমাটিলা ভূমি খনন করাইলে তাহা হইতে কোটি কন্দর্পমোহন গোবিন্দদেবের আবির্ভাব হয়।

শ্রীরাধা-গোপীনাথ মন্দির ঃ—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমধুপণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ শ্রীরাধাগোপীনাথ। শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য বংশীবটের

নিকটে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। এই গোপীনাথ বিগ্রহের সেবার অধিকার প্রথমে লাভ করেন বৃন্দাবনবাসী শ্রীমধু পণ্ডিত। শ্রীমধুপণ্ডিতকে অবলম্বন করিয়া পরে শ্রীরাধা বিগ্রহ প্রকটিত হন।

'পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্রীমধুপণ্ডিত অতি গুণের আলয়॥
দোঁহা প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
পরম দুর্গম চেষ্টা কহে সাধ্য কার॥
বংশীবট নিকট পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহানন্দে বিলসয়॥

*　　*　　*　　*

অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি।
শ্রীমধু পণ্ডিত হৈলা সেবা অধিকারী॥'

—ভক্তিরত্নাকর ২।৪৭৪-৭৬, ৪৭৯

শ্রীসাধনদীপিকায় শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ শ্রীমধুপণ্ডিত কর্তৃক প্রকটিত হইয়াছেন এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

"যস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথো দয়াম্বুধিঃ।
বংশীবটতটে শ্রীমদ্ যমুনোপতটে শুভে॥"

'শ্রীযমুনার উপতটস্থ মনোহারী বংশীবট তটে দয়ার সাগর গোপীনাথ মধুপণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।'

শ্রীরাধাগোপীনাথের মূল বিগ্রহ বর্ত্তমানে জয়পুরে আছেন, তাঁহার প্রতিভূ বিগ্রহ বৃন্দাবনে গোপীনাথ মন্দিরে বিরাজিত।

শ্রীরাধারমণ মন্দির ঃ—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ। শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ অলৌকিকভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী তীর্থভ্রমণকালে গণ্ডকী নদীর তীরে শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত হয় যে, তিনি দ্বাদশটি শালগ্রাম সেবা প্রত্যহ করিতেন। একদিন একজন শেঠ ভগবানের সেবার জন্য গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট অনেক উপকরণ বস্ত্র, অলঙ্কার প্রেরণ করিলেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী মনে মনে চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইলেন, যদি শালগ্রাম ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি বস্ত্রালঙ্কারের দ্বারা তাঁহাকে উত্তমরূপে সেবা করিতে পারিতেন। এইরূপ চিন্তামগ্নাবস্থায় শালগ্রামকে শয়ন দিয়া পরদিন উঠিয়া দেখেন বারটি শালগ্রামের মধ্যে একটি শালগ্রাম শ্রীরাধারমণ বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রাকট্য ও করুণার কথা শুনিয়া শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ রাধারমণ বিগ্রহ দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইলেন। শ্রীবিগ্রহের বামপার্শ্বে শ্রীমতী রাধিকার মূর্ত্তি নাই, তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনে শ্রীমতীর প্রতিভূরূপে একটি রৌপ্য মুকুট সংরক্ষিত আছে। বৈশাখী-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরাধারমণের বার্ষিক মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতি স্নেহাবিষ্ট হইয়া যে তাঁহার নিজ ব্যবহৃত ডোর, কৌপীন ও কৃষ্ণবর্ণের কাষ্ঠের আসন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় শ্রীরাধারমণ মন্দিরে নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর মূল সমাধি মন্দির বিরাজিত আছেন।

শ্রীরাধাদামোদর মন্দির ঃ—ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামীর সেবিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদর বিগ্রহ। শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীরূপ-সনাতনাদির অপ্রকটের পর উৎকল-গৌড় ও মাথুর মণ্ডলের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সেবিত গোবর্দ্ধনশিলা বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে বিরাজিত আছেন। শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের পশ্চাতে শ্রীরূপগোস্বামীর সমাধিপীঠ ও ভজনস্থলী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর পুষ্পসমাধি এবং অন্যান্য গোস্বামিগণের পুষ্পসমাধি ও ভজনস্থলী দর্শনার্থিগণের দর্শনীয় রূপে আছেন।

শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির ঃ—ষড়্‌গোস্বামীর পরে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তিন আচার্য্যগণের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ আচার্য্য ছিলেন শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু। শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাসই শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক শ্যামানন্দ নাম প্রাপ্ত হইয়া উক্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সেবিত বিগ্রহ।

শ্রীরাধাগোকুলানন্দ মন্দির ঃ—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহগণ—শ্রীরাধাগোকুলানন্দ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে

প্রদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা অধুনা বৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরে সেবিত হইতেছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর মূল সমাধি মন্দির এখানে বিরাজিত আছেন।

সাক্ষীগোপাল ঃ—মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যানগরের বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্রের প্রেমে বশীভূত হইয়া বৃন্দাবন হইতে যে শ্রীগোপালবিগ্রহ ছোট বিপ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে পদব্রজে চলিয়া বিদ্যানগরে সাক্ষী দিয়াছিলেন, এই স্থানটি তাহার পবিত্র নিদর্শন স্বরূপ। সাক্ষী দেওয়ার পর শ্রীগোপালদেব সাক্ষীগোপাল এই নামে প্রসিদ্ধ হন। বর্ত্তমানে পুরী হইতে ১২ মাইল দূরে সাক্ষীগোপাল বিরাজিত আছেন। বড় বিপ্র, ছোট বিপ্র ও সাক্ষীগোপালের প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

নিকুঞ্জবন (সেবাকুঞ্জ) ঃ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহারস্থলী। বৃন্দাবন বর্ত্তমানে বাহ্যদর্শনে শহরে পরিণত হইলেও এই স্থানটি সুন্দর সুসজ্জিত বনাকারেই প্রকাশিত আছেন। বনের মধ্যে অনেক ধামবাসী বানর পরিদৃষ্ট হয়। সেবাকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গোপনলীলায় অনধিকারী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার না থাকায় এখানে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, অনধিকারী ব্যক্তি এখানে রাত্রিযাপন করিলে তাহার মৃত্যু ঘটে। দর্শনার্থিগণ রাত্রি আগমনের পূর্ব্বেই এখান হইতে সরিয়া পড়েন। সেবাকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মন্দির বিরাজিত আছেন। দর্শনার্থিগণ উহা দর্শন ও পরিক্রমা করেন। অষ্টসখীর প্রধানা ললিতা সখীর কুণ্ডও তথায় আছে। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু সেবাকুঞ্জে নিত্য মার্জ্জন সেবা করিতেন। একদিন মার্জ্জন করিতে গিয়া তিনি রাধারাণীর নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাধারাণীর নূপুর তিনি মস্তকে ধারণ করিলে ললাটে নূপুরের চিহ্ন হইল। তদবধি শ্যামানন্দ প্রভুর সম্প্রদায়ে নূপুর-তিলক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নিধুবন ঃ—অহে শ্রীনিবাস ! রাধাকৃষ্ণ সখীসনে।
নিধুবন-ক্রীড়ারত * এই নিধুবনে ॥
—ভক্তিরত্নাকর ৫।২৩৬৮

শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যবর্ত্তী-স্থানে নিধুবন। এই স্থানটিও সুন্দর বনাকারে প্রকটিত আছেন। এখানে বিশাখাকুণ্ড বিরাজিত। পশ্চিম ভারতে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীহরিদাস গোস্বামী এখানেই শ্রীবঙ্কবিহারীর সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে বঙ্কবিহারীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম দেশের নরনারীগণ অধিকাংশ বঙ্কবিহারীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট। উক্ত মন্দিরে দর্শনার্থীর ভীড় অত্যধিক।

আম্‌লীতলা (ইম্‌লিতলা) ঃ—
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান।
তেঁতুল-তলা'তে আসি' করিলা বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি-বান্ধা পরম চিক্কণ ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি' যমুনার নীর ॥
তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে 'অক্রূরে' ভোজন ॥
—চৈঃ চঃ ম ১৮।৭৫-৭৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, যিনি শ্রীগৌড়ীয় সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, এই স্থানের সেবা লাভ করিয়া ইহার পরমৌজ্জ্বল্য বিধান করেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত তিনটি প্রকোষ্ঠযুক্ত মন্দিরে বিরাজিত আছেন—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণ। শ্রীগৌড়ীয় সংঘ প্রতিষ্ঠাতার একটি পুষ্পসমাধি মন্দির তথায় বর্ত্তমান। তথাকার মঠের ও স্থানীয় ভক্তগণ ইম্‌লিতলার আরও অনেক মহিমার কথা বলেন।

(ক্রমশঃ)

---

* নিধুবনক্রীড়া—রমণক্রীড়া।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনত্রিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৯৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৯৫
৭ বিষ্ণু, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, বুধবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৮৯ | ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৯ কেশব, গৌরাব্দ ৪৪০

পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ,
রাধারমণ-ঘেরা, শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যোচিতসম্ভাষণমেতৎ—

মহারাজ, গতকল্য আমি ও কতিপয় ভক্ত ভারত ভ্রমণান্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পর্য্যটনের ক্লান্তি বিগত হইতে কিছু সময়সাপেক্ষ।

আপনার সহিত সাক্ষাতের পর আমরা শ্রীজয়-পুরে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া আজমীর, চিতোর, মৌলি হইয়া নাথদ্বারে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রী-বিগ্রহ দর্শন ও তথাকার বল্লভ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া খাণ্ডোয়া, নাসিক হইয়া বোম্বাই নগরে বল্লভকুলাচার্য্যের সহিত বহু শাস্ত্রীয় আলাপের পর শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগৌরাগ্রজ শ্রীবিশ্ব-রূপ শঙ্করারণ্য যতিরাজের সমাধিক্ষেত্র পাণ্ডুরঙ্গপুরম্ ও ভীমা নদী দর্শনানন্তর মঙ্গোলী, পণ্ডা, তদ্রী, গো-কর্ণ, নবগয়া হইয়া শ্রীমাধ্বক্ষেত্র উড়ুপী দর্শন করিলাম।

আপনার ইচ্ছামত শ্রীমধ্বমুনির একখানি চিত্র এবং শ্রীউড়ুপীকৃষ্ণের একখানি চিত্র এই পত্রের সহিত পাঠাইতেছি।

অষ্টমঠাধিপতি একদণ্ডী যতিগণ অনেকেই গোপীবেশে ভজন করিয়া থাকেন, তাহার একখানি চিত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। তদ্বিষয়ে যেসকল উল্লেখ স্থানে স্থানে আছে,* তাহার নকল এই পত্রের সহিত

* It was indeed a happy idea of Sri Madhwa's, to ordain 8 ascetics, put them each in charge of a separate Math and make them jointly and severally responsible for the Poojas

দিলাম, দয়া করিয়া পাঠ করিবেন।

আধুনিক যে সখীভেকি-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ কল্পিতপথ অষ্টমঠাধিপতিগণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে একদণ্ড বর্ত্তমান এবং তাঁহারা কৌপীনবহির্ব্বাসযুক্ত।

কৃষ্ণপুর মঠাধিপতি বর্ত্তমান সময়ে মন্থনদণ্ডযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবকরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আমার কিছু আলাপ হইল। তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলেও কর্ম্মকাণ্ড বিধিবশেই উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রত্যহ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান, স্বহস্তে দেড়শত গো-সেবা করেন। উড়ূপী নগরের একটী চিত্রও আনিয়াছি। পুনরায় শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শনে গিয়াছিলাম, তথায় আলোয়ারগণের এবং আচার্য্যগণের অষ্টাদশটী শ্রীমূর্ত্তি শিবিকার উপরে শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীরঙ্গনাথদেবের সহিত শ্রীমন্দির হইতে শ্রীমণ্ডপে যাইতে দেখিলাম। কতিপয় ত্রিদণ্ডী যতির সহিত সাক্ষাৎ হইল।

বিষয়ের ধর্ম্ম সেবা-প্রবৃত্তি বুঝিতে দেয় না, সেবাকে 'বিষয়' জ্ঞান করায়; ইহাই অবৈষ্ণব-ভোগীর স্বভাব। ভক্তগণ সম্ভোগবাদের প্রতিপক্ষ।

যাহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের ভক্তগণ নির্ব্বিঘ্নে ভজনাদি করিতে পারেন, আপনি তৎপক্ষে একটু কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীচৈতন্যাশ্রিত শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর একমাত্র কেন্দ্র। ইহা শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত শাখা-বিশেষের স্থান নহে। যেখানে শ্রীচৈতন্যাশ্রিতগণে ভক্তিবিরোধী ব্যবহার ও কুসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে, তাহার পরিমার্জ্জন-কার্য্য প্রত্যেক স্বরূপাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য; তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ প্রকৃত গৌরসেবার উদ্দেশে শ্রীচৈতন্য-মঠের শরণাগত। শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ভক্তগণ সম্প্রতি সংখ্যায় তিনকোটী ভারতবাসী; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধভক্ত নহেন, বিদ্ধভক্ত হইলেও তাঁহারা সকলেই গৌরদাস।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী মহাশয় আমার নিকট তাঁহার রচিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাস' নামক এক-খানি সামাজিক ঐতিহ্য গ্রন্থ পাঠাইয়াছেন। সময়মত আমার তাহা দেখিবার ইচ্ছা থাকিল।

আমাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনে অভিযানকালে আপনি যে কৃপাদৃষ্টি সিঞ্চন করিয়া অস্মদীয় গুরুবর্গকে সাদরসম্ভাষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

পতিতপাবনদাসস্য অকিঞ্চনস্য, ভাবৎকস্য
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বত্যভিধস্য

---

and festivals of Sri Krishna's temple, * * * The monks who take charge of Sri Krishna by rotation, are so many Gopees of Brindaban, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling and are taking re-births now for the privilege of worshipping Him. These monks conduct themselves as if they are living and moving with Sri Krishna Himself. * * Sri Krishna presiding here being a boy, they fed him in the forenoon with choice offerings. (Life and Teachings of Sri Madhwacharya by C. M. Padmanavachar, chapter XIII PP. 143 and 145).

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

নবমঃ কিরণঃ—ভাগ্যবজ্জীবলক্ষণম্

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ [১০।১৪।২৮]

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥১॥

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।৩১।৪৬]

তস্মান্ন কার্য্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সংভ্রমঃ।
বুদ্ধ্বা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ ॥২॥

রুদ্রঃ প্রচেতসম্ [৪।২৪।২৯]

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥৩॥

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৫।৪১]

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥৪॥

কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।১১।১২-১৭]

প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ ॥
বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্বিনিবর্ত্ততে ॥৫॥
যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
বৃত্তয়ঃ স তু মুক্তো বৈ দেহস্থোঽপি হি তদ্গুণৈঃ ॥৬
যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্‌যদৃচ্ছয়া।
অর্চ্চ্যতে বা ক্বচিত্তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ॥৭॥
ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্ব্বতঃ সাধ্বসাধু বা।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জিতঃ সমদৃঙ্‌মুনিঃ ॥৮॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

জীবান্ কৃষ্ণোন্মুখান্ কৃত্বা কীর্ত্তনানন্দবর্ষণাৎ।
গৌড়ভূমৌ ননর্তাস্মিন্ নিত্যানন্দপ্রভুং ভজে ॥

এই সংসারে, হে অনন্ত ! সাধুগণ ইতর পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে অনুসন্ধান করেন। একটী রজ্জুকে সর্পবোধ করিয়া ভয় হয়। সর্প নয়, উহা রজ্জু—এই কথা না জানিলে কিরূপে রজ্জুকে জানিয়া ভয় পরিত্যাগ হইবে ? জড়দেহে যে আত্মাভিমান, তাহা ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে ঐ বিবর্ত্তরূপ অনর্থকে জানিতে হয় ॥ ১ ॥

ভয়, কার্পণ্য বা সম্ভ্রম পরিত্যাগ করতঃ বিশেষ উৎসাহের সহিত ধীর ব্যক্তি জীবগতি অবগত হইয়া এই মায়াময় সংসারে অনাসক্তভাবে বিচরণ করিবেন। যে পর্য্যন্ত আসক্তি, সে পর্য্যন্ত মায়ামুক্তির পথ নাই। প্রথমে উৎসাহের সহিত আসক্তি ত্যাগ করিবে ॥ ২ ॥

শিব কহিলেন যে, বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠপুরুষ শত জন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন। আর অধিক পুণ্যাচরণদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেরূপ উৎক্রান্তিচক্রে প্রবেশ করিতে হয় না। তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। আমি মহাদেব ও অন্য দেবতাগণ আধিকারিককাল অতীত হইলে কলাধ্বংসে আমরাও সেই বৈষ্ণবপদ পাইব ॥৩

ভগবান্ কহিলেন—প্রধান ও জীবরূপ পুরুষের ঈশ্বর আমি ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মা। আমি ব্যতীত আর কাহা হইতেও তীব্র ভয় নিবৃত্ত হয় না। ॥ ৪ ॥

যেরূপ আকাশ, সূর্য্য ও বায়ু অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াও মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিতে থাকিয়াও অনাসক্ত ব্যক্তি বৈশারদী বিচারদ্বারা অসঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্নসংশয় হইয়া স্বপ্ন হইতে প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় নানাত্ব পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ আমি চিৎকণ জীব এবং কৃষ্ণদাস, ইহা জানিয়া জড়ের সম্বন্ধ ত্যাগ করে ॥ ৫ ॥

প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বৃত্তিসকল যাঁহার বীতসঙ্কল্প অর্থাৎ জড় লালসাশূন্য হয়, তিনি দেহস্থ হইয়াও জড়মুক্ত ॥ ৬ ॥

হিংস্র ব্যক্তিকর্ত্তৃক যাঁহার দেহ পীড়িত হয় বা কোন গতিকে কাহার কর্ত্তৃক চন্দনাদিদ্বারা অর্চিত

ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা ।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥৯॥
বিদুরঃ মৈত্রেয়ম্ [৩।৭।১৭-২০]
যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥১০॥
অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীপস্যাপি নাত্মনঃ ।
তাঞ্চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে ॥১১॥
যৎ সেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ॥১২॥
দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥১৩॥
কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৫।৩৮]
ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥১৪॥
[৩।২৮।৪২]
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥১৫॥
[৩।২৮।৪৪]
তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্ ।
দুর্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥১৬॥
[৩।২৫।২৭]
অসেবয়ায়ং প্রকৃতেগুর্ণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন ।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥১৭॥

হয়, তদুভয় ক্রিয়াদ্বারা যিনি কোন বিকার লাভ না করেন, তিনি মুক্তলক্ষণে লক্ষিত পুরুষ ॥ ৭ ॥

তিনিই মুনি ও সমদর্শী, যিনি অপরে সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করিলে বা সাধু বা অসাধু বাক্য কহিলে স্বয়ং গুণদোষবর্জিত হইয়া তাঁহার স্তুতি বা নিন্দা করেন না ॥ ৮ ॥

সাধু বা অসাধু-বিষয়ে তিনি কার্য্য করেন না, বলেন না এবং চিন্তা করেন না, স্বয়ং আত্মরতি লাভ করিয়া নির্গুণ বৃত্তিদ্বারা জড়ের ন্যায় মৌনভাবে বিচরণ করেন ॥ ৯ ॥

যিনি কিছু জ্ঞানানুসন্ধান না করিয়া স্বাভাবিক ভক্তি অবলম্বন করেন এবং যিনি সম্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিয়া ভক্তি করেন সেই উভয়বিধ লোকই সুখ প্রাপ্ত হন, কেবল মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া দৃঢ়শ্রদ্ধা বা অপার জ্ঞান যাঁহারা পান না তাঁহারাই ক্লেশ পান ॥১০

ঈশ্বরের নিকট এইপ্রকার মনোভাব প্রকাশ করিবে,—হে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রাপঞ্চিক জগৎ আমার প্রতীপ অর্থাৎ বিরোধি সুতরাং ইহাতে আমার কোন তাৎপর্য্য নাই, তথাপি জড়দেহাবস্থিতি পর্য্যন্ত যাহা কিছু থাকে তাহা আপনার সেবাদ্বারা দূর করিব ॥ ১১ ॥

প্রপঞ্চাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে তীব্র রতিরাস (শান্ত-দাস্যাদি রস-সমূহ) উদয় হয় ॥ ১২ ॥

যাহাতে নিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আছে এরূপ বৈকুণ্ঠ-বর্ত্মের সেবা অল্পতপবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য ॥ ১৩ ॥

কপিল কহিলেন,—"হে শান্তরূপে! আমার ভক্তগণ কখন নষ্ট হন না। আমার অনিমিষকাল-চক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না। যেহেতু তাঁহারা আমাকে প্রিয় আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ, পর-দেবতা ও ইষ্টধন বলিয়া রসমার্গে ভজন করিয়া থাকেন এবং আমিও সেই সেই রসের বিষয় হইয়া প্রত্যক্ষ হই ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপ আমাকে এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে অনন্যভাবে দর্শন করেন। সুতরাং সর্ব্ব-ভূতে মদাত্মতা দৃষ্টিপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের প্রতি দয়ায় প্রবৃত্ত হন ॥ ১৫ ॥

অতএব ভক্তজন আমার এই মায়াপ্রকৃতিকে সদসদাত্মিকা দুর্বিভাব্যা দৈবী প্রকৃতি জানিয়া তাহা হইতে ক্রমশঃ পৃথক্ হইয়া স্বীয় মদনুগত অণু-চৈতন্যস্বরূপে দৃঢ়রূপে অবস্থান করেন ॥ ১৬ ॥

জ্ঞান-বৈরাগ্য-বিজৃম্ভিত যোগ, মদর্পিত ভক্তি এবং প্রাকৃত গুণের অসেবাদ্বারা ভক্ত প্রত্যগাত্মস্বরূপ আমাকে আবদ্ধ করেন ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১১।৮-৯]
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্যথা ॥১৮॥
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহং কুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥১৯॥

[১১।১১।১১-১২]
এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু ॥
ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্ ॥২০॥

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন),—দেহস্থ হইয়াও স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় বিদ্বান্ অদেহস্থ থাকেন, মূঢ় ব্যক্তি অদেহস্থ হইয়াও স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় দেহস্থ থাকে ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা গুণসমূহে গুণদ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া বিদ্বান্ অবিক্রিয়ভাবে থাকেন, জড়-শরীরে 'আমি' বলিয়া অহঙ্কার করেন না ॥ ১৯ ॥

বিদ্বান্ পুরুষ শয়ন, আসন, ভ্রমণ, স্নান, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে করিতে বিরক্তির সহিত সেই সকল গুণ গ্রহণ করিয়াও তাহাতে বদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীতুলসী-মাহাত্ম্য

[৩]

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমা—কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী তুলসীদেবীর অসংখ্য মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৃহন্নারদীয়পুরাণে গঙ্গা-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—যদ্রূপ গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিলে সংসারপাপ দূরীভূত হয়, তদ্রূপ তুলসীর নাম কীর্ত্তন ও হরিগুণকীর্ত্তনকারীর প্রতি ভক্তি করিলেও সেইরূপ ফল লাভ হয়। যেস্থানে তুলসী-কানন ও পদ্মবন বিরাজিত এবং যেস্থানে পুরাণশাস্ত্র পঠিত হয়, সেই স্থানে শ্রীহরিও সন্নিহিত।

"তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৬১-১৬২

অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে—যেমন জনক-নন্দিনী সীতা ত্রৈলোক্যনাথ রামচন্দ্ররূপী বিষ্ণুর প্রেয়সী, তদ্রূপ সর্ব্বলোকৈকপাবনী তুলসীদেবীও বিষ্ণুর অত্যন্ত বল্লভা। যেস্থানে বিবিধ কুসুমে পরি-বৃতা তুলসীবাটিকা (বন) থাকে, শ্রীরামচন্দ্র তথায় সীতাসহ বাস করেন। গঙ্গার চতুর্দ্দিক্স্থ একক্রোশ স্থান যেমন পবিত্র, তুলসীকাননেরও তদ্রূপ চতুর্দ্দিগ্-বর্ত্তী ক্রোশব্যাপী স্থান পবিত্র। হে মুনিবর, যাঁহারা তুলসীসন্নিধানে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। হে তপোধন, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া অন্যবস্তু দেখিবার পূর্ব্বেই যাঁহারা অগ্রে তুলসী দর্শন করেন, তাঁহাদের অহোরাত্র কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। (ঐ ৯।১৫১-১৫৫)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—হে বিনতানন্দন, যিনি তুলসীকানন রোপণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণি-গণকে মুক্তি দান করা হইয়া গিয়াছে। পবিত্র উপবন, বন ও ভবনে যিনি তুলসী রোপণ করিয়াছেন, হে পক্ষীন্দ্র, সত্য করিয়া বলিতেছি, তিনি সপ্তলোক (সপ্ত-মোক্ষদায়িকা পুরী) সংস্থাপন করিয়াছেন। যিনি এক মুহূর্ত্তও তুলসীকাননে বিশ্রাম করেন, তিনি নিঃসংশয়ে কোটিজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হন। যিনি নিত্য শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করিতে করিতে তুলসীকানন প্রদক্ষিণ করেন, তিনি দশসহস্র যজ্ঞের ফল লাভ করেন। (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৫৬-১৫৯)

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে—কোন ধন্য

মনুষ্য আমাকে একটি অখণ্ড তুলসীপত্র অর্পণ করিবে, এই আকাঙ্ক্ষায় বিষ্ণু সর্ব্বদা তুলসীকাননের নিকট বাস করেন। (ঐ ৯।১৬০)

[এজন্য অখণ্ড তুলসীপত্রই শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়, ইহা জানিতে হইবে।]

বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে—হে মহারাজ, যাঁহারা তুলসীবৃক্ষ রোপণ করেন, তাঁহাদিগের পুণ্যের ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাঁহারা পিতৃকুলের সপ্তকোটি ও মাতৃকুলের সপ্তকোটি পুরুষের সহিত শতকল্পাধিককাল নারায়ণ-সমীপে বাস করেন।

তুলসীবৃক্ষের মূল হইতে যৎপরিমাণে তৃণ উৎপাটিত করা যায়, তৎপরিমাণে ব্রহ্মহত্যা পাপ ধ্বংস হইয়া যায়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

যিনি তুলসীবৃক্ষমূলে গণ্ডুষমাত্র জলও সেচন করিবেন, তিনি যতদিন চন্দ্রতারকা থাকিবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষীরোদকশায়ী ভগবানের সহিত বাস করিবেন।

যিনি কণ্টক বা কাষ্ঠদ্বারা তুলসীবৃক্ষের চতুর্দ্দিক্ আবৃত করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি শ্রবণ কর—ঐ কণ্টকাবরণ যৎকালাবধি থাকিবে, ততযুগ-পরিমিত কাল তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করিবেন, যিনি তুলসীর চতুর্দ্দিকে প্রাকার (প্রাচীর) নির্ম্মাণ করিবেন, তিনি কুলত্রয়ের সহিত বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিবেন।

ঐ পুরাণেই যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানে আছে—সংসারার্ণবে পতিত জীবগণের পক্ষে তুলসীসেবা, সাধুসঙ্গ ও হরিভক্তি বড়ই দুর্ল্লভ। —ঐ ৯।১৬৩-১৭০

অন্যান্য পুরাণেও বর্ণিত আছে—সম্যক্‌প্রকারে দক্ষিণার সহিত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীহরিপ্রিয়া তুলসী রোপণ করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ফল লাভ হয়। যাঁহারা দেব (বিষ্ণু) পূজায় তুলসী প্রদান ও পবিত্রস্থানে তুলসী রোপণ করেন তাঁহারা অক্ষয়লোক (বৈকুণ্ঠ) লাভ করেন। হে রাজন্, মনুষ্যগণের পৃথিবীতে তুলসী রোপণ দর্শনে যম বিবর্ণবদন হইয়া তাঁহার পাপলিপি মুছিয়া ফেলেন। যিনি ত্রিসন্ধ্যা 'তুলসী' এই নাম উচ্চারণ করিবেন, তিনি নিত্য সহস্র গোদানের ফল লাভ করেন। হে খগশ্রেষ্ঠ, যিনি তুলসী রোপণ করিয়াছেন, তিনি দান, হোম, জপ, গয়াশিরে শ্রাদ্ধ, তপস্যা—সমস্তই সম্পাদন করিয়াছেন। যেমন প্রলয়াগ্নি সমস্ত বস্তুকেই দগ্ধ করে, তদ্রূপ তুলসী-মাহাত্ম্য-শ্রবণ, তুলসী (সেবা) কামনা, তুলসী দর্শন, রোপণ, সিঞ্চন ও নতি (প্রণাম) করিলে তুলসী সকল পাপই দগ্ধীভূত করিয়া দেন। যে বৈষ্ণব কেশবায়তনে (কৃষ্ণমন্দিরে) তুলসীকানন নির্ম্মাণ করেন, তিনি পিতৃলোকের সহিত অক্ষয় স্থান লাভ করেন।

অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—বিষ্ণু পুরাকালে বলিয়াছেন—তুলসীকাননে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে তাঁহার গয়ায় শ্রাদ্ধ করা হইয়া যায়। হে মুনিবর, তুলসীবন দর্শন করিলে লোক সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়, এমন কি ব্রহ্মঘাতীও সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইয়া যায়।

স্কন্দপুরাণে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—হে মহারাজ, শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় বুধবার সংযুক্ত হইলে ঐ দিবস তুলসীমাহাত্ম্যশ্রবণে তুলসী অতিশয় পুণ্য দান করেন। —ঐ ৯।১৭১-১৮০

ভক্তিসহকারে তুলসীবনে গমনপূর্ব্বক তুলসী-প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়া তুলসীর পূজা করিতে হয়। প্রথমে অর্ঘ্য অর্পণ করতঃ গন্ধ, পুষ্প ও আতপতণ্ডুলাদি দ্বারা পূজা বিধেয়।

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ঃ—

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি, অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

অর্থাৎ হে দেবি, আপনি শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় ও নিবাসস্থান। আপনি শ্রীধরকর্ত্তৃক নিত্য সৎকৃত (সমাদৃত) হইয়া থাকেন। আমি ভক্তি সহকারে আপনাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন, আপনাকে আমি নমস্কার করি।

পূজামন্ত্র যথা ঃ—

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মে পাপং (অবিদ্যাং) পূজাং গৃহ্ণ
নমোঽস্তু তে॥

অর্থাৎ হে দেবি, আপনি পূর্ব্বে দেবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা হইয়াছেন, সুরাসুর—সকলের দ্বারাই

আপনি পূজিতা হন। হে তুলসীদেবি! আপনি আমার সমস্ত পাপ নাশ করুন, আমার পূজা গ্রহণ করুন, আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। ['তুলসী' সম্বোধনে 'তুলসি' হইলেও ছন্দোভঙ্গভয়ে তুলসীই রাখা হইয়াছে। —টীঃ দ্রষ্টব্য।]

মহাপ্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসি ত্বং নমোহস্ত তে ॥

অর্থাৎ হে তুলসি, আপনি মহাপ্রসাদজননী, সর্ব্ব-সৌভাগ্যসম্বর্দ্ধিনী, নিত্য আধিব্যাধিহারিণী, হে তুলসি, আমি আপনাকে নমস্কার করি।

প্রার্থনা—

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখম্।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রসীদ মে ॥

অর্থাৎ হে তুলসীদেবি, আপনি আমাকে শ্রী, যশ, কীর্ত্তি, আয়ু, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম দান করুন, হে দেবি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

প্রণাম-বাক্য—

অবন্তীখণ্ডে—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী,
রোগানামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে সুভক্তিফলদা (বিমুক্তি ফলদা)
তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥

অর্থাৎ যাঁহাকে দর্শন করিলে নিখিলপাপরাশি ধ্বংস হইয়া যায়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে সর্ব্বশরীর পবিত্র হয়, যাঁহাকে বন্দনা করিলে রোগসমূহ নিবারিত হইয়া যায়, যাঁহাতে জলসিঞ্চন করিলে শমনভয় প্রশমিত হয়, যাঁহাকে রোপণ করিলে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ হয় এবং যাঁহাকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলে বিমুক্তি ফল বা প্রেমভক্তি লভ্য হয়, সেই তুলসী দেবীকে আমি নমস্কার করি।

তুলসীবনপূজা-মাহাত্ম্য—

স্কান্দে—

শ্রবণদ্বাদশীযোগে শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
যৎফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসীপূজনেন তৎ ॥
—ঐ ৯।১০১

অর্থাৎ শ্রবণাদ্বাদশীযোগে সঙ্গমস্থানে শালগ্রাম শিলা পূজায় যে ফল লাভ হয়, তুলসীপূজায়ও সেই ফল লভ্য হয়।

শুদ্ধভক্তিপিপাসু ভক্তবৃন্দ মাধবতোষণী তুলসী-পূজার ফল শ্রীরাধামাধবেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছাময়ী শুদ্ধা ভক্তিই একমাত্র প্রার্থনীয় বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন।

ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ

[শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ১১শ খণ্ড ২২শ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ-প্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকাবাসী সজ্জন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের হৃদয়কে নানা মতবাদের অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইবার এক অভূতপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিতেছেন। কত জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিফলে যে মানবজাতির ভাগ্যে এইরূপ সুদুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠপ্রিয়-দর্শন শ্রীচৈতন্য-জনের শ্রীমুখ হইতে একান্ত নিঃশ্রেয়ের বাণী শ্রবণ করা যায়, তাহা বুঝিবার মত সুবুদ্ধি মানবজাতির কবে উদিত হইবে? কবে মানবজাতি অন্যান্য সমস্ত ব্যর্থ চেষ্টা, ব্যর্থ কর্ম্ম, ব্যর্থ জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টাকে অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া শ্রীচৈতন্য-জনের চেতনময়ী বাণী শ্রবণের জন্য একান্তভাবে উৎকর্ণ হইবেন—কবে একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তনই সমস্ত তপস্যা, সমস্ত জপ, সমস্ত অধ্যয়ন, সাধনা, সিদ্ধি, আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, ধারণা, ধ্যান, সমাধির চরমফল বলিয়া মানবজাতি বরণ করিতে পারিবেন?

অহো! মানবজাতির মেধা কিপ্রকার ভ্রান্ত হইয়াছে! মানবজাতি একমাত্র সহজ, সরল, স্বাভাবিক

রাজকীয় পথ পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র অব্যর্থ মন্ত্র-মহৌষধি পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ব্যর্থ শ্রমসাধ্য-ব্যাপারে নিযুক্ত হইতেছেন! ধন্য মায়া তোমার অঘটনঘটন পটীয়সী শক্তি!

বর্ত্তমানে ঢাকাবাসীর ভাগ্যোদয়ের বলিহারি যাই! কিন্তু আমরা কয়জন তাহা বরণ করিতেছি! নানাপ্রকার কুবিষয়, অসৎ আসক্তি, অসৎ সংস্কারের বিষয়ী হইয়া আমরা আমাদিগকে পরম সত্য—অকপট ও নির্ভীক সত্যের সন্দেশ হইতে নানাপ্রকার ব্যবহারিকতার অবগুণ্ঠনদ্বারা দূরে—অতিদূরে পাতিত করিতেছি। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এইরূপ অতিমর্ত্ত্য মহাজনের সুদুর্ল্লভ বাণী-গঙ্গা পান করিয়া অমর হইতেছেন।

গত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৩২) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পারমার্থিক-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে প্রভুপাদের বাসস্থানে (ঢাকা টীকাটুলী নামক পল্লীতে) সমবেত বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রুতি-প্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান, সূত্র-প্রস্থান ও প্রকরণ-প্রস্থান—এই প্রস্থান চতুষ্টয়ই কিরূপে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে বৃথা সময় ক্ষেপণের হেতু বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র যে একবাক্যে হরিভক্তির নিত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড"—এই পদ-ব্যাখ্যায় অনেক কথা বলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ও শ্রুতির মন্ত্রসমূহ-দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করেন। দেহ ও মনের রুচিতে যাহারা প্রেয়ঃপথে ধাবিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কথঞ্চিৎভাবে ক্রমে ক্রমে শ্রেয়ঃপথে চালিত করিবার জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের প্রস্তাব হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা নিত্য উপেয় ভক্তির দাস্য করিলেই সার্থকতা লাভ করে।

প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন—প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী গুরুদেব ও অন্যাভিলাষী গুরুব্রুবগণ গুরুর পরিচয় বা আম্নায় কীর্ত্তন করিবার পরিবর্ত্তে স্মার্ত্তের অনুগমনে শুক্র-শোণিতের পরিচয় প্রদান করিবার পক্ষপাতী। বদ্ধজীবের শৌক্রাভিমান প্রবল, আর মুক্ত-পুরুষের শ্রৌতাভিমান প্রবল। ব্যবসায়ী পাঠক-কথক-সম্প্রদায় সর্ব্বদাই অনুস্বার-বিসর্গ-কণ্ঠস্বর-ভাবভঙ্গীর স্থূল তুষারঘাত লইয়া ব্যস্ত, তাহারা সারগ্রাহী নহে,—ভারবাহী। তাহারা শাস্ত্র হইতে—জগৎ হইতে মাধুকর-ভৈক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারে না; কাচভাণ্ডস্থ মধুকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়াও "স্পর্শ করিয়াছি"—এইরূপ কল্পনা করে। অপরা বিদ্যা মানুষকে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের পার্থক্য বুঝিতে দেয় না, বিপথগামী করিয়া থাকে। এজন্য শ্রীধাম—মায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ ও ভক্তিশাস্ত্র-পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে জয়-বিজয়ের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। যাহাকে-তাহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া ঢুকিতে দেওয়া যেমন দোষ, প্রকৃত বৈষ্ণবকে বাধা দেওয়াও তেমনি দোষাবহ। প্রাকৃত-সহজিয়া ও ভগবদ্‌বিদ্বেষি-সম্প্রদায় অবৈষ্ণব পাষণ্ডকে 'বৈষ্ণব', আর মহাভাগবত, পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া স্বয়ং বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চনা করে। বেদ্যবস্তুর বাস্তব জ্ঞান-লাভের জন্য সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় আবশ্যক। এই বাস্তবজ্ঞান শ্রীগুরু-পাদাশ্রিত ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ হৃদয়েই প্রকাশিত হয়, তাহা একমাত্র অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণেরই সম্পত্তি।

২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩২) অপরাহ্নে ঢাকা নর-মেল-স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় সপরিবারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ আগমন করিয়া তারকব্রহ্ম নামের তাৎপর্য্য ও শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে প্রশ্ন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—যাহা পরিত্রাণ করে, তাহাই তারক। যাঁহার যেরূপ অবস্থার বিপদের অনুভূতি, তিনি তদ্রূপ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের অভিলাষী। যাঁহারা সাংসারিক অভাব, অসুবিধা, ত্রিতাপকেই 'বিপদ' মনে করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য ধর্ম্মার্থকাম-কামী হইয়া পড়েন। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই স্ব স্ব অপস্বার্থ-পরিপূর্ণ পুরণের অভাবকে বিপদ্ মনে করেন। আর ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণসেবায় অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহারা সেইসকল বিপদ্ হইতে

ত্রাণ-আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ ভগবৎসেবক ভোগ-বাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা—এই উভয় ব্যাপার হইতেই পরিত্রাণ চাহেন। এজন্য ভগবদ্ভক্তের নিকট তারক-ব্রহ্মনামের স্বরূপ অন্যরূপ, 'তারক' সেখানে—'পারক'।

'হরে', 'কৃষ্ণ', 'রাম'—এই তিনটী পদ 'তারক-ব্রহ্মনাম'—নামে দৃষ্ট হয়। লোকের সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে উক্ত ত্রিবিধ পদের তাৎপর্য্যও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। কেহ 'হরি'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' বিচার করেন; যাঁহারা বিষয়তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর আশ্রয়তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদের সেবাবৃত্তি অধিকতর প্রকাশিত, তাঁহারা 'হরা'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ বুঝিয়া থাকেন।

'কৃষ্ণ' অর্থে—যিনি আকর্ষণ করেন। জীবের সেবা-বৃত্তির তারতম্যানুসারে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—অংশ, কলা, বিকলা প্রভৃতি মূর্ত্তিতে উদিত হন। কখনও কখনও 'কৃষ্ণকে' বিকৃত করিয়া দেখিবারও চেষ্টা হয়। যিনি আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কি আকর্ষণ করেন? স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিদ্বস্তুকে কৃষ্ণ কখনও আকর্ষণ করেন না। তাহা কৃষ্ণমায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

'রাম'-শব্দের তাৎপর্য্যও সেবাবৃত্তির তাৎপর্য্যানুসারে প্রকাশিত হয়; পরশুরাম, দাশরথিরাম, রোহিনেয়রাম, রাধারমণরাম। রাধারমণরামেই সেবা-বৃত্তির পরিপূর্ণতা সম্প্রকাশিত হইতে পারে।

রাধারমণের অভিলাষ পরিপূরণ করাই আত্মার নিত্যধর্ম্ম। পাঁচপ্রকারে তাহা পূর্ণ হয়। রামানুজীয়-গণ নাভির ঊর্দ্ধদেশে উত্তমাঙ্গে যে-যেস্থানে হরিমন্দির অঙ্কিত হয়, তত্তৎ উন্নতাঙ্গ-দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে চাহেন। কিন্তু পূর্ণসচ্চিদানন্দবস্তু কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গের সেবা চাহেন। কেবল চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা কৃষ্ণের সেবা হয়। তাহাতে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং" শ্লোকের বিচার উপস্থিত হয়। সেই কৃষ্ণ ঐতিহ্য ও রূপকের অতীত বস্তু। অনুচেতন-বৃত্তি আবৃত হইলে বিশ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়।

পৃথিবীর হাঙ্গামা দেখিয়া যাঁহারা ভয় পান, সেই-সকল ভয়াতুর-সম্প্রদায় শ্রুতি ও মহাভারতের উপাসনা করেন; কিন্তু বৎসল-প্রেমিকগণ ভয়াতুর নহেন, তাই তাঁহারা নন্দকে বন্দনা করেন, নন্দকে 'গুরু' করেন—যে নন্দ সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন—পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে তাঁহার বারান্দায় বাঁধিয়া রাখিতে।

একমাত্র ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির যাবতীয় চেষ্টা মূঢ়তা—অনাচার। "পশ্চিমের লোক—সব মূঢ় অনাচার।" কিন্তু অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণ পিতৃশ্রাদ্ধ করা, পুকুরে ডুব্ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যকেই 'সদাচার' মনে করিতেছে! শ্রীরূপসনাতনের চরণাশ্রয় করিলেই বিশেষ সুবিধা হইবে, তাঁহারা "ভক্তি-সদাচারে"র মূল মহাজন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে যেসকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা জগৎকে দান করিয়াছেন,—

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফূরত্যদঃ।" সেবোন্মুখতা হইলেই জিহ্বা-দ্বারা 'কৃষ্ণ'-নাম বহির্গত হইবেন। যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব, সেখানেই শব্দ ও শব্দীতে ভেদ। শব্দ ও শব্দীতে যেখানে অদ্বয়জ্ঞান সেখানেই বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত আর যত কথা, সব আত্মার নিত্যবৃত্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবার কথা। হরি সব হরণ করেন না। তিনি চান 'আমাকে'—আত্মাকে; সেই আত্মা পাঁচপ্রকার রসে তাঁহার সেবা করেন। মানুষের এই পচা চক্ষু-কর্ণাদি তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না। যদি এই চক্ষু-কর্ণাদির বিষয় তিনি হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই জগতেরই কোন ভোগ্যবস্তুমাত্র হইয়া পড়েন। সত্ত্বোজ্জ্বলা চেতনবৃত্তিতে তাঁহার আস্বাদন হয়।

"আমি ভগবান্‌কে দেখিব"—ইহার নাম সম্ভোগ-বাদ বা অভক্তি, আর "আমি ভগবান্‌কে দেখাইব,—যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে" ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে, তিনি তাহা দেখেন। ভারতবর্ষে Semites-দের চিন্তাস্রোত উপস্থিত হইলে তাহারা Altruism-কে তথাকথিত জনহিতকর কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছে। উপনিষদের বিচার তাহা নহে,—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" অধোক্ষজ-সেবকমাত্রেই

সর্ব্বাপেক্ষা ethical. মায়াদেবী মাপিয়া লইবার বুদ্ধি বা ধর্ম্মের কথা যাহাদের মগজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, তাহারা কাইসার (Kaisar), নেপোলিয়ন (Nepoleon) প্রভৃতির আদর্শকেই বড় মনে করে। কিন্তু ভক্তি আশ্রয় করিলে—ভগবানের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া যায়। ভগবান্ সুখ, দুঃখ যাহা প্রদান করেন, তাহাতেই তিনি ভগবৎসেবা করেন। ভগবানের সেবা করিলেই তদন্তর্ভুক্ত সকল বস্তুর প্রকৃত সেবা হইয়া যায়। একজন মানবের সেবা করিলে আর একজনের সেবা হয় না। এক-দেশের মানবজাতির সেবা করিলে অন্যদেশের মানবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রদর্শন করা হয়, তাহাদিগকে নিরাশ করা হয়। মানবজাতিসেবা করিলে অপর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হয়।

সাধু আমাদের হৃদয়ের গোপনীয় গ্রন্থিগুলি তাঁহার বাক্যরূপ খড়্গের দ্বারা ছেদন করিয়া দেন। নামের প্রথম অবস্থা—'প্রণব', সম্প্রকাশিত অবস্থায়—'নাম'।

মায়াবাদ এই প্রদেশকে (পূর্ব্ববঙ্গকে) নানাপ্রকারে কলুষিত করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে প্রায় ১১ কোটি লোক ; ১১ জন লোক প্রকৃত সত্যকথা বুঝিলেই যথেষ্ট। "কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত।"

অক্তরূঢ়িতে 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—নিঃশক্তিক। চিদচিৎভূমার নাম—'পরমাত্মা'। নির্ব্বিশেষ শক্তির পূর্ণবিকাশই—'ভগবত্তা'।

'অন্তর্য্যামী'-শব্দের অর্থ—অন্তরে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। জড় বৈজ্ঞানিকগণ 'Electron theory' ও 'Molecular theory' নামে দুইটী বিষয় বিচার করেন। তিনটি atomএ একটী molecule, একটি alomকে ভাঙ্গিলে নয়টী electron পাওয়া যায়। Positive electron একটী ভিতরে থাকে এবং অপর আটটী বাহিরে থাকে। ভগবান্ মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, আর তৎসঙ্গে একটী Positive electron ভিতরে থাকে, আটটী (প্রোষিতভর্ত্তৃকা, বিপ্রলব্ধ প্রভৃতি) সেই একটীর ভাবই পুষ্টি করিবার জন্য কায়ব্যূহরূপে বাহিরে আছে।

সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম—পরমাত্মা ; নিঃশক্তিমান্ পরমাত্মা—ব্রহ্ম। যিনি রুদ্ধ নহেন, তিনিই 'অনিরুদ্ধ'। পরমাত্মা ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরমাত্মায় জড়াজড়—উভয় বিচারই দৃষ্ট হয় ; কিন্তু ভগবত্তায় অচিদ্‌বিচারের স্থান নাই।

শ্রীভগবত্তার ছয়টী ঐশ্বর্য্যের যুগপৎ অধিষ্ঠান। তাহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য যুগপৎ অবস্থিত। "বৈরাগ্য"-জিনিস—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞানহীনতা। তাহা negative assertion, আর পাঁচটা positive assertion. কিন্তু ভগবানে একাধারে যুগপৎ এই দুইটী বিষয় আছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও ঐশ্বর্য্যহীনতা যুগপৎ ভগবানেই সুন্দরভাবে সমন্বিত। এই অচিন্ত্যভেদাভেদবিচার যাঁহাতে প্রকাশিত, তিনিই ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভগবত্তা প্রকাশিত। যাঁহারা তাঁহাদিগকে ভগবত্তা হইতে ছোট মনে করেন, তাঁহারা মূঢ় ; তাঁহারা কৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হন নাই, কৃষ্ণের জ্ঞান পান নাই।

'প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি ॥
অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।'

তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না। তাহারা তৃণাদপি সুনীচ হয় নাই। বেদান্তপূর্ণ পারঙ্গত ছিলেন—শ্রীস্বরূপ গোস্বামী। তাই তিনি বেদান্তের শিক্ষাসার এই সারবান্ শ্লোকটীতে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥"

২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিজ ভক্তগণসমীপে "ত্রিদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডিগণের কৃত্য" সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—অত্যাহারেই জীবের মৃত্যু হয়। 'জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ'—এই শ্লোকটী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের অনুসরণীয় ; কিন্তু উহা কৃত্রিমভাবে নহে, যেমন মায়াবাদী ও ফল্গুতপস্বী ব্যক্তিগণে দেখা যায়। সেবোন্মুখতার দ্বারাই অনায়াসে সকল ইন্দ্রিয় জয় হয়। Mollusk নামক একপ্রকার প্রাণী একবার মাত্র স্ত্রীসম্ভোগ করিতে পারে, সন্তান জন্ম দিয়াই উহা

(পুরুষশ্রেণীর ঐ প্রাণী) মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হংসগীতার শ্লোক শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আহরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ।।"

শ্রীরাধাগোবিন্দের গানের সহিত গ্রাম্যবার্ত্তা এক নহে। নগ্নশ্যামামাতার গান, শনির পাঁচালী, সত্য-নারায়ণের পাঁচালী, ঘেটুমাকালী-চণ্ডী-বিষহরি প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার গান, কালীঘাটে বৈষ্ণব-সভা (?), সাংসারিক মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য—নিজের ভোগ বা ভোগ-ত্যাগের জন্য যেসকল কথা, তাহা সকলই—গ্রাম্যবার্ত্তা।

"কলের্দশসহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতাঃ ।।"

গ্রাম্যবার্ত্তা বেশী কাহারা বলেন? Archeologist epigraphist প্রভৃতি হইয়া পড়িয়াছেন যাঁহারা।

জিহ্বোপস্থকে জয় করার নাম 'ধৃতি'। যাঁহারা ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন, তাঁহারা কায়, মন ও বাক্য দণ্ডিত করিয়াছেন। খবরের কাগজগুলি সব গ্রাম্যবার্ত্তা। মায়ার কথার যত কাগজপত্র আছে, তাহা পড়িতে নাই, ঐসকল পড়িলেই হয় তাহাদের সহিত সহ-যোগিতা, না হয় প্রতিযোগিতা ও প্রয়াস আরম্ভ হয়। ইহা স্বপ্নে খুব বড় বড় ধনী হইবার অভিলাষের উদ্দেশ্যে জগতের ধন-মানাদির জন্য আকাঙ্ক্ষা; চার্ব্বাক, বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত; আকবর, জাহাঙ্গীরের ন্যায় রাজ্যভোগ, নেপোলিয়নের ন্যায় বীরত্ব, ম্যালথাসের (Malthus-এর) ন্যায় মানবজাতির উপচিকীর্ষা প্রভৃতির জন্য যাহারা লালায়িত, তাহাদের চেষ্টা স্বপ্নে রাজা হওয়ার ন্যায়। এইজন্য ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

'রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট।"

বহির্ম্মুখের চিত্তবৃত্তি—"কোনক্রমে ভগবৎসেবা করিব না; গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যচিন্তা, গ্রাম্যব্যবহার, গ্রাম্য আচারেই সর্ব্বক্ষণ ভরপুর থাকিব!" পাছে কোন-রূপ মঙ্গল হয়, এজন্য তাহারা ঐসকল পরিখাযুক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। তাহারা বিচার করে, তুলসীগাছে জল দিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা বেগুনগাছে জল দেওয়া,—সময় ও অর্থের অধিক সদ্ব্যবহার; কারণ, তাহাতে অধিক বেগুন খাওয়া যাইবে। কিন্তু বেগুন খাইবে কে? যদি বানরে নিয়া যায়, তবে খাইতে পারা যাইবে না, আর যদি বানরকে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে বানরের সহিত প্রতিযোগিতা হইয়া যাইবে। মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোত্তম আশা—'ত্রিদণ্ডী' হওয়া। 'ত্রিদণ্ডী' অর্থে—অমানী, মানদ ও সহিষ্ণু হরিকীর্ত্তনকারী। বৈষ্ণবই দেবতা; কিন্তু তিনি 'দেবতা'-অভিমান, 'শর্ম্মা'-অভিমান করেন না। ত্রিদণ্ডী—"নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ।"

ত্রিদণ্ডী কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিবেন না, নমস্কারও গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যিনি ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে "কৃষ্ণে মতি রস্তু"—এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ না করিবেন, তাঁহাকে উপবাস-দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—যতবার নমস্কার না করিবেন, ততবার উপবাস করিতে হইবে।

'ত্রিদণ্ডী' গ্রহণ ব্রাহ্মণজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। দেবতারা ভোগের বিঘ্ন বিনাশ করেন, ভোগের পথ অনর্গল করিয়া দেন। গণেশ-ভোগ-সাধক অর্থের বিঘ্ন বিনাশ করেন, সূর্য্য—ধর্ম্মের (পুণ্যের) বিঘ্ন বিনাশ করেন। অন্ধকার মূর্খতার স্বরূপ, সূর্য্য অন্ধকার-বিনাশক, আলোক দেবতাশক্তি—কামনার সিদ্ধি-প্রদাত্রী। শক্তির পূজা করিয়াছিল রাবণ সীতা-হরণের জন্য। জড়শক্তি-পূজক শক্তির নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া শক্তির শক্তিকে হরণ করিবার চেষ্টা করে। গণেশ, সূর্য্য, শক্তি ও রুদ্রের উপাসক-গণ—সকলেই অহংগ্রহোপাসক—চরমে মূর্ত্তি-ভঙ্গ-কারী (Iconographer ও Iconoclastic)।

বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুর নিকট হইতে কিছু চাহেন না। বিষ্ণু জীবের সর্ব্বস্ব হরণ করেন। যে-সকল পুষ্পে গন্ধ নাই, তাহা বিষ্ণুভক্তগণ প্রদান করেন না। 'সুগন্ধিপুষ্প প্রদান করা' অর্থ—নিজে সৌগন্ধ ভোগ

না করা। রুদ্রকে গন্ধহীন-পুষ্প দেওয়া হয়, ধুতরা ফুলে রুদ্রের পূজা হয়, রক্তজবার দ্বারা শক্তির পূজা হয়। বিষ্ণুকে যাঁহারা অনিত্য দেবতা মনে করেন, কৃষ্ণকে মারিয়া (?) ফেলিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল কল্পনা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম অনিত্যবস্তু জ্ঞান করেন। ইঁহারা ব্যাসের সিদ্ধান্তের বিরোধী, বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী। ব্যাস বলেন,—'বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদীতর সমবীর্যস্য বা নারকী সঃ।" বেদ বলেন,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"

যাঁহারা বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী। তাঁহারা সর্ব্বদেবতা-সংহারকসূত্রে "শিবোঽহং" "শিবোঽহং" (শিব—সর্ব্বসংহারক) বলিতে থাকেন। কর্ম্মকাণ্ড সংহার করা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু যে কর্ম্ম কৃষ্ণকর্ম্ম—ভগবৎসেবা, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা সংহার (?) করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। ইঁহারা রাবণের ন্যায় ত্রিদণ্ডি-বেষধারী, প্রকৃত ত্রিদণ্ডী নহেন। কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণ ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন—"গৃহস্থ-স্থাপ্যুতৌ গন্তঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্।" যখন সন্তানোৎপাদন করিতে হইবে, গৃহস্থ কেবল সেই সময় স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিবেন, নিজের গ্রাম্য-সুখের জন্য বাস করিতে হইবে না। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণটা পরার্থপরতার ব্যাঘাতকারক। হরিভজন-কারী ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবে, এজন্য গৃহস্থ সন্তানোৎপাদন করিবেন, ইহা একটা service. বিষ্ণুভক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করুক, এই কামনায় দ্বিতীয় সংস্কারের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সাংসারিক কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তিময় জীবন—বিষ্ণু-ভক্তি।

আমি একটী কথা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক কথা আনিয়া ফেলি, খুব লম্বা-চওড়া করিয়া বলিতে থাকি; ভাবি,—শ্রোতার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্তও এই সব কথার শ্রবণ শেষ হইবে না। মনুষ্যজাতি তাহাদের যে-সকল common errors (সাধারণ ভ্রমসমূহ) আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে, সেগুলি প্রতি পদে নিরাস করিবার জন্য এত লম্বা চওড়া করিয়া বলি, তাহাতে খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া লোকের মনে হয়; কিন্তু একটুকু আত্মমঙ্গলকামী হইয়া বিচার করিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, আমার সকল প্রসঙ্গই এক উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্"

একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনা ব্যতীত অন্য উপাসনার কল্পিত উপাস্যসমূহ সেব্যের পরিবর্ত্তে 'চাকার' মাত্র। কৃষ্ণ একাই লক্ষ। সেই একের পূজায় সকলের পূজা হয়। মনুষ্যজাতি! তোমরা গৃহস্থই থাক, ব্রহ্মচারীই থাক, বানপ্রস্থই থাক, সন্ন্যাসীই থাক, তোমরা সকলেই—ব্রাহ্মণ। "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"তোমাদের সকলেরই আমার উপাসনাই একমাত্র কৃত্য; আমাকে লইয়াই তোমাদের কাজ—তোমাদের অন্য কোনপ্রকার কার্য্য নাই। তোমাদের চোখ, কান, মুখ, নাক—সব দিয়া আমাকে লইয়াই কাজ।"

'মুগের ডাল পাই না, তাই খাই না"—এইজন্য সাধুসাজার নাম—প্রকৃত সাধু হওয়া নহে। কেহ কেহ বলেন, "ভারতের ৪৪ লক্ষ সাধু বিবাহের পয়সা যোগাড় করিতে পারেন না বলিয়া সাধু হন; কাপড় ধোয়াইবার পয়সা নাই বলিয়া তাঁহারা গেরুয়া গ্রহণ করেন।"

জাগতিক বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা প্রভৃতি সাধুত্বের লক্ষণ নহে। পিপীলিকা বলিতেছে,—"হাতী অনেক খাইয়া ফেলে, আমি অত খাই না, সামান্য খাই!" তাহা হইলে হাতী অপেক্ষা পিপীলিকাই বড় সাধু হইয়া পড়িল! কিন্তু হাতী স্যমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়, আর পিপীলিকা হয় ত' সেই কৃষ্ণকে কামড়া দেয়। হাতীটা বেশী খাইয়াও কৃষ্ণকে বহিয়া আনিল কৃষ্ণসেবা করিল, আর পিপ্‌ড়ে কম খাইয়াও কৃষ্ণকেই হয়ত' কামড়াইয়া দিল! আমরা অনেক সময় সন্ন্যাসী (?) হইয়া ধাতুপাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম, গাছতলায় থাকিলাম; কিন্তু গাছতলায় থাকিয়া গাঁজা খাইতে শিখিলাম। এইরূপ গাঁজা-খাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী না হইয়া ঘরে থাকিলে ভাল সন্ন্যাসী হওয়া যাইত।

"ত্রিদণ্ডমুপজীবতি"—ভোজন ভাল চলে বলিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভিক্ষুকের আশ্রম লইয়া যদি নিজের তহবিলে সঞ্চয় করি, তবে ত্রিদণ্ড

উপজীবিকা হইয়া পড়িল। যেমন মু * * *; অশিক্ষিত মূর্খদিগকে লালকাপড় পরিতে বলি না—লেখাপড়া শিখিতে বলি না; উহার ভোজনটা বেশী ছিল। অসৎসঙ্গে অনেক ভোজন করিতে করিতে তাহার আবার একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, শেষে কাঁটালপাতা খাওয়া কিংবা বায়ু-ভক্ষণ—গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য নহে বা তাহাতে ভক্তির কোন কথা নাই।

আমাদের গৌড়ীয়মঠের নিয়ম,—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ইঁহারা ভাল কাপড় পরিতে পারিবেন না, জুতা পরিতে পারিবেন না, নিজের জন্য এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁহাদের অনেক অর্থ আহরণ করিতে হইবে,—বৈষ্ণব-সেবার জন্য।

ভারতের ৪৪ লক্ষ সাধুনামধারিগণ যে-সকল কার্য্য করিতেছেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য সেইরূপ বা তাহাদের ন্যায় নহে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষুক। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিতেছি। আমি একটা কাজের ভার নিয়াছি। কাজেই আমি নিজে একাকী সকল বাড়ীতে যাইতে পারি না। এজন্য সকলের দ্বারে দ্বারে আমার লোকদিগকে সর্ব্বদা ভিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতেছি। তোমরা কৃষ্ণের নাম—প্রচারের জন্য—জগতের যাহাতে শ্রেষ্ঠ উপকার হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু না কিছু গ্রহণ কর, তাহা কৃষ্ণ-কার্য্যে নিযুক্ত হউক। অর্থ সঞ্চয় করা, আর উহা মল-মূত্ররূপে বাহির করিয়া দিবার ন্যায় বাঁদুরে-কার্য্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য নহে। "কোটি কোটি বৈষ্ণবের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে", আমার এই কার্য্য পড়িয়া গিয়াছে।

ত্রিদণ্ডিগণের সমাজ আছে, তাঁহারা একটী শ্রেণীর মধ্যে অনেক লইয়া এক। কিন্তু পরমহংস তাহা নহেন, তিনিই এক। তাঁহার কোন সমাজ বা শ্রেণী নাই, তিনি একায়নস্কন্ধী। প্রফেসার বাবু * * টাকা মাহিনা পান, তিনি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় দিতেছেন, আর আমরা এক পয়সারও লোক নহি; তিনি ত্রিদণ্ডী, না আমরা ত্রিদণ্ডী? কৃষ্ণের জন্য আহ্লাদ খাদ্য, অর্থ—সমস্ত আমার কাছে আনিয়া দিলেই ত' হয়।

অকপট হরিসেবার জন্য—শুদ্ধ হরিকথা সুষ্ঠুভাবে জগতে প্রচারের জন্য আমি প্রচারকগণকে হাজার হাজার মোটরগাড়ী দিয়া দিতেছি, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু জড়পিণ্ড গাড়ীতে উঠিবে কেন? তাহার গাড়ীতে উঠিবার কোন অধিকার নাই। তাহা হইলে ত' সে বিষয়ীই হইয়া যাইবে। যাহার মোটরগাড়ী চড়িবার পিপাসা আছে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার পরিবর্ত্তে বাহাদুরী দেখাইবার ইচ্ছা আছে, সেইরূপ জড়পিণ্ডকে কিছুতেই বিষয়ী, ভোগী, নরক-পথের যাত্রী হইবার জন্য গাড়ীতে চড়িতে দেওয়া হইবে না। তাহা হইলে তাহা তাহার উপজীবিকা হইয়া যাইবে। যিনি সর্ব্বস্ব হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রদান করিতেছেন না, তিনি কেন গাড়ীতে চড়িবেন? আবার যদি সহজিয়া-সম্প্রদায় বৃদ্ধি হয়, উহারই অন্যপ্রকার দ্বিতীয় সংস্করণ বৃদ্ধি হয়, তবে আমরা ত' মরিয়া গেলাম!

এইজন্য আমি প্রস্তাব করিতেছিলাম, ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ, সকলে একায়নমঠে আসুন, আপনারা আর ভিক্ষা করিবেন না, আমি আপনাদিগকে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব। আপনারা আমার অনুকরণ কেন করেন? আমি ত' ত্রিদণ্ডী নহি। আমি ত' পতিত; আপনারা ত' তাহা নহেন, আপনারা ত' 'পাবন'। আপনাদিগকে পাবন মনে করিয়া আপনাদিগকে গুরু করাই কি তাহা হইলে অসুবিধা হইয়াছে? আমি আপনাদিগকে পাবন জানিয়া 'গুরু' করিয়াছি, আর আপনারা অন্যরূপ অভিনয় দেখাইতেছেন কেন? ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুগণ কায়মনোবাক্য সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত করুন। আমরা কত আশাভরসা করিয়া হরিভজন করিতে আসিয়াছি, আর আমরা কোথায় চলিয়া গেলাম!

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declares that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY

Dated 29. 3. 1989

Signature of Publisher

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর]

গোপীশ্বর ঃ—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় চারিজন ক্ষেত্রপাল মহাদেব (ভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, রঙ্গেশ্বর, পিপ্পলেশ্বর) যেমন বিষ্ণুধাম মথুরাপুরীকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ বৃন্দাবন ধামের রক্ষকরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ক্ষেত্রপাল মহাদেব গোপীশ্বররূপে বিরাজিত আছেন। ক্ষেত্রপাল শিবের অনুগ্রহ ব্যতীত বৃন্দাবনধামে প্রবেশ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত শিবের মহিমা পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় মথুরায় নিবাসকালে পিপ্পলেশ্বর মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। গোপীশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী বংশীবট। বংশীবটে দাঁড়াইবার এবং বসিবার বিস্তৃতস্থান থাকায় গোপীশ্বর মহাদেবের মহিমা সেখানে কীর্ত্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় উন্নতোজ্জ্বল রসাশ্রিত ভক্তগণেরই প্রবেশাধিকার। এই কারণে মহাদেব উক্ত রাসলীলায় প্রবেশাধিকার লাভের জন্য গোপীরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। অন্য কেহ বুঝিতে না পারিলেও সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ গোপীরূপধারী মহাদেবের শুভাগমন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন। এই নবাগত গোপীকে কৃষ্ণ বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করায় রাধারাণী এবং অন্যান্য গোপীগণের হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলে তাঁহাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়। তৎকালে কৃষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন,—তিনি গোপীশ্বররূপে বৃন্দাবনে বিরাজিত থাকিবেন, তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। বংশীবটে এক কোণে ক্ষুদ্র গোপীরূপধারী গলদেশে সর্প বিজড়িত শিবের মূর্ত্তি আছেন। গোপীশ্বর শিবের মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও কাত্যায়নীর মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন।

বংশীবট ঃ—শ্রীল রূপগোস্বামী মথুরায় কৃষ্ণের আবির্ভাবলীলাহেতু বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার উৎকর্ষতা এবং রাসোৎসব হেতু মথুরা হইতেও বৃন্দাবনের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৃন্দাবনে বংশীবটের নীচে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণ বংশীধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করতঃ রাসলীলা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তায় বিশ্বাস না হইলে এবং জিতেন্দ্রিয় না হইলে রাসলীলা স্মরণেরও অধিকার হয় না।

'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥'
—ভাঃ ১০।৩৩।৩০

অরুদ্র যেমন সমুদ্রোত্থিত বিষ পানের দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অনীশ্বর ব্যক্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমনে অসমর্থ ব্যক্তি অথবা কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তায় অবিশ্বাসী ব্যক্তি রাসলীলার সাক্ষাৎ অনুশীলন দূরের কথা এমনকি মনে মনে স্মরণ করিতে গিয়াও অধঃপতিত হয়। 'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্'। 'ঘৃত সেবন করিলে আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়'—এই কথা স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। উদরাময় রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত আয়ুঃবর্দ্ধক নহে, বরং আয়ুঃনাশক। এইজন্য রাসলীলা অনধিকারী কামাতুর ব্যক্তির অনুশীলনীয় নহে। কামাতুর ব্যক্তিগণ রাসলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে গিয়া কৃষ্ণকে সাধারণ পুরুষ এবং গোপীগণকে সাধারণ স্ত্রীলোক মনে করিয়া কামের ইন্ধন প্রদান করতঃ অধঃপতিত হয়। কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উল্লেখ করতঃ বলেন রাসলীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ব্যতীত হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত ও পরাভক্তি লাভ হয় না, কিন্তু তাহারা সেই শ্লোকের 'শ্রদ্ধান্বিত' ও 'অনুশৃণুয়াৎ' শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য অনুধাবন করেন না।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥"
—ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

কৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা, আর সবই তাঁহার ভোগ্য, এইরূপ বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত, কৃষ্ণকে ভোগের অংশীদাররূপে দেখা পর্য্যন্ত, কৃষ্ণলীলা শ্রবণেরই অধিকার হয় না। রাসলীলা ত' দূরের কথা।

"অহে শ্রীনিবাস ! এই যমুনা-নিকট।
পরম-অদ্ভুত-শোভাময় 'বংশীবট' ॥
বংশীবট-ছায়া জগতের দুঃখ হরে।
এথা গোপীনাথ সদা আনন্দে বিহরে ॥
ভুবনমোহন বেশে সুচারু ভঙ্গিতে।
গোপীগণে আকর্ষয়ে বংশীর স্বনেতে ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৫।২৩৭৯-৮১

'শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥'
—চৈঃ চঃ আদি ১।১৭

'রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্ গোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গলবিধান করুন।'

বংশীবটে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত 'রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জ কুটীর ... ...।' গীতিটি কীর্ত্তিত হয়।

ধীর সমীর ঃ—

'অহে শ্রীনিবাস ! এই ধীর সমীরে।
কৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা অশেষ প্রকারে ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের এথা অদ্ভুত মিলন।
মহাসুখে আস্বাদয়ে তাঁর প্রিয়গণ ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৫।২৩৭৪-৭৫

কেশিঘাট ঃ—কেশিঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কংস প্রেরিত কেশিদানবকে বধ করিয়াছিলেন। কেশিদানব-বধলীলা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদের নিকট যখন কংস জানিতে পারিলেন,—'রামকৃষ্ণ নন্দের পুত্র নহে, বসুদেবের পুত্র, বসুদেব কংসের ভয়ে পুত্রদ্বয়কে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছেন', তখন কংস ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদেবকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলে, 'বসুদেবকে মারিলে তাঁহার পুত্রদ্বয় পলায়ন করিবে' এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নারদ তাহাকে তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর কংস বসুদেব দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই সময় কৃষ্ণকে মারিবার জন্য কংস প্রথমে

কেশিদানবকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। কেশিদানব বিশাল ও ভয়ঙ্কর অশ্বরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে যাইয়া উৎকটভাবে হ্রেষারব করতঃ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে থাকিলে গোকুলবাসিগণ সব সন্ত্রস্ত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ অশ্বরূপধারী দানবের অত্যাচার হইতে নিজজনগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজেই তাহার নিকট যাইয়া যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন। কেশিদানব অসহ্য ক্রোধে কৃষ্ণকে পদাঘাত করিতে গেলে কৃষ্ণ তাহার দুই পা ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে চারশত হাত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কেশিদানব গুরুতরভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেও আবার চেতনতা লাভ করিয়া মুখ-ব্যাদন করিয়া কৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইল। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ বিবরে নিজের বামহস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কেশিদানব কৃষ্ণের হাত চর্ব্বন করিতে গিয়া গরম লোহার তাপ অনুভব করিল। কৃষ্ণের হস্ত বড় হইতে হইতে দানবের মুখে বায়ু চলাচল বন্ধ করিয়া দিল। দুরন্ত দানব সাতিশয় যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। দানব নিহত হওয়ায় দেবতাগণ আনন্দে পুষ্পবর্ষণ ও কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদও কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া কৃষ্ণের ভাবী লীলাসমূহ কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কেশিদানবকে 'আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য' এই অভিমানের প্রতীকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেশিদানব বধের তাৎপর্য্য 'ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিবাহঙ্কার' বর্জ্জন। কৃষ্ণের কৃপা হইলে এই অনর্থ হইতে মুক্তি হয়।

'এই কেশীতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস।
ইহার মহিমা বহু পুরাণে প্রকাশ ॥

* * *

কেশিবধ কৈলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে।
যমুনায় হস্ত পাখালিলা মহাসুখে।"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।২৩৬৯, ২৩৭২

"গঙ্গাশতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।
তত্রাপি চ বিশেষোঽস্তি কেশীতীর্থে বসুন্ধরে ॥"
"তস্মিন্ পিণ্ডপ্রদানেন গয়াপিণ্ডফলং লভেৎ ॥"

—আদিবরাহ

"হ্রেষাভির্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
ফুল্লন্নেত্রবিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ।
তং তাবত্তৃণবদ্বিদীর্য বকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং
যত্র ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ
তৎ কেশিতীর্থং ভজে ॥"

—শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৫ তম শ্লোকঃ

'অশ্বাকার কেশিদৈত্য অতিশয় মদগর্বে হ্রেষা-ধ্বনিতে চতুর্দ্দশভুবন কম্পিত এবং বিস্তৃত নয়নের ঘূর্ণনদ্বারা সর্ব্বদিক পূর্ণভাবে দগ্ধ করিতেছিল। বকারি কৃষ্ণ সেই বিদ্বেষী কেশীকে তখন তৃণের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া যথায় রুধির রঞ্জিত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, আমি সেই কেশিতীর্থের ভজন করি।'

শ্রীল রূপগোস্বামী বৃন্দাবনে কেশিতীর্থ ঘাটে কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত রূপ-মাধুর্য্যের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তিরঙ্গঃ ॥"

'হে সখে, যদি বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্য-যুক্ত, ত্রিবক্রতাশালী বামাঞ্চলে নেত্রকটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপঙ্কজ কিশলয়ে বিরাজিত-বংশী ও ময়ূরপুচ্ছ-দ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে।

অদ্বৈতবট ঃ—যে বটবৃক্ষের নীচে অদ্বৈতাচার্য্যের অবস্থিতি।

"যে বটবৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি।
সর্ব্বত্র হৈল সে অদ্বৈতবট খ্যাতি ॥
এ অদ্বৈতবট দৃষ্টে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
পরম দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।২০৯১-৯২

(ক্রমশঃ)
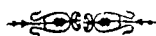
বিরহ-সংবাদ

শ্রীনন্দদুলাল দে, সলিসিটর, (কলিকাতা) ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শুভানুধ্যায়ী শ্রীনন্দদুলাল দে, সলিসিটর মহোদয় বিগত ২৭অগ্রহায়ণ (১৩৯৫), ১৩ ডিসেম্বর (১৯৮৮) মঙ্গলবার তাঁহার কলিকাতা ১০নং থিয়েটার রোডস্থ বাসভবনে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীনন্দদুলালবাবু মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি করিতেন। তিনি এড্‌ভোকেট শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এবং ব্যারিস্টার শ্রীসলিল হাজরা—তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের সহিত শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে ও স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠানের সমুন্নতি বিধানে গুরুত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যে সর্ব্বদাই সহায়তা করিতেন নিঃস্বার্থভাবে। তিনি প্রতিষ্ঠানের সেবায় আনুকূল্যও করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল জীবনের শেষ কয়টী দিন শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে থাকিয়া সাধুসঙ্গে অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তিনি স্বধাম প্রাপ্ত হইলেন। মঠের গভর্ণিং বডির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসগৃহে ১০ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় একজন নিষ্কপট ব্যক্তিকে হারাইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ মর্ম্মান্তিকভাবে ব্যথিত। তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য ভক্তগণ শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছেন।

উত্তরবঙ্গে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে বিগত ২৮ পৌষ, ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী বিপুলভাবে প্রচারান্তে ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী শনিবার আসাম প্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন।

চাঁচল (মালদহ) ঃ—মালদহ জেলার চাঁচল-নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুনীল ঘোষ (শ্রীসত্য-স্বরূপ দাসাধিকারী) মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য এবং তাঁহার সহিত ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরামদাস—ব্রহ্মচারিগণ ও শ্রীগঙ্গাধরদাস গৌর এক্সপ্রেসযোগে ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার প্রাতে মালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে মিনিবাসে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্নে চাঁচলে শুভপদার্পণ করিলে সুনীলবাবু ও স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

স্থানীয় হিন্দু হোষ্টেলের পশ্চাতে অবস্থিত সুনীল-বাবুর তৃতীয় বাসভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ১৬ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। সভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'ঈশ্বরবিশ্বাসের উপকারিতা', 'কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বোত্তমতা', 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' ও 'সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা'। প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন শ্রবণে ভক্তগণের সুখ হয়।

১লা মাঘ, ১৫ই মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ১১

ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ বাহির হইয়া সহরের মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিক্রমা এবং চাঁচল মহারাজের স্থাপিত সুরম্যমন্দির দর্শন করিয়া সভামণ্ডপে বেলা ২ ঘটিকায় ফিরিয়া আসেন! শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের নৃত্য কীর্ত্তনে স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষিত হয়। উক্ত দিবস মহোৎসবে নরনারীগণ মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

সস্ত্রীক শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী এবং তাঁহার পরিবারবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং) ঃ— শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-পার্টিসহ বাসযোগে মালদহ রেল ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে নামিয়া ফলাকাটায় পৌঁছিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া চাঁচল হইতে ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রাতে রওনা হইলেও মালদহ ষ্টেশনে শিলিগুড়ি-নিবাসী মঠের শুভানুধ্যায়ী ভক্ত শ্রীনিবারণ চন্দ্র বর্ম্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ও অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিউজলপাইগুড়ি ষ্টেশনে নামিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিলিগুড়িতে দেশবন্ধু পাড়াস্থিত তাঁহার বাসভবনে যাইয়া উপনীত হন। নিবারণ বাবুর গৃহের সংলগ্ন মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীমদ্ যমুনাবিহারী দাসাধিকারীর পরিজনবর্গের প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে সকলে অবস্থান করেন। রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহেই হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। তাঁহারা অধিকদিন থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেও ফলাকাটার প্রোগ্রাম পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত হওয়ায় পরদিনই প্রাতে ফলাকাটা যাত্রা করিতে হয়।

শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরাম দাস ১৭ জানুয়ারী কলিকাতা যাত্রা করেন।

শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, ফলাকাটা (জলপাইগুড়ি) ঃ— শিলিগুড়ি হইতে মিনিবাস আধা ঘণ্টা পর পর অনেক থাকিলেও মাঝপথে নিকটবর্ত্তী ফলাকাটায় নামিবার জন্য মালপত্রসহ যাত্রী লইতে তাহারা ইচ্ছা না করায় মিনিবাস-ষ্ট্যাণ্ডে প্রাতে পৌঁছিয়াও শ্রীল আচার্য্যদেবকে দীর্ঘ সময় বসিয়া থাকিতে হয়। যমুনাবিহারী প্রভুর পরিচিত ব্যক্তি অনেক অনুরোধ করিলে একটী মিনিবাসে পরে সিট পাওয়া যায় মালের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া। বহিরাগত যাত্রিগণের অসুবিধা দূর করার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন।

ফলাকাটায় নামিয়া শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে পৌঁছিতে দ্বিপ্রহর হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের জন্য পূর্ব্ব দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ পদ্মনাভ মহারাজ, মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ এবং স্থানীয় মঠানুরক্ত ব্যক্তিগণ অধীর আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা এবং বিভিন্ন বাসষ্ট্যাণ্ডে ছুটাছুটি করিতেছিলেন। সাধুগণের শুভাগমনে সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাওয়ার পরে সামান্য বিশ্রাম গ্রহণান্তে সেইদিনই ৪ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী বুধবার শুভ দ্বাদশী তিথিতে (গোস্বামী মতে 'জয়া' একাদশী ব্রত-দিবসে) অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা মাধব জীউর বিপুল জয়ধ্বনি মুখে নৃত্যকীর্ত্তন ও নৃসিংহদেবের বন্দনাকীর্ত্তন সহ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের সংকীর্ত্তন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সুসম্পন্ন হয়। পরদিবস মহোৎসবে বহু শত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

ফলাকাটা শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে ১৮ জানুয়ারী ও ১৯ জানুয়ারী এবং তৎপরে ২২ জানুয়ারী হইতে ২৪ জানুয়ারী এবং ২৭ জানুয়ারী প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শরণ পদ্মনাভ মহারাজ। ২১ জানুয়ারী শনিবার ফলাকাটা সহরে শীতলা বাড়ীতে ধর্ম্মসভা হয়।

২৪ জানুয়ারী মিলরোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া সহরের দেশবন্ধুপাড়া, মশলাপট্টি, শীতলবাড়ী, নেতাজীরোড, নতুন চৌপথী, সুভাষপল্লী-অঞ্চল পরিভ্রমণান্তে বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় মঠের শুভানুধ্যায়ী সজ্জনগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শ্রীনারায়ণ সাহা, শ্রীহরিপদ সাহা, শ্রীরুহীদাস সাহা, শ্রীঅবনী সাহা, শ্রীভোলানাথ পোদ্দার, শ্রীবৈদ্য সাহা ও শ্রীকালীপদ সাহার বাড়ীতে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করেন। তাঁহাদের বৈষ্ণবসেবা প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীহরিদাস বাবাজী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রচেষ্টায় মঠের উৎসবানুষ্ঠান ও ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভূটনীঘাট (জলপাইগুড়ি) ঃ—ভূটনীঘাটনিবাসী ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী শুক্রবার ফলাকাটা শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম হইতে রিজার্ভ মিনিবাসে রওনা হইয়া প্রাতে ভুটনীঘাটে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী শ্রীযতীন্দ্র সরকার ও শ্রীতুলসীদাসের গৃহে সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। শ্রীযতীন্দ্র সরকার উক্ত দিবস প্রাতে ও মধ্যাহ্নে, শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী রাত্রিতে এবং শ্রীহরিদাস ও শ্রীতুলসীদাস পরদিন মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করেন।

২০ জানুয়ারী অপরাহ্নে স্থানীয় হরিমন্দিরে ধর্ম্ম সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক নরনারী সমাবেশে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ পদ্মনাভ মহারাজ। শ্রীযতীন্দ্রবাবুর ও শ্রীতুলসীদাসের গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন এবং ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক হরিসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন অপরাহ্নে ফলাকাটা শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীহরিমন্দিরের সেক্রেটারী শ্রীসুরেশ সরকার, শ্রীবীরেন্দ্র সরকার এবং অন্যান্য সদস্যগণ ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ধূপগুড়ি (জলপাইগুড়ি) ঃ— ধূপগুড়িনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারীর প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভ মিনিবাসযোগে ১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী বুধবার ফলাকাটা শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম হইতে রওনা হইয়া প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় ধূপগুড়ীতে শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারীর গৃহে আসিয়া পৌঁছেন। উক্তদিবস এবং পরদিবস তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার অধিবেশনদ্বয়ে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয়। ২৬ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় তাঁহার গৃহ হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া নগর ভ্রমণান্তে বেলা ১১ টায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সস্ত্রীক শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী এবং তাঁহার পরিজনবর্গ নিষ্কপটভাবে বৈষ্ণবসেবার জন্য যত্ন করিয়া পূজনীয় বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। স্থানীয় শ্রীগৌর গোবিন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ২৭ জানুয়ারী প্রাতে তাঁহার আশ্রমে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ব্রহ্মচারিগণ কীর্ত্তিত ভজন কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া যোগদানকারী শ্রোতৃবৃন্দ উল্লসিত হন।

উত্তরবঙ্গ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আসামে গোয়ালপাড়ায় পদার্পণ

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগঙ্গাদাস ও শ্রীজগদীশ শিক্‌দার ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী শনিবার শেষ রাত্রি ৩-৩০ ঘটিকায় ফলাকাটা শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম হইতে যাত্রা করতঃ তথা হইতে প্রথমে রকেট বাসে (Rocket busএ) কুচবিহার, কুচবিহার হইতে প্রাতঃ ৭-৩০ টায় নিউবঙ্গাইগাওঁ এর বাস ধরিয়া বেলা ১১ টায় উত্তর

সালমারা এবং তথায় পুনঃ বাস পরিবর্তন করিয়া যোগীগোফায় বেলা ১২ টায় আসিয়া পৌঁছেন। ফলাকাটা আশ্রমের শ্রীমদ্ পদ্মনাভ মহারাজ কুচ-বিহার পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন। যোগীগোফা হইতে পুনঃ লঞ্চে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া অপর-পারে গোয়ালপাড়া-পঞ্চরত্নঘাটে খুব ভীড়ের মধ্যে আসিতে হয়। লঞ্চ হইতে দেখা গেল যোগীগোফা হইতে পঞ্চরত্ন পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দিয়া ব্রিজের কার্য্য চলিতেছে। গৌহাটী ব্রিজের ন্যায় ব্রিজে ট্রেন ও বাসরুট দুই প্রকারই ব্যবস্থা থাকিবে এইরূপ শ্রুত হইল। ব্রিজটী তৈরী হইলে গোয়াল-পাড়া সহরের উপযোগিতা যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি পাইবে এবং সহরের সমুন্নতিও হইবে। ফলাকাটা আশ্রম হইতে প্রদত্ত ভুনাখিচুরী প্রসাদ বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মপুত্র নদের তটে বসিয়া পরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিলেন। পঞ্চরত্ন হইতে বাসেও অত্যন্ত ভীড় থাকায় প্রথম বাস ধরিতে পারা যায় নাই, দ্বিতীয় বাস ধরিয়া গোয়াল-পাড়া মঠে পৌঁছিতে বেলা ২-১৫ মিঃ হয়।

কুচবিহার সহরের মঠের শুভানুধ্যায়ী বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীশশীভূষণ দেবনাথ মহোদয় কুচবিহার বাস-ষ্ট্যাণ্ডে শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌঁছাসংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য আসিয়া-ছিলেন এবং কুচবিহারে কএকদিন থাকিয়া প্রচারের জন্য বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু আসামে গোয়ালপাড়ায় পৌঁছিবার তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকায় তাঁহার প্রার্থনানুসারে কুচবিহারে থাকা সম্ভব হয় নাই।

গোয়ালপাড়া মঠে ৩১ জানুয়ারী পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রী-মুকুন্দমোহন দেব অধিকারী (আসাম এম্পোরিয়াম, বলদমারি), শ্রীশিশির কুমার দাস, এস্-ডি-ও (বামুন-পাড়া) ও শিক্ষক শ্রীআনন্দ মণ্ডল ও শ্রীশিবদাস গুহ রায়ের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরি-বেশন করেন।
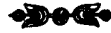
শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা হইতে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

স্থান ঃ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর

[তাং ৮ চৈত্র, ১৩৯৫, ২২ মার্চ্চ ; ১৯৮৯ বুধবার গৌর পূর্ণিমা তিথি]

গুণানুসারে

প্রথম বিভাগ—

১। শ্রীমথুরাধিপতি দাসাধিকারী, কেদারপুর (বাংলাদেশ)

দ্বিতীয় বিভাগ—

২। শ্রীরাধাচরণ দাস (শ্রীরামকরণ গোপ), সমস্তিপুর (বিহার)

৩। শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, গোলাঘাট (আসাম)

৪। শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, রাধাকুণ্ড (মথুরা)

তৃতীয় বিভাগ —

৫। শ্রীনিরঞ্জন অধিকারী, উলুবেড়িয়া (হাওড়া)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২২৪ পৃষ্ঠার পর]

অবান্তর স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। সাধুগণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি, তাহা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইতেছে। সাধুগণের দর্শনে সমাজের উর্দ্ধগতি ও অধোগতির মূলে আছে শব্দানুশীলন। শব্দের বিরাট শক্তি। পৃথিবীর মানুষ শব্দের দ্বারা চালিত হইতেছে। 'অসৎ' শব্দের দ্বারা অসদ্ভাবের বিস্তৃতি হয়, 'সৎ' শব্দের দ্বারা সদ্ভাব প্রসারিত হয়। যাহা নিত্য প্রকাশমান তাহাকে 'সৎ' বলে। যাহা নিত্য প্রকাশমান নয়, তাহা 'অসৎ' শব্দবাচ্য। শরীর নিত্য প্রকাশমান নহে অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না, এখন আছে, পরেও থাকিবে না। শরীর অসৎ। শরীরের ইন্দ্রিয়সমূহও অসৎ। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই অসৎ। সুতরাং 'সৎ'-এর অধিষ্ঠান প্রকৃতির অতীত ভূমিকায়, উহা অতীন্দ্রিয় বা অধোক্ষজ। অধোক্ষজ বস্তু যে শব্দের দ্বারা অনুভূত হয়, তাহাকে 'শব্দব্রহ্ম' বলে। শব্দব্রহ্মের অপর নাম শাস্ত্র। শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা অধোক্ষক মঙ্গলময় ভগবানের সংস্পর্শ লাভ হয়। আধুনিক ভোগবাদের প্রসারতার যুগে সদালোচনা বা শাস্ত্রালোচনার রুচি দৃষ্ট হয় না। সিনেমার চিত্র-তারকাদের গ্রন্থ এবং রাজনৈতিক মতবাদসমূহ আলোচনা করিতে অধিকাংশ ব্যক্তি রুচিবিশিষ্ট। এইজন্য বিষয়-ভোগরূপ অসদ্ভাবের প্রসারতা। আধুনিক সমাজের যুবক-যুবতীগণের গৃহে, বিদ্যালয়ে, ক্লাবে কোথায়ও সদা-লোচনার সুযোগ নাই। সমাজের দুর্গতি এমনাবস্থায় আসিয়া পেঁাছিয়াছে যে 'অসৎকে' 'অসৎ' বলিয়া বুঝিবার সামর্থ্যও তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আলোর আবির্ভাব ব্যতীত যেমন অন্ধকারকে অন্ধকার বলিয়া বুঝা যায় না, তদ্রূপ 'সৎ'-এর আবির্ভাব ব্যতীত 'অসৎ'কে অসৎ বলিয়া বুঝা যায় না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের সমাজচিত্র এইপ্রকার ছিল না। তখন ঘরে ঘরে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত আদি শাস্ত্র আলোচনা হইত। মানুষের মধ্যে পাপপ্রবণতা তখনও থাকিলেও, তাহারা পাপ করিতে সঙ্কুচিত হইত, পাপপ্রবণতার এইরূপ লজ্জাহীন, উৎকট ভীষণমূর্ত্তি দেখা যায় নাই। এখন নর-হত্যাটাও মনুষ্যসমাজে গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। ভীষণ পাপসমূহকেও পাপ বলিয়া বিচারিত হইতেছে না। সমাজের মনুষ্যের এই অধোগতিকে প্রতিরোধ করিতে হইলে সমাজজীবনে ব্যাপকভাবে সদালোচনা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব মনুষ্যগণের আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য নিজে বহু কষ্ট ও ঝঞ্ঝাট স্বীকার করিয়াও বিরাট ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তি ও ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য সকলকেই ঢালাও নিমন্ত্রণ করিতেন। সপার্ষদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এবং শত শত অতিথি-অভ্যাগত-গণের সৎকারের সমস্ত দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিতেন। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা করেন, তাহাকে প্রমাণ মনে করিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণ অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মালোচনায় আনিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে যথোচিত মর্য্যাদা প্রদান করিয়াই আনিতে হয়। সেইসব ব্যক্তিগণ বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বলিবার জন্য তাঁহাদের নিজ নিজ অধিকার অনুসারে বিষয়গুলি চর্চ্চা করিতে বাধ্য হন। তাঁহারাও সাধুর সমাবেশে আসিয়া সাধুর দর্শন ও সাধুর কথা শুনিবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহাদের দ্বারা আবার সেই কথাগুলি অন্যত্র প্রচারিত হয়। এই পদ্ধতি ব্যতীত 'সৎ' শব্দের প্রসারণ সমাজজীবনে দ্রুত কিভাবে হইতে পারে? বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আহ্বানের আর একটি উদ্দেশ্য জাগতিক চিন্তাস্রোত-যুক্ত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে ধারণা ও বিচার কি তদ্বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া। সাধুগণ একতরফা বলিয়া গেলে জনসাধারণের মধ্যে ভুল ধারণাগুলি সংশোধন কিভাবে হইবে? শ্রীল গুরুদেব কেবল কলিকাতা মঠে নহে, তিনি তাঁহার সংস্থাপিত সমস্ত মঠেই ধর্ম্মসম্মেলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং মঠ ছাড়াও ভারতের সর্ব্বত্র তিনি হরিকথা প্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণভজন করেন, যাঁহাদের ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে যথার্থ অনুভূতি আছে,

তাঁহারাই ভগবৎ-কথা বলিবার অধিকারী এবং তাঁহাদের কথা শ্রবণের দ্বারাই জগজ্জীবের বাস্তব কল্যাণ হইবে। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবৎসেবায় নিষ্কপটভাবে নিয়োজিত থাকিতেন। তাঁহার কথার দ্বারা জীবের কল্যাণ হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? তিনি যেভাবে শাস্ত্র-প্রমাণ এবং আধুনিক যুগের তার্কিক ব্যক্তিগণের প্রশ্নসমূহ অবতারণা করিয়া অকাট্যযুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা প্রতিটি বিষয় বুঝাইতেন, তাহা অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যে আকৃষ্ট হইতেন না।

শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় স্থায়ী-মঠ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দক্ষিণ কলিকাতায় রাসবিহারী এভিনিউর নিকটবর্ত্তী স্থানে জমীর জন্য অন্বেষণ চেষ্টা আরম্ভ হয়। শ্রীল গুরুদেবের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন জমী সংগৃহীত হইবেই, সকলের দৃঢ় প্রত্যয় হইল। তাঁহার অভিলষিত প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোক্তারূপে দণ্ডায়মান হইতেন ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ এবং শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। বিশেষতো কলিকাতায় মঠের জন্য জমীসংগ্রহে মণিকণ্ঠবাবু মুখ্যভাবে অগ্রণী হইয়া প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কালিঘাট হালদার পরিবারের তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা প্রতাপাদিত্য রোড ও রাসবিহারী এভিনিউ জংসনের সন্নিকটবর্ত্তী জমী (যেখানে পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট সংস্থাপিত হইয়াছে) অল্প মূল্যে দিবার জন্য প্রস্তাব লইয়া আসিলেন। শ্রীল গুরুদেব জমীর পরিমাণ কম দেখিয়া উহা লইতে ইচ্ছা করিলেন না। শ্রীল গুরুদেব সর্ব্বদাই উচ্চা-কাঙ্ক্ষাযুক্ত ছিলেন, ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পছন্দ করিতেন না। যেখানে আকাশবৃত্তি একমাত্র সম্বল, সেখানে এত-বড় একটা সুযোগ পাইয়াও তিনি কেন ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহার কারণ সেবকগণ অবধারণ করিতে পারিলেন না। শ্রীল গুরুদেবের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ছিল। উক্ত স্থানটী গুরুদেবের পছন্দ হইল না দেখিয়া মণিকণ্ঠবাবু তাঁহার লোকের মাধ্যমে অনুসন্ধান করিয়া লাইব্রেরী রোড ও সতীশ মুখার্জ্জী রোড জংসনস্থ জমিবাড়ীর সন্ধান দিলেন। উক্ত জমির পরিমাণ পূর্ব্বপ্রস্তাবিত জমি অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। শ্রীল গুরুদেব উক্ত জমি গ্রহণে সকলের আগ্রহ দেখিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের কার্য্য মোটামুটি-ভাবে চলিতে পারে বুঝিয়া উহা লইতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু উক্ত জমিবাড়ীতে কতকগুলি ভাড়াটিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ থাকায় তাহারা ভাড়া না দেওয়ায়, মালিক বিহারে মুঙ্গেরে থাকায় শ্রীল গুরুদেব চিন্তিত হইলেন। বাড়ীটি দেখিবার সময় ভাড়াটিয়ারা গুরুদেবকে ভয় দেখাইলেন—'উক্ত বাড়ী মঠ ক্রয় করিলে মঠের ভিক্ষালব্ধ অর্থ জলে ফেলা হইবে, মঠ দখল পাইবে না।' জমির স্বত্ব দলিল অনুসারে ঠিক থাকিলেও ভাড়াটিয়াদের কথাবার্ত্তায় এইপ্রকার বিবাদযুক্ত সম্পত্তি লওয়া সমীচীন নয় অনেকে অভিমত প্রকাশ করিলেন। তখন তেজস্বী মণিকণ্ঠবাবু শ্রীল গুরুদেবকে তেজের সহিত আশ্বাস দিয়া বলিলেন, যদি গুরুদেবের ঐস্থান পছন্দ হইয়া থাকে, তাহা কার্য্যকরী করার দায়িত্ব তাঁহার, তাহার জন্য কাহারও কোনও চিন্তা করিতে হইবে না; উক্ত জমি ক্রয়ের পর যদি কোনও অসুবিধা হয়, তিনি তাঁহার কলিকাতার বসতবাড়ীটি মঠকে দান করিবেন। জমিটি ক্রয় করা স্থির হইলে মালিকের তরফের দালাল অধিক মূল্য চাহিয়া বসিলেন। এত অধিক অর্থ কোথায় পাওয়া যাইবে চিন্তার বিষয় হইল। শ্রীভগ-বদিচ্ছাক্রমে পরম্পরায় জানা গেল উক্ত বাড়ীর মালিক স্বধামগত চুণীলাল সেনগুপ্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তাঁহার উক্ত বাড়ী কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে দানের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ কিছুদিন পূর্ব্বে মালিকের স্বধামপ্রাপ্তি ঘটায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় নাই। মালিকের পুত্রগণ বিহারে মুঙ্গেরে থাকেন। মুঙ্গেরে যাইয়া পুত্রগণকে পিতার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তাঁহারা মঠকে সম্পত্তিটী দান করিতেও পারেন অথবা অল্পমূল্যে দিতেও পারেন, এইরূপ সম্ভাবনা থাকায় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা সমীচীন বলিয়া মণিকণ্ঠ-বাবু বলিলেন। শ্রীল গুরুদেব উহাতে সম্মতি দিলে মুঙ্গেরে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। শ্রীল গুরুদেব মণিকণ্ঠবাবুর সহিত মুঙ্গেরে যাইয়া শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত আদি কথিত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

তাঁহারা বলিলেন তাঁহাদের মহৎকার্য্যে দান করিতে কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু দেনাগ্রস্ত বলিয়া তাঁহাদের দেনা পরিশোধের জন্য কিছু অর্থ আবশ্যক। তাঁহারা জমীর মূল্য দশ হাজার টাকা কম করিলেন। ভাড়াটীয়াদের অত্যাচারের কথাও তাঁহারা বলিলেন।

জমী ক্রয়ের জন্য অর্থের আবশ্যকতা হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শ্রীরাম-নারায়ণ ভোজনাগরওয়ালাকে উক্ত বিষয়ে নিবেদন করিলেন। রামনারায়ণবাবু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, ভক্তগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের পর যদি কম হয়, তিনি তাহা পূরণ করিয়া দিবেন। সাধুসেবায় রুচিবিশিষ্ট ধার্ম্মিকপ্রবর রামনারায়ণবাবু মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইলেন। অন্যান্য আনুকূল্যকারীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত, (২) শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, (৪) শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী, (৫) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৬) শ্রীনিতাই-গোপাল দত্ত, (৭) শ্রীপ্রাণবল্লভ দাসাধিকারী, (৮) শ্রীসুবোধ চন্দ্র গুহ, (৯) শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, (১০) শ্রীপ্রসাদ চন্দ্র রায়, (১১) শ্রীবিমলা চট্টোপাধ্যায়, (১২) শ্রীকমলাবালা ঘোষ, (১৩) শ্রীমালতীদেবী, (১৪) শ্রীভবানীদেবী, (১৫) শ্রীনির্ম্মলা দাসগুপ্ত ও (১৬) শ্রীহেমলতা দে।

ইং ২৯ নভেম্বর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে, ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে ৩৫এ ও ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ জমীবাড়ী যথারীতি দলিল রেজিষ্ট্রী সহযোগে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের জন্য সংগৃহীত হয়। তদনন্তর ভাড়াটীয়াগণকে অনুরোধ করা হয় যত শীঘ্র সম্ভব মঠের কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে অন্যত্র গৃহাদির ব্যবস্থা করিয়া যাইতে। তাহাদিগকে তজ্জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হইলেও তাহারা গৃহাদি না ছাড়িয়া বিরোধ করিতে লাগি-লেন। মণিকণ্ঠবাবু শ্রীল গুরুদেবকে বুঝাইয়া বলিলেন অনুরোধ উপরোধে কোন ফল হইবে না, আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীল গুরুদেব শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রদান করিলেন। মণিকণ্ঠবাবু গুরুদেবকে তাঁহার পরিচিত বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখো-পাধ্যায়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মণিকণ্ঠবাবু বলিলেন জয়ন্তবাবু এইরূপ ন্যায়পরায়ণ যে তিনি কখনও অর্থলালসায় দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তির মামলা গ্রহণ করেন না। মণিকণ্ঠবাবু জয়ন্তবাবুর আইন বিষয়ে বিচক্ষণতার প্রভূত প্রশংসা করিলেন। জয়ন্তবাবুর

গৃহে শ্রীল গুরুদেবের ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হয়। জয়ন্তবাবু শ্রীল গুরুদেবের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন ও তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বিনামূল্যে মঠের জন্য আইন-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন বলিয়া বাক্য দিলেন। জয়ন্তবাবুর মহানুভবতায় শ্রীল গুরুদেব সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর হইতেই শ্রীল গুরুদেবের প্রতি জয়ন্তবাবুর হৃদ্যতা বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তিনি ক্রমশঃ মঠের একজন প্রধান শুভানুধ্যায়ীরূপে পরিগণিত হইলেন। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষেত্রমোহন ভৌমিক ও শ্রীঅনিরুদ্ধ দাস (শ্রীঅরুণ চন্দ্র বোস) মামলা বিষয়ে তদ্বির করিতেন।

সরকারের নিকট আবেদনের দ্বারা বিনা মামলায় গভর্ণমেণ্ট বিকুইজিশন করা দুইটী কাম্‌রা প্রথম খালি হয়। অন্যান্য ভাড়াটীয়াদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হইলে তাহারা ক্রমশঃ মামলায় হারিয়া উচ্চ আদালতে না যাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া দেয়। গৃহগুলি খালি হইলে তথায় মঠের কার্য্য আরম্ভ করার জন্য দৈনন্দিন পাঠকীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী টীনের সেড তৈরী করা হয়। ২০ বিষ্ণু ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ, ৮ চৈত্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, ২২ মার্চ্চ ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ বুধবার শুভবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রী-গুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে সুরম্য রথারোহণে বিপুল বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পূর্ব্বাহ্নে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে ৩৫এ ও ৩৭এ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ নবভবনে শুভবিজয় করেন। এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে উক্তদিবস নবভবনে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস্ মহারাজের পৌরো-হিত্যে যজ্ঞাদি ক্রিয়া এবং সমস্ত দিবসব্যাপী মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৮ চৈত্র হইতে ১২ চৈত্র পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী সান্ধ্যধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীমদ্ বৈখানস্ মহারাজ মঙ্গলাচরণ আশীর্ব্বাণী এবং শ্রীগৌড়ীয় সংঘপতি পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিচারপতি শ্রীবিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এডভোকেট ও মেয়র শ্রীকেশব চন্দ্র বসু। শ্রীল গুরুদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরম-হংস মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌধ আশ্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী এবং সহ-সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী। মুখ্য কীর্ত্তনীয়ারূপে ছিলেন শ্রীমদ্ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী ও শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী। শ্রীরামনারায়ণ ভোজনাগরওয়ালা, শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুদেব চন্দ্র দত্ত মহোৎসবে আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকগণের প্রতি শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণী—"জ্ঞানই সমস্ত বস্তুর কারণ। চিদ-চিদ্‌শক্তি অখণ্ড জ্ঞানেরই অন্বয় ব্যতিরেক প্রকাশ। সুতরাং গোড়ায় অখণ্ড জ্ঞান বা ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবান্ রহিয়াছেন। জ্ঞানের মধ্যে অজ্ঞানের অবকাশ নাই, সুতরাং ব্রহ্মে বা ভগবানে গলদের আশঙ্কা নাই, কিন্তু ভগবচ্ছক্তির প্রকাশ বিশেষের অবস্থাভেদে গলদ দৃষ্ট হয়। চিচ্ছক্তিতে কোন গলদ নাই, কিন্তু উপাধিভূত চিচ্ছক্তির কণে তাৎকালিক দোষাদি পরিলক্ষিত হয়। উক্ত অজ্ঞান ভগবদ্বিমুখতা হইতেই জাত হয়।

সর্ব্বশক্তিমান্ অসমোর্দ্ধ্বতত্ত্ব শ্রীভগবানের দর্শন অথবা অনুভূতি তদিচ্ছা বা কৃপা ব্যতীত সম্ভব নয়। ভগবানের কোন কারণ নাই, তিনি অকারণ। তদর্থে সমর্পিত একান্ত ভক্তেরই তৎকৃপাবলে শ্রীভগবদ্দর্শন ও বাস্তব অনুভূতি সম্ভব। স্বতঃপ্রকাশিত ভগবত্তত্ত্বের অভেদ আধারস্থানীয় সেবকসত্তাই শ্রীগুরুপদবাচ্য। তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেবই জগদ্গুরু, ভগবৎপ্রকাশক। শ্রীগুরুদেবকে এজন্য শ্রীভগবৎপ্রকাশ-

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name............................
Vill............................
P. O............................
Dist............................
Pin............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৯৬
৭ মধুসূদন, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, শুক্রবার, ২৮ এপ্রিল ১৯৮৯ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর
ইং ২২।১২।২৭

* * *

আপনার একখানি পত্র * * নিকট হইতে গতকল্য পাইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে অনেকদিন হইল, আর একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, পশ্চিম প্রদেশে যাইবার পূর্ব্বেই। নানাস্থানে ভ্রমণের জন্য সেই পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। পশ্চিমদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎসবের কথা 'গৌড়ীয়ে' ও ভক্তগণের মুখে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। সর্ব্বত্রই শ্রীমহাপ্রভুর কথা ভাললোক মাত্রেই শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। * *

শ্রীনবদ্বীপধাম ভগবদ্ভক্তগণের পরম আদরের ক্ষেত্র। এই ধামের সর্ব্বত্রই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। তজ্জন্য বিশেষ ইচ্ছা হয় যে, এখানে আরও কিছুদিন বাস করি। অন্যত্র হরিসেবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হইলে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম দয়াময়, সেইজন্য কলিকাতার মত স্থানেও বহু ভক্তগণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবা-প্রমত্ত। তাঁহাদের সঙ্গ আমার শেষজীবনে শ্রীপরীক্ষিৎ রাজার ভাগবত-শ্রবণের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। যেখানে হরিকথা নাই, সে স্থল যতই আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, আমার অন্তিমকালে সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। ভগবানের কৃপায় সর্ব্বত্র মঠাদিতে ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর করুণার কথা চিন্তা করি। কোথায় বিষয়-রসের উপাদেয়তায় জীবন কাটাইতেছিলাম ; সেই সঙ্গের পরিবর্ত্তে আজ কিনা আমার নানা গন্তব্য স্থানে শ্রীভগবৎ-সেবা ও ভক্তগণের সঙ্গ লাভ ঘটিতেছে। এইরূপ ভাবে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাইয়া দিলে আমরা হরিবিমুখ হইয়া ক্লেশময় জীবন-যাপন করিব না।

আপনি * * * ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হরিভজন-পরায়ণ জনগণের নিকট অধিক হরিকথা শুনিতে পাইতেছেন না, তজ্জন্য ভাগ্যের প্রশংসা করেন নাই বটে, কিন্তু আপনার সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা-প্রবৃত্তি আপনাকে অন্যের সঙ্গ হইতে পৃথক্ রাখিতেছে। সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' এবং ভক্তগণের গ্রন্থাদি নিজে নিজেই পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণফল লাভ ঘটিবে।

যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে ও শব্দরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের জাগতিক ক্লেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অপ্রাকৃত রাজ্যের কথায় এখানে বাস করি, তাহা হইলে তাদৃশী স্মৃতি আমাদিগকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাখে।

যেখানেই থাকুন, ভগবৎ-কথা আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে না। সাংসারিক সকল কথার মধ্যেই ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন। ভগবানের ইচ্ছা হইলে পুনরায় এতৎ-প্রদেশে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। তখন পুনরায় হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইবেন। ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থায়ই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত।

ভগবানের কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র, সাধারণ সংসারের লোকেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হৃদয়ে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে।

আপনি পারত্রিক-মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাবিশিষ্টা, সুতরাং গ্রন্থরূপে ভগবান্ তাঁহার কথাসকল আপনার হৃদয়ে প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে যে,

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ ॥"

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তুর অপর পারে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের আপাত-প্রতীতি কমিয়া যায়।

"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥"

তাদৃশ ভাগ্য আমাদের কবে উদয় হইবে, যেদিন আমরা সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে এবং তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপথের যাত্রী হইব।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়, সেই কীর্ত্তন গ্রন্থমুখে আপনি শুনিতেছেন, সুতরাং আপনার কোন অভাবের মধ্যে অবস্থিতি মনে করা উচিত নহে।

হিরণ্যকশিপু একদিন ভূমণ্ডলে ভগবান্ নাই স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রহলাদের সহিত নানা বিরুদ্ধ-যুক্তি ও চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু এবং সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন, আর ভগবদ্বিদ্বেষী সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না।

মধ্যবর্ত্তি-স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় রুচি দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়-ভোগে ব্যস্ত হই। হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাক্রমেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তাৎকালিক সুখ ও দুঃখভোগ বর্ত্তমান, হরিসেবায় নিত্যাভক্তি ভগবানের আনন্দবিধান করে। আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশে সর্ব্বদা সেবাপর থাকিতে পারি।

এই বিস্তৃত পত্রপাঠে আপনার তাৎকালিক কিছু উপকার হইবে কিনা জানি না; আমি ভাষাজ্ঞানে নিতান্ত অপটু, সকলকে সব কথা বুঝাইয়া বলিতে আমার সামর্থ্য নাই বলিয়াই অনেক সময় নিস্তব্ধ থাকি।

উৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যমঠের যে সকল আবশ্যক, এখন সেই সকল কার্য্যাদি হইতেছে। শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে গৌর-কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীমান্ * * দিগের সিংহদ্বারের সহিত গৃহ প্রস্তুত হইতেছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠার পর]

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [২।২।৩৩-৩৪, ৩৭]

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥২১॥
ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥২২॥

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥২৩॥

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্ [১০।৮৭।৩৩]

বিজিতহৃষীক-বায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং।
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ॥
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণম্।
বণিজ ইবাজ সন্ত্যক্তকর্ণধারা জলধৌ ॥২৪॥

ভক্তিশক্তিঃ বিবৃতা কপিলেন [৩।২৫।৩৩]

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥২৫॥

[৩।২৫।৪৪]

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্
পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
মনো মষ্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ২৬ ॥

অতএব অনন্য বিষ্ণুভক্তির্নির্দ্দিষ্টা শ্রীসূতেন [১।২। ২৩-২৮]

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥২৭॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

(শ্রীশুক শ্রীপরীক্ষিৎকে কহিলেন),—ভক্তিপন্থা আশ্রয় করিলে এইপ্রকার যুক্তবৈরাগ্যই মায়ামুক্তির কারণ হয়। সংসৃতিপ্রবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যাহাতে বাসুদেব ভগবানে ভক্তিযোগ হয় তাহা আশ্রয় করা ব্যতীত অন্য মঙ্গলপন্থা নাই ॥ ২১ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা বেদত্রয় বিশেষ যত্নের সহিত বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আত্মতত্ত্বরূপ কৃষ্ণে অপ্রাকৃত রতি যাহাতে হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ॥ ২২ ॥

যাঁহারা আত্মস্বরূপ ভগবানের শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা শ্রবণদ্বারা কৃষ্ণকথামৃত পান করেন। বিষয়বিদূষিত আশয়কে তাঁহারা পবিত্র করেন। তাঁহার চরণ-কমলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হন ॥ ২৩ ॥

এস্থলে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় নিতান্ত আবশ্যক। শ্রুতিগণ কহিলেন,—হে অজ! যাঁহারা প্রাণায়ামবলে জিতেন্দ্রিয় হইয়াও অদান্ত অতি চঞ্চল মনতুরঙ্গকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করেন অথচ সদ্‌গুরু-চরণ-আশ্রয় করেন নাই, তাঁহারা শত শত উৎপাতে পতিত হইয়া নিরুপায় হইয়া পড়েন। সমুদ্রে বণিক্‌গণ অর্ণবযানে অকৃতকর্ণধার হইলে যেরূপ কষ্ট পান সেইরূপ ॥ ২৪ ॥

ভক্তির মহিমা এই যে, ভুক্তঅন্নকে জঠরানল যেরূপ অনায়াসে দগ্ধ করে, সেইরূপ ভক্তি লিঙ্গ-শরীরকে সত্বরেই জারিত করেন। আর কোন উপায়ে তাহা হয় না ॥ ২৫ ॥

তীব্র ভক্তিযোগের সহিত আমাতে দৃঢ়ভাবে চিত্ত অর্পণ করাই জীবলোকে জীবের নিঃশ্রেয়সোদয় বলিয়া জান ॥ ২৬ ॥

অতএব অনন্য-বিষ্ণুভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ। সূত কহিলেন,—হে শৌনকাদি ঋষিবর্গ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সেই সেই গুণে যুক্ত হইয়া পুরুষাবতার পরপুরুষ বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি, জন্ম ও ভঙ্গ-কার্য্যানুরোধে হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই তিনটী সংজ্ঞা ধারণ করেন। হর ও বিরিঞ্চি ভিন্নাংশে এবং হরি স্বাংশে সংজ্ঞা হইয়াছে। এই তিনের মধ্যে সত্ত্বতনু হরি হইতেই জীবের শ্রেয় উদয় হয় ॥ ২৭ ॥

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥২৮॥
ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥২৯
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ ।
নারায়ণ কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥৩০॥
রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ॥৩১॥
বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥৩২॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥৩৩॥

রুদ্রঃ প্রচেতসম্ [৪।২৪।২৮]
যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিলিঙ্গাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥৩৪॥

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণম্ [১০।১৬।৪৩-৪৪]
নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে ।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে ॥৩৫॥
নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে ।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞান-
প্রকরণে মুক্ত্যুন্মুখজীবলক্ষণং নাম
নবমঃ কিরণঃ ।

কাষ্ঠ পার্থিব, তাহাতে অগ্নি লাগিলে ত্রয়ীময় অগ্নিই শ্রেষ্ঠ বস্তু। কিন্তু তাহাতে যে ধূম হইয়া থাকে, তাহা কাষ্ঠ অপেক্ষা অগ্নির নিকটবস্তু ও শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ সংসার-কার্য্য-নির্ব্বাহে সত্ত্বই অগ্নিস্থলীয়। রজঃ ধূমস্থলীয় এবং তমঃ কাষ্ঠস্থলীয়। তমোগুণাধিষ্ঠিত ভূতপতি রুদ্র অপেক্ষা রজঃ-অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা বরণীয়। তদুভয়-অপেক্ষা সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত বিষ্ণুই বরণীয়। সত্ত্বরূপ ব্রহ্মা (শুদ্ধ) সত্ত্বরূপ বিষ্ণুতে লক্ষিত হন। বিষ্ণুই ব্রহ্মা। সত্ত্বাবস্থিত সাধকই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

প্রাচীন কাল হইতে মুনিগণ অধোক্ষজ ভগবান্ বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ বিষ্ণুকে মঙ্গললাভের জন্য ভজনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অনুগত সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করেন ॥ ২৯ ॥

মুমুক্ষু জীবমাত্রেই ঘোররূপী ভূতপতিদিগকে ত্যাগ করিয়া নারায়ণের স্বাংশ কলাদিগের ভজনা করেন। অন্যান্য দেবতাকে অসূয়া না করিয়াই বিষ্ণু ভজন করিতে হয় ॥ ৩০ ॥

যদি বল, কতকগুলি লোক পিতৃপুরুষ, ভূতপতি ও প্রজাপতিদিগকে কেন আরাধনা করেন, তবে বলি, তাহারা মুমুক্ষু নয়। শ্রী, ঐশ্বর্য্য, সন্তানপ্রাপ্তি-কামনায় তাহারা ঐসকল পৃথক্ দেবতাকে পূজা করে। তাহারও কারণ এই যে, যে সকল ব্যক্তি রজঃ-তমঃ-প্রকৃতি, তাহারা আপনাদের প্রকৃতির সমশীল দেবতাকেই ভজনা করে। ইহা স্বাভাবিক। জীব যখন সাত্ত্বিক হয়, তখন বিষ্ণু ব্যতীত আর কোন দেবতা ভজন করে না ॥ ৩১ ॥

দেখ, বেদসমস্ত বাসুদেব-বিষ্ণুপর, যজ্ঞসমস্তই বাসুদেবপর, যোগসমস্তই বাসুদেবপর, কর্ম্মসমস্তই বাসুদেবপর, জ্ঞান বাসুদেবপর, তপস্যা বাসুদেবপর, ধর্ম্ম বাসুদেবপর এবং গতিও বাসুদেবপর ॥৩২-৩৩॥

সূক্ষ্ম ত্রিলিঙ্গ জীবসংজ্ঞিত অর্থাৎ বিভিন্নাংশ-সংজ্ঞিত বদ্ধজীবরূপ দেববর্গ হইতে পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে যিনি প্রপন্ন, তিনি আমার প্রিয় ॥৩৪

অনন্ত সূক্ষ্ম, কূটস্থ, সর্ব্বজ্ঞ, নানাবাধানুরোধস্থল, বাচ্য-বাচক-শক্তিযুক্ত সেই পরমেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। বাচক-ব্রহ্ম নাম এবং বাচ্য-ব্রহ্ম-স্বরূপ কৃষ্ণ। বেদ ও কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের বাচক। অতএব কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামে ভেদ নাই ॥ ৩৫ ॥

প্রমাণ মূল, শাস্ত্রযোনি, প্রবৃত্তিস্বরূপ ও নিবৃত্তি-স্বরূপ, নিগমস্বরূপ ঈশ্বরকে আমি নমস্কার করি ॥৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞান-
প্রকরণে মুক্ত্যুন্মুখজীবলক্ষণবিষয়ে নবমকিরণে
'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

গুরুসেবা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়তম সখা উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ (অর্থাৎ আমার প্রিয়তম বিগ্রহ বলিয়া) জানিবে, গুরুদেবকে কখনও সাধারণ মরণশীল মানববুদ্ধিতে অসূয়া (অনাদর বা অবজ্ঞা) করিবে না। গুরুদেব সর্ব্বদেবময়। (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তাই উক্ত ভগবদ্বাক্যানুসরণে লিখিয়াছেন—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১।৪৪-৪৫

স্বয়ং সর্ব্বমূল বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই মাদৃশ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবাধমগণপ্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার করুণাঘন মূর্ত্তি—আশ্রয়বিগ্রহ-স্বরূপ—গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, কৃষ্ণ গুরু রূপ ধারণ করিয়াই ভক্তগণকে মন্ত্রশিক্ষা ও ভজনশিক্ষা দানার্থ কৃপা করেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"গুরুদেব বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিশেষ জানিবেন। গুরু কৃষ্ণসহ প্রকৃতপক্ষে নিত্যসেব্য-সেবকভাব রহিত হইয়া কোন অংশেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত লীলাবৈচিত্র্যে ভিন্ন নন, এরূপ নহে। * * কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবাচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই, বলেন না, পরন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু গুরুদেব সম্বন্ধে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর' এরূপ বলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে (২১৩ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—'শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।' তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবস্তোত্রে বলিয়াছেন—'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥' অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা প্রকাশস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধ ভজন গীতিগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।"

শিক্ষাগুরু তত্ত্ব সম্বন্ধেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু লিখিয়াছেন—

"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১।৪৭

উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিতেছেন—

"যিনি ভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। ভজনহীন দুরাচার, গুরু বা আচার্য্য নহেন, ভজনানন্দী 'মহান্ত গুরু' (ভক্তশ্রেষ্ঠ) ও ভজনানুকূল বিবেক-দাতা 'চৈত্ত্যগুরু' (অন্তর্য্যামী গুরু)-ভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্য-সাধন-ভেদে ভজনশিক্ষা-ভেদ। কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন-শিক্ষা 'অভিধেয়' নামে কথিত। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিধেয়-বিগ্রহ। সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচভাব প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। কৃষ্ণের 'রূপ' ও 'স্বরূপে' ভাষাগত বৈষম্য নাই। দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতন মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্‌বিস্মৃত জীবকে তিনি ভগবৎপাদ-সর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন।

শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দ ও তৎপ্রেষ্ঠ-পাদসেবাধিকারদাতা।"

অপার করুণাময় শ্রীভগবানের করুণার অন্ত নাই, তিনি বাহিরে মন্ত্রগুরু (দীক্ষাগুরু) ও শিক্ষাগুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামী বা চৈত্ত্যগুরুরূপে কতভাবে যে জীবকে করুণা করেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধব কহিতেছেন—

'নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥"

—ভাঃ ১১৷২৯৷৬

অর্থাৎ "হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুর্লব্ধ কবি-সকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দদ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না; যেহেতু তুমি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আছ।" (অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার ঐ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় লিখিয়াছেন (আমরা এস্থলে মূল টীকার মর্ম্মানুবাদ-মাত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম)—

"হে ভগবন্, যদি তুমি বল, আমার ভজনকারি জনগণকে আমি বাঞ্ছিত সমস্ত পুরুষার্থ প্রদান করি বলিয়া আমার সেই সেই দান নিরুপাধিক নহে, পরন্তু সোপাধিক, হে ভগবন্, তোমার এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে যে, না, তোমার দান কখনই সোপাধিক হইতে পারে না, কেননা, তাঁহাদের ক্রিয়মান যে তোমার ভজন, তাহা তোমারই প্রদত্ত। সুতরাং নিরুপাধিক পরম হিতকারী তোমার সহস্র মহাকল্পকাল-ব্যাপি পরিচর্য্যা দ্বারাও জনগণ তোমার প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিতে কখনই সমর্থ হইতে পারে না। 'অপচিতি' অর্থে প্রত্যুপকার বা আনৃণ্য। ন উপযন্তি অর্থাৎ ন প্রাপ্নুবন্তি—প্রাপ্ত হয় না। কবি অর্থাৎ বিবেকিগণ ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ু বিশিষ্ট হইয়া ভজন করিয়াও হে ভগবন্, ত্বৎপ্রদত্ত উপকারের ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষগণ ত্বৎকৃত উপকার স্মরণ করিতে করিতে পরমানন্দ-সমৃদ্ধ-চিত্তে ব্রহ্মার ন্যায় আয়ু প্রাপ্ত হইয়াও তোমার ঋণ মোচনে সমর্থ হন না। উপকারটি কি, তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে—হে ভগবন্, তুমি বাহিরে আচার্য্যরূপে অর্থাৎ মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুরূপে নিজমন্ত্র ও নিজভক্তি বা ভজন উপদেশদ্বারা অনুগ্রহ করিয়া অন্তরে চৈত্ত্যগুরু বা অন্তর্য্যামি গুরুরূপে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান কর; যাহা অবলম্বন পূর্ব্বক জীব তোমার শ্রীচরণসান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। 'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।' (গীঃ ১০৷১০) —ইহা তোমাই শ্রীমুখোক্তি। স্বপ্রাপকবুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরণাদ্বারা নিজভজন করাইয়া তুমি স্বগতি অর্থাৎ প্রেমবৎপার্ষদত্ব লক্ষণা গতি প্রকাশ কর।"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদও ঐ শ্লোকের 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত নানাপ্রকারে যোগ্যতা লাভ করিয়াও পারদর্শি-সুধীগণ ভগবৎকৃত উপকার পরিশোধ করিতে পারেন না। যেহেতু ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া চৈত্ত্যগুরুরূপে মঙ্গলবিধান এবং অভক্তির বিচার বিনাশ করেন। ভগবানের করুণা পরিশোধ করিবার শক্তি সুধী জীবগণ প্রচুর ভজন করিয়াও লাভ করিতে পারেন না।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৷৫৮

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ পয়ারের অর্থ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"অন্তর্য্যামী গুরু চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তমধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার সম্মুখ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব কৃষ্ণ মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও উহার অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না। তজ্জন্য কৃষ্ণ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয়

করাইয়া চৈত্ত্যশিক্ষাগুরু এবং মহান্তস্বরূপ হইয়া শিক্ষাগুরু হন ।”

কাশীধামে শ্রীসনাতনশিক্ষাপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—

“মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
‘শাস্ত্র-গুরু-আত্ম’রূপে আপনারে জানান ।
‘কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা’ জীবের হয় জ্ঞান ॥
বেদশাস্ত্র কহে—‘সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন’ ।
কৃষ্ণ—প্রাপ্য ‘সম্বন্ধ’, ভক্তি—প্রাপ্যের সাধন ॥
‘অভিধেয়’-নাম—ভক্তি, প্রেম—‘প্রয়োজন’ ।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥”

—চৈঃ চঃ ম ২০।১২২-১২৫

“শাস্ত্র, গুরু ও চৈত্ত্য-গুরু—এই তিনরূপে ভগবান্ উদিত হইয়া বদ্ধজীবের হৃদয়ে ‘জীবের প্রভু’ বা ‘জীবের উদ্ধারকর্ত্তা’ প্রভৃতি ভাবসমূহ প্রকাশ করাইয়া দেন ।” (অনুভাষ্য)

“জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া অপার করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে এবং শাস্ত্রার্থ-প্রদর্শক গুরু এবং অন্তর্য্যামী আত্মারূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান । সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-জ্ঞান ও প্রয়োজন-জ্ঞানের শিক্ষা আছে । জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যেই তত্ত্ব, তাহা সম্বন্ধ-জ্ঞানে পাওয়া যায় । সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের নাম ‘ভক্তি’, তাহাকে ‘অভিধেয়’ বলে । কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে ‘প্রেম’ নামে একটি বিচিত্র ব্যাপার আছে, তাহার নাম—‘প্রয়োজন’ ।” (অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য)

(ক্রমশঃ)
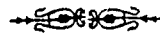
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৫৩)

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

‘পুরাণানামর্থবেত্তা শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতঃ ।
পুরাসীন্নন্দপরিষৎ পণ্ডিতো ভাগুরির্মুনিঃ ॥’

—গৌঃ গঃ ১০৬

‘পুরাণসকলের অর্থবেত্তা যিনি শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত, তিনি পূর্ব্বে নন্দের সভাপণ্ডিত ভাগুরিমুনি ছিলেন ।’

‘সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর ।
তাঁহার জাঙ্ঘালে* গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ ॥’

—চৈঃ ভাঃ ম ২১।৬, ৭

‘কুলিয়া † গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ।’

—চৈঃ চঃ ম ১।১৫৩

‘এই বিশারদের জাঙ্গাল—এইখানে ।
দেখা হৈল দেবানন্দ পণ্ডিতের সনে ॥

* জাঙ্ঘাল ঃ—বাঁধ । জলপ্লাবন হইতে বিদ্যানগরে মহেশ্বর বিশারদের গৃহ রক্ষার জন্য বাঁধ ছিল ।

† কুলিয়া ঃ—‘নবদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত উপনগরী । গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীমায়াপুরে তৎকালে শ্রীনবদ্বীপনগর অবস্থিত ছিল । বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই প্রাচীন কুলিয়া । উহাই অপরাধ-ভঞ্জনের পাট । আমাদ-কোল, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, গদখালির কোল প্রভৃতি প্রাচীন কুলিয়ার নামসমূহ আজও বর্ত্তমান সহরের স্থানে স্থানে সেই নিদর্শন রক্ষা করিতেছে ।’ —শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর লিখিত গৌড়ীয়ভাষ্য (চৈঃ ভাঃ ম ৯।১৮)

নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপধামের অন্তর্গত পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র ‘কোলদ্বীপ’ চলিত ভাষায় কুলিয়া নামে পরিচিত । কোল শব্দের অর্থ বরাহ । সত্যযুগে বাসুদেব বিপ্রকে ভগবান্ বরাহমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন ।

যেঁহ শ্রীবাসের স্থানে অপরাধ কৈলা।
প্রভু-বাক্যদণ্ডে তেঁহ দুঃখিত হইলা।।'
—ভক্তিরত্নাকর ১২।২৯৭৬-৭৭

উপরিলিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থসমূহের বর্ণনানুযায়ী জানা যায়—শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের বাসস্থান সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহের নিকট-বর্ত্তী কোনও স্থানে ছিল। তাঁহার টোলবাড়ীটী কুলিয়া গ্রামে। তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত জ্ঞানী, তপস্বী, আজন্ম উদা-সীন এবং সাধারণ্যে মহাপণ্ডিতরূপে খ্যাত হইলেও ভগবৎ সেবোন্মুখতার অভাবহেতু ভাগবতের প্রকৃত অর্থ যে 'শুদ্ধাভক্তি', তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মুমুক্ষু হইয়া তপস্যা, শুষ্ক বৈরাগ্যের বহুমানন করিতেন, ভাগবত পাঠ করিয়াও 'ভক্তি'-ব্যাখ্যা করিতেন না। একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত পাঠকালে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবত শ্রবণের জন্য তথায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে দেবানন্দ পণ্ডিতের পাষণ্ড ছাত্রগণ তাঁহাকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের উক্ত গর্হিতকার্য্যে দেবানন্দ পণ্ডিত বাধা প্রদান না করায় তাঁহার বৈষ্ণবঅপরাধ হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু তজ্জন্য তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

'ভক্তিবিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে।।
নিরবধি ভক্তিহীন এ ব্যাটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরিব দেখহ বিদ্যমানে।।'
—চৈঃ ভাঃ ম ২১।২০-২১

'ভগবৎসেবাবঞ্চিত জনগণ যেকালে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভগবৎসেবায় উদাসীন হন এবং তাহাই পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইকালে পরম দয়াময় শ্রীগৌরসুন্দর অভক্তের তাদৃশকার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাহার মঙ্গলের জন্য সেরূপ কার্য্য নিতান্ত গর্হণীয় ও অপ্রয়োজনীয় জানাইতে গিয়া কর্ম্মফল ভোগ বা ত্যাগ নিতান্ত অন্যায়—ইহাই জানান। এই ক্রোধ দর্শনে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দ লাভ করেন।' (—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।)

শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে দেবানন্দ পণ্ডিত অপরাধ করার বহু পরে মহাপ্রভু একদিন ঐ পথ দিয়া যাই-বার সময় দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া ক্রোধাবেশে বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন দেবানন্দকে তীব্র ভৎসনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দার দ্বারা যে প্রকার ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে ও দুর্গতি-লাভ করিতে হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণবমহিমা কীর্ত্তনের ও বৈষ্ণবসেবার দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভের ও দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

'শুন দ্বিজ, বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ।।
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয় ত' অমর।
অমৃত প্রভাবে এবে, শুন সে উত্তর।।'
—চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৪৯-৫০

বহু সৌভাগ্যক্রমে মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীবক্রে-শ্বর পণ্ডিত* দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সর্ব্বতোভাবে সেবা বিধান করিয়া মহাপ্রভুর কৃপার ভাজন হইলেন। মহাপ্রভুর প্রতি দেবানন্দ পণ্ডিতের বিশ্বাস ছিল না। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নিকট মহাপ্রভুর মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটে। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গপ্রভাবে তিনি শুদ্ধভক্তিতে অনুরাগবিশিষ্ট হন।

'বৈষ্ণবসেবার ফলে কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর চরণে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে অবস্থান করায় তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত স্মার্ত্তধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেও মহাজ্ঞানী ও সংযত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ তাঁহার পাঠ্য ছিল না। তিনি ঈশ্বরনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়াদির অবশী-ভূত ছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ছিল। শ্রীবক্রেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার সেই দুর্বুদ্ধি দূর হইয়া তিনি ভগবানে শ্রদ্ধালু হইলেন।'
—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

* শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত ঃ—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহান্তর্গত অনিরুদ্ধ। রাধিকার প্রিয়সখী শশীরেখা বক্রেশ্বর পণ্ডিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট।

'ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥'
—চৈঃ চঃ আ ১০।৭৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দকে ভাগবতের ভক্তিব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিতের বিশেষ সৌভাগ্য যে, তিনি মহাপ্রভুর দণ্ডরূপ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

'তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড ॥
চৈতন্যের দণ্ড মহা সুকৃতি সে পায়।
যার দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায় ॥'
—চৈঃ ভাঃ ম ২১।৭৭-৭৮

কোলদ্বীপ বা কুলিয়া অপরাধভঞ্জন পাট বলিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন হইল। গোপাল চাপালের অপরাধকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

পৌষী কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব হয়।

নিরামিষভোজন নরদেহের উপযোগী

'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ'—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।২৬।২। আহারশুদ্ধিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে ভগবানের অবিচ্ছিন্না স্মৃতি হয়, অবিচ্ছিন্না স্মৃতিতে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। আধুনিক যুগে মানবগণের চারিত্রিক অবনতির অন্যতম কারণ আহারশুদ্ধিতা সংরক্ষণে ঔদাসীন্য। জড়বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রভাবযুক্ত মানুষ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ায় শাস্ত্রীয় কথা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। শাস্ত্র না মানিলেও মানুষের শরীরের উপর দ্রব্যগুণের প্রভাব জড়বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন। উক্ত দ্রব্যগুণ বিচারে আহার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক দ্রব্য গ্রহণ করিলে সত্ত্বগুণ, রাজসিক আহারের দ্বারা রজোগুণ এবং তামসিক আহারের দ্বারা তমোগুণ বৃদ্ধি পায়। আহারের দ্বারা মানুষের শরীর ও মনের পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং যাঁহারা শরীর ও মনকে পবিত্র ও সুস্থ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আহার সম্বন্ধে অবশ্যই বিচার ও সংযম অভ্যাস করিবেন। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় তিন প্রকারের আহারের বিষয় বর্ণিত আছে, যথা ঃ—গীঃ ১৭।৮-১০

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

'সাত্ত্বিকপ্রিয় আহারসকল—আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবিবর্দ্ধক ; উহারা—রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্যকারী ও দেহের হিতকারী।'

কট্‌বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥

'নিম্বাদি অতিকটু, অতিঅম্ল, অতিলবণ ও অতি-উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ লঙ্কা-মরিচাদি, অতিবিদাহী ভৃষ্ট চণক-সর্ষপাদি এবং দুঃখশোকরোগকারী আহার সকল—রাজস লোকের প্রিয়।'

'যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥'

'একপ্রহরের অধিক কাল পক্ক হইয়া থাকিলে যে খাদ্যদ্রব্য শৈত্য লাভ করে (এরূপ পর্য্যুষিত খাদ্য), নীরস খাদ্য, যে খাদ্যে পূতিগন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূর্ব্বদিনে পক্ক হইয়া পর্য্যুষিত হইয়াছে, তৎসমুদয় এবং গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও মদ্য-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্যসকল—তামস লোকের প্রিয়।'

এতৎপ্রসঙ্গে টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অপর একটী আহারের কথা লিখিয়াছেন। উক্ত আহার সর্ব্বোত্তম—উহা ভগবৎপ্রসাদ। ভগবান্ নির্গুণ, ভগবন্নিবেদিত দ্রব্য প্রসাদও নির্গুণ। নির্গুণ প্রসাদ সেবার দ্বারা নির্গুণ ভাব প্রকটিত হয়।

'ততশ্চৈবং পর্য্যালোচ্য স্বহিতৈষিভিঃ সাত্ত্বিকাহার এব সেব্য ইতি ভাবঃ। বৈষ্ণবৈস্তু সোঽপি ভগবদ-

নিবেদিতন্ত্যাজ্য এব, ভগবন্নিবেদিতমন্নাদিকন্তু নির্গুণ-ভক্তলোকপ্রিয়মিতি শ্রীভাগবতাজ্ঞেয়ম্ ।'

—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

আমিষ (মৎস্য-মাংসাদি) ভোজন অপেক্ষা নিরামিষ ভোজন ভাল। কিন্তু নিরামিষ ভোজনও শুদ্ধ নহে, উহাতেও পাপ হয়, কারণ উদ্ভিদের প্রাণ আছে—ইহা শাস্ত্রে ত' আছেই, বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশ বোসও প্রমাণ করাইয়া দেখাইয়াছেন। সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর ও ভোক্তা শ্রীহরি, তাঁহাতে শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে নিবেদিত দ্রব্য প্রসাদরূপে গ্রহণ করিলে পাপ ত' হয়ই না, পরন্তু পাপ থাকিলে উহা ধ্বংস হয়। অতএব ভগবৎপ্রসাদ সেবাই সর্ব্বোত্তম।

'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥'

—গীতা ৩।১৩

যজ্ঞাবশিষ্ট অর্থাৎ বিষ্ণুর অবশেষ গ্রহণের দ্বারা সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাঁহারা নিজের জন্য রন্ধন করেন, তাঁহারা পাপই ভক্ষণ করেন।

২৫শে মার্চ্চ, ১৯৮৯ শনিবার অমৃতবাজার পত্রিকায় 'নিরামিষ ভোজনের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয়' এই-রূপ শিরোনামায় নিরামিষ ভোজনের উপযোগিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তাহা সুধী ব্যক্তিগণকে মনোযোগের সহিত পাঠের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

Vegetarians live longer

New Delhi, March-24 (UNI)— Non-vegetarians are more belligerent and violent than vegetarians who tend to live a longer and healthier life, studies suggest.

Furthermore, the endurance of a vegetarian is three times that of a non-vegetarian is less susceptible to cancer and heart problems and is more fertile. The findings also point out that the human body is not suitable for a non-vegetarian diet.

A study of about 400 Central Jail prisoners in Gwalior found that almost 85 per cent of the 250 prisoners who were non-vegetarians were irritable and belligerent. Almost 90 per cent of the rest who were vegetarians had a cool and docile temperament.

According to the researchers, Dr. Jaspa J. Singh and Mr. C. K. Dabas, these characteristics are explained by various nutrients in the blood which affect the brain's ability to make certain neuro—transmitters.

The non-vegetarian nutrients release certain "excitatory" neuro—transmitters which cause short temper while the vegetarian diet releases "inhabitory" neuro—Transmitter that help develop a docile behaviour.

Wild life studies also support the findings. Flesh eating carbivorous animals like lions, dogs and cats are known to eat up their own offspring in fits of extreme hunger unlike the docile herbivores such as horses and elephants.

A study of 25 men of the Hunza tribe between the age of 90 and 110 years, revealed that even in that advanced age they had normal blood pressure and cholestrol level—attributed mainly to their vegetarian diet. Autopsy studies of Japan's Okinawas have revealed that they have a longer life-span and are more fertile because of their vegetarian diet.

Tenzing Norgay in his autobiography 'Tigers of Snow' also attributed the remarkable strength and endurance of the Sherpas to the vegetarian diet of potato, milk and chease. Impressed by the findings, many international sportsmen are now switching over to a vegetarian diet.

The Yale University conducted a comparative study of 116 vegetarians and an equal number of non-vegetarians in order to find physiological reasons for the superiority of the vegetarians. It found that intake of minerals and vitamins among vegetarians is high due to their greater consumption of fruits and vegetables.

A similar comparative study of British vegetarians with that of non-vegetarians have shown that the former get more calcium than the later who consume meat—muscle having little calcium. Moreover, when the vegetarians

approach 70, not much bone changes occur while those of the non-vegetarian continue to weaken, hastening the ageing process.

According to the American journal of nutrition, vegetarians have comparatively greater immunity to diseases because they get plenty of such dietary fibre as are residue of plant resistance. These protect them against disorders such as cancer and heart diseases.

A few doctors, however, point out that strict vegetarian diet may result in lack of vitamin 12, some other proteins and nutrients. The protagonists dismiss the claim saying the protein needs of the body are exaggerated by the advocates of non-vegetariaism. According to Dr. Folin, a physiologist, all surplus proteins provided by the non-vegetarian diet are not only useless but damaging for the kidneys and liver too.

Dr. G. S. Huntington of Columbia University holds that human mouth, teeth and intestine are not suitable for a non-vegetarian diet His views are based on comparative study of the structure of carnivorous animals and human bodies.

According to him the carnivers have bigger mouths to tear and eat large chunks of flesh. Unlike the humans, their teeth are elongated, strong, sharp and pointed to grasp and tear flesh.

মর্ম্মানুবাদ

(নিরামিষভোজিগণ দীর্ঘজীবী হন)

আমিষভোজিগণ নিরামিষভোজীদের তুলনায় বেশী কলহপ্রবণ এবং হিংসাপরায়ণ হন। নিরামিষভোজিগণ দীর্ঘ এবং সুস্থজীবন লাভ করেন।

উপরন্তু, নিরামিষভোজীদের সহিষ্ণুতা, আমিষভোজীদের তুলনায় তিনগুণ বেশী, ক্যানসার ও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও তাঁদের কম এবং তাঁহারা অধিকতর উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন হন। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, মানবদেহ আমিষ ভোজনের উপযুক্ত নয়।

গোয়ালিয়রে ৪০০ জন কারাবাসীদের নিয়ে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ২৫০ জন বন্দীদের শতকরা ৮৫ ভাগ যারা আমিষভোজী, তারা প্রায় সকলেই অস্থিরমতি এবং কলহপ্রবণ। বাকীদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ যারা নিরামিষভোজী, তারা শান্ত এবং বিনয়ী-মনোভাবসম্পন্ন।

গবেষক ডঃ যশপা জে, সিং এবং মিঃ সি, কে, ডাবাস এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে রক্তের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্যপুষ্টির বিধায়করূপে ব্যাখ্যা করেছেন, যেগুলি কিছু স্নায়ু চালনার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে প্রভাবান্বিত করে।

আমিষ খাদ্য-পুষ্টিগুণ, কোন কোন স্নায়ু উত্তেজক প্রেরক-যন্ত্রকে পরিচালনা করে, যা হঠাৎই ক্রোধ উদ্রেকের কারণ হয়। অন্যদিকে নিরামিষ খাদ্যগুণ, অন্তর্বাহী স্নায়বিক যন্ত্রকে চালনা করে, যা খাদ্যগ্রহণকারীকে নম্র ও বিনয়ী হতে সাহায্য করে।

বন্য প্রাণীদের নিয়ে সমীক্ষাতেও এই মতকেই সমর্থন করে যে, মাংসভোজী প্রাণীরা যেমন—সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর অত্যন্ত ক্ষুধার তাড়নায় নিজেদের শাবককে পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলে। কিন্তু তৃণভোজী প্রাণিগণ যেমন—ঘোড়া, হাতী তা করে না।

৯০ থেকে ১১০ বছর বয়সের ২৫ জন হানজা উপজাতিদের নিয়ে এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, নিরামিষ ভোজনের জন্যই এত বেশী বয়সেও তাদের ব্লাডপ্রেসার এবং কোলেসটোরেলের মাত্রা ঠিক আছে। জাপানের ওকিনাওয়াদের শবদেহ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, নিরামিষভোজীরা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ জীবনের এবং বেশী উদ্ভাবনীশক্তির অধিকারী হন।

তেনজিং নোরগে তাঁর "টাইগার্স অফ স্নো"-নামক আত্মজীবনীতে শেরপাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শক্তি ও সহনশীলতা লাভের জন্য আলু, দুধ ও পনীর প্রভৃতি নিরামিষ খাবারের উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রভাবিত হয়ে কিছু আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় নিরামিষ ভোজনের দিকে ঝুঁকছেন।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় নিরামিষভোজীদের শারীরিক শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করার জন্য ১১৬ জন নিরামিষভোজী এবং সমসংখ্যক আমিষভোজীদের নিয়ে একটী তুলনামূলক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এতে দেখা গেছে যে, বেশী ফল এবং সব্‌জী খাবার ফলে নিরা-

মিষভোজীদের মধ্যে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ বেশী থাকে।

অনুরূপ একটী তুলনামূলক ব্রিটিশ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নিরামিষভোজীরা মাংসভোজীদের তুলনায় বেশী ক্যালসিয়াম সঞ্চয় করেন। অধিকন্তু নিরামিষভোজীদের ৭০ বৎসর বয়সেও হাড়ের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। অন্যদিকে আমিষভোজীরা ঐ বয়সে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হতে থাকে এবং বার্দ্ধক্যের দিকে এগোতে থাকে।

একটী আমেরিকান পুষ্টি-সংক্রান্ত পত্রিকার মতে—নিরামিষভোজীরা তুলনামূলকভাবে বেশী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী হন, কারণ তাঁরা গাছ-গাছড়া থেকে প্রতিরোধাত্মমূলক আঁশযুক্ত খাবার বেশী পরিমাণে পান। এইগুলি তাঁদের ক্যান্সার এবং হৃদ্‌রোগ আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

অল্পসংখ্যক চিকিৎসকগণ অবশ্য বলেন যে, পুরোপুরি নিরামিষ ভোজনে ভিটামিন-১২, অন্যান্য প্রোটিন এবং খাদ্যপুষ্টির অভাব ঘট্‌তে পারে। নিরামিষ সমর্থনকারীরা এই মন্তব্য বাতিল করিয়া বলেন যে, শরীরে প্রোটিন যোগানোর জন্য আমিষের প্রয়োজন অতিরঞ্জিত। ডঃ ফলিনের মতে—আমিষ-ভোজীদের উদ্বৃত্ত প্রোটিন কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয়ই নয়, উহা লিভার ও কিডনির পক্ষে ক্ষতিকারকও বটে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জি, এস্, হানটিং-টন মাংসাশী প্রাণী এবং মানবদেহ বিষয়ে তুলনা-মূলক সমীক্ষা নিয়ে মন্তব্য করেন যে, মানুষের মুখ, দাঁত এবং অন্ত্রের গঠন আমিষ খাবারের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

ডঃ হানটিংটনের মতে মাংসাশী প্রাণীদের বড় মাংসের খণ্ড ছেদন এবং চর্ব্বণের জন্য বিরাট্ মুখ আছে। এইগুলি মানুষের চেয়ে ভিন্ন। মাংসাশী প্রাণীদের দাঁতগুলির গঠন প্রসারিত, শক্ত, ধারালো এবং মাংসখণ্ড ধরিয়া ছেদনের জন্য সেইভাবেই গঠিত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধামমায়াপুর বিশ্ববাসীর মহামিলন স্থলরূপে পরিণত

[গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় শিথিলতা]

প্রতিটী ভারতবাসীর এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসি-গণের মহাগৌরবের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর বিশ্বের সর্ব্বজাতির সর্ব্বলোকের মহামিলন স্থলরূপে পরিণত হইয়াছে। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।' —শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য আজ আর কল্পনার বিষয় নহে, উহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁহার অধস্তন শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের বিপুল প্রচারফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত প্রেমধর্ম্মের বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বদেশের লোক, এমন কি সম্প্রতি রাশিয়া ও চীনের অধিবাসিগণও উক্ত প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন এবং তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে শুভাগমন করিতেছেন। ক্রমশঃ শ্রীমায়াপুর একটী আন্তর্জাতিক রমণীয় ও দর্শনীয় নগররূপে পরিণত হইবে, যদি বন্যা ও গঙ্গার ভাঙ্গনকে সর্ব্বশক্তি দিয়া এখনই প্রতিরোধ করা যায়। শ্রীমায়াপুরের ক্রমো-ন্নতির দ্বারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর বহু ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আয়ের সংস্থানও প্রসারিত হইয়াছে। দেশের ও রাজ্যের অধিবাসিগণের পার্থিব স্বার্থের চিন্তাতেও উক্ত স্থানটী যে কোনও মূল্যে দ্রুত রক্ষা করিবার প্রয়াস করা ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে বিজ্ঞতার কার্য্য হইবে। সময় থাকিতে উক্ত বিষয়ে ধ্যান না দিলে ভারতের ও

রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধির একটা সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

২৫শে মার্চ্চ, ১৯৮৯ শনিবার অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এতৎসম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য।

Concern over Ganga erosion at Mayapur

The Mayapur temple of the ISKCON faces the risk of extinction if the erosion of the Ganga is not checked very soon. This apprehension was expressed to newsmen at Mayapur on Tuesday by the Russian devotees who are currently on a visit to West Bengal. They requested the State Government to take early and appropriate steps to protect the ISKCON temple at Mayapur from the erosion of the Ganga.

In response to the warm reception accorded on their arrival at Mayapur, the Russians said they would organise Ratha Yatra in Moscow next year. They also said a temple of Lord Chaitanya would be built in Moscow soon.

Jayapataka Swami of ISKCON regretted that so far no steps had been taken State Government to check the Ganga erosion. A plan to set up a spiritual township-cum-temple project at Mayapur had to be postponed for this reason, he told newsmen. The Samadhi Mandir of A. C. Bhaktivedanta would be completed next year, he added.

বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন

আমরা আজ বঙ্গীয় নববর্ষের শুভারম্ভদিবসে সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপনমুখে তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া আমাদের 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' মাসিক পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাগণকে আমাদের হার্দ্দ অভিনন্দন ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। এবারকার নববর্ষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম দিবসেই আমরা মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের শুভ-আবির্ভাবতিথিবরা— শুক্লা নবমীতে সপরিকর শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম পূজার সৌভাগ্য পাইয়াছি। কাল রাম রাজা হইবেন, আজ তাঁহাকে সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থ কিপ্রকারে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের হৃদয়-বিদারক সঙ্কল্প বরণ করিতে হইল, ইহা যেমন নীতির রাজ্যে মহান্ আদর্শস্থানীয়, আবার প্রীতির রাজ্যেও লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের প্রীত্যর্থ নীতির উল্লঙ্ঘন-দ্বারাও প্রীতির মাধুর্য্য সংরক্ষণ প্রীতির রাজ্যে আরও অত্যদ্ভুত চমৎকারিতা-জ্ঞাপক—কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের অপূর্ব্ব আদর্শস্বরূপ। অবশ্য নীতি অপেক্ষাও প্রীতির মাধুর্য্য আস্বাদন ভজনের উন্নতস্তরেই সম্ভাবিত হইয়া থাকে।

সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বৈশাখমাসের বহু মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমাধবপ্রিয় এই মাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, ভক্তিসহকারে মাধবের পূজা, দান, জপ, হোমাদি কৃত্য অক্ষয় পুণ্যপ্রদ। এইমাসে মধুরদ্রব্যপ্রধান আহার্য্য দ্রব্য, যবান্ন, তিল, জলপাত্র, ছত্র, বস্ত্র ও পাদুকা প্রভৃতি দানদ্বারা শ্রীহরি প্রীত হন। মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে—এইমাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়া অক্ষয়তৃতীয়া বলিয়া প্রসিদ্ধা। এই তিথিতে শ্রীভগবান্ যবের সৃষ্টি ও সত্যযুগের বিধান করিয়াছেন এবং ত্রিপথগা গঙ্গাকে ব্রহ্মলোক হইতে ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছেন। এজন্য এই তিথিতে যব-হোম ও যবদ্বারা হরিপূজা বিধেয়, দ্বিজাতিগণকে যব দান করিয়া যত্নসহকারে যব ভোজন করাইতে হয়। এই তিথিতে ত্রিবেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃতর্পণাদি অক্ষয়ফলপ্রদ। এই তিথি হইতে পুরীধামে শ্রীশ্রী-

জগন্নাথদেবের একবিংশতি দিবসব্যাপী চন্দনযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এই মাসের শুক্লাসপ্তমী—জহ্নুসপ্তমী নামে প্রসিদ্ধা। এই তিথিতে জহ্নু মুনি ক্রোধবশে গঙ্গা-দেবীকে পান করিয়া পুনরায় দক্ষিণ কর্ণদ্বারা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেন। এজন্য তাঁহার একনাম জাহ্নবী। এই তিথিতে গঙ্গাস্নান, পূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদির বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

এই বৈশাখের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাকালে অবন্তীনগরে বসুশর্ম্মা নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি নিত্য হোম অনুষ্ঠান করিতেন ও নিখিল বৈদিক ক্রিয়াতৎপর ছিলেন। সুশীলা নাম্নী তাঁহার পতিব্রতা পত্নীও সর্ব্ববিধ সদাচার ও পতিভক্তিপরায়ণা থাকিয়া ত্রিজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভে বসুশর্ম্মার ঔরসে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম চারিটি পুত্র সুবিদ্বান্, সদাচারপরায়ণ ও পিতৃভক্ত হইলেও সর্ব্বকনিষ্ঠ বসুদেব নামক পুত্র পঠনাদি কিছুই না করিয়া সর্ব্বদা বেশ্যাসক্ত হইয়া মদ্যপানাদি পাপকর্ম্মে কালাতিপাত করিতেন। ইনিই পরজন্মে মহাভাগবত প্রহলাদ নামে খ্যাত। একদিন সেই বেশ্যাসহ তাঁহার তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। তজ্জন্য তিনি ও বেশ্যা উভয়েই অহোরাত্র উপবাসী ছিলেন। কলহবশতঃ রাত্রিতেও উভয়েই জাগিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে ঐ দিবস ছিল শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবতিথ্যাগম-ধন্য। উভয়েরই অজ্ঞানক্রমে বহু পুণ্যপ্রদ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী-ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া গেল। ঐ ব্রত করিয়াই দেবগণ দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন। ব্রহ্মাও ঐ ব্রতের প্রভাবে চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। মহেশ্বরও ত্রিপুরাসুর নিধনের নিমিত্ত ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিপুর বিনাশ করেন। অন্যান্য বহু দেবতা, প্রাচীন মুনি ঋষি ও নৃপতিগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রতপ্রভাবে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভক্তরাজ প্রহলাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে তাঁহার ভক্তিলাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নৃসিংহদেব স্বয়ং প্রহলাদের উল্লিখিত পূর্ব্বজন্মকথা বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবচতুর্দ্দশীব্রত পালনের অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতঃ বলিলেন,—"বৎস প্রহলাদ, এই ব্রত পালন করিয়া ব্রতপ্রভাবে বেশ্যাও ত্রিভুবনসুখচারিণী অপ্সরা হইয়া বহুবিধ ভোগ সম্ভোগ করতঃ পরিশেষে আমাতে বিলীনা হইয়াছে। তুমিও আমাতে বিলীন হইয়াছিলে, পুনরায় কার্য্যবশতঃ আমা হইতে ভিন্ন হইয়া তোমার এই অবতার হইয়াছে। তুমি সর্ব্বকার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় আমাতে প্রবিষ্ট হইবে। মানবগণ ভক্তিসহকারে আমার এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলে শতকোটি কল্পেও তাহাদিগকে আর এই সংসারে আসিতে হয় না।" এই ব্রতরাজের অনন্ত মহিমা। অগ্রে ভক্তরাজ প্রহলাদের পূজা করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিলে ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব প্রসন্ন হন। তাই আগমে কথিত হইয়াছে—

প্রহলাদ ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহলাদমগ্রতঃ ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৭৩

অর্থাৎ "প্রহলাদের ক্লেশনাশার্থ যে পবিত্রা-চতুর্দ্দশীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজার পূর্ব্বেই যত্নসহকারে প্রহলাদের পূজা করা কর্ত্তব্য।"

অনন্তর মাধবপ্রিয় বৈশাখী পূর্ণিমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পূর্ণিমাই বরাহকল্পের আদি ও মহাফলপ্রদা। এই তিথিতে স্নানদানপূজাদি সযত্নে পালনীয়। কোন শ্রোত্রিয় বিপ্র পূর্ব্বজন্মে নিখিল বৈদিক ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করিলেও পৌরাণিক বৈশাখীকৃত্য একটিও না করায় তাঁহার সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যুত ভগবৎপ্রিয় বৈশাখের অনাদরহেতু তাঁহাকে বৈশাখ নামক প্রেতযোনি লাভ করিতে হইয়াছে। এজন্য এই বৈশাখী পূর্ণিমা বিশেষ যত্নসহকারে পালন করিতে হয়।

অবশ্য সদ্গুরুপাদাশ্রিত নামভজনানন্দী শুদ্ধভক্ত তাঁহার পরমপ্রিয় নামভজনদ্বারাই সর্ব্বশুভকর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। নামভজনদ্বারা যাবতীয় শুদ্ধভক্তির অঙ্গই সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়।

আমরা এই নববর্ষের শুভারম্ভে যাহাতে সকলেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মে উত্তরোত্তর নবনবায়মান নিষ্কপট রতিমতিবিশিষ্ট হইতে পারি, তজ্জন্য শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

আসামে ধনুভাঙ্গা (গোয়ালপাড়া), জালাহ (বরপেটা) অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার এবং তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী ও সরভোগ মঠের বার্ষিক উৎসব

ধনুভাঙ্গা (গোয়ালপাড়া) ঃ—গোয়ালপাড়া জেলায় ধূপধরার নিকটবর্ত্তী ধনুভাঙ্গা গ্রামাঞ্চলবাসী ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহক্রমে ধনুভাঙ্গা আঞ্চলিক বৈষ্ণব সেবাকেন্দ্রের পক্ষ হইতে তথায় ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। সম্মেলনের প্রাক্ ব্যবস্থাবিষয়ে সহায়তার জন্য গোয়ালপাড়া হইতে শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীসুরেশ্বর দাস (শ্রীসুশীল) ও শ্রীধনঞ্জয় দাসাদি এবং গৌহাটী মঠ হইতে শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী তথায় পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছেন। গোয়ালপাড়া মঠের শ্রীজগদানন্দ দাস প্রভু এবং স্থানীয় ভক্ত শ্রীলবকুমার দাস এই উৎসবানুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে গৌহাটী মঠে ৩০ জানুয়ারী পৌঁছিয়া পরদিবস শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, শ্রীদেবকীসুত দাস ও শ্রীগোবিন্দ দাসাদি সহ ধনুভাঙ্গার ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রচারপার্টী এবং শ্রীজগদানন্দ প্রভু ও শ্রীপতিতপাবন দাসাধিকারীসহ ১ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০টার বাসে রওনা হইয়া বেলা ১টায় ধনুভাঙ্গায় শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুগণ (প্রাণগোবিন্দ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা) শ্রীকুমুদ দাসের গৃহে অবস্থান করেন। সদর রাস্তার একপার্শ্বে শ্রীকুমুদ দাসের গৃহ, অপর পার্শ্বে ধনুভাঙ্গা আঞ্চলিক বৈষ্ণব সেবাকেন্দ্রের জমীতে সভামণ্ডপে ধর্ম্মসম্মেলন এবং মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তথায় অতিথি ভক্তগণ নিবাস করেন অস্থায়ী কুটীরে। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে এবং ৪ ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালীন ধর্ম্মসম্মেলনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। দুধনৈ জনজাতি উন্নয়ন খণ্ডের সিনিয়র বি-ডি-ও শ্রীনীরদাপ্রসাদ মহন্ত ৪ ফেব্রুয়ারী তৃতীয় অধিবেশনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতিপদে বৃত হন। দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় 'কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন', 'ঈশ্বর বিশ্বাসের আবশ্যকতা', 'ভক্তাধীন ভগবান্' এবং প্রাতঃকালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য' যথাক্রমে বক্তব্যবিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল।

২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ধনুভাঙ্গার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করে। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং মঠের বৈষ্ণবগণ নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে স্থানীয় অধিবাসিগণ বিপুল সংখ্যায় মহোল্লাসে স্থানীয় বাদ্য ও কীর্ত্তনপার্টিসহ যোগদান করেন। পরদিবস মহোৎসবে অগণিত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে ধনুভাঙ্গায় শ্রীযশোদাদেবী ও শ্রীকরুণাকান্ত দাস, দেওদাভিলায় শ্রীউমাকান্ত দাস, বামুনপাড়ায় শ্রীরমাকান্ত দাস ও শ্রীঅরবিন্দ দাস, দরংগিরিতে শ্রীঅলকপালের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীঅলক পালের গৃহে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় এবং উপরিউক্ত গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহেও অসমীয়া ভাষায় হরিকথা বলেন।

গ্রামাঞ্চলের শান্ত পরিবেশ, নরনারীগণের সরল ব্যবহারে এবং তদ্দেশবাসীর নামকীর্ত্তন শ্রবণে বৈষ্ণবগণ পরিতুষ্ট হন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম) ঃ—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগঙ্গাধর দাস ও শ্রীজগদীশ শিক্দার ধনুভাঙ্গা

হইতে ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় বাসে উঠিয়া তথা হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী গোয়ালপাড়া জেলার শেষ মুখ্য বাসষ্টেশন ধূপধারায় নামিয়া গৌহাটীগামী প্রাইভেট বাসে অপরাহ্ণ প্রায় ২টায় গৌহাটী আসিয়া ২-৩০টার ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বাসে রওনা হইয়া রাত্রি পৌনে ৮টায় তেজপুর মঠে আসিয়া পেঁ ৗছেন। শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী গৌহাটীতে প্রচারপার্টীর সহিত যোগ দেন। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বাসটী বড় রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীগৌড়ীয় মঠে থামিলে সাধুগণের তথায় নামিতে সুবিধা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ আসিয়া সাধুগণের আরতি বিধান করতঃ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীধনঞ্জয় দাস এবং স্থানীয় ভক্তগণ অনেকে আসিয়াছিলেন সাধুগণের সহিত ধূপধরা পর্য্যন্ত, শ্রীজগদানন্দ প্রভু গৌহাটী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন সাধুগণকে তেজপুর যাইতে সহায়তার জন্য। জালাহঘাট-নিমুয়ার গৃহস্থ ভক্ত শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু তথাকার প্রচার-প্রোগ্রাম জানাইবার জন্য ধনুভাঙ্গায় পেঁ ৗছিয়াছিলেন। তিনিও নিমুয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সাধুদের সহিত গৌহাটী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান ২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। শোণিতপুর বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) শ্রীদেবেশ্বর গোস্বামী বেদান্তশাস্ত্রী এবং শোণিতপুর জেলার জেলা ও সেসন জজ শ্রীলক্ষ্মীধর বরদলৈ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য', 'ভক্তাধীন ভগবান্', 'ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। প্রথম দুইদিনের বক্তব্যবিষয়ের উপরও সভাপতিদ্বয় সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া বলেন। জজসাহেব শ্রীলক্ষ্মীধরবাবুর অভিভাষণটী খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়।

১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারীর সান্ধ্যধর্ম্মসভায় একদিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ 'সাধুসঙ্গের মহিমা' সম্বন্ধে বলেন।

২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিবস শ্রীবসন্তপঞ্চমী তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহন জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বাহির হইয়া নগর পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের এবং শ্রীপ্রেমানন্দ দাস (শ্রীপুলক সরকার), শ্রীকরুণাময় প্রভু, শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রভু, শ্রীহরেশ্বর দাস, শ্রীরুদ্র দাস, শ্রীদিলীপ, শ্রীসনাতন দাস, শ্রীবিষ্ণুপদ দাস, শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী (শ্রীসতীশ ঘোষ), শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ, গোয়ালপাড়া (আসাম) ঃ— গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবের প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছাক্রমে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতে তেজপুর হইতে বাসযোগে রওনা হইয়া গৌহাটীতে বাস পরিবর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোয়ালপাড়া মঠে আসিয়া পেঁ ৗছেন। ১২ ফেব্রুয়ারী তেজপুর হইতে সব রুটের বাস বন্ধ থাকায় সেইদিন শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীর অন্যান্য সকলকে লইয়া গোয়ালপাড়াভিমুখে যাত্রা করিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতে ডিলাক্স-বাসে রওনা হইয়া বেলা ১২-২০ মিঃ-এ গৌহাটী পল্টনবাজারে পেঁ ৗছিবার পর জানা গেল গোয়ালপাড়ার বাস সেদিন বন্ধ। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য প্রায়ই

আসামে বন্ধ, ধর্ম্মঘট ও হিংসাত্মক কার্য্য হইতে থাকায় চলাফেরা বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। ১৩ ফেব্রুয়ারী হইতে গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ হইলেও সেইদিন শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীসহ গোয়ালপাড়ায় পেঁছিতে পারিলেন না বন্ধের জন্য, বাধ্য হইয়া সকলকে গৌহাটী মঠে অবস্থান করিতে হয়। পরদিন প্রাতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী মঠের), শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী ও শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী গৌহাটী হইতে প্রাইভেট বাসে রওনা হইয়া বেলা ১০টায় গোয়ালপাড়া মঠে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীসহ যথাসময়ে গোয়ালপাড়ায় পেঁছিতে না পারায় ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাতায়াত পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগঙ্গাধর দাস আদি গৌহটী মঠে থাকিয়া যান।

১৪ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদর জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডাদিসহ মঠ হইতে যাত্রা করতঃ গোয়ালপাড়া সহর পরিভ্রমণ করেন। রথাকর্ষণে এবং সাধুগণের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন দর্শনে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত দিবস শ্রীমঠে সভামণ্ডপে সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন যথাক্রমে গোয়ালপাড়া মহকুমাধিপতি শ্রীজগদীশ চৌধুরী এবং গোয়ালপাড়া মহকুমা পরিষদ সচিব শ্রীসিদ্ধব্রত পুরকায়স্থ। 'হিংসা, অহিংসা ও প্রেম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। অন্যান্য দিন সান্ধ্যধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপ্রভুপদ দাস ও শ্রীজগদানন্দ দাস।

৩ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগান্তে নরনারীগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

পরদিন হইতে পুনরায় বাস বন্ধ থাকিবে জানিতে পারায় গৌহাটী মঠের উৎসবে যোগদানের জন্য সকলে অপরাহ্ন ৩-৩০টার বাসে রওনা হইয়া সেই দিন রাত্রিতেই গৌহাটী মঠে ফিরিয়া আসেন।

প্রচারপার্টীর সেবকগণ ব্যতীত শ্রীজগদানন্দ দাস, শ্রীপরমেশ্বর দাস, শ্রীগোলোক প্রভু, শ্রীদীনতারণ দাস, শ্রীনন্দদুলাল দাস. শ্রীসুরেশ্বর দাস, শ্রীপ্রভুপদ দাস, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীপীতাম্বর দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম) ঃ— শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় গৌহাটী মঠের বার্ষিক উৎসব ৫ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে ৭ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। প্রথম দিবস বরাহদেবের কৃপাপ্রার্থনা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপ্রার্থনা এবং তাঁহার তত্ত্ব ও মহিমা কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক হরিকথামৃত পরিবেশিত হয়।

শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নানন্দ জীউ বিজয়বিগ্রহগণ রমণীয় রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ ৬ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার মঠ হইতে অপরাহ্ন ৩টায় যাত্রা করতঃ সহর পরিভ্রমণের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালেই মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আসামের অশান্ত পরিস্থিতির দরুণ শোভাযাত্রার পথ সঙ্কোচন করা হয়। পরদিবস মহোৎসবে ভীষণ বর্ষা হওয়ায় বহু ভক্তের মঠে আসিয়া প্রসাদ পাওয়ার সুযোগ হয় নাই।

শ্রীরাঘবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনূত্তম দাস, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধি-

কারী, শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসব ও ধর্ম্ম-সম্মেলনাদি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২০ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীসুনীল কুমার দাস এবং স্বধামগত উপেন্দ্র হালদার প্রভুর গৃহে সতীর্থ ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় ও ব্রহ্মচারিগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। স্বধামগত হালদার প্রভুর গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম) ঃ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে আসাম প্রদেশস্থ বরপেটা জেলান্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব গত ১১ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীনন্দদুলাল দাসসহ ২৩ ফেব্রুয়ারী গোয়ালপাড়া হইতে প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ বাসযোগে পঞ্চরত্ন পাহাড়, লঞ্চে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া যোগীগোফা, তথা হইতে বাসে শালমারা, শালমারা হইতে পুনঃ বাস পরিবর্ত্তন করিয়া অপর বাসে উঠিয়া পূর্ব্বাহ্ন পৌনে ১১টায় সরভোগ মঠে আসিয়া পৌঁছেন। ভীড়ের মধ্যে মালপত্র লইয়া পুনঃ পুনঃ উঠানামা করিয়া গোয়ালপাড়া হইতে সরভোগ আসা খুবই কষ্টকর ও বিপজ্জনক। শ্রীজগদানন্দ প্রভু সহায়তার জন্য যোগীগোফা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ প্রচারপার্টির অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিবস গৌহাটী হইতে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন।

শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে এবং তৃতীয় দিবস শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে অপরাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। বরপেটা রোডস্থ গীতা পরিষদের সম্পাদক শ্রীসর্ব্বানন্দ পাঠক মহোদয় তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত', 'সংসার দাবাগ্নির নির্ব্বাপণের উপায়', 'হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার প্রয়োজনীয়তা' বক্তব্যবিষয়গুলি যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রার্থনা ও তাঁহার পূতচরিত্র ও শিক্ষা কীর্ত্তনমুখে ভাষণ প্রদান করেন। বরপেটা রোডস্থ গীতা পরিষদের সভাপতি ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলেন।

২৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানকারী নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া সরভোগ সহরের সমস্ত মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পর শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে প্রথমে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে ভক্তগণও তদনুগমনে প্রবল উৎসাহে নৃত্যকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত দাস মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন।

২৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীব্যাসপূজাবাসরে পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও আরতি যথারীতি সম্পন্ন হইলে পর ভক্তগণ সকলে ক্রমানুযায়ী শ্রীল প্রভু-পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকালে সর্ব্বক্ষণ নাম সংকীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীমঠের আচার্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ ২৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের স্থানীয় প্রাচীন সতীর্থ গৃহস্থ ভক্তগণের সঙ্গলাভের জন্য শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীভগবান্ দাসাধিকারী ও শ্রীহরি দাসাধিকারী প্রভুত্রয়ের গৃহে গিয়াছিলেন। সরভোগ মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ মহোদয়ের আহ্বানে তাঁহার গৃহে

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে মধ্যাহ্নে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে স্থানীয় কালীমন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভায় জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব বাংলাভাষায় ও শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ অসমীয়া ভাষায় বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া চক্‌চকাবাজারস্থ শ্রীনিমাই সাহা ও শ্রীঅখিল সাহা এবং সরভোগস্থ নিবারণ চন্দ্র সাহার বাড়ীতে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ রমানাথ বনচারী, শ্রীকর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীনির্ম্মল দাস, শ্রীহরমোহন দাস, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

Propagation of Message of Divine Love in America

His Holiness Tridandi Swami Sreemat B.H. Mangal Maharaj, Jt. Secretary of Sree Chaitanva Gaudiya Math Institution, undertook preaching tour-programmes for fivetimes outside India especially in Canada and United States of America, England and recently in West Indies to have an experience of the nature and trend of thought of the people of those areas and what kind of response he can get regarding the acceptance of the message of Divine Love of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu to bring unity of hearts amongst all human beings. Swamijee is amply satisfied to see inherent thirst of all people to find a way out from the present-day turmoil and unrest in the world and hankering for Eternal Bliss as well as in this context their appreciation of the appropriateness and effectiveness of the philosophy of Divine Love. Swamijee has ventured to do this alone in a country of affluence depending absolutely on the Divine Grace of his Most Revered Gurudev Om Vishnupad Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, Founder, of the All India Sree Chaitanya Gaudiya Math Organisation. Sreemat Madhav Goswami Maharaj was the close associate and spiritual successor of His exalted personality Srimat Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami Prabhupad the founder president-Acharya of Sree Chaitanya Math, Sree Gaudiyamaths and Gaudiyamission all over India and abroad. It is commendable that Mangal Maharaj is successful in his attempt.

David Germain, a correspondent and Geoffrey Guiliano a longtime friend to Swamijee expressed their impressions about the preaching of B. H. Mangal Maharaj in the Lockport, N. Y. Union-Sun Journal on Friday January 8, 1988 under the bold heading "Hindu Swami brings message of love to Lockport". Although they are not acquainted with the institution and do not know all its particulars, whatever they have expressed in their own way and language is appreciable. Their few impressions are quoted below :—

B. H. Mangal travels lightly—a battered suitcase, an old watch, a pot for his meals—and he trusts in God to provide the sustenance he needs to preach his message half a world away from his home.

That message is as simple as the life of Hindu master Mangal : realization that only divine love and awareness of God can align one with the cosmos. "For without God' not even a leaf could move".

Giuliano brought the swami to town this week to share his thoughts obout God with Lockport residents. Mangal spoke to classes
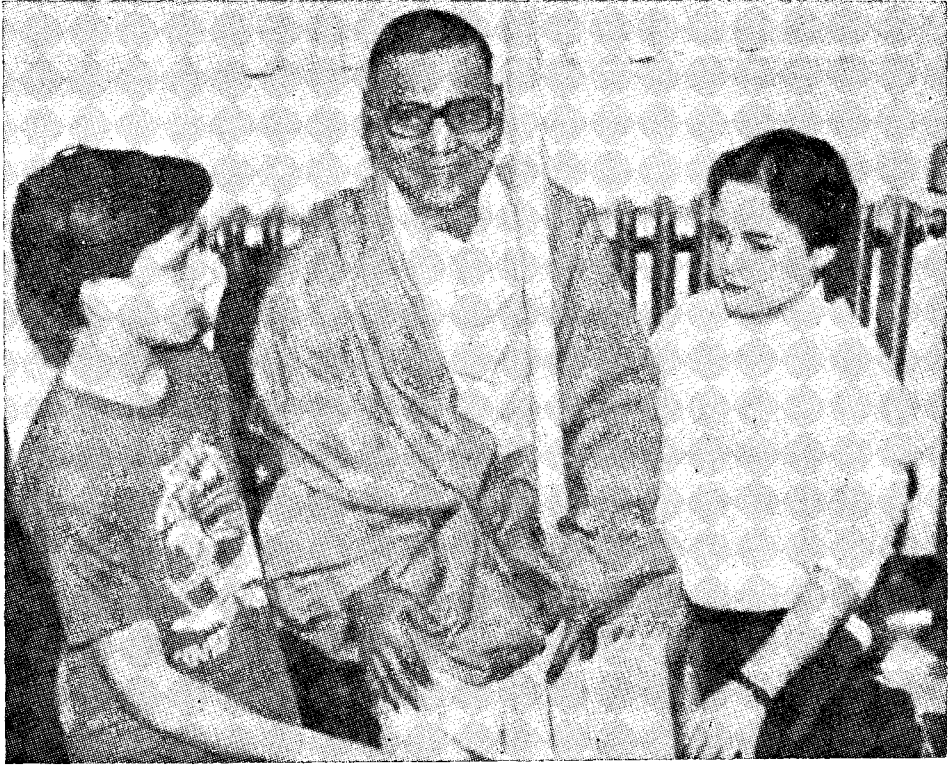
Swami B.H. Mangal shares his vision of the universe with Chariotte Cross Elementary School students Eric Vincent of 5835 Stone Road and Melissa Ward of 58 Prospect St.

at Charlottee Cross Elementary School Wednesday and was speaking at Roy Kelley Elementary School today.

He also has been speaking informally with visitors at Giuliano's Washburn Street home, where Mangal is staying.

Starting in 1979, Mangal began making periodic trips to the West, spreading the word that this world has no significance compared with the spiritual world that comes after death.

"This world is but an introduction to the next world", Mangal says. "We must see the whole. The whole is God, most lucid, most sweet, the ultimate reality".

"The material world is afflicted with birth, death, disease and old age and no matter how rich you are you can't escape them", he says. "Even if the house is right, and the wife is right, and the bank book is right and you think you've got it made, your kid still might get leukemia. As we pass through, doesn't it behoove us to at least open ourselves to the possibility that there's a greater reality, so our lives aren't just dreary attempts to amass material wealth ?"

Strict Hindus such as Mangal consider India's poverty a blessing because it diverts them from the temptations of the material world, saves them from the Westerner's affliction of being mesmerized by possessions.

"Western people are in pursuit of a religious license to do what they please", Giuliano says. "Shirley MacLaine writes her best-sellers, charges 300 dollars a head for people to listen to her spiritual goulash. She's a flake".

"But the swami is a true intellectual, unadulterated by the whims of pop culture. He doesn't sleep in a pyramid, he doesn't eat tofu. His life entails true self-discipline".

N. B.—As approved by the Editor

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর]

বিগ্রহ বলা হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ পূর্ণ ও আত্মারাম, শ্রীগুরুদেবও পূর্ণ ও আত্মারাম। পরমাত্মাতেই শ্রীগুরুদেবের রতি। শ্রীভগবদ্‌রঞ্জন সেবায় ইন্ধনপ্রদানকারী বা সহায়কই তদ্বৈভব ও নিত্যকিঙ্কর। শ্রীগুরুদেবের শ্রীভগবৎসেবা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কৃত্য নাই, তদ্ভক্তিতেই শ্রীগুরুদেবের সত্তা। আচরণে উহা দুইপ্রকারে পরিলক্ষিত হয়,—শ্রীভগবানের সেবা ও অন্যত্র কৃপা। উক্ত কৃপা ভগবৎসেবারই নামান্তর বিশেষ। ভক্তের চরিত্রে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তির অধিষ্ঠান নাই। শ্রীগুরু ভক্তোত্তম-লীলাভিনয়-কারী। অনন্যভক্ত শ্রীগুরুদেবে দোষের অবকাশ নাই। কৃষ্ণেতর বাঞ্ছাই দোষের মূল কারণ। শ্রদ্ধালু সাধক শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে শ্রীগুরুকৃপা বরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিজে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, অতএব তিনি অনুকূল। তদানুকূল্যকারীই ভক্তিপথের অধিকারী। কিন্তু সাধকের বা শ্রীগুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিগণের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান কষায়াদি কিম্বা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশ্য চিত্তে থাকাকালে শ্রীগুরুদেবের বা অনন্যভক্তের চিত্তের সম্যক্ অনুসরণ বা তদ্দর্শনের অন্তরায় থাকে। এমতাবস্থায় বস্তুর যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজেদের গলদ অনন্যভক্ত বা শ্রীগুরুদেবে আরোপ করিয়া গোড়ায় গলদ বলিয়া নিজেদের ত্রুটী বিচ্যুতির সাফাই গাহিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ উক্ত প্রতিষ্ঠাশা হইতে কাপট্যের প্রশ্রয় লাভ করিয়া ভক্ত বা শ্রীগুরুচরণে অপরাধ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ক্রমশঃ এইসকল অপরাধ ধরা পড়িয়া ক্ষালিত না হইলে অপ-রাধের স্তূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব-অবজ্ঞা বা নিন্দা এবং গুর্ব্ববজ্ঞা ও নিন্দা ও পরে ভগবৎবিদ্বেষ শুরু হইয়া এবং সকলের গোড়ার বস্তু ভগবানের গলদ বা দোষ দেখাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হয়, আনুষঙ্গিকভাবে প্রথমে বিষয়ী এবং পরে ঘোরতর আসুরিক স্বভাবসম্পন্ন হইতে হয়।

নিজেদের গলদ দেখিতে শিখিলে সংশোধনের সুযোগ হয়। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপ অনর্থ-কবলিত মনুষ্য সাধুসঙ্গফলে নিঃশ্রেয়সার্থী হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত উপ-দেশের সারমর্ম্ম অনুসরণ ও উপলব্ধি করিবার জন্য যত্নশীল হন। প্রাকৃত অভিমান রহিত হইবার জন্য অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বৈষ্ণব দাস্যাভিমান প্রবল করিতে থাকিলে স্বল্পায়াসে তৃণাদপি সুনীচ শব্দের তাৎপর্য্য ফলস্বরূপে প্রকাশিত হইবে ; নচেৎ রকমারি প্রাকৃতাভিমানে নিরন্তর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ ও অশান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও অস্বস্তি প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। প্রাকৃত বিভিন্ন কামনার অনুপাদেয়তা ও দুঃখপ্রদ-স্বরূপ বোধের বিষয় না হইলে বিভিন্ন কামনাদ্বারা সঞ্চালিত ও সর্ব্বদাই অসহিষ্ণু হইয়া নিজে ক্লিষ্ট হওয়া ও অপরকে ক্লেশদানরূপ দুরবস্থা হইতে রেহাই লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। অসহিষ্ণুতাদ্বারা নিজের দুঃখ আনয়ন করা হয় এবং অভীষ্ট ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। তজ্জন্য 'তরোরপি সহিষ্ণুনা' উপদেশ অনুধাবনের চেষ্টা সাধকের অত্যাবশ্যক। নিজে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলে ও অন্যের নিকট হইতে মানস্পৃহা থাকিলে স্ব-কল্পিত মান বা পূজা অন্যের নিকট হইতে না পাইলে সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। নিজের ত্রুটী দেখিতে শিখিলে এবং শ্রেষ্ঠ বস্তুর ও মহৎ গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত 'অমানী' হইয়া সুখে জীবনযাপন করিতে পারিবে। নিজপ্রিয়তম ও পরমসেব্য শ্রীভগবানের সম্বন্ধ জীবমাত্রে দর্শন করিয়া মানদ হইতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীহরিভজনের সুযোগ হয় এবং স্বাভাবিক দৈন্যাদির আবির্ভাবে প্রকৃত শরণাগতি লাভে সমর্থ হয়।

অন্যাভিলাষিগণ নিজ নিজ কামনার ইন্ধন প্রাপ্ত হইলে নিজ সেব্যবোধে কামনার ইন্ধন প্রদাতার সেবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই উক্ত কামনা পরিতৃপ্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কল্পিত সেব্যের শিরচ্ছেদেও ইতস্ততঃ করিবে না। ভক্তিপথে এইরূপ আশঙ্কা নাই। নিষ্কাম

ব্যক্তি ব্যতীত শুদ্ধ ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। নিষ্কাম ব্যক্তিই বাস্তব বস্তুজ্ঞানলাভে ও অবস্থার যাথার্থ্য উপলব্ধিতে সমর্থ। তিনি গোড়ায় গলদ দেখিতে পান না। শ্রীভগবানে ও অনন্যভক্তে গলদ কল্পনা করিবার পূর্ব্বে নিজের চিত্ত উত্তমরূপে রঞ্জনরশ্মিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কোথায় গলদ ধরা পড়িবে।"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির (প্রাথমিক) সংস্থাপন

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ ৩৫এ ও ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ নিজস্ব ভবনে শুভবিজয় করিলে, শ্রীবিগ্রহগণের দৈনন্দিন পূজা-আরতি, পাঠ-কীর্ত্তন, ধর্ম্মসভা-মহোৎসব প্রভৃতি যাবতীয় মঠের কার্য্যাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। তৎকালে স্থানীয় নরনারীগণ শ্রীল গুরুদেবের নিকট প্রস্তাব দিলেন ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ মঠে বালক-বালিকাগণের চরিত্র-গঠনে সহায়করূপে একটী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতে। শ্রীল গুরুদেব সমীচীন মনে করিয়া উক্ত শুভ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। আধুনিক যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ক্রমোন্নতির যুগে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে নাস্তিক্যবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্ম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সুধী ব্যক্তিগণ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ভীত হইলেন। তাঁহারা শিক্ষা-ব্যবস্থায় নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা অনুভব করিলেন। মনুষ্যসমাজের নৈতিক অধোগতিকে প্রতিরোধের উপায় শিক্ষার মাধ্যমে শৈশবকাল হইতে মানব-চরিত্র গঠন। কারণ শৈশবকালে প্রদত্ত শিক্ষাই পরবর্ত্তি-কালে স্বভাবে পরিণত হয়। কোমলমতি শিশুগণকে ভগবদ্বিশ্বাস, পিতৃ-মাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে মর্য্যাদা প্রদর্শন, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি শিশুকাল হইতে প্রদান করিলে তাহাদের চরিত্র-গঠনে সহায়ক হইবে এবং ভবিষ্যতে তাহারা উত্তম নাগরিকরূপে গঠনমূলক কার্য্যে সহায়তা করিতে পারিবে। সর্ব্বধর্ম্মেই কল্যাণকর সাধারণ-নীতিসমূহ প্রায় একই প্রকার। উক্ত সাধারণনীতিসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বালক-বালিকাগণকে শিক্ষা প্রদানে কোনও আপত্তি থাকা উচিত নহে। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ ধর্ম্মহীন রাষ্ট্র নহে। উক্ত মহদুদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করার প্রথম পদবিক্ষেপরূপে শ্রীল গুরুদেব গত ৭ বৈশাখ (১৩৬৮), ২০ এপ্রিল (১৯৬১) 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির' নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। শ্রীল গুরুদেব সভাপতি, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ সহ-সভাপতি, শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক এবং শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল চক্রবর্ত্তী, শ্রীনিতাইগোপাল দত্ত প্রভৃতি সদস্যরূপে কার্য্যপরিচালক সমিতি গঠিত হইলে বিদ্যামন্দিরের কার্য্যারম্ভ হয়। অবশ্য শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী, মাষ্টার শ্রীললিত ধর মহাশয় এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী বিদ্যামন্দির পরিচালনবিষয়ে মুখ্যভাবে সহায়তা করিতে ব্রতী হইলেন। ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ কলেজের অধ্যাপকরূপে, পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক ফ্যাকাল্টির প্রেসিডেণ্ট-রূপে এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারীকে স্কুল-পরিচালনবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। ডাঃ এস্ এন্ ঘোষকে (পূজ্যপাদ সুজনানন্দ প্রভুকে) পিতার ন্যায় অভিভাবকরূপে পাইয়া মঠের সেবক-গণের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলককার্য্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। মঠের কোনও প্রকার অসুবিধা হইলেই শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ ও মণিকণ্ঠবাবুর নিকট যাইয়া তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করি-তেন। তাহাতে তাঁহারা কোনও দিন বিরক্ত হন নাই, বরং সুখীই হইয়াছেন। শ্রীল গুরুদেবের অসময়ে করুণাময় শ্রীগৌরহরি এই দুই মহৎ ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে শ্রীল গুরুদেবের চিন্তার লাঘব সাধন করিয়াছেন।

ধর্ম্মরহিত শিক্ষার ভাবী অকল্যাণকর-পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া শ্রীল গুরুদেব বালক-বালিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রকটনের এবং নীতি-মানার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদানের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে যাইতেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীগণকে এবং অধ্যাপকগণকে অতীব প্রীতির সহিত বহুপ্রকার উদাহরণের দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বুঝাইতেন। যে কোনওভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাই শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে। মানুষের শরীর, মন, আত্মা—এই তিনটীর সমুন্নতি-বিষয়ক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। নিয়মানুবর্ত্তিতা ব্যতীত দেহ, মন, আত্মা কোনটারই সমুন্নতি লাভ হয় না। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় জীবের স্বরূপ নহে। অণুসচ্চিদানন্দ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। এইজন্য আত্মার স্বার্থের মুখ্যত্ব। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের প্রয়োজন মুখ্য নহে। আত্মার স্বার্থের অনুকূলে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের ব্যবহারের দ্বারা মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রচেষ্টাই সুবিচক্ষণতা। 'দেহটা ব্যক্তি', 'দেহের প্রয়োজনই প্রকৃত প্রয়োজন'—এইপ্রকার ভ্রান্ত বিচার হইতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, অপস্বার্থে অপস্বার্থে সংঘর্ষ হইবেই। সংঘর্ষের কারণকে দূরীভূত না করিয়া তাহাতে ইন্ধন দিতে থাকিলে সংঘর্ষের দাবানল নির্ব্বাপিত হইবে না, বরং উহা সর্ব্বগ্রাসী হইয়া মনুষ্য সভ্যতাকে একদিন নাশ করিবে। পাপ-প্রবণতার হিংসার লেলিহান-জিহ্বাকে প্রতিরোধ করিতে হইলে, উহার কারণ নির্ণয় করিয়া কারণকে দূরীভূত করিতে হইবে। পাপের কারণ পাপবাসনা, পাপবাসনার কারণ স্বরূপ-ভ্রম (দেহেতে আত্মবুদ্ধি), স্বরূপভ্রমের কারণ অজ্ঞান, অজ্ঞানের কারণ জ্ঞান-বিমুখতা। অখণ্ড জ্ঞানই ভগবান্। সুতরাং পাপপ্রবৃত্তির মূল কারণ ভগবদ্বিমুখতা। মূল কারণ বিষয়ে অবহিত না হইলে কোনও সমস্যারই সমাধান হইবে না। জীবের স্বরূপোদ্বোধন যে শিক্ষার দ্বারা হয়, সেই শিক্ষা প্রদত্ত না হইলে জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। দুইপ্রকার বিদ্যা—পরা ও অপরা। পরা বিদ্যার দ্বারা মনুষ্যত্ব বিকাশক বাস্তব জ্ঞান লাভ হয়। স্বরূপোদ্বোধনের দ্বারা, ভগবজ্জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। পরাবিদ্যার অনুশীলনে পরাঙ্মুখতা হইতে বালক-বালিকার, ছাত্র-ছাত্রীগণের চরিত্র গঠিত হইতে পারিতেছে না। যাঁহারা শিক্ষা প্রদান করিবেন শিক্ষকগণ, অধ্যাপকগণ যদি উহার প্রয়োজনীয়তা নিজেরা উপলব্ধি না করিয়া থাকেন ছাত্রগণকে বুঝাইবেন কি করিয়া?

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শাসনবিভাগের অভিভাবকগণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষায় ঔদাসীন্যই বালক-বালিকাগণের চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটাইতেছে। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—ইহা না হইয়া এখন বিদ্যালয়সমূহে রাজনীতির চর্চ্চা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাহাতে ছাত্র, অধ্যাপক উভয়েরই নিজ নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। রাজনীতি হইতে শিক্ষাবিভাগকে উন্মুক্ত না করিতে পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শ্রীল গুরুদেব নিজ দৈহিক কষ্টের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। তাঁহার এইপ্রকার বিপুল প্রচারফলে বহু শিক্ষিত যুবক আকৃষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ

শ্রীল গুরুদেব ২ মার্চ্চ (১৯৬১), ১৮ ফাল্গুন (১৩৬৭) গৌর-পূর্ণিমা তিথিবাসরে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। **'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রকাশকালে শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাণী ঃ—**

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বজীবের পরমার্থ সাধনের জন্য কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই উপদেশ করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক ও সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধিত সর্ব্বসজ্জনাহ্লাদকর

সর্ব্বসম্মোহনকর মহাবদান্য, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপরাকাষ্ঠাপ্রদায়ক পরমতত্ত্বের অত্যুত্তম রসময় বপু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধারী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি। প্রেমময়ের প্রেমস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদকে ও তদভিন্ন বিগ্রহ অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অনন্তশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়কে সপরিকর পুনঃ পুনঃ প্রণতি পুরঃসর অদ্য এই সংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবার জন্য ও তৎসংরক্ষণ ও সমৃদ্ধিকরণের নিমিত্ত প্রিয়জনগণের সহিত কৃপাপ্রার্থনা করিতেছি। প্রভুপাদ প্রসন্ন হউন, আমাদের ন্যায় অযোগ্য সেবকাভাসগণকে নিজ মনোঽভীষ্ট সেবায় নিয়োজিত করিয়া শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীরূপে আমাদের হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত ও এই পত্রিকায় শব্দরূপে প্রকটিত হইয়া নিজ অস-মোর্দ্ধ্বা দয়ার খ্যাতি সফল করুন। তাঁহার প্রকটলীলার শেষ উপদেশ অনুসারে সকলে মিলিয়া মিশিয়া শ্রীরূপ—রঘুনাথের বাণী (আচারে ও) প্রচারে যেন সমর্থ হই। তাঁহারই স্নেহাশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া আমরা অদ্য তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রপূরণের অন্যতম প্রযত্নরূপে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহী হইয়াছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাই এই সেবাচেষ্টার একমাত্র সম্বল। শ্রীচৈতন্যবাণীর দ্বারা সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আরতি ও বাণীর আলোকে আনুষঙ্গিকভাবে আমাদের হৃদয়ের কল্মষ দূরীভূত ও বিশ্ববাসীর বাস্তব কল্যাণ সাধিত হউক।'

শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি হইলেন। তাঁহার লিখিত বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, যিনি পরমগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইলে এবং তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধাদি শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকিলে সেবকগণের উৎসাহ আরও সম্বর্দ্ধিত হয়। তৎকালে শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবৈকনিষ্ঠ নিষ্কপট পবিত্রচরিত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ে পারঙ্গত আইনাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারীকে প্রতিষ্ঠানের কার্য্যের সহায়করূপে পাইয়া মঠের দায়িত্বপূর্ণ সেবা বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারীকে কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক এবং শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষরূপে দায়িত্ব সমর্পণ করিয়া শ্রীল গুরুদেব নিশ্চিন্ত মনে কলিকাতার বাহিরে প্রচার-ভ্রমণে যাইতেন। ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ শ্রীল গুরুদেবের আদেশ পালনের জন্য তাঁহার বৌবাজার রোডস্থ চেম্বারে না যাইয়া আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মঠের সেবা-সম্পাদনে যত্ন করিতেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ এবং শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী সম্পাদকরূপে পত্রিকার প্রুফ সংশোধন, প্রচার-প্রসঙ্গ, প্রবন্ধাদি লেখা এবং গ্রন্থ বিভাগের সেবায় নিয়োজিত হইলেন। তাঁহাকে প্রথমে অনেক দূরে দূরে যাইয়া এইসব সেবাকার্য্যের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। প্রথমে পত্রিকা রাজলক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৪৩ রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর প্রেসে মুদ্রিত হইত।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস সংস্থাপন

পরে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীপ্রাণবল্লভ দাসাধিকারীর সৌজন্যে প্রদত্ত তাঁহার ২৫/১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালিগঞ্জে (কলিকাতা-৩৩) ইং ১৯৬৪ সালে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস সংস্থাপিত হইলে তাহা হইতে পত্রিকা প্রকাশ ও গ্রন্থ মুদ্রণাদিকার্য্য হইতে থাকে। প্রেসটী মঠ হইতে দূরে হওয়ায় অনেকটা পথ পদব্রজে যাইয়া প্রুফ সংশোধন ও প্রেসের কার্য্যের দেখাশুনা করিতে হইত। উক্ত কষ্টের লাঘব সাধন এবং প্রেস দেখাশুনার সুবিধার জন্য প্রাণবল্লভ প্রভুর প্রচেষ্টাতেই সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ মঠের নিকটবর্ত্তী ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাটে একটী বাড়ী প্রেসের কার্য্যের জন্য

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনত্রিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬
৯ ত্রিবিক্রম, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ২৯ মে ১৯৮৯ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লিস্‌মোর কটেজ
লাইমখেরা শিলং
ইং ১৭।১০।২৮

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রাদি ও কয়েকখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অদ্য আপনাকে কুরুক্ষেত্রে আনুকূল্য-প্রেরণের জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছি। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে যে উৎসব হইবে, তাহাতে ভক্তি-পথের পথিকদিগেরও অনেক কৃত্য আছে। আমাদের সেব্যবিগ্রহ আশ্রয়জাতিয় ভগবৎপরিকরগণকে বহুদিনের বিরহকাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। সুতরাং মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরমধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্যপ্রধান রসের উপাস্য বস্তু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিলেও তাঁহাকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া স্যমন্তপঞ্চকে "সন্নিহিত-সরে" সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আনাইতে হইবে। তজ্জন্য রথের আবশ্যকতা আছে।

আপনি জানেন—এই সকল সেবাকার্য্যে আমাদের কিছু প্রাপঞ্চিক ব্যয় আছে। আমরা বিষয়াবদ্ধ জীব—কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাভাবে বিষয়ভোগে ব্যস্ত। সুতরাং আমাদের নিকট এই সকল লীলা-কথা অর্চ্চারূপে প্রকটিত হইলে আমাদেরও সেবাবৃত্তির উন্মেষ দেখা দিবে। বিষয় ও আশ্রয়ের মিলনকার্য্যই আমাদের সেবনধর্ম্মের আদর্শ। এতদ্ব্যতীত সেবা-বিমুখ আমাদিগকে সেবোন্মুখ হইবার লীলাসমূহের উদ্দীপন ভজন-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে, অর্থাৎ জড়জগতের বিষয়সেবা হইতে নির্ম্মুক্ত করাইয়া ভগবানের নিত্যলীলার সেবকগণের চেষ্টাসমূহ চেতনের বৃত্তিতে উদিত হয়।

শ্রী * * * দ্বারকা হইতে রথোপরি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীব্যাসাশ্রিত গৌড়ীয় মঠে "সন্নিহিত-সরের" নিকট আনয়ন করাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। তাহাতে

সাহায্য করিবার জন্য আপনারা যে যেখানে আছেন, স্বীয় কায়িক, মানসিক ও বাচনিক পরিশ্রমলব্ধ প্রাপঞ্চিক বিনিময় অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। সময় বড়ই সঙ্কীর্ণ, লীলাসমূহের অর্চ্চাসকল আমরা সকলে নিরীক্ষণ করিয়া তত্তদ্‌ভাবের অনুসরণ করিতে যাহাতে সমর্থ হই তদ্বিষয়ে সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

* * কে কাশীর উৎসব ও নৈমিষারণ্য দর্শন করাইয়া, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ বিজয়লীলায় শ্রীবৃন্দাবনের "তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি" লীলা দর্শন করাইবেন। এই সকল লীলার সেবা করিতে পারিলে তাঁহাদিগেরও বিষয়বাসনা খর্ব্ব হইয়া মানবজীবন সফলতা লাভ করিবে। সূর্য্যগ্রহণে 'সন্নিহিত-সর' বা ব্রহ্মতীর্থ ও স্যমন্তপঞ্চকের দ্বৈপায়ন-হ্রদে স্নানাদি সকল পাপের বিঘাতক জানিবেন। বিশেষতঃ সূর্য্যোপরাগে ঐসকল পুণ্যজলে স্নান করিলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়; আর গৌণভাবে জড়ভোগবাসনা-রূপ পাপপুণ্য বাসনাও বিদূরিত হয়।

সূর্য্যোপরাগে বর্ত্তমান বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়াবলম্বী বল্লভ-সম্প্রদায়ের সকলেই তথায় উপস্থিত হইবেন। গৌড়দেশ হইতে কুরুক্ষেত্র অনেক দূর বলিয়া অনেকেই সশরীরে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের জন্য দূরে থাকিয়াও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত হন। বলা বাহুল্য, যে সকল ব্যক্তি মাথুর-বিপ্রলম্ভের যে-কোনপ্রকারে কৃষ্ণ-মিলনের সাহায্য করিবেন, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তদভ্যন্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে। যে সকল ব্যক্তি সশরীরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা দূর হইতেও তাদৃশ মিলনের সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলম্ভভাব দ্বারা রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন।

কর্ম্মি-সম্প্রদায় এই সকল বড়কথা বুঝিতে না পারিলেও যেসকল পুণ্যার্থী ব্যক্তি ভাস্করোপরাগে তথায় স্থূলভাবে ক্ষীণপাপ হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের পুণ্যচেষ্টার অভ্যন্তরেও কৃষ্ণসেবা গৌণভাবে সম্পাদিত হইবে। তথায় এই বৎসর পুণ্যার্থিগণের ভাবী ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনঃসংস্থাপনকল্পে চিকিৎসাগার স্থাপিত হইবে এবং অসুস্থগণকে সহায়তা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে।

ঢাকা নবাবপুরে * * মধ্যে যে শুদ্ধ-ভগবদ্ ভক্তির বিরোধ-স্রোত প্রবাহিত হইয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠোৎসবের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করায়, সেই স্রোতে ভাসমান ব্যক্তিদিগকেও কুরুক্ষেত্রোৎসবে সাহায্য করিতে বলিলে তাহারা জাতি-গোস্বামিগণের অপরাধ-স্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া অজ্ঞাত-সুকৃতির পথে চলিতে পারেন। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

দশমঃ কিরণঃ—(শক্তিপরিণামঃ) অচিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণম্

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ভগবান্ উদ্ধবম্ [৩।৪।১৩]

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥ ১ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মানম্ [২।৯।৩০-৩৫]

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২ ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎসদসৎ পরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥৪॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥৫॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥৬॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥ ৭ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

ভেদাভেদমচিন্ত্যং যন্মতবাদনিবর্ত্তনম্ ।
গৌরাজ্ঞয়োদ্ধৃতং যেন নৌমি গোপালভট্টকম্ ॥

(ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন),—পুরাকালে পাদ-কল্পে আদিসর্গে ব্রহ্মা আমার নাভিপদ্মে নিষণ্ণ (অবস্থিত) হইলে, আমার মহিমা-প্রকাশক পরম জ্ঞান তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। সেই জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলেন। চতুঃশ্লোকীতে যে শক্তিপরিণামাত্মক অচিন্ত্যভেদাভেদ (সিদ্ধান্ত) শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাই ভাগবত ॥ ১ ॥

অদ্বয়জ্ঞানই পরমতত্ত্ব। ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার জ্ঞান অদ্বয় ও পরমগুহ্য। তাহা অদ্বয় হইয়াও নিত্যই চারিটী ভেদযুক্ত—জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ। তাহা জীববুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবে না, আমার অনুগ্রহে তাহার উপলব্ধি কর। জ্ঞান আমার স্বরূপ, বিজ্ঞান শক্তি-সম্বন্ধ, জীব আমার রহস্য, প্রধান আমার জ্ঞানাঙ্গ। এই চারিটী তত্ত্বের নিত্যঅদ্বয়তা ও নিত্য-রহস্যগত ভেদ আমার অচিন্ত্য-শক্তির পরিণাম ॥ ২ ॥

আমি স্বরূপতঃ যে রূপ, আমার ভাব যে প্রকার, আমার চিদচিৎ-ভেদে গুণ-কর্ম্ম, আমার তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি বুঝিয়া লও ॥ ৩ ॥

এই (৪নং) শ্লোক হইতে চারিটি শ্লোকে চারিটি তত্ত্বের ভেদ দেখাইতেছেন। ইহার নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত। পরম নিত্য আমি এক অদ্বয়তত্ত্ব। প্রথমে আমিই ছিলাম। সৎ ও অসৎ এই দুই হইতে শ্রেষ্ঠ আমি মাত্র ছিলাম। আর কিছুই ছিল না। অসৎ অর্থাৎ আগমপায়ী অবস্থা এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অন্বয়-সম্বন্ধ এই দুই ক্রিয়া, যাহা সৃষ্টিতে উদয় হইয়াছে, তাহাও আমি। অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্য্যের যেমত কিরণ, সর্ব্বভূত আমার সেইরূপ শক্তিপরিণাম। আমি পরিণত হই না। কিন্তু আমার সেইরূপ শক্তিপরিণাম। আমি পরিণত হই না। কিন্তু আমার অক্ষয়-শক্তি চিন্তামণির স্বর্ণপ্রসবের ন্যায় স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগৎকে প্রসব করে। সৃষ্টি হওয়াতে আমার অদ্বয়ত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথকতা হইলেও আমি সর্ব্ব-স্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্যশক্তির ভেদাভেদ-পরিচয়। আবার প্রলয়ে অবশিষ্ট একই থাকি। কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ—এই সকল নামের বিবাদমাত্র। সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে তাহা আমার অচিন্ত্যশক্তি-পরিণাম-রূপ নিত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। ইহাই সর্ব্ববেদ-বাক্য ও মহাবাক্য-সম্মত ॥ ৪ ॥

মতবাদিগণ আমার অচিন্ত্য শক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে 'অস্তি' 'নাস্তি' ইত্যাদি নানাপ্রকার জল্পনা করে। সেও আমার প্রভাব। এক পরা শক্তি মায়াই আমার অচিন্ত্য-শক্তি। তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ স্বরূপ-অবস্থা ও তটস্থ-অবস্থা। জগৎ-সৃষ্টিতে তটস্থ-অবস্থাই অণু ও ছায়ারূপে দ্বিপ্রকার। অণু তটস্থা শক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে জীবশক্তি বলিয়াছেন, তথাপি তাহাকে আমি পরা প্রকৃতি বলি। ছায়া তটস্থা-শক্তি অচিন্মায়া শক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার এক নাম বহিরঙ্গা শক্তি। চিদ্ধর্ম্মাদি-প্রকাশক স্বরূপশক্তিকে চিৎ-শক্তি বা অন্তরঙ্গ-শক্তি বলে। মায়া বলিলে প্রধানতঃ আমার পরাশক্তিকে বুঝায়। এই মায়িক সংসারে স্বরূপ-শক্তি-পরিচয় গূঢ় এবং অচিন্মায়া শক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া মায়া বলিলে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া তটস্থাকেই বুঝায়। আমি মূল মায়াশক্তি তোমাকে বুঝাইতেছি। আমি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পুরুষ। বিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতি ও অর্থ—তিন-প্রকার তত্ত্ব-বিভাগ। আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়-বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই অর্থ বলি। অর্থকে ছাড়িয়া

প্রাপঞ্চিকজগতঃ মায়াশক্তিপরিণামত্বং দর্শিতম্
ব্রহ্মা নারদম্ [২।৫।২২-২৯]

কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥৮॥
মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্‌দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ৯ ॥
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূৎ ত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা ॥১০॥

তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্ব্বাণাদভূন্নভঃ।
তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্‌দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ॥১১

নভসোঽথ বিকুর্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ॥১২॥
বয়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কালকর্ম্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥১৩॥
তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥
বিশেষস্তু বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রপঞ্চসৃষ্টৌ বিবর্ত্তস্য ন স্থানমেব দর্শিতম্।
মৈত্রেয়ো বিদুরম্ [৩।১০।১১-১২]

গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ ॥ ১৫ ॥
বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা ॥১৬॥

দিলে যাহা আমা হইতে পৃথক্ চিন্তনীয় হয় অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ-প্রতীতি হয় না, তাহাই মায়া। আত্মা বস্তু এবং মায়া ছাড়া আর যতগুলি তত্ত্ব আছে, সকলই বস্তুপ্রায়। কিন্তু মায়া বস্তু নয়—বস্তু যে আত্মা, তাহার শক্তিমাত্র। বস্তুমধ্যে ইহার দুইপ্রকার পরিচয়। 'আভাস' ইহার প্রথম পরিচয় এবং 'তমঃ' ইহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই 'আভাস'-পরিচয়। চিৎ-শক্তি অণু-তটস্থ অবস্থায় আভাস'-রূপ জীব, সুতরাং তাঁহার চিৎ-পরিচয়। অচিন্মায়া 'তমঃ'-পরিচয়। তাহাতে জড়-জগৎ। এই প্রকার শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া পরব্রহ্ম-স্বরূপতত্ত্ব-জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান ॥ ৫ ॥

এখন রহস্য-তত্ত্ব শুন। এ জড় জগৎ মিথ্যা নয়; আমার শক্তি-পরিণতি এবং আমি সৎরূপে তাহার অন্তরে আছি বলিয়া সত্য। সত্য হইলেও ইহার আগমাপায়ী প্রকাশ নশ্বর। এই জগতে মহা-ভূতসকল উচ্চাবচ-ভূতে প্রবিষ্ট হইয়াও মহাভূতরূপে অপ্রবিষ্ট। সেইরূপ আমিও শক্তিপরিণামরূপী জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও আমার চিদ্ধাম গোলোক-বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে স্বস্বরূপে পূর্ণরূপে আছি। আবার জীবশক্তি-পরিণতি জীবসকল স্বভাবতঃ আমার প্রণত দাস। তাহাদের ভিতরে পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমার চিদ্ধামে প্রাপ্তপ্রেম জীবসমূহ লইয়া আমার নিরন্তর লীলা ॥ ৬ ॥

এখন দেখ আমি স্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে অবভাসিত হইয়াও নিত্য অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব। মায়াবদ্ধ জীব এই তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কতপ্রকার বিতর্ক করে। তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমার কৃপাপ্রাপ্ত শাস্ত্রাভিধেয় অন্বয়-ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি-নিষেধ অথবা বিধি-রাগ-ভেদ-অনুসারে সদ্‌-গুরুচরণে জিজ্ঞাসাদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সত্য বলিয়া স্থির করিয়া তাঁহার সাধনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৭ ॥

প্রাপঞ্চিক জগৎ মায়াশক্তি-পরিণাম, তাহা দেখাইতেছেন—মায়ান্তর্গত কালশক্তির ব্যতিকরই মায়ার স্বভাবতঃ পরিণাম। পুরুষাধিষ্ঠিত মহত্তত্ত্ব হইতে কর্ম্মের জন্ম ॥ ৮ ॥

মহত্তত্ত্ব পরিণত হইয়া রজঃ-সত্ত্বদ্বারা উপবৃংহিত হয়। তমঃপ্রধান হইয়া দ্রব্য জ্ঞানক্রিয়াস্বরূপ লাভ করে ॥ ৯ ॥

তাহার নাম অহঙ্কার। তাহা পরিণত হইয়া বৈকারিক-তৈজস-তামস-ভেদে তিনপ্রকার হয় ॥১০॥

তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ। আকাশের মাত্রাগুণ হইতে শব্দের উৎপত্তি। তাহাই দ্রষ্টা-দৃশ্যের চিহ্ন ॥ ১১ ॥

আকাশ বিকুর্ব্বিত হইয়া স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু হইল। (ইহাতে আকাশের শব্দগুণও আছে।) আকাশের গুণ অনুস্যূত থাকায় প্রাণ ওজ ও বলযুক্ত হইল ॥ ১২ ॥

কাল-কর্ম্ম-স্বভাবদ্বারা বায়ু বিকুর্ব্বিত হইয়া তেজ উৎপন্ন হইল। তাহাতে রূপ, স্পর্শ ও শব্দ তিনটী গুণ হইল ॥ ১৩ ॥

তেজ বিকুর্ব্বিত হইয়া রসাত্মক জল হইল;

ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১।১৯।১৪-১৬]

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥১৭॥
এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ ॥১৮॥
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ ॥
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ ॥১৯॥

[১১।১৯।১৮]

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্ ।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥২০॥

নশ্বরমপি জগৎসত্যম্ [১১।২৪।১৮]

যদুপাদায় পূর্ব্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্ ।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥২১॥

চিচ্ছক্তেরংশভূতস্য জীবশক্তেঃ পরিণামরূপত্বাৎ
জীবোঽপি শক্তিপরিণাম ইতি সপ্তম কিরণে
একাদশশ্লোকে দর্শিত। ইদানীং তস্য
জীবস্য সংসারাভিমানমেববিবর্ত্ত-
ধর্ম্মাদিতি নিশ্চীয়তে।

তাহাতে রস, স্পর্শ, শব্দ ও রূপ এই চারিটি গুণ হইল। গন্ধবান্ পৃথিবী-রূপ বিশেষ জল-বিকারের দ্বারা হইল। তাহাতে রস, স্পর্শ, শব্দ, রূপ ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ হইল ॥ ১৪ ॥

জগৎ-সৃষ্টিতে বিবর্ত্ত নাই। কাল স্বয়ং নির্ব্বিশেষ ও অপ্রতিষ্ঠিত। কালই প্রকৃতির ব্যতিকরের আকার মাত্র। পুরুষ তদুপাদানরূপ কালকে লীলার দ্বারা সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৫ ॥

এই বিশ্বটি ব্রহ্ম-তন্মাত্র, বিষ্ণু-মায়ার দ্বারা সংস্থিত। অব্যক্ত মূর্ত্তি কালরূপ ঈশ্বরের দ্বারা পরিছিন্নভাবে (ইহার) উদয় হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

তত্ত্ব-সংখ্যা বলিতেছেন। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই নয়টি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই একাদশটি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ। একত্রে আটাইশটি তত্ত্ব। তন্মধ্যে পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য দুইপ্রকার। পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, ক্ষুদ্র পুরুষ জীব মায়া-প্রবণ। প্রকৃতি দুই প্রকার অর্থাৎ পরা কেবল চিৎসম্বন্ধিনী এবং অপরা জড়-সম্বন্ধিনী।

যে জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই এক জ্ঞানদ্বারা তত্ত্বসমূহে যে এক জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়-জ্ঞান, তাহাই ভগবজ্জ্ঞান ॥ ১৭ ॥

ভগবৎ শক্তিপরিণত সকল তত্ত্বই ভিন্ন ও পৃথক্-রূপে সত্য, এইরূপ জ্ঞানের নাম 'বিজ্ঞান'-জ্ঞান। বিজ্ঞানদ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব উদয় হয় ॥১৮॥

ত্রিগুণাত্মক ভাব-সকলের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংস-কার্য্যে কার্য্যের আদি, মধ্য এবং অন্তে সৃজ্য বস্তু হইতে সৃজ্য বস্তুতে যাহা অন্বিত আছে তাহাই 'সৎ' এবং তাহা প্রতিসংক্রমে সদ্রূপে থাকে ॥ ১৯ ॥

কর্ম্ম পরিণামী। অতএব সৃষ্টিকর্ম্মের অন্তর্গত বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্তই অমঙ্গল। দৃষ্ট মর্ত্ত্যাদি লোক এবং অদৃষ্ট ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ সকলকেই নশ্বর বলিয়া জানেন ॥ ২০ ॥

নশ্বর হইলেও সমস্ত সত্য অর্থাৎ কল্পিত নয়। পূর্ব্বস্থ ভাব যদুপায় (যাহা হইতে) পরবর্ত্তী ভাব ও তাহার পরিণাম। অতএব আদি ও অন্ত যে সত্য হইতে, সেই সত্যই সর্ব্বত্র। ইহাই বেদ-সিদ্ধান্ত। ॥ ২১ ॥

(ক্রমশঃ)
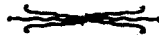
গুরুসেবা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫১ পৃষ্ঠার পর]

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই স্বরূপ-বিস্মৃতিফলেই তিনি শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার কবলে কবলিত হইয়া পড়েন, মায়াধীশ শ্রী-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারিলেই তিনি এই মায়ার গ্রাস হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন। তাই শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন—

"কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।২৪-২৫

সুতরাং শ্রীভগবান্‌ই তাঁহার মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেন, আবার তিনিই মহান্তগুরুরূপে সেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যকে শুনান, পুনরায় তিনিই আবার অন্তর্যামী বা চৈত্ত্য-গুরুরূপে সেই গুরুমুখনিঃসৃত শাস্ত্রার্থ বুঝিবার বিবেক বা বুদ্ধি প্রদান করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের করুণাঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সুদূরপরাহত।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৯২-১৯৩

সচ্ছিষ্য যখন নিষ্কপটে তদ্বস্তু শ্রীভগবজ্‌জ্ঞান (সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক) লাভার্থ প্রণি-পাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তিরূপ ত্রিবিধ ভাবময় সমিধহস্তে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুপাদপদ্মে উপসন্ন হন, তখন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে কৃষ্ণনৈবেদ্যজ্ঞানে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে উৎসর্গ করেন। তৎকালে কৃষ্ণ তাঁহার নিজজন-প্রদত্ত সেই নিবেদিতাত্মবস্তুকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে চিদানন্দময় অপ্রাকৃত কলেবর প্রদান করেন। লব্ধদীক্ষ ভাগ্যবান্ জীব তখন সেই অ-প্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য —ধন্যাতিধন্য হন।

শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রিয়সখা সুদামার সহিত সারারাত্র ধরিয়া শ্রীসান্দীপনী মুনিগৃহে থাকাকালে গহনবনে প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দুই সখা কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া কিভাবে গুরুসেবার মহান্ আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক তদভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুসেবায় প্রীত্যা-ধিক্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। "গুরুকৃপাজলে নিভাই বিষয়-অনল—রাধাগোবিন্দ বল রাধাগোবিন্দ বল"। সেই গুরুপাদ-পদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলে শিষ্যের সাধনভজন—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতিতুল্য নিরর্থক হইয়া যায়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় দৈন্যভরে গাহিতেছেন—"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার ॥ অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥ বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি। গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী ॥ মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান' না যায়। সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥" ইত্যাদি। "শ্রীগুরুচরণে রতি এইসে উত্তমা গতি যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।"

সদ্‌গুরু কখনও নিজেকে 'গুরু'বুদ্ধি করেন না, কিন্তু শিষ্য তাঁহাকে কখনও কোন অংশে ন্যূন দেখি-বেন না, দেখিলে তাঁহার ভজনচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে ভগবানের কৃপা অবশ্যই মিলিবে। তাঁহার কৃপা না হইলে ভগবানের কৃপা কোটি কোটি জন্মেও মিলিবে না। সাধনভজন যাহা কিছু, তৎসমুদয়ের সাফল্য একমাত্র সদ্‌গুরুপাদা-শ্রয়ের উপরই নির্ভর করে। নতুবা সাধকজীবন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ে। সদ্‌গুরু কৃষ্ণপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই সুসম্পূর্ণ, তাঁহাতে কোন অভাব বা অপূর্ণতাই থাকিতে পারে না। সচ্ছিষ্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে যাবতীয় কৃষ্ণগুণে পরিপূর্ণ দর্শন করেন। ভক্তিপ্রতিকূল মতবাদদুষ্ট বা নিষিদ্ধাচারপরায়ণ ব্যক্তি সদ্‌গুরু-পদবাচ্য নহেন।

তাদৃশ কপট গুরুব্রুব হইতে অবশ্য সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। কিন্তু শুদ্ধভক্ত ভজনানন্দী বৈষ্ণবাচার্য্যে যাহাতে কোন ছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তি না আসে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। গুর্ব্বজ্ঞা ও বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধকে মহাজনগণ মহামূর্খ মত্তহস্তীর সহিত তুলনা করিয়াছেন—বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী ভক্তিলতাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে যায়। এজন্য উহা হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।' মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবই ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, তত্ত্বানভিজ্ঞ বালিশজনে তত্ত্বোপদেশ রূপ কৃপা এবং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণদ্বেষিগণকে উপেক্ষা বা তৎপ্রতি অসহযোগনীতি অবলম্বন দ্বারা যথাযথ ব্যবহার-নৈপুণ্য লাভ করতঃ ভজনে অগ্রসর হইতে পারেন। নতুবা বৈষ্ণবতা-নিরূপণে নানাপ্রকার ত্রুটীবিচ্যুতি ঘটিয়া বৈষ্ণবাপরাধ রূপ মত্তহস্তীর উদ্গমে ভক্তিলতার কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষারোহণ-কার্য্য বিশেষভাবে বিঘ্নিত হইতে পারে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতিহীনতা নানা দুরাচার' বা বিগর্হিত আচারের উদ্ভব করিয়া সাধকের সাধনভজনের খুবই সর্ব্বনাশ সাধন করে, কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আশায় নৈরাশ্য আনিয়া দেয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্—এই তিনের স্মরণকেই তাঁহার গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ও যুগলভজনবাঞ্ছাপূরক বলিয়া জানাইয়াছেন। সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি একান্ত প্রার্থনীয়। শ্রীজগদানন্দ বলিয়াছেন—

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরেকৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥"

প্রকৃত গুরুবৈষ্ণবের আদর্শ মহাপ্রভুর আচারে প্রকাশিত হইয়াছে।

নামাপরাধের প্রথমেই নামাশ্রিত—নামভজনপরায়ণ—নামমহিমা কীর্ত্তনকারী সাধুর নিন্দাকে শ্রীনামচরণে পরমাপরাধ বলিয়া জানাইয়াছেন। নামমহিমাপ্রচারক—নামভজনানন্দী বৈষ্ণবের নিন্দারত হইলে নাম তাহাকে কি প্রকারে কৃপা করিবেন? সুতরাং নামাশ্রিত বৈষ্ণবাবজ্ঞা বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমেই সাবধান হইতে হইবে। অতঃপর গুর্ব্ববজ্ঞাদি অপরাধবর্জ্জনবিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ চতুঃষষ্টি বৈধীভক্তির অঙ্গবর্ণন প্রারম্ভেই "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ, তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণম্, বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবার" কথা বর্ণন করিয়াছেন। সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সদ্গুরুসেবাসংরত সচ্ছিষ্যই শীঘ্র শীঘ্র শ্রীগুরুপ্রসাদে ভগবৎপ্রসাদ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থের সূত্র-বর্ণন-প্রসঙ্গে চৈঃ চঃ ম ২৪।৩২৭ সংখ্যক পয়ারে যে 'গুরুসেবা'র কথা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥ গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্॥ নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥ গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্। তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ প্রথমেই গুরুপূজা করিয়া তদনন্তর আমার পূজা করিবে, তাহা হইলেই প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করিবে, নতুবা সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যাইবে, শ্রীগুরুদেব সন্নিহিত থাকিতে যিনি অগ্রে অন্যের পূজা করেন, তিনি দুর্গতি লাভ করেন, তাঁহার পূজনাদি সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়। (শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ তৎপ্রিয়সখা সুদামা বিপ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—) 'সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী আমি গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসধর্ম্মদ্বারাও তাদৃশ সন্তোষ প্রাপ্ত হই না।' গুরুশুশ্রূষণ—সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তম। তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণের বিধি আছে। যথা—

"পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।
হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে।।"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১১

অর্থাৎ ত্রিকালীন পূজা, জপ, তর্পণ, হোম ও ব্রাহ্মণভোজন—এই পঞ্চ অঙ্গ প্রত্যহ অনুষ্ঠান করাই পুরশ্চরণ বলিয়া কথিত। (শ্রীগুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র যদি ১০০০০ জপ করা যায়, তাহা হইলে তাহার দশাংশ ১০০০ তর্পণ, তাহার দশাংশ ১০০ হোম এবং তাহার দশাংশ দশজন ব্রাহ্মণভোজন বিহিত হয়।) কিন্তু ইহা নিশ্ছিদ্রভাবে অনুষ্ঠান করা খুবই কঠিন। এজন্য শাস্ত্র মাদৃশ জরদ্গবের পক্ষে যে শ্রীগুরুশুশ্রূষণরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ সম্যক্ পুরশ্চরণের বিধি দিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বপ্রযত্নে অনুসরণ করা কর্ত্তব্য—

"অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য চ্ছায়ানুসারী স্যাদ্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা।।
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ।।
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ।।"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৭।২৪১, ২৪৩

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও উক্ত ২৪১ সংখ্যক 'অথবা' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—

'কেবলং শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাদিতি প্রকারান্তরমাহ অথবেতি ত্রিভিঃ।।"

অর্থাৎ অথবা শ্রীগুরুদেবকে দেবজ্ঞানে (অর্থাৎ শ্রীভগবদভিন্নপ্রকাশ বিগ্রহরূপে) ধ্যান বা চিন্তা করিয়া তাঁহার তুষ্টি বিধান করিবে এবং ভক্তিযুক্ত চিত্তে শ্রীগুরুদেবের ছায়ানুগামী হইবে। এই পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ কর্ম্মসমূহ গুরুমূলক, সুতরাং নিত্য গুরুদেবের ভজনা করিবে। তাহা হইলে পুরশ্চরণ হীন হইয়াও মন্ত্রী অর্থাৎ লব্ধমন্ত্র ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এবিষয়ে উক্ত আছে যে, যেমন সিদ্ধরসস্পর্শে তাম্রও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরু-সন্নিধানে থাকিলেও শিষ্য ক্রমশঃ বিষ্ণুময় হইয়া উঠেন।

টীঃ কেবল শ্রীগুরুপ্রসাদেই পুরশ্চরণ সিদ্ধি হয়।

সুতরাং শ্রীগুরুসেবার অনন্ত মাহাত্ম্য; গুরুসেবা-দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। স্বয়ং কৃষ্ণই গুরুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাতে শরণাগত সচ্ছিষ্যকে তাঁহার হৃদয়ের ধন—হৃদয়সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকে মিলাইয়া দেন।

"গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।"

শিষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টসেবায় কখনই অন্যমনস্ক হইবেন না।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৫৪)

শ্রীজয়দেব

শ্রীল জয়দেবের আবির্ভাবকাল একাদশ বা দ্বাদশ শক শতাব্দীতে। তাঁহার আবির্ভাবস্থান সম্বন্ধে মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। অধিকাংশমতে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বগ্রামে, কাহারও মতে উৎকলদেশে, অপর কাহারও মতে দাক্ষিণাত্যে জয়দেবের আবির্ভাবস্থান। কেন্দুবিল্ব গ্রাম বীরভূম জেলার শিউড়ী হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে অজয়নদের তীরে অবস্থিত। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবঅভিধানে এইরূপ উল্লিখিত আছে—শ্রীজয়দেব অজয়নদ হইতে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাও লিখিত আছে—অজয়নদের তীরে কুশেশ্বর শিবের স্থানে বসিয়া তিনি বিশ্রাম করিতেন এবং সাধন ভজনে নিমগ্ন থাকিতেন। ইঁহার পিতৃদেব শ্রীভোজদেব এবং জননীদেবী শ্রীবামাদেবী। ইনি বঙ্গদেশের রাজা শ্রীলক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে রাজধানী নবদ্বীপ নগরে লক্ষ্মণ সেন রাজার রাজ-প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেকদিন অবস্থান

করিয়াছিলেন। আশুতোষদেবের বাংলা অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে—তিনি কিছুকাল লক্ষ্মণ সেনের সভায় রাজকবি ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়—যেকালে শ্রীজয়দেব শ্রীলক্ষ্মণ সেন রাজার রাজপ্রাসাদের নিকটে থাকিতেন, সেইসময় শ্রীজয়দেব-রচিত 'দশাবতার স্তোত্র' শ্রীলক্ষ্মণ সেন রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন রাজার তৎকালীন সভাপণ্ডিত গোবৰ্দ্ধন আচার্য্যের নিকট দশাবতার-স্তোত্র জয়দেবের রচিত জানিতে পারিয়া রাজা রাজ-বেশ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক জয়দেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীজয়দেবের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসিয়া রাজা তাঁহার মহাপুরুষোচিত অলৌকিক লক্ষণ দর্শনে তাঁহার প্রতি আরও অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইলেন। রাজা তাঁহার পরিচয় প্রদানপূৰ্ব্বক তাঁহার রাজপ্রাসাদে যাইয়া তাঁহাকে (কবিবর শ্রীজয়দেবকে) অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীজয়দেব অত্যন্ত বিষয়-বিরক্ত ছিলেন। বিষয়ী রাজগৃহে যাইতে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে চলিয়া যাইবেন বলিয়া রাজাকে বলিলেন। লক্ষ্মণ সেন রাজা তাহাতে মৰ্ম্মাহত হইয়া কবিবর শ্রীজয়-দেবকে নবদ্বীপ ছাড়িয়া না যাইতে প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন নবদ্বীপমণ্ডলের মধ্যে রমণীয় চাঁপা-হাটী গ্রাম তাঁহার অবস্থানযোগ্য স্থান, তিনি কখনও জয়দেবের অনুমতি ব্যতীত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন না। লক্ষ্মণ সেন রাজার দৈন্যোক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া জয়দেব চাঁপাহাটীতে যাইতে স্বীকৃতি প্রদান করিলে রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁহার জন্য চাঁপা-হাটীতে একটি কুটীর নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। চম্পকহট্টের অপভ্রংশ নাম চাঁপাহাটী। তথায় পূৰ্ব্বে বহু চাঁপাফুলের বৃক্ষ ছিল এবং হাটে চাঁপাফুল বিক্রয় হইত। এইজন্য ঐ স্থানের নাম চম্পহট্ট হইয়াছে। মহাপ্রভুর পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথ মহাপ্রভুকে যেরূপ সত্যযুগে চম্পকবর্ণ বিপ্ররূপে তথায় দর্শন করিয়া-ছিলেন, ভক্তবর জয়দেবও তদ্রূপ প্রথমে শ্রীরাধা-গোবিন্দ পরে রাধাগোবিন্দ-মিলিততনু চম্পকবর্ণস্বরূপ (সুবর্ণকান্তিস্বরূপ) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তথায় দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া পুরু-ষোত্তমধামে যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালনের জন্য নবদ্বীপধাম পরিত্যাগে বিরহসন্তপ্ত হইলেও পুরুষোত্তমধামে গমন করিলেন। এইরূপ কথিত হয়, তিনি উৎকল রাজার সভাপণ্ডিতও হইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রেই তিনি শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসপূর্ণ কবিতা গ্রন্থের নাম 'শ্রীগীত-গোবিন্দ' বা 'অষ্টপদী'। শ্রীমন্মহাপ্রভু জয়দেবকে নিজরূপ চম্পকবর্ণে দর্শন প্রদানকালে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন নবদ্বীপধামে প্রকটিত হইবেন, তখন সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পুরুষোত্তমধামে যাইয়া তাঁহার রচিত 'গীতগোবিন্দ' আস্বাদন করিবেন।

এইরূপ কথিত হয় যে, শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞায় শ্রীজয়দেব পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গটি বিশ্বকোষে এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে—"একজন ব্রাহ্মণের পুত্রসন্তান না হওয়ায় বহুকাল জগন্নাথের আরাধনা করিয়া একটি কন্যা লাভ করেন। সেই কন্যার নাম পদ্মাবতী। বিবাহ-যোগ্যা হইলে ব্রাহ্মণ কন্যাকে জগন্নাথদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিবার জন্য আনিলেন, তদ্দর্শনে পুরুষোত্তম প্রত্যাদেশ করিলেন,—"জয়দেব নামে আমার এক সেবক সংসারধৰ্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া আমার নাম সার করিয়াছে, তুমি তাহাকেই এই কন্যা সম্প্রদান কর।" তখন ব্রাহ্মণ কন্যাকে লইয়া জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জয়দেবের সংসারী হইতে ইচ্ছা না থাকায় তিনি ব্রাহ্মণের বাক্যপালনে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করি-লেন। তখন ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথের আদেশ জানাইয়া তাঁহারই বাগ্দত্তা কন্যাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। জয়দেবও তখন নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া কন্যাকে কহিলেন,—"তুমি কোথায় যাইবে বল, সেইখানে তোমাকে রাখিয়া আসি, এখানে ত' তোমার থাকা হইবে না।" পদ্মাবতী কাতরস্বরে বলিলেন, "পিতা শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশে আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, তুমি আমার স্বামী, হৃদয়সৰ্ব্বস্ব, তুমি যদি আমায় ত্যাগ কর, আমি

তোমার পদতলেই এ জীবন বিসর্জ্জন দিব, হে নাথ, তুমিই আমার একমাত্র গতি।"

পণ্ডিতকবি জয়দেব তখন কি করেন, পদ্মাবতী-কে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, আবার সংসারী হইলেন। এক নারায়ণবিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করিলেন। এবার তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল, সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অপূর্ব্ব পীযূষ-পূরিত গীতগোবিন্দ প্রচার করিলেন। কথিত আছে— জয়দেব গীতগোবিন্দে সকল রস ও সকল ভাবের অবতারণা করিলেন বটে, কিন্তু মানপ্রকরণে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ খণ্ডিতা নায়িকা রাধারাণীর পায়ে ধরিবেন, এই কথাটি লিখিতে সাহসী হইতেছেন না। দৈবক্রমে একদিন তিনি সমুদ্রস্নানে বাহির হইয়াছেন, এই সময়ে স্বয়ং জগন্নাথ জয়দেবের বেশে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পুঁথি খুলিয়া "দেহি পদ-পল্লবমুদারং" এই বাক্যদ্বারা তাঁহার 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' এই চরণের পাদপূরণ করিয়া গেলেন।

পদ্মাবতী এত শীঘ্র জয়দেবকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, "এইমাত্র তুমি স্নান করিতে গেলে, এর মধ্যে ফিরিয়া আসিলে কেন ?" জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—"যাইতে যাইতে একটি কথা মনে পড়িয়া গেল, পাছে ভুলিয়া যাই, সেইজন্যই আসিয়া লিখিয়া গেলাম।" জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া যেমন চলিয়া গেলেন, তাহারই অল্পক্ষণ পরে জয়দেব স্নান করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। এবার পদ্মাবতী খুবই অবাক্ হইয়া বলিলেন, "এই তুমি স্নান করিতে গিয়াছিলে, ফিরে এসে এই কতক্ষণ লিখিয়া গেলে, আবার এত অল্পসময় মধ্যে কিরূপে আসিলে ? এখন আমার মনে সন্দেহ হইতেছে, যে লিখিয়া গেল সেই বা কে, আর তুমিই বা কে ?" বুদ্ধিমান্ জয়দেব তখনি গিয়া আপনার পুঁথি খুলিয়া দেবাক্ষর দর্শন করিলেন। পুলকে প্রেমাবেশে তাঁহার হৃদয় বহিয়া অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমিই ধন্য, তোমারই জন্ম সার্থক, তোমার ভাগ্যে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ হইল, আমি হতভাগ্য, সেইজন্য তাঁহার দর্শন পাইলাম না।"

শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে— একজন মালিনী পুরুষোত্তমধামে একটি ক্ষেত্রে বসিয়া শ্রীজয়দেব রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ ভাবে বিভোর হইয়া গান করিতেছিলেন। জগন্নাথদেব উক্ত গানে আকৃষ্ট হইয়া তথায় যাইয়া যতক্ষণ গীতগোবিন্দ গান হইল, ততক্ষণ শুনিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। তদা-নীন্তন উৎকলরাজ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ধূলা ও উত্তরীয়ে কাঁটা ভর্ত্তি দেখিলেন। তিনি ঐরূপ দেখিয়া উহার কারণ কি পূজারী পাণ্ডাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। জগন্নাথের সেবক-গণ ভীত হইলেন। জগন্নাথদেব রাত্রে মহারাজকে স্বপ্নে জানাইলেন, তাঁহার অঙ্গে ধূলাকাঁটার জন্য কেহই দায়ী নহেন. তিনি নিজেই মালিনীর নিকট গীত-গোবিন্দ শুনিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অঙ্গে ধূলা কাঁটা লাগিয়াছে। উৎকলরাজ স্বপ্নে উক্তপ্রকার ঘটনার কথা জানিয়া বিস্মিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে শিবিকা পাঠাইলেন মালিনীকে আনিবার জন্য। মালিনীর নিকট সবকথা জ্ঞাত হইয়া তিনি তাঁহাকে প্রত্যহ জগন্নাথের সম্মুখে গীতগোবিন্দ গান করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদবধি আজও মালিনীর বংশীয় রমণীগণ জগন্নাথ মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথ-দেবের সম্মুখে প্রত্যহ গীতগোবিন্দ পাঠ করিয়া শুনান। বর্ত্তমানে পুরুষোত্তম ধামনিবাসী ভক্তগণ মালিনীস্থলে দেবদাসী এইরূপ বলিয়া থাকেন।

শ্রীজয়দেব সম্বন্ধে অনেক প্রকার অলৌকিক ঘটনার কথা শুনা যায়। শ্রীজয়দেব অত্যন্ত প্রেমা-বিষ্ট হইয়া শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের সেবা করিতেন। ভক্ত যেমন ভগবানেতে ভক্তিমান্, ভগবান্ও তদ্রূপ ভক্তেতে ভক্তিমান্। জয়দেব একদিন নিজকুটীরের খড়ের চাল ছাইতেছিলেন, সেইসময় ভয়ানক রৌদ্র। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া যাহাতে চাল ছাওয়া কার্য্য তাড়াতাড়ি শেষ হয়, তজ্জন্য ভগবান্ নিজেই যাইয়া চালের বাঁধন ফিরাইয়া দড়ি যোগাইয়া দিতে লাগি-লেন। জয়দেব ভাবিলেন, বোধহয় তাঁহার পত্নী পদ্মাবতীই এইরূপ করিতেছেন। ঘরের চাল ছাওয়া কার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত হইলে তিনি নীচে নামিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন —তিনি কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত ছিলেন কহিলেন। তখন

অত্যন্ত বিস্মিতচিত্তে ঠাকুরঘরে গিয়া রাধামাধবের হাতে ঝুল ময়লা লাগিয়াছে দেখিতে পাইলেন। বুঝিতে পারিলেন—উহা রাধামাধবেরই কার্য্য। জয়দেব রাধামাধবের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীজয়দেব কাহারও মতে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে, কাহারও মতে কেন্দুবিল্ব গ্রামে, কাহারও মতে বৃন্দাবনে জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জয়দেবের শেষ জীবন জগন্নাথক্ষেত্রেই অতিবাহিত হইয়াছে, এইরূপ জানাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শেষলীলায় শেষ ১২ বৎসর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া গূঢ় প্রেমরস আস্বাদন-কালে জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিয়াছিলেন।

'শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রিদিনে॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥'

—চৈঃ চঃ আ ১৩।৪১-৪২

'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ গোঁসাই করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করান শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করান প্রভুর আনন্দ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১০।১১৩-১১৫

'যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায় রামানন্দ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৭।৫-৬

'ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ গীতি,
শুনি প্রভু জুড়াইল কান॥'

—চৈঃ চঃ অ ১৭।৬২

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥'

—চৈঃ চঃ ম ২।৭৭

শ্রীজয়দেব পণ্ডিত পৌষী কৃষ্ণা-ষষ্ঠী তিথিতে তিরোধানলীলা করেন।

কলিকাতা বসুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে প্রকাশিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত 'শ্রীজয়দেব চরিত' শীর্ষক প্রবন্ধে আরও যে কএকটি বিষয় পাওয়া গেল, আমরা তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ—

"দিল্লী মুসলমানাধিকৃত হইবার পূর্ব্ববর্তী রাজা মাণিক্যচন্দ্রের আদেশে রচিত 'অলঙ্কারশেখরে' লিখিত আছে, জয়দেব উৎকলরাজের সভাকবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের 'সূক্তিকর্ণামৃতে' শ্রীজয়দেবের 'অমিয়াভ কাব্য' উদ্ধৃত আছে। শ্রীগীতগোবিন্দের একখানি প্রাচীন পুঁথির পরিশেষে লিখিত আছে ঃ—'অথ লক্ষ্মণসেন-নামনৃপতিসময়ে শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা'।"

মহাকবি জয়দেব-পদ্মাবতী-সম্বন্ধে একটি রোমাঞ্চকর অদ্ভুত ঘটনা শুনা যায় যে, একসময়ে কবিবর জয়দেবের প্রাণধন শ্রীরাধামাধবের সেবার ও উৎসবের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। কবিবর দেশান্তরে যাত্রা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে কতিপয় দস্যু তাঁহার অর্থাদি কাড়িয়া লইল এবং তাঁহার হস্তপদ কাটিয়া তাঁহাকে একটি কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। ভক্তবর জয়দেব সেই কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও উচ্চস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে তৃতীয় দিবসে এক রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়া সেই স্থান অতিক্রম করিবার সময় কূপমধ্য হইতে হরিধ্বনি শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জয়দেবকে ক্ষত-বিক্ষতাবস্থায় কূপমধ্য হইতে উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনিয়া বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজারাণীর যত্নে জয়দেব ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা জয়দেবকে পরমভক্ত জানিয়া এবং তাঁহার সুকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর গীতগোবিন্দ গান শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে খুবই মুগ্ধ হইলেন। শীঘ্রই শ্রীজয়দেব পত্নী

পদ্মাবতীদেবীকেও রাজভবনে লইয়া আসিলেন। রাজারাণী উভয়েই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীজয়দেবমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণে ও বৈষ্ণবসেবায় জীবন ধন্য করিতে লাগিলেন। একদিন জয়দেবের নির্য্যাতনকারী দস্যুগণ বৈষ্ণববেশে রাজভবনে অতিথি হইল। জয়দেব উহাদিগকে চিনিতে পারিয়াও যথাযোগ্য সম্মানের সহিত অতিথিসেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু দস্যুগণ জয়দেবের মহদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ধরা পড়িবার ও দণ্ডিত হইবার ভয়ে আতিথ্য গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। জয়দেব তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজাকে বলিয়া তাহাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করাইলেন এবং লোকজন সঙ্গে দিয়া বিদায় দিলেন। দস্যুগণ কিছুদূর গিয়া রাজ-অনুচরগণকে বলিল—'আপনাদিগের আর অধিকদূর যাইবার প্রয়োজন নাই, তবে আপনাদিগকে একটা গুপ্তরহস্য বলিতেছি, আপনারা ইহা গোপনে রাজাকে জানাইবেন। রহস্যটি এই—বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে আমরা এক রাজার অনুচর ছিলাম, রাজা কোন এক বিশেষ কারণে তোমাদের ওই মোহান্ত বাবাজীকে (অর্থাৎ জয়দেবকে) আমাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দেন, আমরা তাঁহার হস্তপদ কাটিয়া বিদায় দিই, এই গুপ্তরহস্য প্রকাশিত হইবার আশঙ্কায় তোমাদের ঐ মোহান্ত রাজাকে অনুরোধ করিয়া আমাদিগকে বহু অর্থ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিলেন।' এইরূপ সম্পূর্ণ সাজানো মিথ্যাকথা বলিতে বলিতে ধরিত্রীদেবী এই মহাপাপিষ্ঠদের ভার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাহারা অত্যদ্ভুতভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের বলিপ্রতি বামনদেবকে ত্রিপাদভূমি দানের নিষেধপর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি বলিয়াছিলেন—আমি প্রহলাদ মহারাজের পৌত্র হইয়া একবার দানের অঙ্গীকার পূর্ব্বক বিত্তলোভে বঞ্চকবৎ পুনরায় কি করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিব ?

"ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
সর্ব্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্॥"

—ভাঃ ৮।২০।৪

অর্থাৎ 'অসত্য অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সেইজন্যই পৃথিবী বলিয়াছিলেন যে, আমি অসত্যবাদী নর ব্যতীত (মেরুমন্দরাদি) যাবতীয় (গুরু)ভার বহন করিতে সমর্থা বলিয়া নিজেকে মনে করি।"

তাই ধরিত্রীদেবী ঐ মহাপাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী দস্যুগণের ভার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। উহারা মহাপুরুষের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে বলিতেই ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গেল।

রাজভৃত্যগণ জয়দেবের ন্যায় মহাভাগবত-চরণে অপরাধিগণের অদ্ভুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার নিকট আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা নিবেদন করিল। তখন রাজার প্রশ্নে জয়দেব দস্যুগণের নির্য্যাতনকাহিনী সমস্তই বর্ণন করিয়া কহিলেন— "রাজন্! সাধুগণ দোষিগণের দোষের প্রতিশোধ লইবার জন্য পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না, শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীভগবানের অমোঘ বিধানে তাহাদিগকে কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইল।"

রাজমহিষীর সহিত শ্রীজয়দেবপত্নীর খুব সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। তখন সহমরণ প্রথা ছিল। মহিষী তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুতে ভ্রাতৃবধূর সহমরণজন্য বিলাপ করিতেছিলেন। ইহাতে সতীপদ্মাবতী বলিয়াছিলেন —'স্বামীর মৃত্যুতে পতিব্রতা পত্নীর প্রাণ শরীরে থাকে না।' রাজমহিষী পদ্মাবতীর এই বাক্যটি শুনিয়া তাঁহার বাক্যের সত্যতা পরীক্ষার জন্য একদিন তাঁহাকে তাঁহার স্বামী জয়দেবের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এই দারুণ সংবাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পতিব্রতা সতী পদ্মাবতী প্রাণত্যাগ করিলেন। মহিষী নিজেকেই ইহার কারণ মনে করিয়া অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীজয়দেবকে তাঁহার পত্নীর প্রাণদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীজয়দেব পদ্মাবতীর কর্ণকুহরে কৃষ্ণনামামৃত সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। উভয়েরই অত্যদ্ভুত মহত্ত্ব দর্শন করিয়া রাজারাণীর সহিত সমস্ত রাজপরিবার শ্রীজয়দেব-পদ্মাবতী-চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতিবিধান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর শ্রীজয়দেব বৃন্দাবন দর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজা-রাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরাধামাধবজিউকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া কেশিতীর্থোপকণ্ঠে শ্রীরাধামাধবজিউর সেবা প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত গীতগোবিন্দ গান শ্রবণে ধামবাসি ভক্তবৃন্দ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। এক মহাজন কেশীঘাটের উপর তাঁহার শ্রীরাধামাধবের জন্য একটি মন্দির করিয়া দিলেন।

শুনা যায়, শ্রীজয়দেব দীর্ঘকাল শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া স্বীয় জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব গ্রামে আসিয়া সাধনভজন করেন। তিনি প্রত্যহ বহুদূরে গিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন, একদিন দৈবক্রমে গঙ্গাস্নানে যাইতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইলে গঙ্গাদেবী কেন্দুবিল্ব গ্রামে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে কৃপা করেন। কথিত হয় স্বীয় জন্মভূমিতেই শ্রীজয়দেবের সাধনলীলার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণার্থ অদ্যাপি প্রতিবর্ষে ঐ কেন্দুবিল্ব গ্রামে মাঘ-সংক্রান্তির দিন মেলার অধিষ্ঠান হয়।

জয়দেবের কেন্দুবিল্ব গ্রামে আসিয়া শেষজীবন অতিবাহিত করার কথা শুনা গেলেও তাঁহার প্রাণধন শ্রীরাধামাধবের সেবা বৃন্দাবন হইতে কেন্দুবিল্ব গ্রামে আনিবার কোন কথা শুনা যায় না। জয়পুররাজ শ্রীজয়দেবের তিরোধানের পর তাঁহার শ্রীরাধামাধব বিগ্রহকে লইয়া জয়পুরের ঘাটি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি শ্রীরাধামাধব জয়পুররাজ্যে সেবিত হইতেছেন।

স্বধামে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

গত ১৮ই মাঘ (১৩৯৫ , ইং ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৮৯) বুধবার কৃষ্ণাদশমী তিথিতে অপরাহ্ন ৩টা ৪৬ মিনিটে ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমদ্ গোবিন্দদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরমা ভক্তিমতী—৭৪ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতৃদেবী তাঁহার বালীগঞ্জ ৩৩এ এক্ডালিয়া প্লেসস্থ বাসভবনে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধার্ব্বিকাগিরিধারী জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ এবং স্বীয় ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী পুত্র, পৌত্রী ও পুত্রবধূর মুখোচ্চারিত হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় সাধনোচিত—শ্রীগুরুদত্ত নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার পৌত্ররত্ন শ্রীমান্ অনিন্দ্যকুমার কেবল আমেরিকায় অধ্যয়নরত থাকায় পিতামহীর এই মহাপ্রয়াণ দর্শন করিতে পারে নাই।

পুত্রবর শ্রীগোবিন্দদাস মাতৃদেবীর সাধনসিদ্ধ পূত কলেবর বাষ্পীয়যান-যোগে তদীয় দীক্ষাগুরু—নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-দ্বারে লইয়া গেলে মঠসেবকগণ তাঁহাকে প্রসাদী মাল্য-চন্দন-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। তথা হইতে বিপুল জয়ধ্বনিসহ নামসংকীর্ত্তনমধ্যে তাঁহাকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করা হয়।

পরম ভক্তিমান্ পুত্রবর শ্রীগোবিন্দদাস তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কৃত্য সম্পূর্ণ সাত্বতশাস্ত্র-বিধানানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেই সম্পাদন করিয়াছেন। ২৭শে মাঘ শুক্রবার জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথি-পূজা-শুভবাসরে তাঁহার মাতৃদেবীর দশমদিবসীয় কৃত্য এবং ২৮শে মাঘ শনিবার একাদশদিবসে সাত্বতস্মৃতি-বিধানে মহাপ্রসাদদ্বারা তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধকৃত্য সুসম্পন্ন হয়। মাতৃদেবীর নিত্যধামপ্রাপ্ত আত্মার তৃপ্ত্যর্থ মাতৃভক্ত গোবিন্দবাবু ষোড়শদান ও বৈষ্ণবভোজনাদি ব্যাপারে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। যেমন সদ্বংশে জন্ম, তেমনই তাঁহার উদার অন্তঃকরণ। তাঁহার স্বধামগত স্বনামধন্য পিতৃদেব ধীরেন্দ্র নাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন—রাণাঘাট বিশ্বাসপাড়ার অন্তর্গত রজনী ব্যানার্জী রোডের প্রাচীন অধিবাসী। এই শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ই শ্রীগোবিন্দ বাবুর পিতামহ। ইঁহার নামেই রোডের নামকরণ হইয়াছে। ইনিও ছিলেন—অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত। ইঁহারই সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র ধীরেন্দ্রনাথ, মধ্যমপুত্র নরেন্দ্রনাথ. তৃতীয় পুত্র হরেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ পুত্র অতীন্দ্রনাথ। কনিষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র পরমারাধ্য প্রভু-পাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে দীক্ষা প্রাপ্ত হন, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী নামে পরিচিত হইয়া কিছু-কাল শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত দৈনিক নদীয়া প্রকাশ পত্রের সম্পাদকতা করেন। শ্রীগোবিন্দবাবুর পিতৃদেব—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়ে মহামন্ত্র শ্রীনাম ও মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন—বিগত ১৬ই বৈশাখ (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), ইং ২১শে এপ্রিল (১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ) শুভ-দিনে। তাঁহার দীক্ষার নামকরণ হয়—শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী। গোবিন্দবাবুর মাতৃদেবী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও ঐদিবস পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করেন। মাতাও যেমন পরমা ভক্তিমতী, পিতাও ছিলেন তেমন পরম ভক্তি-মান্, গুরুপাদপদ্মে ছিল তাঁহাদের অগাধ নিষ্ঠা। গোবিন্দবাবুর মধ্যম পিতৃব্য স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীনরেন্দ্রনাথও পরমপূজনীয় শ্রীপাদ মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার দীক্ষার একটি বিস্ময়কর ঐতিহ্য আছে। শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণ প্রভুর দেহরক্ষাকালে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ, তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীহরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাদ্ভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন যে, পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ তদীয় সতীর্থ শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারিপ্রভু-সহ শয্যাশায়ী মুমুর্ষু শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণ প্রভুর শীর্ষদেশে (শিয়রে) দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—ধীরকৃষ্ণ প্রভো, আপনার দীক্ষামন্ত্র স্মরণ আছে কি? বলিতে বলিতে তাঁহার দক্ষিণ কর্ণসমীপে মন্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। ধীরকৃষ্ণ প্রভু ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা আমার গুরুদেব আসিয়াছেন, তোমরা শীঘ্র তাঁহাকে বসিবার আসন দাও, আজ আমার মহাভাগ্য,—এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রমশঃ তাঁহার প্রাণবায়ুর স্পন্দন আসিয়া গেল। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রবাবু এবং উপস্থিত আরও অনেকেই দেখিলেন —পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ ও শ্রীপাদ কেশব প্রভু শ্রীমৎ ধীরকৃষ্ণ প্রভুর শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত চলিতেছেন, শবদেহ চিতায় আরোহণ করিলে আর তাঁহাদিগকে দেখা গেল না। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিবার পর জানা গেল পূজ্যপাদ মাধব মহা-রাজ ও কেশব প্রভু তৎকালে আসাম প্রদেশে গৌহাটী মঠে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীযুত নরেন্দ্রবাবু এই অদ্ভুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবার পর পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া শীঘ্র শীঘ্র দীক্ষা গ্রহণের বিচার বরণ করেন।

শ্রীমদ্ গোবিন্দবাবুদের কলিকাতা ১৪ নং ঠাকুর দাস পালিত লেনস্থ বাসভবন স্বয়ং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিভক্তবৃন্দের পদাঙ্কপূত হইয়া এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণ প্রভু ও তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় প্রভু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উক্ত বাসভবনে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা-সৌভাগ্য পাইয়া ধন্যাতিধন্য হইয়া-ছেন। রাণাঘাটের সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ভবনও সাধুসন্তের মিলনক্ষেত্র ছিল। তত্রত্য গৃহ-দেবতা—শ্রীশ্রীদামোদর নারায়ণের পার্শ্বে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দ জিউর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকদ্বারা পূজিত হইতেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ যতি মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তি-কুসুম প্রভু (পরে শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রবণ মহারাজ), শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু (পরে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ) প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ—সকলেই উক্ত রাণাঘাটস্থ ভবন তাঁহাদের পূত পদধূলিদানে ধন্য করিয়াছেন। পরমপূজনীয় মাধব গোস্বামী মহারাজ

১৯৪৬-৫০ সনে সশিষ্য মায়াপুর যাত্রাপথে বহুবার উক্ত রাণাঘাটের বাসভবনে শুভপদার্পণ ও অবস্থান করিয়া উহাকে কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখরিত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত ব্রহ্মচারিগণের অধিকাংশই শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার সেবা ও স্নেহ লাভ করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা অকাতরে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিয়া গুরুবর্গের প্রচুর স্নেহ ও আশীর্ভাজন হইয়াছেন। মহিলা ভক্তগণের মধ্যে তিনি একজন বৈষ্ণবোচিত অশেষ গুণে গুণবতী আদর্শ মহিলাভক্ত ছিলেন। শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি বিদ্যমানা, দেবগণ সমস্ত সদ্‌গুণসহ তাঁহাতে বিরাজ করেন। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন ভক্তিমতী মহিলার মহাপ্রয়াণে অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছি।

সিংহানীয়াকন্যা বিনীতার সাত্বত-শ্রাদ্ধ

আমরা আজ একটি বড় মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদ আমাদের শ্রীপত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিতেছি। গত ২০শে চৈত্র (১৩৯৫), ইং ৩রা এপ্রিল (১৯৮৯) সন্ধ্যায় কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে (ঐদিবস দ্বাদশী ছিল দিবা ঘ ৪।১৬ মিঃ) [শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বরাহনগরে শুভবিজয় স্মরণ-মহোৎসব এবং শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা শুভবাসরে] দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত ফলতার নিকটবর্ত্তী দোস্তিপুর নামক স্থানে মারুতি গাড়ীর সহিত ৭৬নং রুটের একটি বাসের সংঘর্ষ হয়। বাসের ধাক্কায় গাড়ীটি রাস্তার পাশের খাদে পড়িয়া যায়। ঐ মারুতি গাড়ীতে আমাদের পরমহিতৈষী বান্ধব শ্রীমদ্ বনওয়ারীলাল সিংহানীয়া মহাশয়ের সপ্তদশবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিনীতা সিংহানীয়া ছিল। সে তাহার আত্মীয় স্বজনের সহিত ডায়মণ্ডহারবার দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় ঐ বাস-দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহতা হয়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী ডায়মণ্ডহারবার সাব্‌ডিভিসনাল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। তথা হইতে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ সিংহানীয়া-ভবনে ফোন করিবামাত্র শ্রীমদ্ বনওয়ারীলাল ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীমদ্ গিরিধারীলাল উভয়েই মোটরযানযোগে অতি দ্রুতগতিতে উক্ত হাসপাতালে পৌঁছিয়া তথা হইতে য়্যাম্‌বুলান্স কারযোগে বিনীতাকে ক্যালকাটা হস্‌পিটালে ভর্ত্তি করিবার জন্য আনিতেছিলেন। বিনীতা পিতার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া য়্যাম্‌বুলেন্সে শায়িতা ছিল। ভক্তবর পিতা তাহাকে মহামন্ত্র নাম শুনাইতেছিলেন। পিতার মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতে করিতে বিনীতা সজ্ঞানে পথিমধ্যে তাহার পিতৃক্রোড়েই শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বিনীতার দেহ কলিকাতার প্রসিদ্ধ নিমতলা মহাশ্মশানে লইয়া গিয়া ঔর্দ্ধদৈহিক শেষকৃত্য সম্পাদন করা হইয়াছে। কন্যাটি শিশুকাল হইতে খুবই ভক্তিমতী ছিল। পিতার সহিত সে শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুর, শ্রীধাম বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন—গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে ভগবদ্দর্শন, শ্রীভগবানের চরণামৃত ও মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছে, জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ, করৌলীতে মদনমোহন ; নাথদ্বারে শ্রীগোপাল ও পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়াছে—বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া সাধুগুরুবৈষ্ণবের সেবা-সৌভাগ্য পাইয়াছে। পিতা-মাতা-আত্মীয়স্বজন—সকলেরই প্রাণভরা স্নেহপাত্রী, কত আদরের বস্তু সে, নামেও যেমন বিনীতা—স্বভাবেই তদ্রূপ—আজ সে সকলকেই কাঁদাইয়া নিত্যধামে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে গিয়া চির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ভক্তবৎসল ভগবান্—ভক্তিপ্রিয় মাধব তাহার ন্যায় ভক্তিমতী কন্যাকে অবশ্যই তাঁহার অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীচরণারবিন্দে চির আশ্রয় প্রদান করিয়া চিরশান্তি দিয়াছেন।

বিনীতার অকস্মাৎ পরলোকপ্রাপ্তিতে তাহার মাতাপিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অন্তরের অবস্থা ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তথাপি তাহার পরম ভক্ত পিতা অত্যদ্ভুতভাবে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া গৃহের

সকলকেই সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন এবং কন্যার মৃতাহের পর তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীমন্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ প্রেমময় ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণকে স্বীয় ৯নং প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে লইয়া গিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন-দ্বারা শোকবিহ্বল পরিবারবর্গের শোকাপনোদন ও কন্যারও আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ-বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। অতঃপর পঞ্চমদিবস শুক্রবারে উক্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিনীতার ভক্তবর পিতৃদেব স্বয়ং, শ্রীমৎ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র-বিধানানুসারে যথাবিধি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর মহাপ্রসাদান্ন নিবেদন, বৈষ্ণবহোম ও বৈষ্ণবভোজনাদি কৃত্য-দ্বারা কন্যার আত্মার নিত্য-কল্যাণ বিধানার্থ সাত্বতশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়াছেন। আমাদের সকল মঠেরই বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ তাঁহার সাদর আমন্ত্রণে উক্ত শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিদ্বারা সিংহানীয়া-পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন, সান্ত্বনাদান এবং শ্রীভগবচ্চরণে কন্যার পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছেন। বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, খড়্গপুরের বিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, কলিকাতা শ্রীচৈতন্য রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ (অতিবৃদ্ধ জরাতুর অবস্থাতেও সমাগত) ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল পর্য্যটক মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি······ অবধূত মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ, ইস্কন মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ সুভগ মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করিয়াছেন। সকল বৈষ্ণবই সিংহানীয়া-পরিবারকে সান্ত্বনা দান ও বিনীতার পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ কামনা করিয়াছেন। এত অধিক বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈষ্ণবের সমাগম এবং তাঁহাদের অন্তর্হৃদয়ের স্নেহাশীষ লাভ সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। সিংহানীয়া পরিবারের বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার-নৈপুণ্যে আমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণ সকলেই প্রসন্ন হইয়াছেন এবং সকলেই প্রীতিভরে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন।

সাত্বতশ্রাদ্ধের অঙ্গস্বরূপ বৈষ্ণবহোম সম্পাদন করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, পাঠকর্ম্ম করিয়াছিলেন যথাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় মঙ্গল মহারাজ—শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ রাস-পঞ্চাধ্যায়, শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ—শ্রী-চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা— শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ বলভদ্র ব্রহ্মচারী—কঠোপনিষদ্ যম-রাজ-নচিকেতা সংবাদ এবং শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীমদ্ বনওয়ারীলাল বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য প্রণামী ও বস্ত্রাদি দান-দ্বারা মর্য্যাদা প্রদর্শন করতঃ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও শুভানুধ্যান প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও তিনি শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনমোহন জিউর ভোগরাগ ও শ্রীমঠস্থ বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ-দ্বারা তর্পণবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুরীধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদদ্বারা মঠস্থ বৈষ্ণববৃন্দের তর্পণ বিধান করিয়াছেন, শ্রীধাম বৃন্দাবনে দানগলিস্থ শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠে, শ্রী-রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডতটস্থ শ্রীকুঞ্জবিহারী গৌড়ীয় মঠে এবং শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ঘেরায়ও উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া সকল আশ্রমের বৈষ্ণব ও ব্রজবাসি-গণের তর্পণ বিধান করিয়াছেন। মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরূপ-সনাতন-গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সিংহানীয়া মহাশয়কে ভগবৎকথা শুনাইয়া অনেক সান্ত্বনা দিয়াছেন।

ভক্ত পরিবারে বান্ধববিয়োগাদি দুর্ঘটনাজন্য দুঃখ দেখিলেই যে সেখানে শ্রীভগবানের কৃপার অভাব

আছে, তাহা মনে করিতে হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যে তাঁহার প্রিয়তম পাণ্ডবগণের নানাপ্রকার দুঃখপ্রাপ্তি —অভিমন্যুবধ বা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র-নাশাদি মর্ম্মান্তিক দুঃখ সংঘটন, ইহা কি কৃষ্ণের পাণ্ডবগণ-প্রতি অপ্রসন্নতার নিদর্শন? স্বয়ং ভগবান্ গৌরনিত্যানন্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও শ্রীবাসপুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি, আপাততঃ মহাদুঃখরূপে প্রতীতি হইলেও শেষে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মালিনী-মাতার দুই পুত্ররূপে মাতৃসম্বোধন; ইহা পরম সুখ বিধানের মূর্ত্তাদর্শ। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ প্রত্যব্দ ভক্তের শ্রাদ্ধ বিধান করিতেছেন। বহির্বিচারে ভক্ত নিদারুণ দুঃখ পাইলেও দয়াময় ভক্তবৎসল শ্রীহরি কিভাবে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে স্থিরাসন বিস্তার করতঃ ভক্তকে পরানন্দ প্রদান করেন, তাহা আমাদের প্রাকৃত বোধশক্তির বিচারান্তর্গত নহে। অনন্তকল্যাণ গুণবারিধি কৃষ্ণের কোন কার্য্যই আমাদের কল্যাণ-চিন্তা-শূন্য নহে, তিনি যাহা করেন, তাহাই আমাদের মঙ্গলের জন্য। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ এই কথাটি প্রায়ই নানা দৃষ্টান্তের সহিত বলিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন। আপাততঃ মহাদুঃখ বলিয়া প্রতীয়-মান হইলেও পরিণামে ভক্তহৃদয়ে শ্রীভগবানের মহা-মিলন-সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। এজন্যই মহাজন-বাক্য—"যত দেখ ভক্তের ব্যবহার দুঃখ। সেহত' জানিহ তাঁর পরানন্দ সুখ॥" পরম করুণাবতার শ্রীভগবান্ গৌরনিত্যানন্দ যেভাবে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীবাসপত্নী মালিনী দেবীর পুত্রশোক অপনোদন করিয়াছিলেন, সেইভাবে সিংহানীয়া-পরিবারেরও শোক অপনোদন করুন, ইহাই তচ্চরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীমান্ বনওয়ারীলাল শোককাতর না হইয়া বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত বৈষ্ণবশ্রাদ্ধাদিকৃত্যানুষ্ঠান-দ্বারা যেভাবে কন্যার পরলোকগত আত্মার পারমার্থিক কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহা সকল শোকসন্তপ্ত পরিবারে সত্যই আদর্শ-স্থানীয়। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব কালে বা অকালে মহাপ্রয়াণদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদাই সতর্ক করিতেছেন—"ন সদিদং জগদ্রিত্য-বধারয়, অনিত্যমসুখমিমং লোকং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্, তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়॥"

যে ক্ষণস্থায়ী সুখের নেশায় মজগুল হইয়া আমরা পরম নিশ্চিত নিত্যসুখপ্রদ শ্রেয়ঃপথ ছাড়িয়া নিতান্ত অনিশ্চিত আপাতসুখপ্রদ প্রেয়ঃপথ অবলম্বন করি, সে সুখ যে আমাদের অতিভীষণ নরকযন্ত্রণাপ্রদ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না—

"অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

—এই মহাজন পরামর্শ আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়। ইহাই মহাজনপ্রদর্শিত সমীচীন পন্থা।

শ্রীমান্ বনওয়ারী ও গিরিধারীলাল যে পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পিতা শ্রীযুক্ত মোহনলাল সিংহানীয়া একজন পরম ভাগবত নাম-পরায়ণ মনীষী। অদ্যাপি বৃদ্ধকালেও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র তিনি খুব যত্নের সহিত অনুশীলন করিয়া থাকেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনু-রাগ ছিল। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজও তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন। বৈষ্ণবপিতার বৈষ্ণবোচিত সর্ব্ব সদ্‌গুণ লাভ করিয়া শ্রীমান্ বনওয়ারীলাল সত্যই সদ্‌বৈষ্ণবগণের পরম আদরের পাত্র হইয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে ও তাঁহার পিতৃদেবকে খুবই স্নেহ করিতেন। আজ বাবাজী মহাশয় কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করুন, ইহাই তচ্চরণে প্রার্থনা।

শ্রীপাদ মাধব মহারাজের প্রিয়শিষ্য শ্রীমান্ বিষ্ণু-চরণকে তিনি তাঁহার অভিন্ন সুহৃদ্‌রূপে পাইয়াছেন।

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

বস্তুতঃ বিষ্ণুচরণ সর্ব্বভাবেই তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় দিতেছেন। সত্যই এইরূপ অকৃত্রিম বন্ধু লাভ খুবই সৌভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে আছে—

একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।
অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবান্ মতঃ সুহৃৎ॥

পারমার্থিক জীবনযাপন করিতে হইলে পরমার্থ-প্রিয় বন্ধুর সঙ্গ একান্ত আবশ্যক। বৈষ্ণববন্ধুর সহিত

ভগবদ্ভজনে রত হইয়া বনওয়ারীলালের শ্রীভগবানে উত্তরোত্তর রতিমতি বর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনীয়।

প্রকৃত বন্ধু সর্ব্বদাই জগতের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া বন্ধুকে নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধানের পরামর্শ দেন। প্রকৃত বন্ধু ভাগবতের ব্রহ্মার স্তব স্মরণ করাইয়া দেন। ব্রহ্মা বলিতেছেন—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎসদিবাবভাতি ॥

—ভাঃ ১০।১৪।২২

অর্থাৎ "এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে।।" তাই মহাজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"ওরে মন ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার।
ধন জন পরিবার, কেহ নহে কভু কার,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর ॥
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন ॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হবে,
হারাইবে পরমার্থ ধন ॥
ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥
মরণ-সময় তারা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর সবে ভব-জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা ।।"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ঐ মহাজন-গীতিটি প্রায়ই নানা দৃষ্টান্ত-সহ ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন। প্রতিটি জীবই আমরা মুমূর্ষু, এজন্য মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীশুকমুখে ভাগবতশ্রবণের আদর্শ প্রত্যেকেরই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।
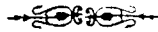
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি নিবেদন

আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা—১৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যার (চৈত্র ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ) ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় গত ৩০ গোবিন্দ, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ২৮ ফাল্গুন, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ; ১৩ মার্চ্চ, ১৯৭৯ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সুবিশাল নাট্যমন্দিরে অপরাহ্ন ৩॥ ঘটিকায় যে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সভার সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। ঐ সভার প্রারম্ভেই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের সতীর্থ শ্রীপাদ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সভাপতি মহারাজের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সভাস্থলে সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—

"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মিশনটি তাঁহার অপ্রকটের পর যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইয়া জগতে শ্রীচৈতন্যবাণী সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য বিগত ১৯৭৬ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সনের ২৬ আইনের বিধানমতে রেজিষ্ট্রী করিয়া গিয়াছেন। ঐ রেজিষ্ট্রীর ক'একমাস পরে তিনি একদিন আমাকে তাঁহার শয়নকক্ষে ডাকিয়া একখানি পত্র

খামে সংরক্ষণ পূর্ব্বক আটা দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আমাকে বলেন—'এই পত্রখানি আমার অপ্রকটের পূর্ব্বে যেন খোলা না হয়, অপ্রকটের পর উহা খুলিয়া দেখিবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবে।' পূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে তাঁহার স্বহস্তলিখিত এই পত্রখানা পাঠ করিয়া সভায় সমাগত সভ্যবৃন্দকে শুনাইবার জন্য আমি সভাপতি মহোদয়ের শ্রীহস্তে দিতেছি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক সকলের সমক্ষে উহা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম অবগত করাইবেন, তাঁহার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় উক্ত পত্রখানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া উহার মর্ম্ম সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে শুনাইলে তাঁহারা সমবেতকণ্ঠে পূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যরূপে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অভ্যুদয় ঘোষণা করিলেন।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য পূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীহস্তলিখিত ঐ পত্রখানি ব্লক করিয়া আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ১৯শ বর্ষ ২য় সংখ্যার ৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা উহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে উদ্ধার করিতেছি ঃ—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Head Office : Sree Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
Phone No. 46-5900 Dated 27-12-76

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকারী ও সেবক এবং আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি

আমার শরীর খারাপ বোধ হইতেছে। জানিনা পথে ঘাটে কোথাও আমার দেহান্ত হইবে কিনা। যদি দেহান্ত কোথাও হয়, তবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সমস্ত ত্যক্তগৃহ ও গৃহস্থ শিষ্য এবং আমার প্রতি স্নেহশীল আমার সতীর্থদের নিকটে আমার এই শেষ নিবেদন যে, আমি আমাদের সমস্ত মঠ-মন্দিরাদি Society Registration Act অনুসারে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উহাতে ১২ জন সদস্য বা ট্রাষ্টী করা হইয়াছে। তাঁহাদের কাহারো ভক্তিবিরুদ্ধ গুরুতর দোষ এবং মঠের স্বার্থের বা প্রচারের বিরুদ্ধে গুরুতর দোষ প্রমাণিত না হইলে কেহই পরিবর্ত্তিত হইবেন না। তবে স্বেচ্ছায় কেহ ছাড়িয়া গেলে তৎস্থলে নিয়মানুসারে অপর সদস্য নিযুক্ত হইবেন। আমার মৃত্যুর পরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্য আমি ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমান্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে মনোনীত করিয়া গেলাম। সকলে তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিয়া প্রতিষ্ঠানটি সংরক্ষণ ও ভক্তিপ্রচারে ও আচারে যত্নবান হইলেই সুখী হইব। ইতি ঃ নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিদয়িত মাধব ২৭।১২।৭৬

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মাধব গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সেই উপদেশবাণী আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ১৯শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৫৩-৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হইয়াছে। আমি উহার ৫৪ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ হইতে কএকটী পংক্তি সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিতেছি—

"এখন আমাদের যে গোষ্ঠী আছে, সেই গোষ্ঠীতে আমার Senior গুরুভাই যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এই নির্ণয় করেছি—আমার অভাবে শ্রীমান্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ next President (আচার্য্য) হ'বে। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ কেশব মহারাজ, শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে এটা আলোচনা ক'রেই নির্ণয় করেছি। এজন্য আমি আপনাদের এই নির্ণয়ের কথা শুনিয়ে যাচ্ছি—ইহাতে মতভেদ থাকা ঠিক নয়। এজন্য একটা constitution ক'রেছি। আমি যখন বেঁচে থাক্‌ব না, এটা আমি নির্ণয় করেছি—After my death Tirtha Maharaj will be the Acharyya and President for the Sree Chaitanya Gaudiya Math Organisation, এটা আপনারা বিনা তর্কবিতর্কে মেনে নিবেন। যিনি মানতে রাজী নন, তাঁকে বুঝাতে হ'বে। তা'তেও যদি তিনি না বুঝেন, তবে তাঁকে মঠ থেকে চ'লে যেতে হবে—whoever he may be—X, Y, Z—এটা মান্‌তে হ'বে। This is the line."

পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ তাঁহার অপ্রকটলীলার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকেই তাঁহার ভবিষ্যৎ অধস্তন আচার্য্যরূপে মনোনীত করিয়া প্রথমে সতীর্থ শ্রীপাদ জগমোহন প্রভুর সহিত নিভৃতে পরামর্শ করতঃ দৃঢ়সঙ্কল্প হন। ক্রমশঃ বিশেষভাবে গবেষণা করিয়া একটি উইল লিপিবদ্ধ করেন।

আমাকে মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া বলিতেন—'আপনি শিষ্য করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে আমাদের পরিচালক সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলাম না। কিন্তু আপনাকে বিশেষ দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞানে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতিরূপে বরণ করিলাম।' অবশ্য আমি সম্পাদক সঙ্ঘের দাসানুদাসরূপে আজ প্রায় ত্রিশবর্ষব্যাপী সেই সেবাভার মস্তকে ধারণ করিয়া আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুযায়ী তাহা বহন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের বৈষ্ণবোচিত গুণগাথা সম্বন্ধেও পূজ্যপাদ মহারাজ আমার সহিত অনেক কথা বলিতেন।

তাহাতে মনে হইত তিনি তীর্থ মহারাজকে অন্তরের সহিতই ভালবাসিতেন। এক এক সময় মহারাজ স্নেহভরে অত্যন্ত উল্লাসের সহিত বলিতেন,—"মহারাজ দেখিবেন—বল্লভ আমা অপেক্ষাও ভালভাবে আমাদের মিশনের প্রচারবিভাগের কার্য্য চালাইতে পারিবে।" অবশ্য উহা তাঁহার দৈন্যোক্তি হইলেও প্রচারকার্য্যে যে তিনি তীর্থ মহারাজে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শিষ্যবৎসল মহারাজের স্নেহাশীর্ব্বাদে তীর্থ মহারাজ তাঁহার ইংরাজী ও বাংলাভাষায় লেখনী পরিচালনে, পাঠ-কীর্ত্তন ও ভাষণাদিতে খুবই প্রশংসনীয়ভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। বাংলা ও হিন্দী—উভয় ভাষা-ভাষী শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত তিনি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশাদি বহুস্থলেই শ্রোতৃবৃন্দের শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের প্রতি একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া আমি খুবই প্রীত হইয়াছি। পূজ্যপাদ মহারাজ আমাকে একাধিকবার তীর্থ মহারাজের কৃষ্ণকীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া যাইবার কথা শুনাইয়াছেন। আমিও স্বচক্ষে দেখিয়াছি—ব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমার সময় অত্যন্ত কঙ্করাকীর্ণ দুর্গম পথেও তীর্থ মহারাজ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে ভাববিভোর হইয়া চলিয়াছেন। উত্তম উত্তম বসন-ভূষণ বা আহারাদি গ্রহণ বিষয়ে তাঁহাকে কোনদিনই লালসা-বিশিষ্ট হইতে দেখি নাই। "সদা নাম লবে, যথা লাভেতে সন্তোষ। এইমাত্র আচার করে ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥"—এই মহাজনবাক্যটি সর্ব্বদাই তাঁহার চরিত্রে দেদীপ্যমান। তাঁহার অমানী মানদ স্বভাব—বিনয়নম্র ব্যবহার—বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শনাদি ব্যাপারে তাঁহাতে কোন কুণ্ঠতাই আমরা লক্ষ্য করি নাই। অবশ্য স্থানবিশেষে অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহারের প্রতি যে ক্ষোভ প্রদর্শন, তাহা তাঁহার বৈষ্ণবতার বহির্ভূত ব্যাপার নহে। আমি প্রায় ৩৫ বৎসরেরও অধিককাল মনে হয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তাহাতে তাঁহার চারিত্রিক দুর্ব্বলতা কোনদিনই লক্ষ্য করি নাই। এমন পরমভক্ত—বৈষ্ণবোচিত অশেষ গুণে গুণী, আসমুদ্র-হিমাচল— ভারতের সর্ব্বত্র মহাবদান্য মহাপ্রভুর নামপ্রেম প্রচারে অদম্য উৎসাহবিশিষ্ট আদর্শ বৈষ্ণবাচার্য্য জগতে খুবই বিরল। তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনদ্বারা জগতের কীর্ত্তনদুর্ভিক্ষ দূর করুন, ইহাই আমরা শ্রীভগবচ্চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। তাঁহার সম্পাদকতায় কএকখানি ভক্তিগ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে।

অবশ্য 'মণিময় মন্দিরমধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রম্' বা "গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ। গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ" নীতি অনুসারে ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি সাধুর ছিদ্রান্বেষণে বিরত না হইলেও সাধু অম্লানবদনে তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভজন-সাধন করিয়া যান।

"করীন্দ্রে ভ্রাজমানেঽপি স্তূয়মানে সুপুরুষৈঃ। বুক্কন্তি সারমেয়াশ্চ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে॥"

"হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাবন নেহি যঙ নিন্দে সংসার॥"

সাত্বত মহাজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"বৈষ্ণবচরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপশিক্ষায়ও কথিত হইয়াছে—

"বৈষ্ণবাপরাধ যদি উঠে হাতীমাতা। উপাড়ে ও ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥"

দশনামাপরাধের প্রথমেই 'সতাং নিন্দা'-কে বিশেষভাবে গর্হণ করা হইয়াছে। শ্রীনামাশ্রিত ; নামমহিমা প্রচারকারী বৈষ্ণবনিন্দাফলে নামকৃপা হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হয়।

পরমপূজ্যপাদ মাধব মহারাজের স্নেহাভিষিক্ত আচার্য্যের পরম পূতচরিত্রে দোষানুসন্ধানে যুগপৎ গুর্ব্ববজ্ঞা ও বৈষ্ণবাপরাধ নামক মহাপরাধোদগমে নরকগতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। সুতরাং সাধু সাবধান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমাতা শচীদেবীকে পর্য্যন্ত উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান করিয়াছেন। বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিলে ভগবান্‌ও তাহা ক্ষমা করেন না। আবার এক বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করিয়া অন্য বৈষ্ণবের নিকট আশ্রয় লইলে তিনিও তাহা ক্ষমা করিতে পারেন না।

গুরুদেব যাঁহাকে আচার্য্যোচিত সর্ব্বসদ্‌গুণোপেত জ্ঞানে তাঁহার অধস্তন আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাতে গুণাভাব-দর্শন-চেষ্টায় যে অতিভীষণ গুর্ব্ববজ্ঞা, সুতরাং তৎসহ বৈষ্ণবাপরাধ, উভয়ই আসিয়া যাইতেছে, ইহা খুব স্থির, ধীর হইয়া বিচার করতঃ সকলকেই গুর্ব্ববজ্ঞা ও বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষভাবে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

আজকাল দেখা যাইতেছে—যাহাদের পারমার্থিক রাজ্যে এখনও প্রবেশাধিকারই হয় নাই, তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাচীন ভজনবিজ্ঞ গুরুবর্গের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহা যে কতদূর অজ্ঞতা বা অকালপক্বতার লক্ষণ এবং নিজ পারমার্থিক জীবনের একেবারেই সর্ব্বনাশ-সাধক, তাহা ভাবিতেই গাত্র শিহরিয়া উঠে। পরমকরুণাবতার মহাপ্রভু কখনই মর্য্যাদা-লঙ্ঘন দোষ সহ্য করিতে পারেন না।

বৈষ্ণবধর্ম্মে আনুগত্যবিচারভ্রষ্ট হইলেই সর্ব্বনাশ ঘটে। সর্ব্বনাশ বলিতে ভক্তিহীনতা। ভক্তিহীন মানুষ পশুরও অধম হইয়া পড়ে। গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য অভাবে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উৎপথগামী হয়, অর্থাৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠপথের বিপরীত পথে চালিত হইয়া নরকপথের যাত্রী হইয়া পড়ে। সুতরাং কোটিকণ্টকরুদ্ধ ভক্তিপথে বিশেষ সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। "গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন॥ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।"

বৈষ্ণবদাসানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী ১২।৫।৮৯

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬৮ পৃষ্ঠার পর]

অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়। তাহাতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস স্থানান্তরিত হইলে প্রেসের কার্য্যের দেখাশুনার অনেক সুবিধা হয়। আগ্রার কোম্পানী হইতে ক্রীত ট্রেড্‌ল্ মেশিনটীর অনেক প্রকার অসুবিধা হওয়ায় উহা বিক্রয় করিয়া এবং আনন্দপুরস্থ শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা শ্রীনলিনী বালা নন্দীর আনুকূল্যে নূতন মেসিন ও টাইপাদি ক্রয় করা হইলে প্রেসের কার্য্যের সৌকর্য্য সাধিত হয়।

ডাঃ এস্ এন্ ঘোষের তিরোধানের পর শ্রীল গুরুদেবের প্রার্থনায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতিরূপে বৃতা হইলেন।

প্রেসের কার্য্যে এবং গ্রন্থ মুদ্রণকার্য্যে একটী বিষয় অবশ্য স্বীকার্য্য শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্যমঠে থাকাকালে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী প্রুফসংশোধন, পঞ্জিকা-লিখন, প্রবন্ধ-লিখনাদি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা লাভ করেন শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজের নিকট। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রমণ মহারাজ তৎকালে 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ ও প্রচারপ্রসঙ্গাদি লিখিতেন। তিনি dictation করিতেন এবং কৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী লিখিতেন। 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায়' পূজ্যপাদ শ্রমণ মহারাজের তৎকালে লিখিত বহু প্রবন্ধ অন্যের নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে প্রতিষ্ঠার লালসা থাকে না।

প্রেসের কর্ম্মচারিগণ বিভ্রাট সৃষ্টি করিলে এবং টাইপাদি চুরি হইতে থাকিলে শ্রীল গুরুদেব মঠের সেবকগণকে উক্ত সেবায় নিয়োজিত করিলেন। প্রথমে হীরালাল, পরে শ্রীপরেশ আঢ্য প্রেস পাহারা সেবা করিয়াছিলেন। যাহারা প্রেসের কার্য্যে নিযুক্ত হইল তাহাদের মধ্যে পারঙ্গতি লাভ করিল বিশেষভাবে শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী। শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী স্বধামপ্রাপ্ত হইলে উক্ত সেবার দায়িত্ব মুখ্যরূপে অর্পিত হইল শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারীর উপর। শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে প্রেস পরিচালনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার সতীর্থ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীল গুরুদেব 'গুরুর শিষ্য হয় মান্য আপনার' এই বিচারে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে প্রচুর মর্য্যাদা প্রদান করিতেন এবং আশ্রিত শিষ্যগণকেও উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার আশ্রিত শিষ্যগণ তাঁহার সতীর্থ প্রভুপাদের শিষ্যগণকে সেবা করিলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইতেন। শ্রীল গুরুদেবের প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সতীর্থগণ প্রায় সকলেই মঠের ধর্ম্মসভায় ও উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিতেন। শ্রীল গুরুদেবের অসুবিধার সময়ে শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে মুখ্যভাবে প্রতিষ্ঠানের সহায়করূপে আসিয়াছিলেন—(১) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, (২) ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ (শ্রীমদ্ সুজনানন্দ দাসাধিকারী), (৩) শ্রীমদ্ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজ), (৪) শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী, (৫) শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, (৬) শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, (৭) শ্রীমদ্ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, (৮) শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ মুনি মহারাজ), (৯) শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, (১০) শ্রীমদ্ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী (শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ), (১১) শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ), (১২) শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দণ্ডী মহারাজ), (১৩) শ্রীমদ্ মুকুন্দদাস বাবাজী মহারাজ, (১৪) শ্রীমদ্ভক্তিশরণ পরমার্থী মহারাজ, (১৫) শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী (শ্রীসনাতন দাসাধিকারী), (১৬) শ্রীমদ্ ব্রজবিহারী দাস বাবাজী মহারাজ।

শ্রীচৈতন্যবাণীর দ্বিতীয় বর্ষে শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাণী—'শ্রীচৈতন্যবাণী স্ব-স্বরূপ উদ্বোধিনী, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-প্রবোধিনী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময়ী, শ্রীকৃষ্ণবিরহ উন্মাদনা প্রদায়িনী ও আনুষঙ্গিকভাবে বিষয়তৃষ্ণা-নাশিনী। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমস্বরূপিণী শ্রীচৈতন্যবাণীর অবাধ স্পর্শ জীবকে ত্রিগুণের মোহজাল ছিন্ন করতঃ

বৈকুণ্ঠে উপনীত করাইবেন। কলির প্রভাবে বর্ত্তমানে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, এমন কি ধর্ম্ম-নীতি ব্যভিচারদোষে দুষ্টা। তমোগুণের আধিক্য বশতঃ অসত্যে সত্যভ্রম ও তাহা আঁকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা, দেশসেবার নামে নিজের অপস্বার্থ সিদ্ধির অভিসন্ধি, সামাজিক উদারনীতি প্রদর্শনের ছলনায় হীন ও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির সম্প্রসারণ, অর্থনীতির নামে শঠতা ও প্রবঞ্চনা, এমন কি খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ এবং ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রেও মিথ্যা, কাপট্য ও ব্যভিচারই ব্যক্ত ও গুপ্তভাবে মনুষ্য-চরিত্রকে কলুষিত করিতেছে। এই দুঃসময়ে পরমসত্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে ও প্রেমপরাকাষ্ঠাময়স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবে অব্যভিচারিণী ভক্তির বার্ত্তাবাহিকা শ্রীচৈতন্যবাণীর দ্বিতীয় বর্ষারম্ভে আমরা সকাতরে তাঁহার বিস্তার প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্তা হউন, তাঁহার সেবকগণ ও সমাদরকারী সজ্জনগণ জয়যুক্ত হউন। শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ কীর্ত্তনে বিশ্ববাসী বাস্তব মঙ্গলের পথে অগ্রসর হউন।'

শ্রীচৈতন্যবাণীর **তৃতীয় বর্ষে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী-বন্দনা** ঃ—"অশেষক্লেশনিবারণী পরমানন্দবিধায়িনী শ্রীচৈতন্যবাণী আজ তৃতীয় বর্ষে আত্মপ্রকাশ করিলেন। সুধীবৃন্দের সেবা-সমৃদ্ধ শ্রীচৈতন্য-বাণী স্বমহিমায় ভক্তচিত্তে সুদৃঢ় আসন স্থাপন করিতেছেন দেখিয়া সজ্জনের উল্লাস বর্দ্ধিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যবাণী অবিদ্যাকবলিতস্বরূপ ভ্রান্ত মনুষ্যগণের অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করতঃ নিজালোকে শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ করিয়া মোহজাল হইতে জীব উদ্ধারের যত্ন করিতেছেন। স্বরূপভ্রান্তি হইতে স্বার্থে ভ্রান্তি, কর্ত্তব্যে ভ্রান্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারণে ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। পরস্পরের মধ্যে সীমাবিশিষ্ট বস্তু লইয়া সংঘাত অবশ্যম্ভাবিরূপে দৃষ্ট হয়। স্বরূপভ্রান্তি হইতে দেহাত্মবোধ তথা দেহসম্বন্ধীয় নশ্বর পদার্থসমূহে মমত্ব-বোধ ও উহা হইতে প্রাকৃত কাম, ক্রোধ, লোভাদি ষড়্‌রিপুর দাসত্ব এবং তজ্জনিত নানাবিধ ক্লেশ-ভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যবাণী 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত" মন্ত্রদ্বারা মনুষ্যসমাজকে চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ শুদ্ধচিত্তত্ত্ব। নিজনিজ নিত্য অবিদ্যামুক্ত স্বরূপের উদ্বোধনে জীব অবিদ্যা কামকর্ম্মজ ক্লেশ হইতে স্বাভাবিকরূপেই অব্যাহতি লাভ করে। প্রাকৃত নশ্বর বস্তুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যতিরেকভাবেই অবিদ্যাসম্বন্ধ। অবিদ্যামুক্ত পুরুষ কামক্রোধাদি রিপুবর্গের দ্বারা আর নির্য্যাতিত হন না। স্থূল দৈহিক পীড়নাদি হইতেও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সমূহের পীড়ন অধিকতর ক্লেশপ্রদ। সুতরাং অবিদ্যামুক্ত ব্যক্তিগণ "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ" অবস্থা লাভ করেন। অনিত্য বা নশ্বর পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় চিত্তের চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ভয় ও শোকাদির দ্বারা তাঁহারা অভিভাব্য হন না। কেবল নিজ সচ্চিৎস্বরূপে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-নুশীলন হইতেও ক্রমশঃ প্রেমিক ভক্তের সঙ্গক্রমে নিজ হ্লাদিনী বৃত্তির জাগরণ হইতে উক্ত অবিদ্যামুক্ত ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি ও ভগবৎপ্রেমানুশীলনে অধিকারী হয়েন এবং প্রগতিশীলা ভক্তিবৃত্তির আশ্রয়ক্রমে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রীসীতারাম ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদনে যোগ্য হয়েন, শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলিতস্বরূপ ও বিপ্র-লম্ভলীলারসময়বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা মূর্ত্তি সন্দর্শনের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যবাণী কেবল মনুষ্যসমাজকে অবাঞ্ছিত অবস্থা হইতেই উদ্ধার করেন না, পরন্তু দেবেন্দ্র, যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্রবাঞ্ছিত পরমাদরণীয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমামৃতরসসমুদ্রে নিমজ্জিত করেন। শ্রীচৈতন্যবাণী আশ্রয় করতঃ সকল স্তরের মনুষ্যই নিজ নিজ অধিকারোচিত উপদেশ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করতঃ নিজ পরমাভীষ্ট নিত্যানন্দলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অশেষক্লেশনাশিনী নিত্যসর্ব্বোত্তমপ্রেমপ্রদায়িনী শ্রীচৈতন্যবাণীকে আমরা আজ শুভবর্ষারম্ভে বন্দনা করি। তিনি আমাদের ত্রুটী-বিচ্যুতি মার্জ্জনা করতঃ কৃপা করুন। জীবসমূহ তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে অনর্থমুক্ত হইয়া তাঁহার মহিমোপলব্ধি করতঃ শ্রীচৈতন্য-বাণী আশ্রয়ে জয়যুক্ত হউক।"

শ্রীচৈতন্যবাণী চতুর্থ বর্ষে শ্রীল গুরুদেব শ্রীচৈতন্যবাণী-বন্দনায় হিংসাপ্রবণ দুঃখময় জগতে ঐক্যের ও শান্তির পথ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন

"শ্রীচৈতন্যবাণী যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, তাঁহারই হৃদয় মার্জ্জিত করিয়া কেবলমাত্র ত্রিবিধ ক্লেশ হইতেই তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন নাই—পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াই নিরস্তা হন নাই, পরন্তু বাস্তব মঙ্গলস্বরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের সুস্নিগ্ধ কৃপালোকে প্রোদ্ভাসিত করতঃ স্বস্বরূপ ও জীবস্বরূপ, মায়ার স্বরূপ এবং শ্রীভগবৎস্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া আনন্দ-মহোদধি বর্দ্ধন, প্রতি পদবিক্ষেপে পূর্ণামৃতাস্বাদন এবং উন্নততম সুনির্ম্মল আনন্দসাগরে নিমজ্জনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। এমন গরীয়সী শ্রীভগবদ্বাণীর বন্দনামুখে আমরা আজ নববর্ষে আত্মপবিত্রতা সাধনে যত্নবান হইব। শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্ত হউন। তাঁহার শ্রদ্ধালু শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী সেবকগণ, সমাদর ও অনুমোদনকারী সজ্জনগণও জয়যুক্ত হউন।

শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদিগকে বিকেন্দ্রিক না করিয়া সর্ব্ব কারণকারণ শ্রীগোবিন্দকে কেন্দ্র করতঃ জীবনযাত্রার উপদেশ করিয়াছেন। বহুকেন্দ্রিক চেষ্টা সুফলপ্রসূ হয় না, পরন্তু ঐক্যের বাধক হয়। মূলকেন্দ্রের অনুকূল কেন্দ্র অগণিত হইলেও উহা ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করে।

শ্রীচৈতন্যবাণী অন্যায়, অধর্ম্ম, হিংসা ও অবিচারের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ প্রযত্নের উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের সত্তা চিত্তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, চিত্তত্ত্ব-দ্বারা সঞ্জীবিত এবং চিত্তত্ত্বে নিহিত—চিরসংশ্রিত। অচিৎসত্তারও চিত্তত্ত্বই কারণ। অতএব চিদচিৎ যাবতীয় সত্তাই যাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, সেই সর্ব্বকারণ মূল চিত্তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হউন, ইহাই জীব-মঙ্গলবিধান-কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণীর হার্দ্দ অভিপ্রায়।

বিরূপাভিমান, দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, হিংসা, কৌটিল্য, পারুষ্যাদি পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃজন করে ও পরস্পরের স্বার্থ-সংঘাত সংঘটন করে। শ্রীভগবদ্দাস্যাভিমান, অহিংসা, সারল্য, সুনীচতা, সহনশীলতা, অমানিত্ব, মানদত্ব, ক্ষমাশীলতা মনুষ্যকে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধে আকৃষ্ট করে। শ্রীচৈতন্যবাণী চিন্ময়ী সেবা-ভূমিকায় পরস্পরের মিলনপ্রয়াসী। আনন্দময় বিভু ও প্রভুর নিষ্কপট সেবাবৃত্তিই জীবকে শ্রীভগবৎসান্নিধ্যে আনয়ন করে। অণুচিৎ বিভুচিতের সহিত, দাস নিত্যপ্রভুর সহিত এবং আনন্দকণ আনন্দসমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হয়। আনন্দের মিলনে দুঃখলেশ থাকিতে পারে না। ভোগপ্রবৃত্তি ইতর সঙ্গ করায় এবং ত্যাগপ্রবৃত্তি শ্রীভগবন্মিলনের পরিপন্থী হয়। শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্বজীবকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তাঁহাদের যাবতীয় বিত্ত, ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন, বুদ্ধি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-সুখোৎপাদনে নিয়োজিত না হইলে অশান্তি বিস্তার করিবে। শ্রীচৈতন্যবাণী দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থে অবহিত হইবার জন্য উপদেশ করিতেছেন—শুদ্ধ জীবসত্তা স্থূললিঙ্গ উপাধিদ্বয়ে আসক্ত ও আবৃত, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ জড়াভিনিবেশ পরিত্যাগে অসমর্থ হইলেও, বর্ত্তমান অবাঞ্ছিছতাবস্থায় নিজাভীষ্ট লাভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অনুকূলে বিষয়াদি স্বীকার, দেহ ও কুটুম্বাদি পালন ও পোষণ করিতে বলিতেছেন—চরম ও পূর্ণানন্দ লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আনন্দ-বাধক যে সকল কামাদি পরিত্যাগে সম্প্রতি অসামর্থ্য অনুভূত হইতেছে, তাহাদিগকে নিজ অহিতকর জ্ঞানে গর্হণমুখে অঙ্গীকার করতঃ জীবন নির্ব্বাহ করিতে থাকিলে অচিরেই অবাঞ্ছিছতাবস্থার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইবে বলিয়া ভরসা দিতেছেন। বাঞ্ছিছতানুশীলন কোন অবস্থাতেই শ্লথ করিতে হইবে না। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনামের অনুকূল অনুশীলন—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি হইতেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-সান্নিধ্যলাভে সাফল্য লাভ করিবেন।

আমরা বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব-ক্লিষ্ট হিংসা-প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত অশান্তচিত্ত মনুষ্য-সমাজকে দন্তে তৃণ

ধারণ পূর্ব্বক কাতরভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করি। শ্রীচৈতন্যবাণীর সংস্পর্শে মনুষ্য-সমাজ জড়ভাব পরিত্যাগে সমর্থ; মৃত্যুভয় নিবারণে এবং প্রেমময় শ্রীহরির চিল্লীলারসাস্বাদনে অধিকারী হইতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যবাণী জীব-কর্ণকুহরে কৃপাপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়া জীবসমূহকে যাবতীয় ক্লেশ হইতে মুক্ত করতঃ প্রেমামৃতাস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদানে কৃতার্থ করুন, ইহাই বর্ষারম্ভে এ দাসের প্রার্থনা।"

শ্রীচৈতন্যবাণী পঞ্চমবর্ষের শ্রীচৈতন্যবাণী বন্দনামুখে মঠাশ্রিত সেবকগণের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য আসাম কাছাড় জেলার অন্তর্গত হাইলাকান্দিতে প্রচারে থাকাকালে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাবতিথিতে **উপদেশবাণী** প্রেরণ করেন ঃ—

নববর্ষে আমরা সকাতরে শ্রীচৈতন্যবাণীর বন্দনা করি। তিনি স্বীয় কৃপাবলে আমাদের চিত্ত বিশোধিত করতঃ তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ প্রদান করুন। শ্রীচৈতন্যবাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতঃ নিজবৈভব সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবকগণ এ কাঙ্গালের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন। সবৈভব শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্তা হউন।

সেবক বহু প্রকারের হয়। তন্মধ্যে প্রীতিদ্বারা প্রবর্ত্তিত, কর্ত্তব্যবোধে পরিচালিত এবং প্রাকৃত স্বার্থান্বেষণ হইতে উৎসাহিত সেবকই মুখ্যরূপে দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত সেবককে শুদ্ধ সেবক বলা যায় না। এস্থলে সেব্য সেবকের সম্বন্ধ নশ্বর। প্রাকৃত স্বার্থসিদ্ধি না হইলেই সেবা বন্ধ হইয়া যায়। সেব্যের সহিতও আর সম্বন্ধ থাকে না। ইহা কতকটা বণিকবৃত্তির ন্যায়। প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্তই মাত্র সেব্য স্বীকার। এখানে প্রয়োজনের অনিত্যতা থাকায় সেব্য সেবকের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ হয় না। সুতরাং এ সেবা নিত্য ভূমিকার কোন অনুষ্ঠান নয়। ইহা কর্ম্মান্তর্গত ব্যাপার।

প্রথমোক্ত সেবাই সুনির্ম্মলা ও নিত্যা। দ্বিতীয়টি রাগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইলেও কর্ত্তব্য বা নীতি-বোধ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং নিত্য স্থিতিশীল হওয়ায় সেবাসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। রাগোত্থ এবং বিধি বা কর্ত্তব্য-জনিত সেবাই সেবা-শব্দবাচ্য। ইহাই রাগ-ভক্তি এবং বিধি-ভক্তি। উভয়বিধ অবস্থাতেই সেবা নিত্যা। সেব্য-সেবকের সম্বন্ধও নিত্য।

সেবক স্বতন্ত্র। উক্ত স্বাতন্ত্র্য সেব্যের প্রীতি-পরতন্ত্র বলিয়া তাহাকে কেহ কেহ অস্বতন্ত্রও বলেন। প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইলেও স্বতন্ত্রতার অভাব তথায় নাই। স্বেচ্ছাচারিতা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সেবকে নাই। সেবক কাঠের পুতুল নহেন। চিজ্জাতীয় বস্তু হওয়ায় স্বতন্ত্রতা সেবকের নিত্য স্বীকার্য্য। কিন্তু উক্ত স্বাতন্ত্র্য কদাপি সেব্যের সেবা-বিরোধে প্রযুক্ত নয়। দুইটী স্বতন্ত্র বস্তুর পারস্পরিক প্রীতিপূর্ণ মিলনেই রস উৎপন্ন হয়। উক্ত প্রেমরস সেব্য ও সেবককে উৎফুল্ল করে। পরস্পর পরস্পরের বিচ্ছেদ সহনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কখনও প্রেমের গাঢ়তা বৃদ্ধির জন্য পরস্পরের বিরহের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। ইহাই চিদ্‌বিলাস। সেবকের রকমারী সেবা পরিলক্ষিত হয়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তভাবে সেবার পর পর উৎকর্ষতা রহিয়াছে। কোনভাবেই সেবাবৃত্তির অভাব নাই। সেবা বোধময়ী সুখস্বরূপা, অজ্ঞানরূপা নহেন। তজ্জন্যই ভক্তিকে হলাদিনী-সার-সমাশ্লিষ্ট সম্বিদ্বৃত্তি বলিয়া আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন।

শ্রীভগবদ্ভক্ত বা সেবকের পদবী দেবশ্রেষ্ঠগণেরও বাঞ্ছিত। অল্পভাগ্যে কেহই ভগবৎসেবকের আখ্যা লাভ করেন না। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন পদবীই ভগবদ্ভক্তের পদমর্য্যাদার সমান হইতে পারে না। যাহাদের ভগবত্তত্ত্ববোধ নাই, তাহাদের ভক্তের মর্য্যাদাবোধও থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহারা ভগবদ্ভক্তের অমর্য্যাদাকারী তত্ত্বজ্ঞান-হীন মূঢ় ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। নিজ-সৌভাগ্য পদ-দলিতকারীই ভগবৎসেবককে হীন জ্ঞান করে। সেবক সেব্যকে সেবার তারতম্যানুসারে বশীভূত করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name....................
Vill....................
P. O....................
Dist....................
Pin....................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনত্রিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৯৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭৫

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৩৯৬
১১ বামন, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, শুক্রবার, ৩০ জুন ১৯৮৯ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লাইমখেরা, শিলং
ইং ১৭।১০।২৮

স্নেহবিগ্রহেষু—

গতকল্য প্রফেসর বাবুরা নির্ব্বিঘ্নে এখানে পেঁ ৗছিলেন। * * এখন কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আমাদের সকলেরই তথায় গিয়া কার্য্যে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু নিমানন্দ-প্রভুর আগ্রহাতিশয্যে এ প্রদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। কুরুক্ষেত্র হইতে পর পর পত্রাদি ও টেলিগ্রাম আসিতেছে। * * সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তথায় আপনাদের যাওয়া প্রয়োজন। পরে আসামপ্রদেশে কার্য্য হইতে পারিবে। * * *

সূর্য্যগ্রহণের মাত্র ২৫ দিন বাকী আছে। * * * কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের কথা U.P., the Punjab এবং Central India প্রভৃতি স্থানের লোক বিশেষভাবে অবগত আছে। অন্যূন ১৫ লক্ষ লোকের তথায় সমাবেশ হইবে।

আমাদের একটী রথ প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত Tube-well ও অস্থায়ী tents-এর আবশ্যকতা আছে। তথায় আমাদের একটা Medical Relief Missionও পাঠাইতে হইবে। প্রায় বহুদিন পরে এই সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রহণোপলক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয়তা লিখিতেছি।

সূর্য্যগ্রহণে ব্রহ্মসরে স্নান বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে রামের সহিত তথায় রথে গিয়াছিলেন। গ্রহণোপলক্ষে স্নান উদ্দেশ করিয়া ব্রজবাসিগণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনপ্রয়াসী গৌড়ীয় ভক্তগণ এ-বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের উপাসনার সুষ্ঠুতা-সম্পাদনে যত্ন করিবেন। কুরুক্ষেত্রের আদর্শেই তাহার দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীগৌরসুন্দর জগন্নাথের অগ্রে গীতি গাহিয়া গোপীগণের বিপ্রলম্ভ-

ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের পাপক্ষালনের জন্য ও পুণ্যমুহূর্ত্তে ভগবন্নামোচ্চারণের সুযোগের জন্যই সূর্য্যগ্রহণে তথায় স্নানাদির ব্যবস্থা।

জ্ঞানিগণের আলম্বন-বিভাবের বিষয়-বিচার লইয়া তাহাতে লীন হইবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু গোপীগণের তন্ময়তা বিষয়জাতীয় কৃষ্ণাভিমানের ন্যায় উদিত হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণতন্ময়তা লাভ করিয়াও পৃথক্ থাকেন। এই বিশিষ্ট-লীলার দ্বারা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত করিবার বিচার তাঁহারা পাইয়া স্ব-স্ব-বাউলিয়া ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন। সুতরাং তিনশ্রেণীর লোকেরই তথায় গ্রহণোপলক্ষে উপস্থিতি প্রয়োজন। তীর্থ মহারাজকেও এই পত্র জ্ঞাত করাইয়া উভয়ে পরমোৎসাহের সহিত শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলনসেবায় তৎপর হইবেন। আমরা এখানে আরও ৫।৬ দিন আছি। পরে গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী হইয়া শীঘ্রই কলিকাতায় পৌঁছিব। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীকৃষ্ণেণ [১১।১০।৮-৯]
বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥২২॥
নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎ কৃতান্ গুণান্।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥২৩॥
[১১।২২।৫২-৫৬]
সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ ॥২৪॥
নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নীহোঽপ্যনুকার্য্যতে ॥২৫॥
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ ॥ ২৬ ॥
যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ ॥২৭॥
অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ২৮ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

চিচ্ছক্তির অংশভূত জীবশক্তি। তাহার পরিণাম জীব। জীবও শক্তিপরিণাম। সপ্তম কিরণে একাদশ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এস্থলে সেই জীবের সংসারাভিমান বিবর্ত্তধর্ম্ম হইতে নিশ্চিত হইতেছে। জীব স্ব-স্বরূপের দ্রষ্টা ও পর-দ্রষ্টা। যেরূপ দাহ্য দারু হইতে দাহক ও প্রকাশক-রূপ অগ্নি পৃথক্, তদ্বৎ জীব তাঁহার সাম্প্রত সূক্ষ্ম অর্থাৎ (মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক) লিঙ্গ শরীর ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর হইতে বিলক্ষণ-তত্ত্ব ॥ ২২ ॥

জীব পরতত্ত্ব হইয়াও নিরোধ, উৎপত্তি, অণু, বৃহৎ-রূপ নানাত্ব স্থূললিঙ্গদেহকৃতগুণসকল তাহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া স্বীকার করেন ॥ ২৩ ॥

সত্ত্ব-গুণের সঙ্গে ঋষিত্ব, দেবত্ব, রজোগুণের সঙ্গে অসুরত্ব, মানুষত্ব, তমোগুণের সঙ্গে ভূত তির্য্যকত্বরূপ দেহ ধারণপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা ভ্রামিত হন ॥ ২৪ ॥

কেহ নৃত্য করিতেছে বা গীত গাহিতেছে দেখিয়া যেরূপ নর্ত্তক ও গায়কের অন্য কেহ অনুকরণ করে, সেইরূপ বুদ্ধির গুণসকল দেখিয়া (স্বরূপতঃ জীব নিরীহ হইলেও) ভ্রান্ত জীবের 'অহং'-অভিমান অনুকরণ করিতে থাকে ॥ ২৫ ॥

জলের উপর যাহারা নৌকায় চলে তাহারা তীরস্থ বৃক্ষসকল চলিতেছে বলিয়া মনে করে। ভ্রাম্যমাণ পুরুষের চক্ষু যেমত পৃথিবীকে ভ্রাম্যমাণ দেখে, সেইরূপ জীবের বিবর্ত্তদ্বারা দেহাত্মাভিমান-বুদ্ধি ॥২৬॥

যাহারা সর্ব্বদা মনোরথ-চিন্তায় থাকে, স্বপ্নে তাহাদের মিথ্যা বিষয়ানুভব উদয় হয়। হে দাশার্হ

জীবানাং দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ সৈব বিবর্ত ইতি দর্শিতম্। সর্ব্বৈব শক্তিপরিণামঃ। ততোঽচিন্ত্য-ভেদাভেদৌ ॥

মনুঃ ভগবন্তম্ [৮।১।৯-১০]

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্তি শয়ানেঽস্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ সঃ ॥২৯
আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥৩০॥

[৮।১।১২]

ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামুনি যদ্‌যস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদৃতং মহৎ ॥ ৩১ ॥

[৮।৩।৩]

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥৩২॥

[৮।৩।৯]

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥৩৩॥

বসুদেবঃ রামকৃষ্ণৌ [১০।৮৫।৪]

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বর ॥৩৪॥

উদ্ধব, জীবাত্মার সংসার সেইরূপ ॥ ২৭ ॥

বিষয় ধ্যানকারী পুরুষের স্বপ্নে যেরূপ অনর্থাগম হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবের বাস্তবিক বিষয়ার্থ না থাকিলেও সংসার-নিবৃত্ত হয় না ॥ ২৮ ॥

এইসকল বাক্যে প্রদর্শিত হইল যে, জীবের যে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি তাহাই বিবর্ত্ত। জীবের স্বরূপ অনুভবে বা গঠনে বিবর্ত্তের ক্রিয়া নাই। শক্তিপরিণামই কার্য্য করে। তাহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদ স্থির হইল।

যে চৈতন্য বিশ্বকে চেতন প্রদান করেন, বিশ্ব তাঁহাকে চেতন করাইতে পারে না। নিদ্রিত সময়ে সুষুপ্তিতে যিনি জাগ্রত থাকেন তিনিই চেতন। তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কে জানিবে ॥ ২৯ ॥

এই বিপুল সমস্ত বিশ্ব আত্মাদ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ আত্মা ইহাতে বাস করেন। জগতে জগৎ বলিয়া যাহা কিছু আছে সমস্তই আত্মা-সম্বন্ধ। সেই আত্মা যাহা দেন তাহাই ভোগ কর। অন্যের ধনে লোভ করিও না। এই মন্ত্রে দুইটী তত্ত্ব স্থাপিত হইতেছে। একটী এই যে, জীব স্বস্বরূপ ও স্বস্বভাব ভুলিয়া মায়ারূপ কৃষ্ণশক্তিতে এই বিশ্বে আবদ্ধ। দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে, এ সময় কৃষ্ণানুগতি ব্যতীত আর উপায় নাই। ভক্তিসাধনই তদানুগত্য। কৃষ্ণ-প্রসাদ ব্যতীত আর কিছু ভোগ করিবে না। পরের উপকার বই আর কিছু অপকার করিবে না। ক্রমশঃ বহির্ম্মুখ জগতের মমতা-ত্যাগ ও এই জগতে উদিত কৃষ্ণ-লীলার নিরন্তর সেবা করতঃ অপার প্রেম ভোগ কর। মায়াবদ্ধ-ক্লেশ অনায়াসে অবান্তর ফলোদয়ের ন্যায় দূর হইবে ॥ ৩০ ॥

এইরূপ কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখিতে থাক, তাহা হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অভিধেয় সাধন চলিবে। সেই কৃষ্ণের আদি, অন্ত, মধ্য, স্ব-পর, অন্তর, বহিঃ এরূপ কিছু নাই। বিশ্বে যতকিছু আছে, সব যিনি এবং বিশ্ব যাঁহা হইতে হইয়াছে, যাঁহার সত্যতাতে সকল সত্য হইয়াছে, সেই কৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব ॥৩১॥

যে কৃষ্ণে এই বিশ্ব, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব, যাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি এই বিশ্ব, আবার যিনি বিশ্ব হইতে পর এবং জীব হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই স্বয়ম্ভুব কৃষ্ণকে আমি শরণাপন্ন হইয়া প্রপত্তি করি। ॥ ৩২ ॥

সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মও অনন্তশক্তি, অরূপ এবং বহুরূপ, আশ্চর্য্যকর্ম্মকারি-স্বরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। জ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে জানি বলিলে আমি অপরাধী হই, কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিব মনে করিলে আমি জড়বুদ্ধি হই, যোগদ্বারা তাঁহার কৈবল্য লাভ করিব এরূপ মনে করিলে আমাকে আমি ধিক্কার করি। সুতরাং অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহাকে প্রণতি করি ॥ ৩৩ ॥

এই প্রধান অর্থাৎ প্রাকৃত তত্ত্ব এবং পুরুষ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ জীব এবং আধিকারিক দেববর্গের যিনি ঈশ্বর এবং যাঁহাতে সর্ব্বকারকের স্থিতি ভূমি অর্থাৎ কর্ত্তা, করণ, অধিকরণ, অপাদান, সম্বন্ধ ও সম্প্র-দানের যিনি একমাত্র স্থল, সেই ভগবান্ কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব ॥ ৩৪ ॥

কেবলাদ্বৈতপক্ষীয়ান্নিরস্তীকৃতাঃ শ্রুতিভিঃ [১০।৮৭। ৩০-৩১]

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥৩৫॥

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্‌বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥৩৬॥

অক্রূরঃ ভগবন্তম্ [১০।৪০।১০]

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যাঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে শক্তিপরিণামাদচিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণনামা দশমঃ কিরণঃ।

সম্বন্ধজ্ঞানং সমাপ্তম্।

শ্রুতিগণ (শ্রীকৃষ্ণকে) কহিলেন,—হে ধ্রুব! জীব-সংখ্যার অন্ত নাই অর্থাৎ জীব অনন্ত, এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে, জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বগত—এইটী তাহাদের ভ্রম; কেন না শাস্ত্রে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং তুমি ঈশ্বর তাহার শাসক অর্থাৎ জীব সেবক ও তুমি সেব্য, এ নিয়ম স্থির থাকে না, সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণু-পরিমাণ। সর্ব্বগ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্বস্বরূপে ব্যাপক এবং তুমি সর্ব্বব্যাপক। তুমি অগ্নি বা সূর্য্য তুল্য, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণকণ-স্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময়স্বরূপ তোমা হইতে স্থিত বলিয়া তাহাকে স্বতত্ত্ব হইতে বাহির না করিয়া দিয়া তোমার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহারা জীবকে সর্ব্ববিষয়ে তোমার সমান জ্ঞান করেন তাঁহারা জানেন না যে, শ্রুতিগণ এই মতকে দুষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

এই বদ্ধজীবের মায়িক জগতে উদ্ভব কেবল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগে ঘটে না। চিৎশক্তিযুক্ত পরমপুরুষ তুমি, তোমাতে মায়াশক্তি-যুক্ত হইয়া জীবের সোপাধিক জন্ম সংঘটন করে। জীব মায়াশক্তির অতীত সুতরাং স্বরূপশক্তির সমাশ্রয়তাক্রমেই বহির্ম্মুখ জীবকে উভয় শক্তিযুক্ত ঈশ্বরের বলক্রমে প্রাণযুক্ত করিয়া জড়ে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উদ্ভব করে। সেই বদ্ধজীবসকল তোমার বিবিধ-নাম-উপাসনার গুণে তোমাতে অর্থাৎ চিন্ময়সমুদ্রস্বরূপ তোমাতে সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় মিশিয়া যায়। উপসনা-অঙ্গে যে সকল রস আছে, সেই অশেষ রস চরমে মধুররসে লয় পায়। ভক্তও সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুররস ভোগ করেন ॥ ৩৬ ॥

অতএব (অক্রূর ভগবান্‌কে) কহিলেন,—অদ্রিপ্রভবা নদীগণ পর্জন্যাপূরিত হইয়া, হে প্রভো! (যেরূপ) সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেরূপ জীবের অন্তিম গতি তুমি বই আর কেহ নয় ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধতত্ত্ব-প্রকরণে শক্তিপরিণামাত্মকাচিন্ত্যভেদাভেদ-লক্ষণতত্ত্বনিরূপণে দশমকিরণে 'মরীচি-প্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।
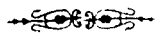
বৈষ্ণবাপরাধ

(১)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

অপরাধের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—"রাধাৎ অর্থাৎ আরাধনাৎ অপগতঃ" অর্থাৎ আরাধনা হইতে অপসারিত। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধের ফলে ভগবদারাধনা হইতে অপসারিত হইতে হয়। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের প্রতি কোন অপরাধ সহ্য করিতে পারেন না। বৈষ্ণবের কৃপা না হইলে গৌর-

কৃপা লাভ হয় না। ভক্তকৃপায় ভক্তি লাভ হয়, সেই ভক্তিবলে ভক্তিবশ্য ভগবানের কৃপা লাভ হয়। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের কৃপায় সেই পাই বিশ্বম্ভর।
'ভক্তি' বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর॥"
—চৈঃ ভাঃ ম ২২।৭

পরমারাধ্য প্রভুপাদ উহার 'ভাষ্যে' লিখিতেছেন—"সেবোন্মুখ না হইয়া ভগবন্নাম-জপাদি বা নানাপ্রকার তপস্যা বৃথা হয়। ভগবৎসেবকের অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও সেবোন্মুখতা-ধর্ম্ম আত্মায় উন্মেষিত হইতে পারে না।"

এস্থলে সেবোন্মুখতা-ধর্ম্মকেই 'ভক্তি' বলা হইয়াছে। উহার পরবর্ত্তী পয়ারে ঠাকুর বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের ঠাঁই যা'র হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তা'র প্রেম-বাধ॥"

ইহার ভাষ্যে প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবাপরাধী নামাপরাধ-ফলে কৃষ্ণভজন করিতে সমর্থ হন না। যদিও নামসেবা করিবার অভিনয় দেখাইয়া ভগবৎকৃপা লাভ করিতেছেন—লোকদৃষ্টিতে এরূপ পরিদৃষ্ট হন, তথাপি ভগবান্ কখনও ভক্তবিরোধীর প্রতি প্রীতিমান্ হন না। এইজন্যই নামাপরাধ-ত্যাগ-প্রসঙ্গে প্রথমেই 'সাধুনিন্দা' বর্জ্জনীয়।"

'কৃষ্ণকৃপা হইলেও' কথাটির মর্ম্মার্থ শ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন যে—বৈষ্ণবাপরাধীর নামভজনের অভিনয় মাত্র হয়, লোকে মনে করে—তিনি খুব ভগবৎকৃপা লাভ করিতেছেন, বস্তুতঃ ভগবান্ কখনও তাঁহার ভক্তবিরোধীর সাধনভজনে বিন্দুমাত্রও প্রীতিলাভ করেন না।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন—ইহা কেবল আমার কথা নয়, ইহা সাক্ষাৎ বেদবাক্য—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন সাক্ষাতেও বলিয়াছেন যে, তাঁহার জননী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট অপরাধিনী হইয়াছিলেন বলিয়া সেই অপরাধ বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি নিজের সন্তানরূপে আবির্ভূত গৌরসুন্দরের প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের মায়ের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলকেই নামাপরাধ হইতে, বিশেষভাবে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান করিয়াছেন। ইহা একটি অত্যদ্ভুত কাহিনী। ইহা শ্রবণ করিলেও শ্রবণের ফলে বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচিয়া যায়। আখ্যায়িকাটি এইরূপ (চৈঃ ভাঃ ম ২২ অঃ দ্রষ্টব্য)—

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করতঃ নিজমূর্ত্তিস্বরূপ শিলাসমূহকে কোলে উঠাইয়া মহাপ্রকাশ-লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন—'কলিযুগে আমিই কৃষ্ণ, আমিই নারায়ণ, আমিই রাম-রূপে সাগর বন্ধন করিলাম। আমি ক্ষীরসাগরে শুইয়াছিলাম, নাড়ার (অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যের) হুঙ্কারে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। ওহে নাড়া (অদ্বৈত), ওহে শ্রীনিবাস, তোমাদের যাহার যে বাঞ্ছা আছে, আমার নিকট মাগিয়া লও।' মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ দেখিয়া সাক্ষাৎ বলদেব নিত্যানন্দপ্রভু দক্ষিণদিকে আসিয়া তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন। গদাধর তাঁহার বামদিকে থাকিয়া তাঁহাকে তাম্বূল যোগাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার চারিদিকে চামর ঢুলাইতে লাগিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে ভক্তিযোগ বিলাইতে লাগিলেন। কোনও ব্যক্তি তাঁহার পিতার, কেহ গুরুর, কেহ শিষ্যের, কেহ পুত্রের, কেহবা পত্নীর জন্য ভগবদ্ভক্তির প্রার্থনা জানাইলে ভক্তবাক্যসত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে সকলকেই প্রেমভক্তি বর প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু সকলকেই কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় প্লাবিত করিতেছেন দেখিয়া সকল ভক্তের মুখপাত্রস্বরূপে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে তাঁহার স্বীয় জননীর প্রতি প্রেমভক্তি বিতরণের প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন—

"(প্রভু বলে—) ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তাঁরে নাহি দিমু প্রেমভক্তির বিলাস॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি তাঁর আছে অপরাধ।
অতএব তা'ন হৈল প্রেম-ভক্তি-বাধ॥"

অর্থাৎ 'তিনি বৈষ্ণবাপরাধিনী, সুতরাং তাঁহার প্রেমভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই।"

ইহা শুনিয়া শ্রীবাস কহিলেন—"প্রভু, তোমার একথা ত' আমাদের সকলেরই মৃত্যুতুল্য। তোমা হেন পুত্রকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, আমাদের

সকলেরই যিনি জীবন-স্বরূপ, সেই সাক্ষাৎ জগন্মাতা আই'র প্রেমযোগে অধিকার নাই ? প্রভু তুমি আর বঞ্চনালীলা করিও না, মায়া ছাড়, আইকে প্রেমভক্তি প্রদান কর। তুমি যাঁর পুত্র প্রভু, সেই সর্ব্বজননীর পুত্রস্থানে কি অপরাধ থাকিতে পারে ? যদি বা কোন বৈষ্ণবস্থানে তাঁহার অপরাধ থাকে, তাহা হইলে তাহা খণ্ডাইয়া তাঁহাকে প্রসাদ কর।" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন—

"(প্রভু বলে,—) উপদেশ কহিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥
যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর ॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে।
তুমি জান', তা'র ক্ষয় হইল কেমনে ॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তা'ন অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ ॥
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায় ॥"

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ও তাঁহার ভক্তের চরণে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন না। তিনি বলেন—'আমি ভক্ত-পরাধীন, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইলেও আমি ভক্তের নিকট অস্বতন্ত্রের ন্যায়। ভক্তগণ তাঁহার হৃদয়, ভক্তগণেরও আবার তিনিই হৃদয়, ভক্তগণ তাঁহা ছাড়া কাহাকেও জানে না, তিনিও ভক্তছাড়া কাহাকেও জানেন না, ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্ত তাঁহার প্রাণের প্রাণ, আবার তিনিও ভক্তের জীবন-সর্ব্বস্ব। এহেন ভক্তের চরণে অপরাধ কি ভক্তপ্রেম-বশ্য ভগবান্ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন ? এক-মাত্র উপায়, যে ভক্তের স্থানে যাহার অপরাধ হয়, তাঁহারই চরণে নিষ্কপটে শরণাগত হইলে ভক্তের ক্ষমা-গুণে গুণগ্রাহী ভগবান্ সেই অপরাধীর প্রতি প্রসন্ন হন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতচরণে মা'র অপরাধ আছে, মা তাঁহার চরণ-ধূলি মাথায় লইলে তাঁহার (অর্থাৎ অদ্বৈতের) প্রসন্নতায় তাঁহার (মহাপ্রভুর) প্রসন্নতা এবং মার প্রেমভক্তি লাভ হয়।'

মহাপ্রভুর এই উপদেশ-বাক্য-শ্রবণমাত্র ভক্তগণ সকলেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যসমীপে ছুটিয়া চলিলেন এবং তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু সকল কথা শুনিয়া শ্রীবিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—'তোমরা কি আমার জীবন লইতে চাহ ? অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলাই কি তোমাদের উদ্দেশ্য ? যাঁহার গর্ভে আমার প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি আমার জননী, আমি যাঁহার পুত্র, আমি যে আইর চরণধূলির পাত্র মাত্র, যে আই সাক্ষাৎ বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা, তাঁহার প্রভাব তিল-মাত্রও তোমরা না জানিয়া এরূপ অভাবনীয় কথা কি করিয়া মুখে আনিলে ? প্রাকৃতশব্দেও যে 'আই' শব্দ মুখে উচ্চারণ করিবে, 'আই' শব্দ-প্রভাবে তাহাকে আর দুঃখভাক্ হইতে হইবে না, যিনি গঙ্গা, তিনিই আই—কোন ভেদ নাই। দেবকী-যশোদা যে বস্তু, আমাদের আই-ও সেই বস্তু।" এইরূপে আই-এর তত্ত্ব বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। সময় বুঝিয়া আই শীঘ্র বাহিরে আসিয়া আচার্য্যের চরণ-ধূলি শিরে ধারণ করিবামাত্র বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইলেন।

"পরম-বৈষ্ণবী আই মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁর শক্তি ॥
আচার্য্যচরণধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা আই, বাহ্য নাহি জানে ॥"

তখন বৈষ্ণবগণ সকলেই মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

"অদ্বৈতের বাহ্য নাহি—আইর প্রভাবে।
আইর নাহিক বাহ্য—অদ্বৈতানুভাবে ॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
হরি হরি ধ্বনি করে বৈষ্ণবসকল ॥"

মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া হাসিতে হাসিতে জননীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—

'এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর ॥"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত অনুগ্রহ-বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ পরমোল্লাসে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিজ জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষা-গুরু স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর সকলকেই বৈষ্ণবাপরাধরূপ মহাপরাধ হইতে সাবধান করিলেন। তাই বৈষ্ণবমহাজন ঠাকুর বৃন্দাবনদাস কহিতেছেন—

"শূলপাণিসম, যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে ।
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥
ইহা না জানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে ।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে ॥
অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী ।
তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি' গণি ॥"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার ভাষ্যে কহিতেছেন—

"যে সকল অপরাধী মহাপাপিষ্ঠ, বৈষ্ণবের নিন্দা করিবার অপসাহস প্রদর্শন করে, দৈব-দুর্ব্বিপাকে সেইসকল পাপিষ্ঠ সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের জননী হইবার সৌভাগ্যবতী হওয়া সত্ত্বেও যখন বৈষ্ণবাপরাধ প্রবল বিক্রম প্রদর্শন করে, তখন সাধারণ অন্যের পক্ষে আর কি কথা !"

শচীমাতা যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা বস্তু-বিচারানুসারে (অর্থাৎ স্বয়ং মহাপ্রভুর বিরহবিহ্বলা জননীর পক্ষে) অপরাধ বলিয়াই গণ্য হয় না, তথাপি মহাপ্রভু তাহাকে অপরাধরূপে গণ্য করিয়া শচীমাতাকে প্রেমভক্তি দিতে চাহিতেছিলেন না, আর আমরা যে উহা হইতে কত ভীষণ ভীষণ অপরাধ বেপরোয়া ভাবে করিয়া বসি, তাহার কি আর ইয়ত্তা আছে ? হায়, আমাদের কি গতি হইবে, তাহা জানি না। তাই—

'হা গৌরনিতাই, তোরা দুটি ভাই,
পতিত জনার বন্ধু ।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু ॥"

শচীমাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান বিশ্বরূপ অদ্বৈতসঙ্গ-প্রভাবে সংসার-বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেল, কনিষ্ঠ সন্তান বিশ্বম্ভরেরও সংসারে ঔদাসীন্য দেখিয়া মার মনে হইয়াছিল —তাঁহার এ ছেলেটিকেও বোধহয় আচার্য্য আর ঘরে থাকিতে দিবেন না। তাই মনের দুঃখে মা বলিয়াছিলেন—

'ইনি অন্যের নিকট অদ্বৈত হইলেও আমার নিকট 'দ্বৈত' অর্থাৎ মায়া ।'

"ইহারে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে ঘোষে ।
'দ্বৈত' বলিলেন আই কোন অসন্তোষে ॥"

এই আখ্যানটি ঠাকুর একটু সবিস্তারে বর্ণন করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও পান্থরপুরে সিদ্ধিলাভের আখ্যান পূর্ব্বেই বর্ণন করিতেছেন।

মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ—মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দপ্রভুর অভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ—মহাবৈকুণ্ঠে—মহাসঙ্কর্ষণ-স্বরূপ। মহা তেজোময়—ভুবনদুর্ল্লভ অপূর্ব্ব রূপবান্ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, পরম সুধীর। তাঁহার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারেন, এমন পণ্ডিত নবদ্বীপে তৎকালে কেহই ছিলেন না। তথাপি তিনি বালক-গণসমীপে সাধারণ বালকের ন্যায় শৈশবোচিত ভাবে অবস্থান করিতেন। একদিন শ্রীজগন্নাথমিশ্র পরম-সুন্দর বিশ্বরূপকে লইয়া পণ্ডিতসভায় উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ পণ্ডিতগণ বিশ্বরূপকে দেখিয়া খুবই আনন্দ লাভ করিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশ্বরূপও সর্ব্বচিত্ত হরণ করিলেন। এক ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বালক বিশ্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস ! তুমি কি পড় ? বিশ্বরূপ কহিলেন—আমি সকল শাস্ত্রে কিছু কিছু অধিকার লাভ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া সেই পণ্ডিত শিশুজ্ঞানে বিশ্বরূপকে আর কিছু কহিলেন না। ইহাতে পিতা জগন্নাথ মিশ্রবর একটু দুঃখ পাইলেন। নিজকার্য্য করিয়া পিতা বিশ্বরূপ-সহ গৃহে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পিতা বিশ্বরূপকে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—বেটা তুই যে পুঁথি পড়িস, তাহা না বলিয়া তুই সভামধ্যে গিয়া কি বলিয়া আসিলি ? তোকে ত' সকলেই মূর্খ জ্ঞান করিল। আমাকেও লোকের কাছে লজ্জা দিলি, অপমান করলি। 'তোমারে ত' সবার হইল মূর্খজ্ঞান। আমারেও দিলে লাজ করি' অপমান ॥' মিশ্রবর পুত্রকে তাড়ন ভৎর্সন করিয়া ক্রোধভরে ঘরে গেলেন। বিশ্বরূপ পুনরায় পণ্ডিতসভায় গিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—আপনারা ত' আমাকে আমার পঠিতবিষয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল বাবাকে দিয়া আমাকে শাস্তি করাইলেন। আপনারা আমাকে যাঁহার যে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহার উত্তর দিব। তখন একজন পণ্ডিত কহিলেন—তুমি আজ যাহা পড়িয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বল। বিশ্বরূপ পুনঃ পুনঃ খণ্ডনস্থাপনসহকারে ব্যাখ্যা করিয়া সকল পণ্ডিতেরই বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। পণ্ডিতসমাজ সকলেই তাঁহাকে পরম সুবুদ্ধি বলিয়া

প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বিশ্বরূপ নবদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক লোক-সকলকে ভক্তিশূন্য দেখিয়া আদৌ সুখানুভব করিতে পারিলেন না। অধ্যাপকগণ গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র পঠন-পাঠন করেন বটে, কিন্তু কাহারও মুখে ভক্তি-ব্যাখ্যা শ্রবণ করা যায় না। কেবল শ্রীঅদ্বৈত-সভায় সর্ব্বশাস্ত্রের ভক্তিপর ব্যাখ্যা শুনিয়া বিশ্বরূপ বড়ই সুখ পান। তাই তিনি নিরবধি অদ্বৈতগৃহে অবস্থান করেন। মা বালক বিশ্বম্ভরকে তাঁহার দাদাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠান। বিশ্বম্ভর দাদাকে ডাকিতে আসিয়া সকলের মন হরণ করিয়া দাদাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে যান। এইরূপে বিশ্বরূপ ক্রমে সংসারসুখে উদাসীন হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসের নাম হইল—শ্রীশঙ্করারণ্য। পাণ্ডুরপুরে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। শচীমা বিশ্বরূপবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির"। কিন্তু বৈষ্ণবা-পরাধ-ভয়ে মনে মনে মহাদুঃখ পাইলেও বাহিরে কিছু ব্যক্ত করিয়া বলেন না, বিশ্বম্ভরকে বুকে ধরিয়া সব দুঃখ সহ্য করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বম্ভর-কেও মা দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার নিমাই বিশ্বম্ভর নিরন্তর অদ্বৈতসভায় থাকে, পুত্রবধূ লক্ষ্মীর দিকে চায় না। পুত্র গৃহেতে থাকিতে চাহে না, সর্ব্বদা অদ্বৈতসঙ্গে থাকিতে চায় দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন—

"এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য্য গোঁসাই॥"

"সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
কে বলে অদ্বৈত, দ্বৈত এ বড় গোসাঞি॥
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির॥
অনাথিনী মোরে ত' কাহারো নাহি দয়া।
জগতে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত—মায়া॥
সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি॥"

অর্থাৎ 'অদ্বৈত' জগতের নিকট মায়াতীত হইলেও আমার নিকট 'দ্বৈত' অর্থাৎ মায়াজাল বিস্তার করি-তেছেন। "আমার একটিমাত্র পুত্র সংসারে আছে। অপরপুত্রটিকে অদ্বৈতপ্রভু পরামর্শ দিয়া যতিধর্ম্মে নিয়োগ করায় আমি সেই পুত্রের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আবার আমার এই পুত্রটিকেও পরামর্শ দিতেছেন। সুতরাং অদ্বৈতপ্রভু জগতের নিকট অদ্বৈত বলিয়া পরিচিত হইলেও আমার নিকট মায়াজাল বিস্তার করিতেছেন।" —সাক্ষাৎ ভগবান্ পুত্রের বিরহে কাতর হইয়া মা ঐ কথা মনে মনে বলিয়া-ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেম দিতে চাহেন নাই. সুতরাং গুরুবৈষ্ণবকে সাক্ষাদ্ভাবে অনাদর করিয়া মানুষের যে কি মহাদুর্গতি হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে—অতএব সাধু সাবধান!

আমরা বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে আরও কএকটি পয়ার উদ্ধার করি-তেছি—

চৈঃ ভাঃ আ ১।১৩৯—

'মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষ্যে ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান।'

ভাষ্য—'সর্ব্বজ্ঞ গৌরহরি স্বীয় জননীকে শ্রীঅদ্বৈ-তের নিকট অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জগতে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব এবং তাদৃশ অপরাধ হইতে সকল সাধকেরই মুক্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইলেন।'

ঐ চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৩৮৬-৩৯৩—

"হেনমতে জগাই মাধাই পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥
সবার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণি-সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে॥"

তথাহি (ভাগবত ৫।১০।২৫)

"মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্-
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥"

"(ভরতের প্রতি রহূগণের উক্তি—) মহতের অবমাননা করায় (বিমানাৎ অর্থাৎ অনাদরাৎ) সেই স্বকৃত অবমাননাফলে মাদৃশ ব্যক্তি শূলপাণির ন্যায় বিশেষ সমর্থ পুরুষ হইলেও অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।"

"হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই'।
সে জনের অধঃপাত—সর্ব্বশাস্ত্রে কই॥

সর্ব্বমহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ॥
পদ্মপুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয়, ইহা করিলে পালন॥"

তথাহি (পদ্মপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডে)—
'সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং জাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥'

["সজ্জনগণের নিন্দা শ্রীনামের নিকট প্রধান অপরাধ বিস্তার করিয়া থাকে। হায়! 'নাম' (শ্রীনাম প্রভু) যাঁহাদিগের নিকট হইতে ইহলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? (অর্থাৎ কখনই সহ্য করিতে পারেন না; পরন্তু ঐ নামাপরাধীর বিষম সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকেন।)"]

উক্ত ৩৯১ পয়ারের 'ভাষ্য'—

"স্মৃতি-কথিত সকলপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা শ্রীনামের পাপ-নির্হরণী-শক্তি—প্রবলা; কিন্তু সেই-রূপ নামগ্রহণকারীও হরিজনের নিকট অপরাধী হইলে তাহার কখনও পরিত্রাণ হয় না। নামাপরাধের মধ্যে সাধুনিন্দাই আদি অপরাধ। নামাপরাধ হইলে নামাভাস ও নাম-গ্রহণের ফলপ্রাপ্তি কখনই সম্ভবপর নহে।"

জগাই মাধাই-কথা—(ঐ ম ১৩শ পঃ)

"সর্ব্বপাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণবনিন্দা এইসব পাকে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্বধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দ্য কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৩৯-৪৩

'পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ॥'
(ভাঃ ১১।২৮।১) ঐ ম ১৩।৪৩ ভাষ্য দ্রষ্টব্য

"মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্যগোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম—সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা—সব মহাভাগ॥"

— চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৩১১-৩১২

চৈঃ ভাঃ ম ৫।১৩৯-১৫০—

তথাহি নারদীয়ে—
'অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি॥'

'বৈষ্ণব-হিংসার কথা থাকুক সে দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।
পূজাও নিষ্ফলে যায়, আর দুঃখে মরে॥
সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু, না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥
একহস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায়, কপালে॥
এসব লোকের কি কুশল কোনক্ষণে।
হইয়াছে, হইবেক? বুঝ ভাবি' মনে॥
যত পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে।
তা'র শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে॥
শ্রদ্ধা করি' মূর্ত্তি পূজে ভক্ত না আদরে।
মূর্খ, নীচ, পতিতেরে দয়া নাহি করে॥
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার॥
বলরাম-শিব-প্রতি প্রীত নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এসব জনারে॥'

তথাহি ভাগবতে ১১।২।৪৭—
'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥'
'এতেকে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণে।'

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৫৫)

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় গুস্করা রেলষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে কোগ্রামে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে রাঢ়ীয় বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে ইঁহার আবির্ভাব-তিথি পৌষমাসের শুক্লপ্রতিপদ্। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকমলাকর দাস, মাতার নাম শ্রীমতী সদানন্দী। ঠাকুরের শ্রীপাটের নিকটে অজয়নদ প্রবাহিত। ইনি পিতামাতার একমাত্র পুত্র হওয়ায় তাঁহাদের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। ইনি মাতামহের বাড়ীতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালীন সামাজিক প্রথানুসারে লোচনদাস ঠাকুরের অল্প বয়সে বিবাহ হয়। ইঁহার শ্বশুরালয় আমেদপুর কাকুট গ্রামে। ইনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেও বিষয়বিরক্ত ছিলেন, সর্ব্বদা গৌরভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথা সংলাপে সময় অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন। শৈশবকাল হইতেই ঠাকুরের চরিত্রে অদ্ভুত গৌরানুরক্তি পরিলক্ষিত হয়।*

শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর লোচনদাসের প্রতি স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করতঃ নিজ শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। লোচনদাস ঠাকুরও শ্রীখণ্ডে গুরুদেবের পাদপদ্মে অবস্থান করতঃ পরমোৎসাহে গুরুদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে কীর্ত্তনবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূত লীলামৃত লিখিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। শ্রীল গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তিনি 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ লিখিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র শ্রবণে সর্ব্বোত্তম মঙ্গল লাভ হয় এইহেতু গ্রন্থের নাম রাখা হইল শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' ছিল। পরবর্ত্তিকালে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' নাম হয়। লোচনদাস ঠাকুরের বন্দনাতে উহার ইসারা পাওয়া যায়।

'বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবতগীতে ॥'

(চৈতন্যমঙ্গল সূত্রখণ্ড)

কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত গ্রন্থের নামকরণ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের প্রারম্ভে সূত্রখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থনা এইভাবে করা হইয়াছে ঃ—

'ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,
যাঁর পদপ্রতি আসে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরাগুণ গাহিবারে,
সে ভরসা এ লোচনদাস ॥'
'তাঁহা বিনু নাহি মোর তিন লোকে বন্ধু।
নরহরিদাস বন্দোঁ গৌর-গুণ-সিন্ধু ॥'
'আমার ঠাকুর প্রভু নরহরিদাস।
প্রণতি-বিনতি করোঁ পুর' মোর আশ ॥'

পূর্ব্ববঙ্গের পাঁচালী ছন্দের অনুকরণে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' লিখিয়াছেন।

---

* শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর সম্বন্ধে এইরূপ একটী অলৌকিক ঘটনার কথা শুনা যায়। শিশুকালে বিবাহ হওয়ায় লোচনদাসের স্ত্রী তাঁহার পিতামাতার নিকট থাকিতেন। কন্যা বড় হইলে এবং লোচনদাসের বিষয়বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া কন্যার পিতা-মাতা কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। কন্যার পিতামাতা লোচনদাসের গুরুদেবের নিকট আসিয়া সব নিবেদন করিলেন। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের আদেশক্রমে লোচনদাস শ্বশুরালয়ে যাইতে বাধ্য হইলেন। দীর্ঘদিন শ্বশুরালয়ে না যাওয়ায় শ্বশুরগৃহ স্থির করিতে না পারিয়া তিনি গ্রামের একজন যুবতী মহিলাকে 'মা' সম্বোধন করিয়া উক্ত গৃহের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পরে শ্বশুরগৃহে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যাঁহাকে তিনি 'মা' সম্বোধন করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার 'স্ত্রী'। তদবধি লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার স্ত্রীকে 'স্ত্রী'রূপে না দেখিয়া 'জননী'রূপে দর্শন করতঃ বৈরাগ্যের সহিত জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ভজনে অতিবাহিত করিয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ দেব 'নূতন বাংলা অভিধানে' লোচনদাস ঠাকুরকে বাংলা তথ্যভাষার সাহিত্য রচনার এবং মাত্রাবৃত্তছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় লালিত্য আছে। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ লিখিত হয়। এইরূপ কথিত হয় লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার গৃহে ফুলগাছতলায় একটী প্রস্তরের উপরে বসিয়া 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। শ্রীমুরারি গুপ্ত-রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিত' অবলম্বনে লোচনদাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রার্থনা', 'দুর্ল্লভসার', পদাবলী (ধামালী), 'জগন্নাথবল্লভ নাটক', 'রাসপঞ্চাধ্যয়ের পদ্যানুবাদ'। গুস্করা ষ্টেশনের নিকট কাঁদড়া-গ্রামে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে লোচনদাস ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ আছে, এইরূপ শ্রুত হয়।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে তাঁহার গুরুদেব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়তমরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা তদ্রূপ বর্ণিত হয় নাই—এইরূপ মনে করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্মে অপরাধ হইয়াছে আশঙ্কায় উক্ত অপরাধ স্খালনের জন্য তিনি পরবর্ত্তি-কালে নিত্যানন্দ-মহিমাসূচক কএকটী গীতি লিখিয়াছেন। গীতিগুলি ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

(১)

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী ॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে ॥
দীনহীন পতিতপামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু (নিতাই) কাটিয়া মোহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান ॥
লোচন বলে মোর নিতাই যে বা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ॥

(২)

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া ॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ করি'।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায় ॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল ॥

(৩)

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মহিমাসূচক গীতি

পরম করুণ, পঁহু দুই জন,
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার, সার-শিরোমণি,
কেবল আনন্দ-কন্দ ॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি'।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল হরি হরি ॥
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,
এমন দয়াল দাতা।
পশুপাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে,
শুনি' যার গুণগাথা ॥
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন,
কহয়ে লোচনদাস ॥

———

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ভক্তগণকে মাল্যচন্দন প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী-রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে* লোচনদাস ঠাকুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

* ভক্তিরত্নাকর রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী। ইঁহার আবির্ভাবস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার রেঙাগ্রামে। ইনি ঘনশ্যাম দাস নামে প্রসিদ্ধ। খণ্ডবাসী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর পৃথক্ ব্যক্তি।

'শ্রীযদুনন্দন, শ্রীলোচন দুইজন।
লইলেন পুষ্পমাল্য সুগন্ধি চন্দন ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৯।৫৯১

একশ্রেণীর অপসম্প্রদায় লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে 'গৌর-নাগরী'বাদের কথা আছে এই-রূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গৌর-নাগরবাদকে গর্হণ করিয়াছেন। 'গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে।'—চৈতন্যভাগবত। "শ্রীগৌরসুন্দর—রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আশ্রয়জাতীয় শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়জাতীয় চেষ্টাযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ ভোক্তার অভিমানে পরস্ত্রী দর্শনাদিদ্বারা 'লম্পট-নাগরে'র বৃত্তির পরিচয় দেন নাই।"
—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোধান হয়। ঠাকুরের শ্রীপাটে ইষ্টকনির্ম্মিত সমাধি আছে।
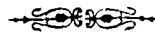
আসামে জালাহ (বরপেটা) অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ তাঁহার প্রকটকালে বহু বৎসর পূর্ব্বে জালাহ অঞ্চলে ভক্তগণের প্রার্থনায় সপার্ষদে কয়েকবার জালাহঘাট, পাঠশালা, নিমুয়া-বণিয়াগাঁও, পিপ্‌লী প্রভৃতি স্থানে শুভ পদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত অপূর্ব্ব ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বহু নরনারী শুদ্ধভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছিলেন। বহু বৎসর পরে জালাহনিবাসী ভক্ত-গণ তথায় প্রচারের জন্য শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব যাইবেন বলিয়া বাক্য দেন।

জালাহঘাটঃ—তদনুসারে তিনি গত ১৮ ফাল্গুন ১৩৯৫; ২ মার্চ্চ ১৯৮৯ বৃহস্পতিবার সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে সদলবলে গভর্ণমেণ্ট ট্রান্স-পোর্ট বাসযোগে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় পাঠশালা সহরে নামিয়া তথা হইতে পুনঃ মটরকার ও বাসযোগে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় জালাহঘাটে আসিয়া শুভ পদার্পণ করেন। স্থানীয় মার্কেটিং হাউসে একটি কামরায় শ্রীল আচার্য্য-দেবের এবং একটি বিশাল হলে স্বামীজিগণের ও ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। দুইদিন পূর্ব্বেই প্রচারপার্টি জালাহঘাটে পৌঁছিবার কথা ছিল। কিন্তু আসামে রাজনৈতিক আন্দোলনহেতু প্রায় বন্ধ ঘোষিত হইতে থাকায় স্বামীজিগণ তথায় পৌঁছিতে পারিবেন কি না সন্দেহ হওয়ায় জালাহনিবাসী ভক্তগণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধু-গণের শুভ পদার্পণে তাঁহাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল। তাঁহারা পরম উৎসাহে ও পরম উল্লাসভরে বিবিধ সেবাকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। মার্কেটিং হাউসের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উক্ত দিবস এবং পরদিবস অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভা হয়। প্রত্যহ মুখ্য বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস এবং স্থানীয় শ্রীনিগমানন্দ স্বামী সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীব্রহ্মমহোদয় বক্তৃতা করেন। শ্রীব্রহ্মমহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-

ভক্তিসিদ্ধান্ত বিষয়ে কিছু বিতর্ক উপস্থাপিত করিলে শাস্ত্রযুক্তিমূলে স্বামীজিগণ উহা নিরসন করিয়া দেন। স্থানীয় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় সভায় যোগ দিয়াছিলেন। সভায় বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল ঃ—'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার' এবং 'ঈশ্বর বিশ্বাসের উপকারিতা'।

১৯ ফাল্গুন প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক আহূত হইয়া সদলবলে পদব্রজে প্রথমে সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসের গৃহে এবং তৎপরে অন্যান্য ভক্তগণের গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস তাঁহার গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

জালাহঘাটে এবং নিমুয়া বণিয়াগাঁওয়ে মুখ্য উদ্যোক্তা নিমুয়ার শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী ও শ্রীভগীরথ দাসাধিকারী এবং জালাহঘাটে শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস প্রভৃতি গৃহস্থ মঠাশ্রিত ভক্তগণ। শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় ব্যতীত জালাহ অঞ্চলে প্রচারের আনুকূল্যের জন্য আসেন শ্রীরমানাথ বনচারী (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য), শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসূত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীবিষ্ণুপদ দাস, শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীগঙ্গাধর দাস, শ্রীজগদীশ শিকদার ও শ্রীরবীন দাস। শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারীর পুত্র শ্রীবনবিহারী দাস সাধুগণকে সরভোগ হইতে জালাহ অঞ্চলে আনিবার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করেন। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী পরবর্ত্তিকালে প্রচারপার্টিতে আসিয়া যোগ দেন।

নিমুয়া-বণিয়াগাঁও ঃ—২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শনিবার শ্রীল আচার্য্যদেব জালাহনিবাসী ভক্তগণসহ সদলবলে জালাহঘাট হইতে ট্রান্সপোর্ট বাসযোগে প্রাতঃ ৬-৩০টায় রওনা হইয়া আধা ঘণ্টা বাদে সহর নিত্যানন্দে আসিয়া পেঁাছিলে শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী প্রভৃতি নিমুয়া-বণিয়াগাঁওবাসী ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুল জয়ধ্বনি, সংকীর্ত্তন ও মাল্যাদিসহ সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তগণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন শ্রীল আচার্য্যদেব ও পূজনীয় মহারাজগণকে রিক্সাতে সমাসীন করিয়া তথা হইতে নগরসংকীর্ত্তন-সহযোগে তিন কিলোমিটার দূরবর্ত্তী নিমুয়া বণিয়াগাঁওয়ে যাইবেন। উক্ত দিবস শুভ একাদশী তিথিবাসর হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব রিক্সাতে না বসিয়া সংকীর্ত্তন-সহযোগে যাওয়াই সমীচীন মনে করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা প্রার্থনামুখে উক্ত সংকীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য-সহযোগে অগ্রসর হইতে থাকিলে ভক্তগণ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। রাস্তার দুইপার্শ্বে শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য গ্রামের নরনারীগণ আসিয়া ভীড় করিলেন। পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় ভক্তগণ নিমুয়ায় আসিয়া উপনীত হইলে মঠের সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয় শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী, শ্রীভগীরথ দাসাধিকারী ও শ্রীচিদানন্দ দাসাধিকারী—গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহে। বহিরাগত অতিথি ভক্তগণ স্থানীয় স্কুলগৃহে অবস্থান করেন। গ্রাম্য পরিবেশ, গ্রামবাসিগণের সরল প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া সাধুগণ পরিতুষ্ট হন।

২০ ফাল্গুন শনিবার স্থানীয় বাণীবিদ্যালয় হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এবং পরদিবস নিমুয়া বণিয়াগাঁও কীর্ত্তনঘর প্রাঙ্গণে প্রত্যহ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত ২০ ফাল্গুন রাত্রিতে শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারীর গৃহে, ২১ ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীভগীরথ দাসাধিকারীর গৃহে এবং রাত্রিতে শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারীর গৃহেও ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ অসমীয়া ভাষায় 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' ও 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা' সম্বন্ধে দীর্ঘসময় সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলেন। যদিও শ্রীল আচার্য্যদেবের অসমীয়া ভাষায় বলিবার সেপ্রকার অভ্যাস নাই তথাপি স্থানীয় ভক্তগণের আগ্রহক্রমে তিনি অসমীয়া ভাষায় প্রতিটি সভায় বক্তৃতা করেন। ভাষা শুদ্ধ না হইলেও শ্রোতাগণ উহাতেই সন্তুষ্ট হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ বিভিন্ন শাস্ত্রপ্রমাণসহ বাংলা ভাষায় সুন্দরভাবে বিষয়বস্তুগুলি বুঝাইয়া বলেন।

শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী, শ্রীভগীরথ দাসাধিকারী ও শ্রীমদ্ চিদানন্দ দাসাধিকারীর গৃহে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যকে বহুদিন বাদে পাইয়া ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেবকে আনিবার জন্য ব্যাকুল হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য সংকীর্ত্তন-সহযোগে প্রতিটি গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীমদ্ রমানাথ প্রভুর ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য পিপ্‌লী গ্রামের নিকটবর্ত্তী তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পুত্রগণের গৃহেও শুভ পদার্পণ করতঃ তিনি হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

ভক্তগণের স্ত্রী ও পরিজনবর্গ সকলেই সাধুগণের সেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া আশীর্ব্বাদভাজন হন।
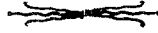
উত্তর ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ

উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী প্রচারকবৃন্দ সমভিব্যাহারে পশ্চিমীপাঞ্জাবীবাগ—নিউদিল্লী, জলন্ধর, চণ্ডীগঢ়, লুধিয়ানা, শিমলাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারান্তে দেরাদুন মঠ হইয়া কলিকাতা মঠে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ মে মঙ্গলবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতিকাল ঃ—

শ্রীবাঙ্কেবিহারী মন্দির, পশ্চিমীপাঞ্জাবীবাগ, নিউদিল্লী ঃ—১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল রবিবার হইতে ২২ চৈত্র, ৫ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধামাধব মন্দির, জলন্ধর (পাঞ্জাব) ঃ—২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগঢ় ঃ—২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে ৫ বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

শ্রীসনাতন ধর্ম্ম-সভা মন্দির, নিউমডেল টাউন, লুধিয়ানা, শেষের দুইদিন সভার স্থান—শ্রীকৃষ্ণমন্দির, শাস্ত্রীনগর লুধিয়ানা ঃ—৬ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল বুধবার হইতে ১১ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত।

শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা গঞ্জমন্দির, শিমলা ঃ—১২ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে ১৬ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল শনিবার পর্য্যন্ত।

সর্ব্বত্র প্রচার বিপুলভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিমীপাঞ্জাবীবাগ—নিউদিল্লীতে একদিন, জলন্ধরে একদিন, চণ্ডীগঢ়ে একদিন, লুধিয়ানায় দুইদিন নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং প্রত্যেক স্থানে মহোৎসব হয়। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি অশান্ত থাকিলেও প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনে নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় প্রচুর পুলীশ পাহারার ব্যবস্থা ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে হরিকথা বলেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী। পশ্চিমীপাঞ্জাবীবাগ—নিউদিল্লীতে ধর্ম্মসম্মেলনে একদিন বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী। কীর্ত্তন, মৃদঙ্গবাদন, রন্ধন এবং অন্যান্য সেবায় আনুকূল্য বিধান করেন শ্রীমদনমোহন দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী,

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগঙ্গাধর দাস ও শ্রীরাজারাম।

চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঞ্চ-দিবসব্যাপী মহতী ধর্ম্মসম্মেলনে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রিডার (Reader) ডক্টর বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, হরিয়াণা রাজ্যসরকারের স্টেট্ প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস্-চেয়ার-ম্যান শ্রীমূলচাঁদ জৈন, মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ, দৈনিক ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা, পাঞ্জাব বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটী স্পীকার সর্দ্দার নসীব সিং গীল, পাঞ্জাব রাজ্যসরকারের পি-ডব্লিউ-ডির চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীকে-এস্-এস্ নায়ার, ব্রিগেডিয়ার পি-এস্ যশপাল, হরিয়াণা বিধানসভার সদস্য শ্রীযশপাল সিং চৌধুরী, হরিয়াণা রাজ্য-সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসার শ্রীরামবিলাস শর্ম্মা এবং পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশিবচরণ দাস বাজাজ। নিউদিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, চণ্ডীগঢ়, হিমাচলপ্রদেশ ও জম্মুর ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। বহু ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌর-বিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

পশ্চিমী-পাঞ্জাবীবাগ—নিউদিল্লীতে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরামপ্রসাদজী ; জলন্ধর সহরে শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা, শ্রীহিন্দপাল আগরওয়াল, শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিপিনকুমার, শ্রীরাজকুমার জিণ্ডেল ও শ্রীপ্রেমজী ; চণ্ডীগঢ়ে মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ ; লুধিয়ানা সহরে শ্রীজায়গীরদাস কোচর (শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী), শ্রীরাকেশ কাপুর ও শ্রীরাজেশ গোয়েন্দী ; শিমলাতে শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ার (শ্রীসুন্দরগোপাল দাসাধিকারী) মুখ্য উদ্যোক্তারূপে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে যত্ন করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শিমলা হইতে ট্রেনযোগে ৩০শে এপ্রিল পার্টী সহ চণ্ডীগঢ়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পর-দিবস তিনি দেরাদুন মঠের সংকীর্ত্তনভবনের কার্য্যা-রম্ভের জন্য চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগঙ্গাধর দাস, চণ্ডীগঢ়ের অভিজ্ঞ মিস্ত্রী সহ ১লা মে বেলা পৌনে ১টায় চণ্ডীগঢ় হইতে মেটাডোরযোগে যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভপদার্পণ করেন। প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী একদিন পূর্ব্বে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের মুখ্য দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে এবং দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীর সহায়তায় সংকীর্ত্তনভবনের কার্য্যারম্ভ হইতে ও উহার অগ্রগতি দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরমোৎসাহিত হইয়াছেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমুরারিদাস বাসুদেব ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমুরারি দাসাধিকারী প্রভু ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বোম্বাই সহরে বান্দ্রা (পশ্চিম) তৃতীয় কেন্ রোডস্থ নিজালয়ে বিগত ৪ কার্ত্তিক ১৩৯৫, ২১ অক্টোবর ১৯৮৮ শুক্রবার শ্রীএকাদশী তিথিতে নিরন্তর শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব পাঞ্জাব প্রচারকালে যে সময়ে অমৃতসরে শুভ পদার্পণ করতঃ নিমক-

মণ্ডীস্থিত বাবা শ্রীপুরুষোত্তমদাসজীর শ্রীমন্দিরে মাসাধিককাল অবস্থান করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীমুরারিদাস প্রভুর শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য হয়। তিনি সস্ত্রীক পুত্রপরিজনবর্গসহ উক্ত মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থান করিতেন। তিনি অমৃতসর-হলবাজারস্থ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে'র একাউণ্টেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত ব্যাঙ্কের 'ম্যানেজার'-রূপে পদোন্নতির পর তিনি কএক বৎসর পরে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে শ্রীমুরারিদাস প্রভু মায়াবাদ-সম্প্রদায়ভুক্ত 'সোহহম্' মন্ত্র জপ করিতেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের অপূর্ব্ব দীর্ঘ দিব্যকান্তি দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মায়াবাদবিচার পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণসহ ৭ই অক্টোবর, ১৯৫৪ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট নামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও নাম-মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। গুরুসেবানিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণভজন-নিষ্ঠার দ্বারা তিনি অল্পদিনের মধ্যে শ্রীল গুরুদেবের এবং বৈষ্ণবগণের প্রিয়পাত্র হইলেন। অমৃতসরে থাকাকালে তিনি তাঁহার সাধ্যমত প্রচার আনুকূল্য এবং শ্রীল গুরুদেবকে, বৈষ্ণবগণকে তাঁহার গৃহে আনিয়া তাঁহাদের সুষ্ঠু সেবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি জলন্ধরে, লুধিয়ানায়, হোশিয়ারপুরে, চণ্ডীগড়ে, বৃন্দাবনে প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে যোগ দিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেন। হরিকথা শ্রবণে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা হইতে তাঁহাকে 'ভক্তিহৃদয়' গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

তিনি বৃন্দাবনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। শারীরিক অসামর্থ্যহেতু তিনি পরবর্ত্তিকালে তাঁহার পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাসের গৃহে বোম্বাই-বান্দরাতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। পারমার্থিক বিষয়-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা লইয়া তিনি তীর্থ মহারাজের সহিত ইংরাজী ভাষায় বহু পত্র ব্যবহার করিয়াছেন।

চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়া অকস্মাৎ শ্রীমুরারিদাস প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হন। শ্রীমুরারিদাস প্রভুর স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

চণ্ডীগড়ে সেক্টর ৩৬-বি (৬২৩ নম্বর) স্থিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীহরকিশনলালজী বাসুদেবের গৃহে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন হয়। চণ্ডীগঢ় মঠেও বিশেষ বৈষ্ণবসেবার আয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার আরও দুইটী পুত্রের নাম ঃ—শ্রীমনোহরলাল বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণমোহন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট চণ্ডীগড়ে আছেন।

শ্রীওমপ্রকাশ বিন্দলিস, চণ্ডীগঢ় ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীওমপ্রকাশ বিন্দলিস তাঁহার চণ্ডীগঢ়—সেক্টর ১৯বি স্থিত নিজালয়ে বিগত ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, ১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় স্বধাম প্রাপ্ত হন। ইনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হরিয়াণা রাজ্যে কুরুক্ষেত্র জেলান্তর্গত কৈথালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ 'আমিনচাঁদ প্যারীলাল' কোম্পানীর ডিরেক্টররূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ইনি চণ্ডীগড়ে নিজস্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইনি ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ ২২শে এপ্রিল শ্রীল গুরুদেবের নিকট হরিনামাশ্রিত হন। ইনি চণ্ডীগঢ় মঠে শ্রীল গুরুদেবের পুষ্পসমাধি মন্দির নির্ম্মাণ এবং তথায় অন্যান্য নির্ম্মাণকার্য্যে, শ্রীমায়াপুরে শ্রীল গুরুদেবের মূল সমাধিমন্দির নির্ম্মাণে, শ্রীপুরুষোত্তমধামে মঠের নির্ম্মাণকার্য্যে আনুকূল্য বিধান এবং মঠের বিবিধ উন্নয়নমূলক সেবাকার্য্যে নিষ্কপটভাবে চেষ্টা করিয়া পূজনীয় বৈষ্ণবগণের প্রীতি ও আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। ইনি চণ্ডীগঢ় মঠে প্রত্যহ অপরাহ্ন-কালীন হরিকথা-প্রসঙ্গে যোগ দিতেন। ইনি ধনাঢ্য ব্যক্তি হইলেও অভিমানশূন্য ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের

একজন বিচক্ষণ সমর্থ নিষ্ঠাবান্ সেবকের স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মান্তিক ব্যথিত। করুণাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদ-পদ্মে তাঁহার নিত্য কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীনিতাই কর্ম্মকার, গড়িয়া, কলিকাতা :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীনিতাই কর্ম্মকার বিগত ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে তাঁহার কলিকাতা-গড়িয়াস্থিত গৃহে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি প্রাইভেট ইঞ্জি-নিয়ার ও কণ্ট্যাক্টররূপে কার্য্য করিয়া গৃহনির্ম্মাণে পারঙ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজের অভিজ্ঞতা মঠের সেবায় নিয়োজিত করিয়া গোকুল মহাবন মঠে সংকীর্ত্তনভবন, বৃন্দাবনস্থ কালীয়দহ মঠে শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তনভবন, নদীয়া জেলান্তর্গত যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে এবং শ্রীমায়াপুরে বিবিধ নির্ম্মাণ-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা হইতে 'কারুকোবিদ' এই গৌরাশীর্ব্বাদে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারা মঠের আরও অনেক সেবা হইবে সকলে আশা পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতীব দুর্দ্দৈববশতঃ ইনি অকস্মাৎ অপরিণত বয়সে চলিয়া গেলেন। ইঁহার ন্যায় একজন নিষ্কপট সেবককে হারাইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ইনি প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সহিতই মঠের বিবিধ নির্ম্মাণ-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কলিকাতা মঠের শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারীর সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী ইঁহাকে মঠের সেবাকার্য্যে প্রেরণা প্রদান করিতেন।

ইঁহার পারলৌকিককৃত্য মুখ্যভাবে গৃহেই সম্পন্ন হয়। মঠেও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। করুণাময় শ্রীগৌরহরি ইঁহার নিত্যকল্যাণ বিধান করুন এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীপাঁচুগোপাল দাস :— নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীপাঁচু-গোপাল দাস ৮৫ বৎসর বয়সে কলিকাতাস্থ নিজালয়ে গত ৩০ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শুক্লাষ্টমী তিথিবাসরে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিক্ষা সমাপ্তির পর রেলওয়ে বিভাগে চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া রেলওয়ে গার্ড-রূপে পদোন্নতির পর ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি ১৯৫৮ সাল হইতে মঠের সহিত যুক্ত হন এবং মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং মঠ হইতে পরিচালিত নবদ্বীপধাম পরিক্রমা, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, উত্তর-ভারত, দক্ষিণভারত পরিক্রমায় যোগ দিতেন। ইনি ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-দেবের নিকট নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার দীক্ষানাম শ্রীপ্রভুপ্রিয় দাসাধিকারী। ইনি শেষবয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইলেও নিয়মিতভাবে মঠে হরি-কথা শ্রবণ করিতে আসিতেন এবং মঠের সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। যখন চলচ্ছক্তিরহিত হইলেন তখন নিরুপায় অবস্থায় দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে থাকিয়াই ভজন করিতেন।

স্বধামপ্রাপ্তিকালে ইনি দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশঙ্কর প্রসাদ দাস বৈষ্ণব বিধানানুসারে পিতার পারলৌকিককৃত্য কলি-কাতা মঠে সম্পন্ন করিয়াছেন।

প্রভুপ্রিয়দাস প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে চৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীযমুনাবিহারী দাসাধিকারী :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমদ্ যমুনাবিহারী দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ) বিগত ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬, ২২ মে ১৯৮৯ সোমবার কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া তিথি-বাসরে রাত্রি ৯ ঘটিকায় আসামে ধুবরী জেলান্তর্গত বিলাসীপাড়াস্থিত সূর্য্যখাতার নিজ বাসভবনে শ্রীহরি-

স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পুরাতন শুদ্ধভক্তিসদাচার-নিষ্ঠ আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত হওয়ায় এবং শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গতি লাভ করায় উক্ত অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের বৈষ্ণবগণ, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধালু নরনারীগণ এবং তাঁহার পরিজনবর্গ সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ও তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য তাঁহার গৃহে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। অকস্মাৎ এই বেদনাদায়ক সংবাদ পাইয়া শিলিগুড়ি হইতেও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র-কন্যা, পরিজনবর্গাদি ট্যাক্সি-যোগে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। বৈষ্ণববিধানানুযায়ী সংকীর্ত্তন সহযোগে তাঁহার দাহকৃত্য তথায় সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীযমুনাবিহারী প্রভু গৃহকর্ম্মে, কৃষিকার্য্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তিনি সাধারণ ব্যক্তি হইয়াও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আসামে বিলাসীপাড়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গে শিলিগুড়িতে বাসভবনাদি নির্ম্মাণ এবং বহুবিধভাবে গৃহের বৈষয়িক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক লোকের উপকারও করিয়াছিলেন এবং সকলকেই বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহার বিলাসীপাড়াস্থ গৃহে থাকিয়াই শ্রীনিবারণ চন্দ্র বর্ম্মণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া রেলের চাকুরী পান এবং শিলিগুড়িতে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এখন নিবারণবাবু মঠের একজন শুভানুধ্যায়ী ও সাহায্যকারী। বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার প্রবল উৎসাহ ছিল। তাঁহারই আমন্ত্রণে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠে যোগদানের প্রারম্ভে ব্রহ্মচারী অবস্থায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মাধবানন্দ ব্রজবাসী এবং অন্যান্য মঠবাসী বৈষ্ণবগণ সহ তাঁহার বিলাসীপাড়াস্থ গৃহে কএকবার পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি সেইসময় বৈষ্ণবগণের সুষ্ঠু সেবা ও বিভিন্ন স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সুস্নিগ্ধ ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি নিকটবর্ত্তী সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের এবং গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবাদিতে যোগ দিতেন।

তাঁহার তিন পুত্র শ্রীজয়নারায়ণ, শ্রীজয়গোপাল ও শ্রীযদুগোপাল পিতার পারলৌকিককৃত্য বৈষ্ণববিধানানুযায়ী বিলাসীপাড়াস্থিত গৃহে গত ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন শনিবার সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত বিরহোৎসবে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী যোগ দিয়াছিলেন।

গত জানুয়ারী মাসে যখন মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য মালদহে প্রচারে গিয়াছিলেন শ্রীনিবারণ চন্দ্র বর্ম্মণের দ্বারা আহূত হইয়া শিলিগুড়িতে যমুনাবিহারী প্রভুর গৃহে প্রচারপার্টীসহ পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সময় যমুনাবিহারী প্রভু শিলিগুড়িতে ছিলেন না। শ্রীল আচার্য্যদেব তখন বলিয়াছিলেন, যমুনাবিহারী প্রভু যখন শিলিগুড়িতে থাকিবেন তিনি পুনরায় তথায় আসিয়া বিশেষভাবে প্রচার করিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই যমুনাবিহারী প্রভু প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে চলিয়া গেলেন। যমুনাবিহারী প্রভুর অকস্মাৎ স্বধাম প্রাপ্তির সংবাদে বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৬ পৃষ্ঠার পর]

চীরঘাট (চয়ণঘাট) ঃ—একদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণ রাসাদি বিলাসান্তে সখীগণকে লইয়া বৃন্দাবনে যমুনায় স্নানে আসিয়াছিলেন। কদম্ববৃক্ষের তলে বস্ত্র রাখিয়া খাটো বস্ত্র পরিয়া যমুনার জলে অবগাহন স্নান করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। এখানে জলকেলিলীলায় যখন সকলে পদ্মবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণ কোন

ছলে বৃক্ষতলে আসিয়া বস্ত্রগুলি গোপনে রাখিয়া দেন। স্নানান্তে জল হইতে উঠিয়া বস্ত্র দেখিতে না পাইয়া সকলেই চিন্তিত হইলেন। সেই সময় কৃষ্ণ গোপীগণকে পরিহাস করতঃ বস্ত্র সমর্পণ করেন। এখানে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বস্ত্র চুরি হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'চীরঘাট'* বলে।

বিল্ববন (শ্রীবন) ঃ—[১৭ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ৩ নভেম্বর, ১৯৮৪ শনিবার] দ্বাদশবনের অন্যতম, শ্রীযমুনার পূর্ব্বতটস্থ বন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে বিল্ববন এবং আদিবরাহে ইহা দশম বনরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বহির্গত হইয়া বৃন্দাবনসহর অতিক্রম করতঃ নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবনের উত্তর পার্শ্বে যমুনা নদীর তটে আসিয়া উপনীত হইলেন। যমুনা নদীর অপর পার্শ্বে বিল্ববনে যাওয়ার জন্য নৌকার ব্যবস্থা আছে। নৌকার ব্যবস্থাপকগণের সহিত মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ ও বৃন্দাবনের পাণ্ডা পার খরচার ব্যবস্থা নিশ্চয় করিলে সকলে পর পর পার হইয়া অপরপার্শ্বে পৌঁছিলেন। পুনরায় ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করার পর পূর্ব্বাহ্ন প্রায় ১০-৩০ ঘটিকায় বিল্ববনে আসিয়া উপনীত হইলেন। যমুনার তট দিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা আসিবার কালে দৃশ্য মনোরম হইয়াছিল। নির্জ্জন—বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ বিল্ববনের বাহ্যদর্শনও রমণীয়। শ্রীমন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী সেবিত হইতেছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চরণচিহ্ন ও শ্রীগোপালমূর্ত্তিও বিরাজিত আছেন। বাহ্যদর্শনে বিল্ববনে একটী বিল্ব বৃক্ষও পরিদৃষ্ট হইল না। উঁচু নীচু স্থানে ভক্তগণ উপবিষ্ট হইলে পূজনীয় বৈষ্ণবগণ স্থানের মহিমা বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সহিত সখাগণ এই স্থানে পক্ব বিল্বফল ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া এই বনের নাম বিল্ববন হয়।

"রামকৃষ্ণ সখাসহ এ বিল্ববনেতে।
পক্ববিল্বফল ভুঞ্জে মহাকৌতুকেতে ॥
দেবতা পূজিত বিল্ববন শোভাময়।
এ বন গমনে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয় ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৬৮৯-৯০

"বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেব-পূজিতম্।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥"

—আদিবরাহ

'বিল্ববন নামক বন দেবপূজিত দশম বন। লোক তথায় গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে।'

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবেশাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্মীদেবী এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, এই হেতু এই স্থানের নাম পরবর্তিকালে 'শ্রীবন' হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শ্রীলক্ষ্মীদেবী পুনঃ পুনঃ কঠোর তপস্যা করিয়াও রাসলীলায় প্রবেশাধিকার বা কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিতে পারেন নাই। এই রহস্যের কারণ কি, তাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গনাথধামে থাকাকালে কথোপকথনচ্ছলে শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট ও তাঁহার পরিজন-বর্গকে বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে লক্ষ্মী-

---

* চীরঘাট—পদব্রজে পরিক্রমাকালে নন্দঘাট যাওয়ার পথে 'গোপীঘাট', 'চীরঘাট' দর্শন করা হইত। এই চীরঘাটে গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী পূজা করিয়াছিলেন। এখানে যমুনার কূলে বস্ত্র রাখিয়া গোপীগণ স্নান করিবার জন্য জলে প্রবিষ্ট হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদের অলক্ষ্যে কদম্ববৃক্ষের উপর বস্ত্র চুরি করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। 'গোপীঘাট' হইতে দুইমাইল দক্ষিণে যে 'চীরঘাট' অবস্থিত তাহাই 'বস্ত্রহরণ-ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ।

দেখ 'গোপীঘাট'—এথা গোপীগণ আইলা।
যমুনা-স্নানেতে অতি উল্লসিত হৈলা ॥
এই 'চীরঘাটে'—এথা গোপকন্যাগণ।
কাত্যায়নী পূজিয়া সবার হর্ষ মন ॥
পরিধেয় বস্ত্র রাখি' যমুনার কূলে।
স্নান করিবারে সবে প্রবেশিলা জলে ॥
অলক্ষিতে সবাকার বস্ত্র চুরি করি।
নীপবৃক্ষ-উপরে কৌতুক দেখে হরি ॥
গোপকন্যাগণ মহা-লজ্জিত হইয়া।
কৃষ্ণকে মাগেন বস্ত্র জলেতে রহিয়া ॥
নিজ-মনোবৃত্তি কৃষ্ণ করিয়া প্রকাশ।
দিলেন সবারে বস্ত্র হইয়া উল্লাস ॥
বস্ত্র পরিলেন হর্ষে গোপকন্যাগণ।
নিজ-নিজ-আত্মা কৃষ্ণে করি সমর্পণ ॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৫৮৮-৯৪

নারায়ণের উপাসক ছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় পরবর্ত্তিকালে রাধাকৃষ্ণের উপাসক হইলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা নবম অধ্যায়ে প্রসঙ্গটী বর্ণন করিয়াছেন। তত্ত্বতঃ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও রাধাপতি কৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই, তবে কৃষ্ণে রসের উৎকর্ষতা আছে। "সিদ্ধান্ত-তস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব-বিভাগ ৩২ শ্লোক।* লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গলালসায় তপস্যা করায় তাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্মের হানি হয় নাই.
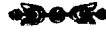
(ক্রমশঃ)

* "শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ প্রভুর সহিত ব্যেঙ্কটভট্টের সাক্ষাৎকারের অনেক দিবস পরে বিরচিত হয়। তখন শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট কিরূপে ঐ গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা সিদ্ধান্ত করি এই যে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের যে যে শ্লোক ঐ গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই শ্লোক বহু প্রাচীন কৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। শ্রীরূপগোস্বামী তাহাই নিজগ্রন্থমধ্যে ব্যবহারে আনিয়াছেন এবং কবিরাজ গোস্বামীর রচনার পূর্ব্বে শ্রীরূপের গ্রন্থসকল প্রণীত হওয়ায় সেই সেই গ্রন্থের উদ্ধৃতি বলিয়া ঐ সকল শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন।"
—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত

মঠের ২৬জি (26G) কানুনমতে বিশিষ্ট ও সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত (Requisition) অধিবাচনপত্রানুযায়ী

অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (Extra Ordinary General Meeting) আগামী ২৩ জুলাই রবিবার, ১৯৮৯ বেলা ১-৩০ ঘটিকায় কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত জরুরী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীমঠের সকল সদস্যগণের উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

কার্য্যতালিকা

(১) শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট-আচার্য্যকে প্রেসিডেণ্ট-আচার্য্যের পদবী হইতে অপসারণ প্রস্তাব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(২) শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের কার্য্যকলাপ যথা বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট-আচার্য্যের বিরুদ্ধে অবমাননাকর ইস্তাহার শ্রীমঠের সভ্যদের এবং শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে বিতরণ করার যৌক্তিকতা বিষয়ে আলোচনা, সিদ্ধান্ত এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজের বীজমন্ত্র প্রদান ও শিষ্য করার জন্য মঠের নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) মঠের কর্ম্মসচিবগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ
প্রেসিডেণ্ট-আচার্য্য

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩০ জুন, ১৯৮৯

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৯২ পৃষ্ঠার পর]

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত অনন্ত জীবনিচয়ের স্রষ্টা, স্থিতি-কর্ত্তা ও লয়ের মূল কারণ শ্রীভগবান্ যে কত বড়, ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমগ্রতা যাঁহাতে নিহিত, সমস্ত তত্ত্বের আকর যে ভগবান্, তাঁহাকে প্রেমের দ্বারা যাঁহারা বশীভূত করেন শ্রীভগবদ্বিজয়ী তাঁহারা যে কত বড়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এবম্প্রকার শ্রীভগবৎসেবকের মর্য্যাদা ব্রহ্মাণ্ডে সকলের ঊর্দ্ধে।

সেবকের সান্নিধ্য সেব্যের সান্নিধ্য প্রদান করে। সেবকের সেবা সেব্যের সেবাপ্রদানকারী তথা সেব্যকে বশীভূতকারী। তজ্জন্যই সুধীমণ্ডলী সর্ব্বদা নিজাভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য শ্রীভগবৎসেবকের আজ্ঞা-বাহী দাস ; সাধু ভক্ত-সঙ্গী ও সেবক। ভক্ত-দাসের ভক্তি ও সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

শ্রীভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের জন্য নানাবিধ উপায়ে সেবা প্রকট করেন এবং নানাপ্রকার যোগ্যতা-বিশিষ্ট নিঃশ্রেয়সার্থী সাধককে স্ব স্ব যোগ্যতানুযায়ী সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন। উক্ত সেবাই ক্রমশঃ তাঁহাদের শ্রীভগবৎপ্রেম লাভের কারণ হয়। শ্রীভক্তদাস্যই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য উপায়।"

কলিকাতায় সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের জন্য সংগৃহীত পুরাতন বাড়ীর পূর্ব্বে ৩৫এ ও ৩৭এ দুইটী নম্বর ছিল। শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহোদয় কর্পোরেশনের কার্য্য করিতেন। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৭ই নভেম্বর ১৯৬১ সালে দুইটী নম্বর amalgamate হইয়া মঠের একটি ৩৫-নম্বর কর্পোরেশন হইতে মঞ্জুর হয়।

১৯৬১ মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৬৪ জুলাই মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ মঠের জন্য সংগৃহীত জমিবাড়ীতে মঠের কার্য্য চলিবার পর পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া নূতন প্ল্যান অনুসারে মন্দির, নাট্যমন্দির, মঠের উপযোগী গৃহাদি তৈরী করিতে পুনঃ মঠের কার্য্য ৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে স্থানান্তরিত হয়। সতীশ মুখার্জ্জি রোডে জমিবাড়ী সংগৃহীত হওয়ার পর ভাড়াটিয়াগণ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল গুরুদেব একজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত মঠের প্ল্যান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাকেই প্ল্যান তৈরী করিতে ও কর্পোরেশন হইতে মঞ্জুর করাইতে দায়িত্ব দিয়াছিলেন। উক্ত প্ল্যানের জন্য অর্থানুকূল্য করিলেও এবং দীর্ঘসময় অতিবাহিত হইলেও ইঞ্জিনিয়ার উহা কর্পোরেশন হইতে মঞ্জুর করাইতে পারিলেন না। সময় ও অর্থ নষ্ট হওয়ায় সকলেই দুঃখিত হইলেন। অতঃপর মঠের শুভানুধ্যায়িগণের পরামর্শক্রমে কর্পোরেশনের অন্যতম প্রসিদ্ধ আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতা ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট্-নিবাসী শ্রীমহীতোষ স মহোদয়ের সহিত যোগাযোগ করা হয়। মহীতোষবাবু অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। তিনি মঠের কথা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শ্রীল গুরুদেবের নিকট সকল কথা শুনিয়া তিনি গুরুদেবকে আশ্বাস দিলেন শীঘ্রই তিনি প্ল্যান তৈরী করিয়া কর্পোরেশনের দ্বারা মঞ্জুর করাইয়া লইবেন, গুরুদেবকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলেন। কর্পোরেশনে মঠের নক্সা পেশ করা হইলেও, উহা মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হইতে থাকায়, শ্রীল গুরুদেব পুনঃ উদ্বিগ্ন হইলেন। প্ল্যানের অনেক প্রকার দোষ দেখাইয়া সংশোধন করিবার জন্য কর্পোরেশন হইতে প্ল্যানটী ইঞ্জিনিয়ারের নিকট ফেরৎ আসে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গুরুদেবের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, দোষ না থাকিলেও কর্পোরেশনের লোক দোষ দেখাইতেই থাকিবেন, ইহা তাঁহাদের স্বভাব। শ্রীল গুরুদেব উক্ত প্রকার অসহানুভূতিকর ব্যবহারের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। মহীতোষবাবু নক্সা তৈরীর জন্য গুরুদেবের নিকট কিছু অর্থ চাহিয়া লইলেন। পরে জানা গেল মহীতোষবাবু উক্ত অর্থ নিজে গ্রহণ করেন নাই, নক্সা মঞ্জুরের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। নক্সা মঞ্জুর করাইয়া লইয়া আসিলে তাঁহার প্রশংসনীয় সেবার জন্য তিনি শ্রীল গুরুদেবের ও সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইলেন।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ পুরাতন বাড়ীতে যে তিন বৎসর মঠের কার্য্য চলিয়াছিল, তাহাতে

মঠের বার্ষিক উৎসব ও জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। বার্ষিক উৎসব—৫ মাঘ (১৩৬৮), ১৯ জানুয়ারী ১৯৬২ শুক্রবার হইতে ৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ২৪ পৌষ (১৩৬৯), ৯ জানুয়ারী (১৯৬৩) বুধবার হইতে ২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত এবং ১৪ মাঘ (১৩৭০), ২৮ জানুয়ারী (১৯৬৪) মঙ্গলবার হইতে ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব ঃ—১৫ ভাদ্র (১৩৬৮), ১ সেপ্টেম্বর (১৯৬১) শুক্রবার হইতে ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ৫ ভাদ্র (১৩৬৯), ২২ আগষ্ট (১৯৬২) বুধবার হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত এবং ২৫ শ্রাবণ (১৩৭০), ১১ আগষ্ট (১৯৬৩) রবিবার হইতে ২৯ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

উপরিউক্ত অনুষ্ঠানসমূহে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীহিমাংশু কুমার বসু, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মজুমদার, কাউন্সিলার ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র

কলিকাতা সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে শ্রীজন্মাষ্টমীতে ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন
মধ্যে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব, তাঁহার দক্ষিণে প্রধান বিচারপতি শ্রীহিমাংশু কুমার বসু, বামে শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়
[১৭ ভাদ্র ১৩৬৮, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬১ রবিবার]

বসু, মাননীয় বিচারপতি শ্রীনির্ম্মল কুমার সেন, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীগণপতি সুর, শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলী, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার
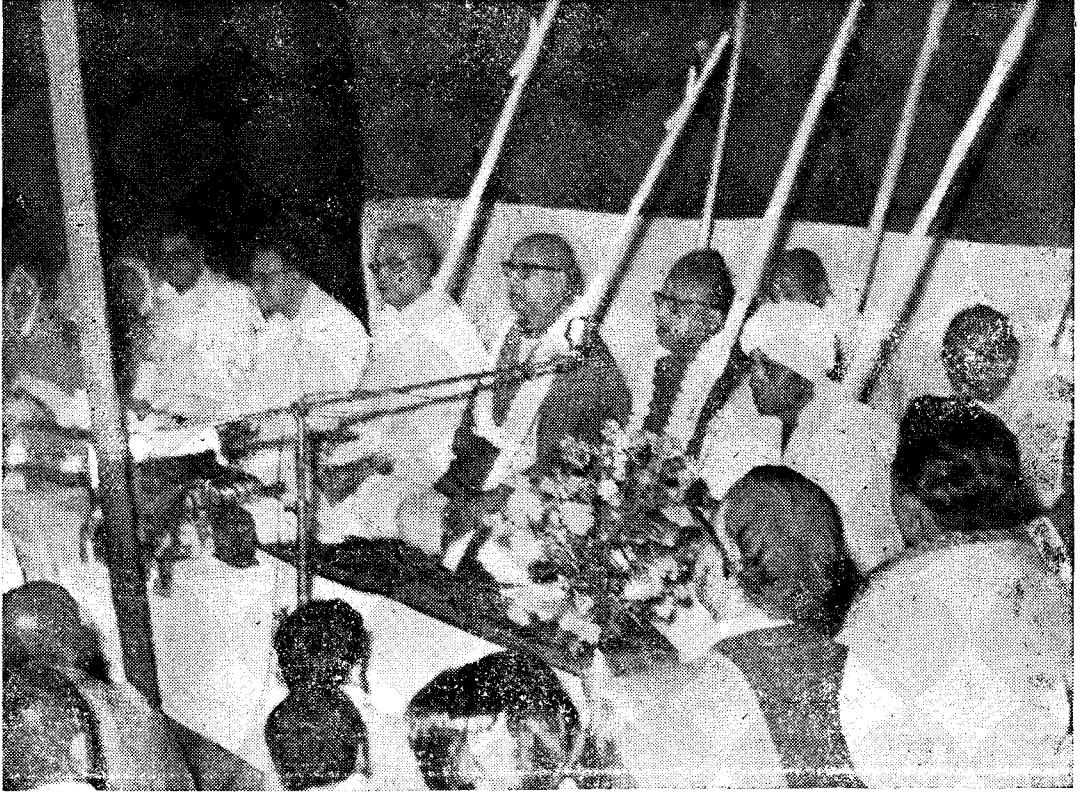
কলিকাতা সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ মঠে বার্ষিক উৎসবে ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন
বামপার্শ্ব হইতে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ মধুসূদন মহারাজ,
শ্রীল গুরুমহারাজ, বিচারপতি নির্ম্মল কুমার সেন
[৬ মাঘ ১৩৬৮, ২০ জানুয়ারী ১৯৬২ শনিবার]

শ্রীদেবপ্রসাদ চাটার্জ্জি, ব্যারিষ্টার শ্রীঅনিল চন্দ্র গাঙ্গুলী, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, স্বায়ত্বশাসন-মন্ত্রী শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, প্রাক্তন উপাচার্য্য ও বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার শ্রীবনমালী দাস, শ্রীরামনারায়ণ ভোজনাগরওয়ালা, বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধাকৃষ্ণ কনোড়িয়া, শ্রীরামকুমার ভুয়াল্কা, বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ, প্রচারমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার, স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু, ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এড্ভোকেট শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা ও বিচারপতি শ্রীসুবোধ কুমার নিয়োগী।
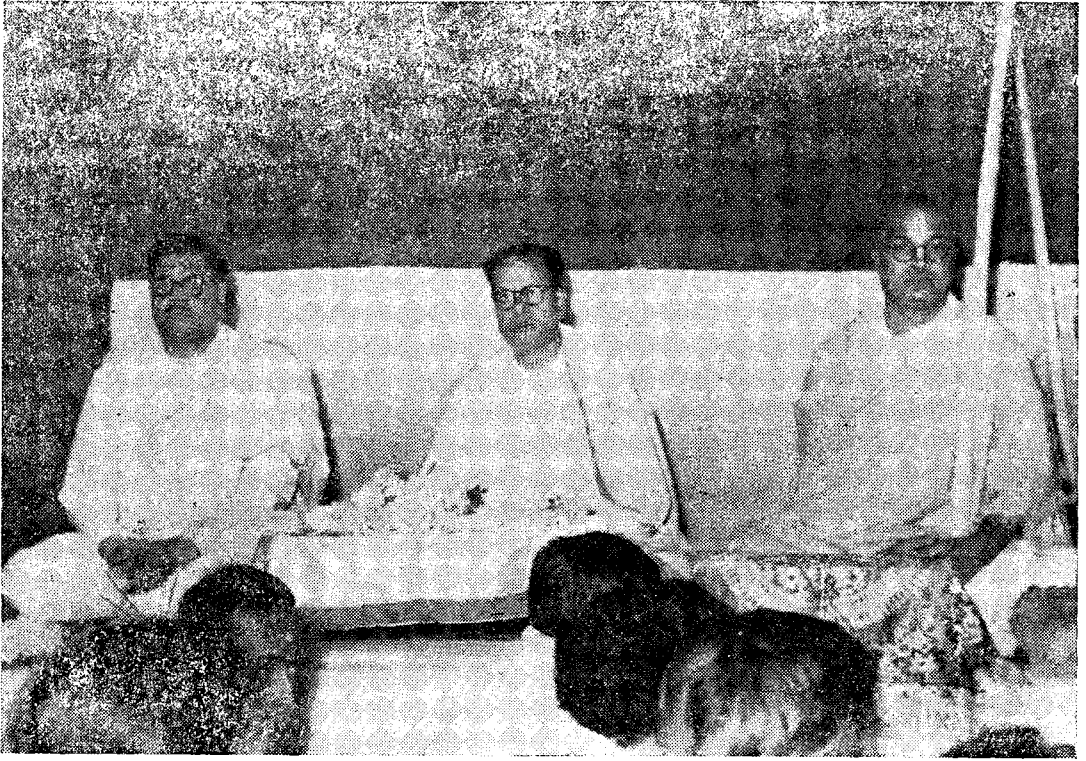
কলিকাতা মঠে বার্ষিক উৎসবে ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন
দক্ষিণ হইতে—শ্রীল গুরুমহারাজ, বিচারপতি শ্রীনির্ম্মল কুমার সেন, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়
[৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী শনিবার]

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইতে এবং তদাশ্রিত সেবকগণকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের সেবার সুযোগ প্রদান করিতে বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠসমূহের অধ্যক্ষ-আচার্য্যগণকে ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইতেন। তাঁহার প্রীতিপূর্ণ আমন্ত্রণে গুরুদেবের সতীর্থ অন্যান্য মঠের আচার্য্যগণ তাঁহাদের সেবকগণসহ মঠের উৎসবসমূহে পরমোল্লাসে যোগ দিতেন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণ যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন ১৯৬১ হইতে ১৯৬৪ পর্য্যন্ত তাঁহারা—শ্রীগৌড়ীয় সংঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ।

শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিরাট সংকীর্ত্তন-

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনত্রিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৯৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭৮
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, প.হাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৩৯৬
১৩ শ্রীধর, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, সোমবার, ৩১ জুলাই ১৯৮৯ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লিস্‌মোর কটেজ
লাইমখেরা, শিলং
ইং ২০।১০।২৮

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২২শে আশ্বিন তারিখের পত্র কলিকাতা হইতে redirected হওয়ায় বর্ত্তমান ঠিকানায় সেদিন শিলংএ পাইয়াছি। এখানে নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় আপনার পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। বিলম্ব-জন্য ত্রুটী মার্জনা করিবেন।

অনর্থ-দাসগণ নিজ নিজ অনর্থকে অর্থজ্ঞানে যে পথে চলেন, সেপথ আপনি বা আমরা অনুমোদন করি না। নিন্দক পাপি-সম্প্রদায় অপরাধ সংগ্রহ করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হয়। শ্রীবেদব্যাসের অনুগত জনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার অনুসরণ করিয়া মঙ্গল লাভ করেন ও অমঙ্গল-পথের যাত্রিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্যই আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন যে, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে। ভগবদ্ভক্ত উপদেশ বাক্যদ্বারা আমাদের সঞ্চিত ভোগানর্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন। সুতরাং ঐ সকল অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসেবার আবরণে ভক্তির ছলনায় যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহা তাঁহাদের শয়তানী মাত্র, উহাকে আমরা কখনও 'ভক্তি' বলিতে পারি না। সেই অপরাধিগণের সঙ্গপ্রভাব আপনার সেবারত চিত্তে যাহাতে বিক্রম প্রকাশ না করে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

অনর্থময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণববিরোধী অপরাধিগণ গৌড়ীয় মঠের কার্য্যকলাপ-বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ ধারণা পোষণ করেন, সেই ভ্রমে সেবা করিতে করিতে তাঁহারা কংস, দন্তবক্র ও শিশুপালাদির অধিস্তনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিজন-বিরোধ করিতে থাকেন। এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত ভজনের অনুকূল বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহাদের অনর্থ বিনষ্ট হইবার

কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার হরিকথা শ্রবণ করিবেন ও নিজের প্রয়োজনলাভ-চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবেন।

আপনি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়সমূহের মধ্যে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিবেন। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধিজনগণ আপনার ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যাহাতে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন। আপনি সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন এবং 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া নিরপরাধি শ্রোতৃগণের মঙ্গল বিধান করিবেন।

অপরাধিজনগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া নিরয় লাভ করিবেন। তাঁহাদের প্রতি মনে মনে দয়া করিবেন। তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল লাভ হইবে। সূর্য্যের অনস্তিত্ব-সম্বন্ধে যদি বহুলোক চীৎকার করে, তাহা হইলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের স্বভাবের বা অস্তিত্বের বিপর্য্যয় হয় না। সুতরাং প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তের বিরুদ্ধে অপরাধিজনগণ যে সকল বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন, তদ্দ্বারা গৌড়ীয়ের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাঁহারা ঐরূপ অপরাধে ব্যস্ত হন, তাঁহাদেরই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। মহাবদান্য গৌরসুন্দর অপরাধিজনগণের ত্রিতাপ দূর করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গর্হণ করিতে অনর্থযুক্ত প্রাকৃত কবিরাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিবে। অনর্থের গুরুদেব মহানর্থ; তিনিও তাহাকে অনর্থ-সাগরে অনাথ অবস্থায় রাখিয়া দিয়া নিজে দূরে সরিয়া থাকেন।

আপনার নাম—হৃদয়ানন্দ, আর অপরাধী, নাথ-হীন জনের নাম—'অনর্থ' জানিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে নিম্নে লিখি-তেছি—

১। বৈষ্ণববিদ্বেষী শাক্তেয় মতবাদিগণ অন-ভিজ্ঞ জনগণের নির্ব্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশেই অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা রচনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র—বিষ্ণুবস্তু। বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার। বহিরঙ্গা শক্তিকেই মহামায়া বলা যায়; তিনি অসুর-গণের মোহবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে অপ-রাধিগণকে বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত রাখেন। অসুরগণের এইরূপই যোগ্যতা। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্" শ্লোকই ইহার প্রমাণ। ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি হইতে সীতাদেবী প্রকাশিতা। তিনি অনন্যভাবে রামচন্দ্রের সেবা করেন। যাহারা মহামায়াকে সীতাদেবী হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করে, এইরূপ রাবণের আশ্রিত জনগণের নিকট মহামায়াই বহুরূপিণী হইয়া নানা-বিধ অসুরমোহিনী লীলা প্রদর্শন করেন। সমশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তিবশে ভগবচ্চরণে অপ-রাধী হইয়া নানাপ্রকারে প্রেয়ঃকামের বিচার করেন, তাহার ফলে নীলকমলের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের চক্ষুৎ-পাটন-ঘটনা তামসপ্রবৃত্তি ভগবদ্বিমুখ জনগণের নিমিত্ত তামস উপ-পুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়। বাল্মীকি ঋষি রাম-চরিত্র লিখিবার কালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যে রামচন্দ্রের গৌণীশক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই শক্তিই রামচন্দ্রের ভক্তগণের আশ্রিতা মুক্তিস্বরূপিণী। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের' "ভক্তি স্ত্বয়ি" শ্লোক আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, কৈবল্যদায়িনী শক্তি মুক্তিদেবী মহামায়া ভগবদ্ভক্তের নিকট করযোড়ে নিত্যকাল অবস্থিতা; সুতরাং মুক্তিদায়িনী দেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে নিত্যকালই গর্হিতভাবে অবস্থান করিতে হয়। রামচন্দ্র কখনও তাঁহার পূজা করেন না। রাবণের আশ্রিত জনগণ জগল্লক্ষ্মী-দেবীর হরণকামনায় দুরভিসন্ধিমূলক তামস বিচার অবলম্বন করেন। রামচন্দ্রের তটস্থা শক্তি হইতে উৎপন্ন জীবকুল ইচ্ছা করিলে রাবণের সেবায় তাঁহার আরাধ্যা দেবীর সাহায্য রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত শাক্তেয় মতবাদিগণ গায়ত্রী-গানকারী শুদ্ধ চিচ্ছক্তির অনুগত ভক্ত-সম্প্র-দায়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্ম কর্ম্মকাণ্ডিগণ এই সকল কথার প্রয়োজনী-য়তা ধারণা করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা মূঢ়তায় বিপন্ন হইবারই যোগ্য। স্বয়ং ভগবান্ রাম-চন্দ্র যেদিন তাহাদিগের বুদ্ধিযোগ দিবেন, সেই দিন তাহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইবে। ভগবান্ সর্ব্বদাই নিরুপাধিক শুদ্ধভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। তদীয় মায়াশক্তি স্বরূপতঃ ভগবানের

সেবাই করিতেছেন। সেই সেবার মধ্যে বিমুখ লোকগুলিকে সেবোন্মুখ হইতে বাধা দেওয়াই তাঁহার ভগবৎসেবা। ভোগি-সম্প্রদায় সেই মহামায়ার সেবা করিয়া রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গা শক্তির সেবায় বঞ্চিত হন। অতএব মহামায়া রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কঃ ৭ম অঃ) বলেন,—ভগবানের অপাশ্রিত মায়া ভগবানের আদরের বস্তু নহেন। জীবের মোহনের নিমিত্তই মায়াশক্তির ক্রিয়া। ভগবান্ কোনদিন মায়ার পূজা করেন না বা মায়ামিশ্রিত হন না। যেকালে নির্ব্বোধ জীব ভগবান্‌কে মায়ার পূজায় নিযুক্ত দেখে, তৎকালে সেই জীবের শম্ভুতা-বিচার উপস্থিত হয়। বিষ্ণু কখনও মায়ার অধীন নহেন। পরন্তু বিষ্ণু ব্যতীত আর সকলেই মায়ার অধীন। বিষ্ণু—অদ্বয়জ্ঞান; তাঁহা হইতে ভেদবুদ্ধিতে যে দ্বৈত কল্পনা হয়, তাহা অশুদ্ধ-দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান —সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ এইসব ভ্রম॥" বৈকুণ্ঠবস্তু বিষ্ণু কখনও মায়াধীন নহেন, তিনি—মায়াধীশ। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

২। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়াধীশ; তাঁহাদের ভোগের উপকরণ বলিয়া যে সকল বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়, সেইগুলি সমস্তই অপ্রাকৃত। আমরা—বদ্ধজীব, মায়ার বশ; সুতরাং প্রাকৃতবিচার অপ্রাকৃতে আরোপ করিতে যাওয়া—আমাদের বিচারভ্রান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা মাত্র শতমণ প্রস্তরখণ্ডের চাপে সর্ষপের ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া মায়াবদ্ধতাই দেখাই। কৃষ্ণ ও রাম রাসস্থলীতে বহু আশ্রিতজনের সেব্যতত্ত্ব। আমরা তাই বলিয়া তাদৃশ কার্য্যে উদ্যত হইলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করি।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ও রাম যদি মায়াতীত রাজ্যে মৎস্য ও পশুর সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐগুলির কোনপ্রকার ক্লেশ হয় না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি কাহারও হিংসা দূরে থাকুক, অসম্মানসূচক বাক্যও বলি, তাহা হইলে হিংসিত বা নিন্দিত প্রাণী নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের অবৈধ কার্য্য অপ্রাকৃত বিগ্রহগণের লীলার সহিত কখনই সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না।

৩। শ্রীরাম—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহমাত্রেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহ কখনই মায়ারচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তুবিশেষ নহেন।

৪। ভক্তি-যোগমায়া বা প্রেম-যোগমায়া—নিত্যা, বহিরঙ্গা মায়ারচিত নশ্বর পদার্থ নহেন। ভক্তি-যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমাত্মার সহিত অবিমিশ্র জীবাত্মার সংযোগ বিধান করেন। যোগমায়াকে 'মহামায়া' বলিয়া প্রপঞ্চের বৃত্তিবিশেষ মনে করিলে অপ্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবা হয়। প্রাকৃত জগতে বস্তুসমূহের মধ্যে যে ভেদ আছে এবং তাহার সংযোগকারিণী যে শক্তি, তাহা হেয়তা-দোষের আকর। অপ্রাকৃত জগতে তদ্রূপ বিচিত্রতায় কোন দোষ নাই। যেহেতু 'দোষ' নামক হেয় পদার্থ এই ভূতবিকাশের ন্যায় পরব্যোমে স্থান লাভ করে না। যোগমায়া—শ্রীহরির চিচ্ছক্তি,—এই কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তশতী চণ্ডীতেও লিখিত আছে। হরিবস্তুতে এই যোগমায়া শক্তি অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার পাঁচ প্রকার রসাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবক-সেবিকাগণের কৃষ্ণসেবার উপযোগী উদ্দীপন-ভাব স্থায়ীভাবরতিতে মিলিত হয়। প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যে দোষারোপ করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ। চিত্তশুদ্ধি হইলেই এই সকল কথার উপলব্ধি ঘটে।

৫। ঐশ্বর্য্যপর বিচারে যে সেবোন্মুখতা, তাহাতে যে 'হরে রাম'-শব্দ উচ্চারণ, তদ্দ্বারা দশরথ-নন্দনকেই বুঝায়। কিন্তু মাধুর্য্যপর ভক্তগণ গোপীরমণকেই 'রাম' বলিয়া জানেন। তিনি নন্দের নন্দন। যেখানে 'রাম' শব্দে রাধারমণের সেবা বিহিত হয়, সেইস্থলে 'হরা' শব্দের সম্বোধন-পদেই পরাশক্তির আকর-বিগ্রহ শ্রীবৃষাকপি-তনয়াকেই বুঝায়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাঁহারা দীক্ষা-সমাপ্তি না হইতেই "দীক্ষা সমাপ্ত হইল" জানিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, সেই সকল ব্যক্তি দুঃসঙ্গফলে যদি কিছু অধঃপতিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাক্তনদোষ নিঃ-

শোধিত হইলে তাঁহারা পুনরায় গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। অনন্যভজনের মূলমন্ত্রের আভাসমাত্র যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই। তবে, প্রাক্তন বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে তাঁহারা যে গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত পরিচয়ে মঠের শাসন স্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্যজনিত। ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে কোনরূপ দুষ্প্রবৃত্তির আবাহন সম্ভাবনা হইবে না। আপনি যত্ন করিয়া সেই সকল ন্যূনাধিক বিচ্যুত জনগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন—ইহাই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়।

যে সকল অনভিজ্ঞ জন মহাভাগবতের মহা-বদান্য-লীলা ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই সকল অবিবেচক বলিয়া থাকে যে, গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালাকৃষ্ণদাস কেন ভট্টথারিগণের স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কেন ছোট হরিদাস গৌরসেবার ছলনায় ভক্তের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া ইতর-চেষ্টাযুক্ত হইয়াছিল? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র-পুরীর আনুগত্য পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর কতিপয় সন্তানব্রুব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিপয় শিষ্যব্রুব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে সকল কথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাভাগবত-গণের লোকাতীত মহাবদান্য-লীলার তাৎপর্য্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, অযোগ্য আপামর সর্ব্বসাধারণকে মঙ্গল-পথের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য 'জীব-মাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস'—এই কথাই বলিয়া-ছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস্য তাৎকালিক ভোগ-সাম্মুখ্য-ক্রমে বিপর্য্যস্তভাবে যে কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনধিকার-রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিন্দনীয় ব্যাপার হইলেও "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের তাৎপর্য্য লঙ্ঘিত হয় না। মহাভাগবত জানেন সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য মহাভাগবতই এক-মাত্র জগদ্‌গুরু।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার-প্রণালী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত, শ্রীমদ্ভাগবতবিদ্বেষি জনগণ তাহাদের সূক্ষ্মবিচারে স্বভাবতঃ বঞ্চিত হইয়া মূল তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণসেবাবর্জ্জিত কামাদি ষড়রিপুর বশবর্ত্তী জনের বিচার গৌড়ীয় মঠের আচারসম্পন্নগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবে অবস্থিত। ভোগীর কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার ভক্তি-পথের আশ্রিত ভাগবতগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ঠাকুর হরিদাস বলেন,—আমার নামগ্রহণরূপ দীক্ষা সমাপ্ত না হইলে আমি পাপ বা পুণ্য সংগ্রহরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিব না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।" অনভিজ্ঞ জনগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ শিক্ষায় যদি গৌড়ীয় মঠের বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই অপরাধী হইবেন। গৌড়ীয় মঠের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাঁহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দুষ্কৃতির দণ্ডলাভ করিয়াছেন, *তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবত-বিমুখ হইয়া গৌড়ীয় মঠের* নিন্দা করিবেন। উহাতেই তাঁহাদের যোগ্যতা। যেরূপ পুরীষের মক্ষিকা তারতম্যবিচারে ঐ দুর্গন্ধ-পূর্ণ বস্তুরই আদর করিয়া তাহাতে আগ্রহান্বিত হয়, তদ্রূপ ঘৃণিতস্বভাব জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয়ের নিন্দা করিয়া ঘৃণিত রুচিরই পরিচয় প্রদান করেন।

যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যেরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। যেরূপ কৃত্রিম স্বর্গ স্বর্গের স্থান অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ কপটতাময়ী ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। অভক্তগণের ধারণা প্রয়োজনতত্ত্বে ত্রিবর্গসেবা বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মুক্তি প্রার্থনা। গৌড়ীয় মঠ ভক্তিপথের পথিক হওয়ায় ঐরূপ অপ-

স্বার্থবিশিষ্ট কাপট্য গৌড়ীয় মঠে থাকিতে পারে না। দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ—এক নহে। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিষ্কপট ভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্য বিরাজমান। যে সকল উলূকপ্রতিম ব্যক্তি আলোকদর্শনে অসমর্থ, তাহাদের নাম মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারী অভক্ত।

আপনি এই সকল কথা অতি ধীরচিত্তে স্বয়ং আলোচনা করিবেন এবং যাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহাদিগকেও এই সকল কথা শুনাইবেন। যদি সময় করিয়া উঠিতে পারেন, তবে অন্য কোন সময় সাক্ষাৎমত সকল কথা শুনিবার ও সকল সংশয় মিটিবার সুযোগ হইবে। আমরা সকলে ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

একাদশঃ কিরণঃ—অভিধেয়বিচার

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।৯।২৯]

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ।।১।।

[১১।২০।৬]

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ।।২

তত্র কর্ম্মযোগঃ [১১।৫।২-৩]

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ।।৩।।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ।।৪।।

[১১।১০।২৩]

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্ ।।৫।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

শাস্ত্রাভিধেয়মুদ্ঘাট্য শুদ্ধা ভক্তির্নিরূপিতা।
শ্রীচৈতন্যাজ্ঞয়া যেন বন্দে তং রূপসজ্ঞকম্ ।।

কৃষ্ণ কে, জীব কে, জড়জগৎ কি—এইরূপ প্রশ্নোত্তর-জাত সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয়। সেই সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীবের কর্ত্তব্য, যাহা শাস্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাম অভিধেয়। এখন সেই অভিধেয়-প্রকরণ আরম্ভ হইল। মায়িক বিষয় সর্ব্বত্রই আছে, তজ্জন্য চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্বরূপ পুনঃ প্রাপ্তির যত্ন করা আবশ্যক। অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে; ইহা অনিত্য হইলেও অর্থদ, সুতরাং দুর্ল্লভ। ধীর মনুষ্য যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকট না হয়, ইহার মধ্যেই বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন ।। ১ ।।

মানবের অধিকার ভেদে, হে উদ্ধব! নিঃশ্রেয় বলিবার অভিপ্রায়ে তিনটী উপায় যোগ বলিয়াছি অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটী যোগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই ।। ২ ।।

প্রথমে কর্ম্মযোগ বিচারিত হইতেছে। পুরুষাবতার বিষ্ণুর মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে চারিটী আশ্রম অর্থাৎ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সহিত স্বীয় স্বীয় বর্ণ-গুণসহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণী জন্মগ্রহণ করেন ।।৩।।

ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ভজনা করেন না, কোনপ্রকারে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্বীয় স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন ।।৪।।

এই বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মযোগে অভয় ফল নাই।

[১১।১০।২৬-২৭]

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥৬॥
যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাহজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ ॥৭॥

[১১।১০।২৯-৩৩]

কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ ॥৮॥
লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোহপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ ॥৯॥
গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোহনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুংক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ॥১০॥

যাবৎ স্যাদ্গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥
যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্ ॥১১॥

অষ্টাঙ্গযোগাদৌ ন সম্যক্ লাভঃ [১১।২৯।১-২]

সুদুস্তরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥১২॥
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥১৩॥

[১১।১৫।৩৩]

অন্তরায়ন্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ১৪ ॥

যোগগতিরপিস্বল্পা [১১।২৪।১৪]

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োহমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥১৫॥

যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহমেধ-যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। সেখানে দেববৎ নিজার্জিত ভোগ্যসকল ভোগ করেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্য ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। পুণ্য শেষ হইলে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কালপ্রেরিত হইয়া নীচে পতিত হন ॥ ৫-৬ ॥

যদি অসৎসঙ্গে অধর্ম্ম-নিরত হন, (তাহা হইলে) অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কামাত্মা, কৃপণ, লুব্ধ, স্ত্রৈণ, ভূত-হিংসক হইয়া বিচরণ করেন ॥ ৭ ॥

স্বর্গ বা নরক হইতে আগত পুরুষ, চরমে যাঁহার দুঃখই ফল, সেই সকল কর্ম্ম করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ দেহ লাভ করেন। মর্ত্ত্য-জন্মে সুখ কি ॥৮॥

সামান্য পুণ্যবান্ ও পাপীলোকের কথা কি, সমস্ত লোক, লোকপাল, কল্পজীবিগণ এবং দ্বিপরার্দ্ধ-আয়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মারও আমা (ভগবান্) হইতে ভয় আছে ॥ ৯ ॥

গুণসকল কর্ম্মকে সৃষ্টি করে, গুণাগুণ সকলকে অনুসরণ করে। জীব গুণসংযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন ॥ ১০ ॥

যে পর্য্যন্ত গুণবৈষম্য, সে পর্য্যন্ত নানাত্ব। চিদেকস্বরূপ আত্মাতে যতদিন নানাত্ব, ততদিন তাহার পারতন্ত্র্য অর্থাৎ কর্ম্মাধীনতা। যে পর্য্যন্ত অস্বাতন্ত্র্য, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর হইতে ভয় ॥ ১১ ॥

কর্ম্মমাত্রেরই এই গতি। অষ্টাঙ্গযোগাদি জ্ঞান-মিশ্র-কর্ম্মাঙ্গের ফলও ভাল নয়। যোগাদি শুনিয়া উদ্ধব কহিলেন,—"হে অচ্যুত! অনাত্মার পক্ষে যোগচর্য্যাকে সুদুশ্চর বলিয়া জানিলাম। সহজে এবং নির্ভয়ে যাহাতে পুরুষ উত্তম ফলসিদ্ধ হন তাহা বলুন" ॥ ১২ ॥

উদ্ধব কহিলেন,—'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি দেখি যে, প্রায়ই নিগ্রহ কর্ষিত হইয়া যোগকার্য্যে অসমাধানবশতঃ বিষাদকে লাভ করে" ॥ ১৩ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন),—উত্তমযোগ যে ভক্তিযোগ তাহার সম্বন্ধে অষ্টাঙ্গযোগকে, হে উদ্ধব! সুবোধ লোকেরা অন্তরায় অর্থাৎ ব্যাঘাত বলিয়া মনে করেন। ভক্তিযোগেই তাহার ফল অনায়াসে পাওয়া যায়। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি যোগাঙ্গসকল ভক্তিযোগের তুলনায় কালক্ষেপণের হেতু মাত্র ॥১৪॥

যোগের ফলও সামান্য। যোগ, তপ, সন্ন্যাস—ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা অমল। ঐ যোগিগণ মহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন। কাযে কাযেই তাঁহারা প্রাকৃত জগৎ ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না। সূক্ষ্ম শরীরে ঐ সমস্ত অভ্যাসের ফল পান। চিৎ-স্বরূপপ্রাপ্ত ভক্তযোগী আমার চিদ্ধামরূপ বিরজাপারে বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবাপরাধ

(২)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে উদ্ধৃত (১ম বিঃ ৫৫ সং) পদ্মপুরাণ হইতে পাই—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

অর্থাৎ (সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে) বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করতঃ যিনি বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হন, তিনিই অভিজ্ঞ-গণ-কর্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত হন, তদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব। স্কন্দাদিপুরাণেও ঐরূপ বলা হইয়াছে। (ঐ হঃ ভঃ বিঃ ১২।৩৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তই বৈষ্ণব। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহার এই ভক্তনিন্দা কখনই সহ্য করিতে পারেন না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞারম্ভে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পূজাপ্রাপ্তির যোগ্য কে—এ বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব যখন তারস্বরে সর্ব্বদেবময় কৃষ্ণকেই সর্ব্বাগ্রে পূজার্হ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন আজন্ম কৃষ্ণবিদ্বেষী দমঘোষসুত শিশুপাল কৃষ্ণোৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার কঠোরবাক্যে তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে সভাস্থ সজ্জনগণ কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণমাত্রই অত্যন্ত দুঃখের সহিত কর্ণরন্ধ্র আচ্ছাদন করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তাই শ্রীমদ্-ভাগবতে (ভাঃ ১০।৭৪।৩৯-৪০) কথিত হইয়াছে—

"ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা দুঃসহং তৎ সভাসদঃ।
কর্ণৌ পিধায় নির্জ্জগ্মুঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা॥
নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥"

অর্থাৎ 'তখন সভাসদ্‌গণ তাদৃশ দুঃসহ কৃষ্ণ-নিন্দা-বচন শ্রবণ করিয়া কর্ণযুগল আচ্ছাদনপূর্ব্বক ক্রোধে শিশুপালকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে সভা-স্থল হইতে নির্গত হইলেন।'

'যিনি ভগবান্ বা তদীয় ভক্তজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও সেই নিন্দাস্থান হইতে দূরে গমন না করেন, তিনিও নিন্দক ব্যক্তির ন্যায় পুণ্যভ্রষ্ট এবং নরক-গামী হইয়া থাকেন।'

অতঃপর শিশুপালও অবিচলিত চিত্তে কৃষ্ণপক্ষীয় রাজগণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে যুদ্ধার্থ খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিল। তখন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া স্বপক্ষীয় বীরগণকে নিবারণ করতঃ স্বয়ংই তীক্ষ্ণধার সুদর্শন চক্রদ্বারা তদভিমুখে আগত শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। শিশুপাল নিহত হইলে সভামধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। শিশুপালপক্ষীয় রাজগণ জীবন-রক্ষার্থ ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। সর্ব্বজনসমক্ষে শিশুপাল-দেহোত্থ তেজোরাশি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবিষ্ট হইল। ইহার কিছুকাল পরে কৃষ্ণদ্বেষী দন্তবক্রও কৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই-রূপে বিষ্ণুপার্ষদদ্বয় জয়বিজয় তৃতীয় জন্মে মুক্ত হইয়া শ্রীহরির পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভগ-বৎকৃপায় যজ্ঞস্থলে রুধিরবিন্দু পতিত হইতে পারে নাই। যোগেশ্বরেশ্বর যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবান্‌ই যজ্ঞ রক্ষা করিয়া কিছুকাল ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থানান্তর দ্বারকায় প্রস্থান করেন।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে দেখিতে পাই—বৈষ্ণবরাজ শিবের নিন্দক দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে বিষ্ণু গমন করেন নাই। দেবী সতী পতিদেবতা শিবের নিষেধ-সত্ত্বেও পিত্রালয়ে গমনপূর্ব্বক পিতা দক্ষমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করতঃ অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়া চিন্তা করিলেন,—'হায়, আমি স্ত্রীস্বভাবসুলভ চাপল্যবশতঃ আমার সর্ব্বজ্ঞ বৈষ্ণবরাজ পতির নিষেধ অবহেলা করতঃ বৈষ্ণবনিন্দক পিতার ভবনে আসিয়া আজ আমাকে এই বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণরূপ মহাদুর্ভাগ্য বরণ করিতে হইল। ধিক্ ধিক্ শতধিক্ আমাকে, আমার এই মহাপরাধের প্রায়শ্চিত্তও ত' কিছুই দেখি না! তথাপি আমি এই বৈষ্ণবনিন্দক পিতৃপ্রদত্ত দেহ তৎ-সমক্ষেই পরিত্যাগ করিয়া আমার পতিদেবতার পদ-রজে আত্মাকে অভিষিক্ত করতঃ তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থিনী হইব।' ইহা ভাবিয়া সতী পিতাকে কহিতে

লাগিলেন—'হে পিতঃ, যিনি সকল দেহধারিজীবের আত্মস্বরূপ প্রিয়তম, যাঁহার প্রিয় অপ্রিয় কেহই নাই, সুতরাং যাঁহার কাহারও সহিতই বিরোধ থাকিতে পারে না, আপনি ব্যতীত সেই পরমমঙ্গলময় শিবের প্রতিকূলাচরণ আর কে করিবে ?'

'সাধুর স্বভাব —অপরের দোষসমূহও গুণমধ্যে গ্রহণ করা, আর আপনার ন্যায় অসূয়াপরবশ ব্যক্তি পরের গুণেও দোষ দর্শন করে। কোন কোন সাধু-পুরুষ যথার্থ দোষগুণের বিচার করেন, ইঁহারা মধ্যম। আর মহত্তম যাঁহারা, তাঁহারা পরের তুচ্ছ গুণকেও মহৎ বলিয়া প্রশংসা করেন, আর আপনি পরম মহৎ ভবের প্রতিও দোষ আরোপ করেন ! [বস্তুতঃ ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তির স্বভাবই এই যে, "গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ। গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥" মণিময় মন্দিরমধ্যেও পিপীলিকা ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। চালুনীর স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেদের শত শত ছিদ্রের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সূচের একটি ক্ষুদ্রতম ছিদ্রকে বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিবে।'] সাধু হইবেন—অদোষদরশী। 'উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণঅধিষ্ঠান ॥' যাহারা এই জড়দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ কুণপাত্মবাদী অসৎপুরুষগণ যে মহতের নিন্দা করিয়া বেড়াইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ—সকল অবস্থাতেই তাঁহারা চিত্তের সন্তোষ বা সমতা সংরক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের পদরেণুসমূহ অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণ তাঁহাদের প্রভুর নিন্দা কি করিয়া সহ্য করিবেন ? তাঁহারা তাঁহাদের প্রভু-নিন্দকের তেজ সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়া দেন। আহা যাঁহার 'শিব' এই দুই অক্ষর নাম কথাচ্ছলে উচ্চারণ করিলেও মনুষ্যের সকল অমঙ্গল দূর হইয়া যায়, যাঁহার শাসন অলঙ্ঘ্য, যাঁহার যশঃ পরমপবিত্র, নিতান্ত অমঙ্গলস্বরূপ অসৎ ব্যতীত সেই মঙ্গলস্বরূপ বিশ্ববান্ধব শিবদ্বেষী আর কে হইতে পারে ? [যদি বল, সতী তুমি সাধুর লক্ষণ উল্লেখ করিয়া পরের দোষ দর্শন নিষেধ করিতেছ, কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ, প্রজাপতিগণেরও পতিরূপে জগৎপূজ্য, তোমার পিতা, সেই পরমপূজ্য পিতৃনিন্দায় কি তোমার অসাধুত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না ?' পিতৃপক্ষ হইতে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সতী বলিতেছেন—সম্প্রতি নিন্দার কি কথা, শিবদ্বেষী তুমি, তোমাকে হত্যা না করাই আমার পক্ষে মহাপরাধ, এবিষয়ে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ কর ; ইহা বলিয়া সতী বলিতেছেন—(শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা দ্রষ্টব্য)]

'কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্য শৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥"

—ভাঃ ৪।৪।১৭

অর্থাৎ "কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি দাসের সেই নিন্দককে মারিতে কিম্বা স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রভু-ভক্তের সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য ; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম।"

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"তত্রেয়ং ব্যবস্থা—ক্ষত্রিয়স্য দণ্ডেঽধিকারাৎ স এব নিন্দক-জিহ্বাং ছিন্দ্যাৎ ; অপরেষামন্যদণ্ডেঽ-নধিকৃতাং ত্রয়াণাং মধ্যে বৈশ্যশূদ্রৌ তনুত্যাগরূপং স্বদণ্ডমেব কুর্য্যাতাম্ ; ব্রাহ্মণস্য শরীরদণ্ডানৌচিত্যাৎ স তু কর্ণৌ পিধায় বিষ্ণুং স্মরন্নির্গচ্ছেদিতি ॥"

অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইহাই ব্যবস্থা যে—ক্ষত্রিয়ের দণ্ডে অধিকার থাকায় তিনিই নিন্দকজিহ্বা ছেদন করিবেন। অন্যের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের অন্য দণ্ডে অধিকার না থাকায় বৈশ্য ও শূদ্র তনুত্যাগ রূপ স্বীয় দণ্ড বিধান করুন। ব্রাহ্মণের তনুত্যাগ অনুচিত বলিয়া তিনি কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিতে করিতে (বৈষ্ণবনিন্দাস্থান হইতে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে) বহির্গমন করিবেন।"

বিপ্রসাম্যহেতু বৈষ্ণবও ব্রাহ্মণের বিচার অবলম্বন

করিবেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তি-সন্দর্ভে নামাপরাধান্তর্গত সাধুনিন্দা-বর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ—'নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ ॥' ইতি। ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব। সমর্থেন তু নিন্দক-জিহ্বা ছেত্তব্যা ; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ ॥"

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত তনুত্যাগ-মীমাংসা প্রদর্শন করিয়াছি। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপরিউক্ত ভাঃ ৪।৪।১৭ শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"বর্ণধর্ম্মে অবস্থিত জনগণ বর্ণবহির্ভূত সমাজের গুরু। বর্ণিগণের গুরু ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গুরু—বৈষ্ণবধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা আচার্য্য। যেখানে আচার্য্যপ্রভুর নিন্দা, সেই স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ; সমর্থ হইলে নিন্দকজিহ্বা অপসারিত করিবে ; অসমর্থ হইলে হৃদয়ের দুঃখে মরিয়া যাইবে। মনোধর্ম্মজীবিগণ বিষ্ণুবৈষ্ণববিমুখ হইয়া নানাপ্রকার নশ্বরবিচারে ব্যাপারসমূহ দর্শন করে। তৎফলে তাহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। উহারা পরস্পর মনোধর্ম্ম-বশে বিপদ্ উপস্থাপিত করিলে সত্যবস্তুর কোনও হানিজনক ভাব ঘটে না ; পরন্তু উহাদের মধ্যে বিবাদের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়া কোন সুফল উৎপন্ন করে না। এজন্যই ঈশ্বর-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিবার বিধি শাস্ত্রে বিহিত আছে। বিদ্বেষিজনে উপেক্ষা অর্থাৎ অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবের আচার। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

'বৈষ্ণবচরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি' ॥'

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।'
'যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ' ॥"

[অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেন।' 'যোষিৎসঙ্গ এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতেও মানুষের যে মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, এত মোহ ও বন্ধন অন্য প্রসঙ্গে হয় না।' —এই দুই বাক্য হইতে প্রভুপাদ জানাইতেছেন—বৈষ্ণবাপরাধী অসজ্জন-সঙ্গ ত' সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য বটেই, পরন্তু ঐ বৈষ্ণবাপরাধীর সঙ্গীর সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।]

পরমা বৈষ্ণবীশক্তি দেবী সতী তাঁহার বৈষ্ণবরাজ পতিদেবতা শিব-বিদ্বেষী পিতা দক্ষ-সমক্ষে নির্ভীক্ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"শিববিদ্বেষী আপনার ঔরসজাত আমার এই ঘৃণিত দেহকে আমি আর ক্ষণকালমাত্রও ধারণ করিব না। যদি অজ্ঞানবশতঃ কেহ কোন নিন্দিতবস্তু ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যেমন বমনদ্বারাই তাহার বিশুদ্ধির ব্যবস্থা প্রদান করেন, তদ্রূপ শিববিদ্বেষী আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন আমার এই কুৎসিৎ দেহে কোনও প্রয়োজন নাই, আপনি কুজন, আপনার সহিত দেহসম্বন্ধ থাকায় আমি বড়ই লজ্জিতা হইতেছি। মহজ্জনের অপ্রিয়কর্ত্তা ('মহতামহৃদ্যকৃৎ' —ভক্তাপরাধী) হইতে যে জন্ম হয়, সেই জন্মে ধিক্। ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) বৃষধ্বজ শিব যখন পরিহাসচ্ছলে আমাকে 'দাক্ষায়ণী' (দক্ষনন্দিনী) বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আপনার সহিত সম্বন্ধের কথা মনে পড়িলে আমি সাতিশয় দুঃখিত-চিত্তা হইয়া পড়ি, রহস্যের সময় হইলেও আমি আর তখন হাস্য করিতে পারি না, সুতরাং আপনার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন কুণপতুল্য (শবদেহবৎ) এই ঘৃণিত দেহকে আমি নিশ্চয়ই অতিশীঘ্রই পরিত্যাগ করিব।"

পিতৃমুখে পতিনিন্দাশ্রবণে অত্যন্ত মর্ম্মাহতা সতী দেবী যজ্ঞস্থলে পিতা দক্ষকে ঐরূপ সুতীব্র ভর্ৎসনা-সূচক বাক্য বলিতে বলিতে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্ব-সমক্ষে যোগবলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সুমহান্ হাহাকার রব সমুত্থিত হইল। অত্যন্ত নিষ্ঠুরহৃদয় বৈষ্ণবদ্বেষী দক্ষ নিজকৃত অবজ্ঞা-হেতু নিজ আত্মজা কন্যা দেহত্যাগে উদ্যতা হইলেন দেখিয়াও তাঁহাকে কোনপ্রকারে নিবারণ করিলেন না, সতীর অনুচরবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক দক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইল। ঐশ্বর্য্যশালী ভৃগু ধাবমান প্রমথগণকে প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে

দেখিয়া যজ্ঞবিঘ্নবিনাশক যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। তাহাতে সহস্র সহস্র ঋভুনামক দিব্যাস্ত্রধারী দেবতাগণ যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া প্রমথ ও গুহ্যকদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। উহারা তাড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। এদিকে দেবর্ষি নারদ-মুখে সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞোত্থিত ঋভুনামক দেবগণ-দ্বারা রুদ্রানুচরগণের বিতাড়ন-সংবাদশ্রবণে ক্রুদ্ধ ধূর্জটি তাঁহার জটাজাল হইতে একটি জটা উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা হইতে রুদ্রাংশে ভীষণকায় বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। বীরভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রুদ্রাজ্ঞাপ্রার্থী হইলে রুদ্র কহিলেন—তুমি আমার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এখনই মৎপক্ষীয়যোদ্ধৃগণের অধিনায়করূপে দক্ষকে তাহার যজ্ঞের সহিত ধ্বংস কর। রুদ্রাজ্ঞা শিরো-ধার্য্য করিয়া বীরভদ্র রুদ্রানুচরগণসহ দক্ষযজ্ঞস্থলে প্রধাবিত হইয়া দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতে লাগিলেন। শিবহীন যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু যোগদান করেন না। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের অবমাননা কখনই সহ্য করিতে পারেন না। গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়াও গোবিন্দের ভক্ত তদীয়ের অর্চ্চনা না করিলে গোবিন্দ ত' সে অর্চ্চন স্বীকারই করেন না, পরন্তু তাদৃশ অর্চ্চকাভিমানীকে কেবল দাম্ভিক বলিয়া গর্হণই করেন। বৈষ্ণবাপরাধী দক্ষের পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতা, প্রজাপতি ও মুনিবৃন্দের লাঞ্ছনাগঞ্জনার আর সীমা রহিল না। রুদ্রানুচর মণিমান্ ভৃগুকে, চণ্ডেশ্বর সূর্য্যদেবকে, নন্দীশ্বর ভগদেবকে এবং স্বয়ং বীরভদ্র দক্ষকে বন্ধন করিলেন। ঋত্বিক ও দেবতা-গণের সহিত সদস্যগণ সকলেই যজ্ঞ স্থলে নানাপ্রকার উপদ্রব দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিলেন। রুদ্রা-নুচরগণ তাঁহাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সকলেই আহত হইলেন। ভৃগু সোমপাত্রহস্তে অগ্নিতে আহুতি দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বীরভদ্র তাঁহার শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। কেননা ভৃগু সভাস্থলে মহা-দেবকে শ্মশ্রু প্রদর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। দক্ষ সভামধ্যে শিবনিন্দা করিবার সময় ভগদেব অক্ষিসঙ্কোচদ্বারা দক্ষকে উৎসাহিত করিতেছিলেন, এজন্য বীরভদ্র তাঁহাকে ক্রোধভরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া দিলেন। দক্ষের শিবনিন্দাকালে পূষাদেব দন্তবিকাশ করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন, এজন্য বীরভদ্র পূষাদেবের দন্ত-সমূহ উৎপাটন করিয়া দিলেন। (ভাঃ ১০।৬১।২৯-৩৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলদেব কর্ত্তৃক কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দান্তোৎপাটনকথা বর্ণিত আছে।) অতঃপর বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিয়া তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শরীর হইতে তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না। নানা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে দক্ষের চর্ম্ম-মাত্রও ছিন্ন হইল না দেখিয়া সবিস্ময়ে পশুপতি বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে সংজ্ঞপনযোগ অর্থাৎ কণ্ঠ-নিপীড়নাদিরূপ পশুমারণোপায়যন্ত্র দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা পশুতুল্য যজ্ঞকারক দক্ষের শরীর হইতে মস্তককে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ক্রোধোদ্দীপ্ত বীরভদ্র দক্ষের ঐ ছিন্নমস্তক দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া এবং তৎপরে দক্ষের যজ্ঞাগার দগ্ধ করিয়া কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। সুতরাং শিবহেন মহাভাগবত বৈষ্ণব-চরণে অপরাধীর যজ্ঞ এইরূপেই ধ্বংস হইয়া যায়।

অতঃপর রুদ্রানুচরগণ দেবতাগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলে তাঁহারা ভয়বিহ্বলচিত্তে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণসহ ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক দক্ষযজ্ঞবৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করিলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা ও বিশ্বাত্মা নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞতাহেতু দক্ষযজ্ঞের ভয়াবহ পরিণাম পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া দক্ষযজ্ঞে গমন করেন নাই। ব্রহ্মা দেবগণের নিবেদিত যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন—'অতি তেজস্বী পুরুষে অপরাধ করিয়া যাহারা বাঁচিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের ঐরূপ অপরাধময় জীবনধারণেচ্ছা প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না। তোমরা রুদ্রের নিকট মহা অপরাধ করিয়াছ, তিনি যজ্ঞাংশভাগী, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে দূরে পরি-ত্যাগ করিয়াছ, সুতরাং এক্ষণে বিশুদ্ধান্তঃকরণে তাঁহার পদযুগলে পতিত হইয়া আশুতোষ তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা কর। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপাল সহিত সমস্ত লোক ধ্বংস হইয়া যায়।

দুর্ব্বাক্যবাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে এবং প্রিয়-তমার বিয়োগনিবন্ধন তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। শিবচরণে ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত আমি এবিষয়ে আর কোন উপায়ান্তর দেখি না।' পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেব-গণকে এইরূপ আদেশ করিয়া প্রজাপতিগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণসহ স্বধাম হইতে শিবপ্রিয়ধাম কৈলাসে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তরুমূলে সমা-সীন—ভগবদারাধনারত বৈষ্ণবরাজ শম্ভুকে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মাদি দেবতা সকলেই শিবকে যথা-যোগ্য অভিবাদনাদি করিলে শিবও প্রত্যভিবাদন করিলেন। ব্রহ্মা স্তবস্তুতিদ্বারা আশুতোষ শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া বৈষ্ণবাপরাধী দক্ষের অপরাধমোচন এবং তাঁহার অসম্পূর্ণ যজ্ঞ সমাধানার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শিবানুচরগণ দ্বারা যাঁহারা যজ্ঞস্থলে প্রহৃত ও হীনাঙ্গ হইয়া স্বস্ব কৃতাপরাধের ফলভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের হিতার্থও বিহিত কৃপা ভিক্ষা করিলেন এবং রুদ্র তাঁহার প্রাপ্য যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞাঙ্গ সম্পূর্ণ করুন—এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন।

আশুতোষ শিব ব্রহ্মাদি দেবতার স্তবে তুষ্ট হইয়া ছাগমুণ্ডযোজনাদ্বারা দক্ষকে পুনর্জীবন দান করিলেন এবং বিভিন্ন উপায়ে অপরাপর হীনাঙ্গ ব্যক্তিগণের অঙ্গবৈকল্য দূর করিলেন। শিব ব্রহ্মাদি দেবগণসহ দক্ষের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলে দক্ষ শিবকৃপায় বিগতমোহ হইয়া শিবসমীপে বৈষ্ণবা-পরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শিবকৃপায় দক্ষ পুনরায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিলে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি সেই যজ্ঞে শুভাগমন করতঃ যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করি-লেন। শিবব্রহ্মাদি যজ্ঞের অবশিষ্টাংশে স্বস্ব পূজা প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইলেন, দক্ষযজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। যথাসময়ে সতী হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে পুন-রায় জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই পবিত্র চরিতকথা শ্রবণ করিলে জীব বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান হইয়া বৈষ্ণবকৃপায় বিষ্ণুভক্তি লাভ করিতে পারেন।

দশনামাপরাধের মধ্যে নামমহিমা প্রচারকারী নামাশ্রিত শুদ্ধভক্ত সাধুনিন্দাকে নামপ্রভুর চরণে পরমাপরাধ বলিয়া প্রথমেই গণনা করা হইয়াছে। এই অপরাধটি বড়ই ভয়ঙ্কর। ইহা হইতে সাবধান না হইলে কোটি কোটি জন্ম নামভজন করিয়াও কেহই নামকৃপালাভে সমর্থ হইবেন না। দক্ষ যদিও ছাগমুণ্ডযোজনাক্রমে পুনর্জন্ম পাইয়া শিবকে স্তুত্যাদি-দ্বারা প্রসন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ বস্তুটি এমনই ভীষণ যে অন্তরে বিন্দু-মাত্র উষ্ণা থাকিলেও সেই অপরাধ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কৃতাপরাধের ফল তাঁহাকে (দক্ষকে) চাক্ষুষ মন্বন্তরেও ভোগ করিতে হইয়াছে—

"তে চ ব্রহ্মণ আদেশান্মারিষামুপযেমিরে।
যস্যাং মহদবজ্ঞানাদজন্যজনযোনিজঃ ॥"

—ভাঃ ৪।৩০।৪৮

অর্থাৎ ব্রহ্মার আদেশে প্রচেতোগণ বৃক্ষদত্ত মারিষা নাম্নী সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ব্রহ্মপুত্র দক্ষ শিবাপরাধ-জন্য মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন অর্থাৎ গর্ভযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় লিখিতে-ছেন—

'মারিষাং বার্ক্ষীং অজনযোনির্ব্রহ্মা তস্মাজ্জাতো-ঽপি দক্ষঃ ক্ষত্রিয়জাতৌ যস্যাং মহতঃ শ্রীমহাদেবস্যা-বজ্ঞানাৎ অজনি ক্ষত্রিয়বীর্য্যতঃ গর্ভবাসজ-স্বদুঃখং প্রাপ, পূর্ব্বং বীরভদ্রহস্তাৎ পুনশ্চ কালতশ্চ মরণদ্বয়ং প্রাপেতি জ্ঞেয়ম্ ॥"

অর্থাৎ (স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে) অজন অর্থাৎ নারায়ণ, যোনি অর্থাৎ কারণ যাঁহার, সেই ব্রহ্মা হইতে জন্মলাভ করিয়াও শ্রীমহাদেবাবজ্ঞাফলে (ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে) দক্ষকে ক্ষত্রিয়বীর্য্যে ক্ষত্রিয়জাতিতে বৃক্ষদত্তা মারিষা নাম্নী কন্যার (প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরা গর্ভজাতা ও বৃক্ষগণ-পালিতা) গর্ভে বাসজন্য দুঃখ পাইতে হইল। পূর্ব্বে বীরভদ্রহস্তে, পুনরায় কালহস্তে মরণদ্বয় পাইলেন, ইহাই জ্ঞেয়।

পরবর্ত্তী শ্লোকেও জানা যায়—

"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কালবিদ্রুতে।
যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥"

—ভাঃ ৪।৩০।৪৯

অর্থাৎ "চাক্ষুষমন্বন্তরে পূর্ব্বদেহ কালবশে বিনষ্ট হইলে যিনি ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বাভি-লষিত বহু প্রজা সৃষ্টি করেন, ইনিই সেই দক্ষ।"

[পঞ্চম মন্বন্তরাবসানে কালবশে প্রাচীন সৃষ্টি বিলুপ্ত হয়। দক্ষ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিকামনায় পঞ্চম মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ মন্বন্তরে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরে তাহার ফলপ্রাপ্তি হয়, ইহাই জানিতে হইবে।]

চঃ টীঃ—"পুনশ্চাশুতোষস্য তস্যৈব স্তুত্যুত্থাদনুগ্রহাদৈশ্বর্য্যঞ্চ স্বীয়মবাপেত্যাহ—চাক্ষুষ ইতি।"

অর্থাৎ পুনশ্চ তাঁহার আশুতোষের স্তুত্যুত্থ অনুগ্রহে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—ইহাই 'চাক্ষুষে' এই শ্লোকে বলা হইতেছে।

চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রাচেতসদক্ষ ভগবান্ শ্রীহরির আদেশে প্রজাপতি পঞ্চজনকন্যা অসিক্নীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে হর্য্যশ্বনামক দশসহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। পিতা দক্ষ তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টির আদেশ করিলে তাঁহারা পিত্রাদেশে যথাকালে পশ্চিমদিকে সিন্ধুনদ ও সমুদ্রসঙ্গমস্থানে মুনি-সিদ্ধ-নিষেবিত নারায়ণ-সরোবর নামক মহাতীর্থে গমন করিলেন। সেই তীর্থের পরমপবিত্র জলসংস্পর্শে তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে বিষয়াসক্তি বিদূরিত হইয়া পারমহংস্যধর্ম্মে বুদ্ধির উদয় হইল। কিন্তু পিত্রাদেশে তাঁহারা তথায় প্রজাবৃদ্ধিনিমিত্ত কঠোর তপস্যায় যত্নবান্ হইয়াছেন দেখিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের নিকট আসিলেন এবং দশটি কূটার্থপূর্ণ বাক্য কহিলেন। নারদকৃপায় সেই বাক্যের মর্ম্মার্থ অবধারণপূর্ব্বক হর্য্যশ্বগণ সকলেই সংসারবিরক্ত হইয়া ভগবদ্ভজনের বিচার অবলম্বন করতঃ দেবর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নিবৃত্তিমার্গের সাধক হইলেন। অনন্তর দক্ষ শুনিতে পাইলেন,—তাঁহার সাধুচরিত্র পুত্রগণ নারদোপদেশে নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তচ্ছ্রবণে অত্যন্ত শোকাকুলচিত্তে অনুতাপ করিতে করিতে দক্ষ বলিয়াছিলেন—অহো সুসন্তান লাভ করা নিতান্ত শোকের কারণ—[ক অনুতন্মত কঃ (দক্ষঃ) শোচন্ সুপ্রজস্ত্বং (সৎপুত্রশালিত্বং) শুচাং পদম্ (শোকানাং স্থানম্),] প্রায়ই ভগবন্মায়ামুগ্ধ পিতৃমাতৃগণকে সৎপুত্রবিরহে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখা যায়। অহো বিষ্ণুমায়া!

অতঃপর শোকসন্তপ্ত দক্ষ ব্রহ্মার সান্ত্বনায় কিছু আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় সেই পাঞ্চজনী অসিক্নীগর্ভে সবলাশ্ব-নামক সহস্র পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে যথাকালে প্রজাসৃষ্টির আদেশ করিলে তাঁহারা পিত্রাদেশ-পালনতৎপর হইয়া তাঁহাদের হর্য্যশ্বনামক জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণ যেস্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই নারায়ণসরোবরে গমন করিলেন। সেই মহাতীর্থের পবিত্র জলস্পর্শমাত্রই তাঁহাদের চিত্তও নির্ম্মল হইল। তাঁহারা তথায় কএকমাস জল ও কএকমাস বায়ুমাত্র ভক্ষণ করতঃ "ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে। বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি॥"—এই পরমব্রহ্মস্বরূপ মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে ইড়স্পতি অর্থাৎ মন্ত্রাধিপতি বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের নিকট আগমনপূর্ব্বক প্রজাসৃষ্টিকামী সবলাশ্বগণকেও পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ হর্য্যশ্বগণকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ) কূটার্থপূর্ণ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করিয়া কহিলেন—'হে দক্ষাত্মজ সবলাশ্বগণ, তোমরা আমার হিতোপদেশ শ্রবণ কর, তোমাদের হর্য্যশ্ব-নামক ভ্রাতৃবৃন্দ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তোমরাও সেই শ্রেয়ঃপথানুগামী হও।' ইহা বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলে শ্রীভগবানের ভক্তাবতার নারদমুনির কৃপালব্ধ সেই সবলাশ্বগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবৃন্দের পরম মঙ্গলপ্রদ পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন।

এইসময়ে দক্ষ নানাবিধ অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দর্শন করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন—এবারও নারদের মন্ত্রণায় তাঁহার সবলাশ্ব পুত্রগণ তাহাদের অগ্রজ হর্য্যশ্ব পুত্রগণের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। পুত্রশোকে দক্ষ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমতাবস্থায় নারদকে সম্মুখেই দেখিতে পাইয়া ক্রোধে তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কহিতে লাগিলেন—

"অহো অসাধো সাধূনাং সাধুলিঙ্গেন নস্ত্বয়া।
অসাধ্বকার্য্যর্ভকানাং ভিক্ষোর্মার্গঃ প্রদর্শিতঃ॥
* * * *
তন্তুকৃন্তন যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ।
তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় নভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম্॥"
—ভাঃ ৬।৫।৩৬, ৪৩

অর্থাৎ "হে অসাধো, তুমি সাধুর ন্যায় বেশ

ধারণ করিয়াছ বটে, কিন্তু আমি কখনও তোমার প্রতি কোন অহিত আচরণ না' করা সত্ত্বেও তুমি আমার অপরিণতবয়স্ক বালক পুত্রগণকে ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসিজনোচিত পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত অহিত আচরণ করিয়াছ। [ব্রাহ্মণসন্তান জন্মমাত্রেই ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ—এই ঋণ-ত্রয়ে ঋণী হন। ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ ও পুত্রোৎপাদন-দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়—ইহাই শ্রুতিনির্দ্দেশ। কিন্তু আমার অমুক্তঋণ পুত্রগণ এখনও কর্ত্তব্য কর্ম্মপথ বিচার করিয়া লইতে পারে নাই, এমতাবস্থায় মোক্ষানধি-কারি পুত্রগণকে সংসারবিরক্ত করায় হে পাপ! তুমি তাহাদিগের ইহকাল ও পরকাল—উভয় কালেরই মঙ্গল ব্যাহত করিয়াছ।

এইরূপে তুমি অপক্বুদ্ধি বালকগণের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছ, তুমি অতি নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ। তুমি যে শ্রীহরির পার্ষদগণের মধ্যে বিচরণ কর, ইহাতে তাঁহার যশঃ নষ্ট করাই হইতেছে। অর্থাৎ তোমার মত ভগবদ্ যশোনাশক ব্যক্তির তাঁহার পার্ষদমধ্যে বিচরণ করা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।

হে নারদ, তোমার প্রতি যাহারা কখনও শত্রুতা আচরণ করে নাই, তাহাদিগের প্রতিও তুমি শত্রুতা আচরণ করিয়া সৌহৃদ্য বা প্রীতি ছেদন কর। তুমি ব্যতীত ভগবদ্ভক্তগণ—সকলেই জীবের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ হন। অর্থাৎ তুমি ভগবদ্ভক্ত হইবারও অনুপযুক্ত!

নিবৃত্তিমার্গ প্রবৃত্তিমার্গের আসক্তিরূপ বন্ধন ছেদন করিতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া বৃথা ভক্তবেশধারী তুমি এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইলেও ইহাতে জ্ঞান ব্যতীত মানুষের কখনই প্রভূত বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে না।

বিষয়সমূহ উপভোগ না করিয়া লোকে তাহাদের তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ দুঃখহেতুত্ব বুঝিতে পারে না, উপ-ভোগদ্বারাই তীক্ষ্ণত্ব-জ্ঞান জন্মে। তখন আপনা হইতেই নির্ব্বেদ-প্রাপ্তি হয়, পরোপদেশে বুদ্ধি বিচা-লিত হইলেও তাদৃশ নির্ব্বেদ ঘটে না।

কর্ম্মমার্গে মর্য্যাদাবিশিষ্ট সদাচারপরায়ণ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বী আমাদের সম্বন্ধে তুমি যে অসহ্য অপ্রিয় আচরণ করিয়াছ, তাহা আমরা সহ্য করিলাম।

হে সন্তানচ্ছেদক (বংশনাশক), তুমি পুনঃপুনঃ আমাদের প্রতি পুত্রগণের স্থানভ্রংশ রূপ যে অভদ্র আচরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি ত্রিভুবনে যেস্থানেই বিচরণ করিবে, সেস্থানে কোথায়ও তোমার স্থান হইবে না। (দক্ষ এইরূপ মৃদুচ্ছলে শাপ প্রদান করিলেন।)

সাধুসমাজের সম্মানপাত্র নারদ দক্ষবাক্য 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। স্বয়ংপ্রতিকারে সমর্থ হইয়াও যদি তাহা সহ্য করা যায়, তাহা হইলে সেই সহিষ্ণুতাই ধন্যবাদের বিষয়। [বস্তুতঃ সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে উল্লিখিত কর্ম্মকাণ্ডীয়ে দক্ষোক্ত-নীতিই বহুমানিত হইয়া থাকে, দেবর্ষি নারদোপদিষ্ট ভগবদ্ভজনোপদেশের গুরুত্ব উঁহাদের মস্তিস্কে প্রবিষ্ট হয় না। তজ্জন্যই উঁহারা বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিয়া বসে। কিন্তু প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা, ইহা বিশেষ যত্নের সহিত অনুধাবনীয়।]

অনন্তর পুত্রশোকবিহ্বল প্রাচেতসদক্ষ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সান্ত্বনাপ্রাপ্ত ও অনুরুদ্ধ হইয়া অসিক্নী নাম্নী ভার্য্যা-গর্ভে পুত্রদ্বারা বংশবিস্তারবিষয়ে পূর্ব্ববৎ বিঘ্নোদয়ের আশঙ্কায় ষাটটি কন্যাসন্তান উৎপাদন করিলেন। এই কন্যাগণ খুবই পিতৃবৎসলা ছিলেন। উঁহাদের বিবাহযোগ্যকালে পিতা দক্ষ ধর্ম্মকে দশটি; কশ্যপকে তেরটি; চন্দ্রকে সাতাইসটি; ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশা-শ্বকে দুইটি করিয়া ছয়টি এবং তার্ক্ষ্যকে অবশিষ্ট চারিটি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এইসকল কন্যার বংশধর পুত্রপৌত্রাদিদ্বারাই ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হইয়াছে।

যাহা হউক বৈষ্ণবাপরাধের অতিভয়ঙ্কর পরিণাম প্রদর্শনার্থই এই আখ্যায়িকাটি অবতারণা করা হইল। প্রজাপতি দক্ষ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শিবাবজ্ঞাফলে ছাগ-মুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া শিবচরণে অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থী হইলেও হয়ত ঐরূপ ক্ষমাপ্রার্থনা আন্তরিক অনুতাপ-সহকারে নিষ্কপটে কৃত না হওয়ায় ষষ্ঠ মন্বন্তর চাক্ষুষমন্বন্তরে শ্রীভগবানের ভক্তাবতার দেবর্ষি নারদ-চরণেও ঐরূপ অপরাধের পুনরুদ্গম সম্ভাবিত হইল। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! সুতরাং এইরূপ বৈষ্ণবা-পরাধ হইতে সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত

প্রয়োজন। শ্রীভগবানের ভক্তচরণে অপরাধ করিয়া কোটিজন্মের সাধনভজনেও ভগবৎকৃপালাভ সম্ভব হইবে না। যে বৈষ্ণবস্থানে যাঁহার অপরাধ হয়, তাঁহার নিকট নিষ্কপট অনুতাপসহ ক্ষমাপ্রার্থী হইতে না পারিলে সে অপরাধ হইতে নিস্তার পাওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব সাধু সাবধান!

আমরা অনেকেই বলিয়া থাকি—আমরা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি বটে, কিন্তু চিত্তটা নীরস—বজ্রতুল্য কঠিন, একটুও ভক্তিরসসিক্ত হইতেছে না, নাম করিতে হয় করি, কোনরূপে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূরিলে নামের মালা রাখিয়া দিই, চিত্তে কোন বিকারই ত' অনুভব করিতে পারি না! ইহার কারণ কি?

আমাদের এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীই প্রদান করিয়াছেন (চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ)—

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥"

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥"
—ভাঃ ২।৩।২৪

[অর্থাৎ "হরিনাম গ্রহণ করিলে যাহার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় প্রস্তরময় অর্থাৎ কঠিন অপরাধদ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না।]

"'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥"

এক্ষণে উপায় কি? তাহাতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে বটে, কিন্তু পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দনামে ঐসকল অপরাধের বিচার নাই—

"চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি, এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু, অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥"

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ যে অপরাধ থাকিতেও প্রেম দেন, তাহা নহে; কিন্তু পরমদয়াল তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইলে শরণাগতবৎসল তাঁহাদের কৃপায় শীঘ্র শীঘ্র অপরাধ দূর হইয়া গেলে প্রেমসম্পদ্ লভ্য হয়। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কহিয়াছেন—

"যদি কেহ চৈতন্যনিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয় করেন, তাহা হইলে ক্ষণকালেই তাঁহার পূর্ব্বাপরাধসকল মার্জ্জিত হয় এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণনামের উদয় হইতে হইতেই তিনি প্রেম দেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজনবিচারে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম-গ্রহণের উপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ, আশ্রিত জনগণের উপর। গৌরনিত্যানন্দের ঔদার্য্যস্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। 'শ্রীচৈতন্যভজন' বলিতে কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণেতর গৌরভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিত ভজনরূপ মায়ার দাস্যে কৃষ্ণপ্রেমমাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই।" —চৈঃ চঃ আ ৮ম পঃ দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবাপরাধকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। চাপালগোপাল, দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। এমনকি স্বয়ং শচীমাতাকে পর্য্যন্ত শ্রী-অদ্বৈতাচার্য্যচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া তবে প্রেম দিয়াছেন। যে বৈষ্ণবস্থানে যাঁহার অপরাধ হয়, তাঁহার পাদপদ্মে নিষ্কপট অনুতাপসহ ক্ষমাপ্রার্থী

হইলে সেই বৈষ্ণব সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে ক্ষমা করেন। তবেই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, নতুবা বৈষ্ণবাপরাধ অতি ভয়ঙ্কর। গুর্ব্ববজ্ঞা বৈষ্ণবাপরাধাদি থাকার জন্য চিত্ত বজ্রতুল্য কঠিন হইয়া যায়। তাই ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"অপরাধফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি,
বড় দুঃখে ডাকি বারবার॥"
"হা গৌরনিতাই, তোরা দুটি ভাই,
পতিত জনার বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥"

স্বার্থান্ধজীব, স্বার্থে আঘাত ঘটিলে ক্রোধান্ধ-জীবের আর লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না, গুরুবৈষ্ণবকে যাহা মুখে আসে, তাহা বলিয়া দেয় বা অন্তরে বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিয়া তাঁহাদের দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। মায়াবদ্ধ জীব অবিদ্যার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আপনাদিগকে ধীর বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ পণ্ডিতাভিমানে নানাপ্রকার কুটিল বা নীতি-বিরুদ্ধ বিপরীত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রকৃত শ্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ করে এবং জরামরণরোগাদি দুঃখ ভোগ করিতে করিতে পুনঃপুনঃ স্বর্গনরকাদিলোক প্রাপ্ত হয়। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া উভয়েই যেমন বিপন্ন হয়, ঐসকল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরও সেইরূপ দুর্দ্দশা লাভ হয়। তাই কঠোপনিষদে কথিত হইয়াছে—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমাসাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মাবা যথান্ধাঃ॥

—কঠশ্রুতি ১।২।৫
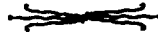
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৫৬)

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

স্বর্ধুন্যাস্তীরভূমৌ সরজনিনগরে গৌড়ভূপাধিপাত্রাদ্-
ব্রহ্মণ্যাদ্বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ।
যঃ শ্রীরামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং
সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যে স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগা-
সীদভিন্নঃ॥

—শ্রীসঙ্গীত মাধব নাটক

'গঙ্গাতীরস্থ সরজনিনগরে গৌড়রাজের শ্রেষ্ঠ অমাত্য —দ্বিজভক্ত, বিষ্ণুভক্ত ও সুপরিচিত শ্রীচিরঞ্জীব সেন নামক পিতা হইতে শ্রীসুনন্দা নামিকা মাতার গর্ভে শ্রীরামচন্দ্র নামক যে মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পরম রূপবান্; তিনি নরোত্তম-নামক কবিনৃপতির সহিত সর্ব্বতোভাবে একাত্মা ছিলেন।'

'খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেন এক হয়।
তাঁহার পত্নীর নাম সুনন্দা কহয়॥
দুই পুত্র হইল তাঁর পরম গুণবান্।
জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ গোবিন্দ অভিধান॥
শ্রীনিবাসের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ।
করুণামঞ্জরী রামচন্দ্রের সিদ্ধনাম॥'

—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে উদ্ধৃত বচন

খণ্ডবাসী ভক্ত শ্রীচিরঞ্জীব সেন এবং তাঁহার পত্নী শ্রীসুনন্দাদেবীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত শ্রীখণ্ডগ্রামে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ। কৃষ্ণলীলায় যিনি করুণামঞ্জরী, তিনি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজরূপে প্রকটিত,—এইরূপ তাঁহার সিদ্ধপরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায়। পিতার অপ্রকটের পর মাতামহের* গৃহে কুমারনগরে শ্রীরামচন্দ্র কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। পরে তিনি

* শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের মাতামহের নাম শ্রীদামোদর কবিরাজ। ইনি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কনিষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজের ভজনস্থান তিলিয়া বুধুরী গ্রামে যাইয়া নিবাস করিলে উক্ত স্থানটি রামচন্দ্রের শ্রীপাটরূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কেবলমাত্র কুমারনগরেই শ্রীপাটের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তিলিয়া বুধুরী গ্রামের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর রামচন্দ্র কবিরাজের বিবাহ-প্রসঙ্গ বিষয়ে কোনপ্রকার কথা না লিখিয়া 'রামচন্দ্র কবিরাজ আজন্ম সংসারবিরাগী' এইরূপ লিখিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবঅভিধানে রামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করিলেও কখনও সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই, এইরূপ লিখিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রকে বিবাহ-বেশে দেখিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু উহার অসারতা সম্বন্ধে কিছু কথা বলিলে তাহা রামচন্দ্রের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তিনি সংসারে আর প্রবিষ্ট হন নাই। প্রসঙ্গটি একটি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহার প্রামাণিকতা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নহে। গ্রন্থে উল্লিখিত বিবরণটি এইপ্রকার—

'এই দেখ বিবাহের এতেক উৎসাহ।
অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ ॥
গলে ফাঁস দিল মায়া তাহা না বুঝিয়া।
মঙ্গল আচরে দেখ কৌতুক করিয়া ॥
অমঙ্গলে শুভজ্ঞান সদাই করিয়া।
উৎসব করে লোক কৃতার্থ মানিয়া ॥'

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্নেহাবিষ্ট হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করতঃ নিজ-সেবকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের গুরু-ভক্তি অতুলনীয় ছিল। শ্রীল গুরুদেবের আজ্ঞা তিনি অবিচারে পালন করিতেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র কবিরাজ শিক্ষাগুরুরূপে তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ যেকালে বৃন্দাবনধামে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেকালে তাঁহার শ্রীজীব গোস্বামী আদি বৈষ্ণবগণের সঙ্গ ও কৃপালাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। বৈষ্ণবগণ তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব শ্রবণে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল জীবগোস্বামী শ্রীরামচন্দ্রকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিলেন। ইনি অষ্ট-কবিরাজের অন্যতম। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রচার ও ভজনের ইনি প্রিয়তম সঙ্গী ছিলেন।

'শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রেমরাশি।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী ।
সবে তাঁ'র কৃত কাব্য শুনি' তাঁ'র মুখে।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিল মহাসুখে ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ সর্ব্বগুণময়।
যাঁ'র অভিন্নাত্মা নরোত্তম মহাশয় ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১।২৬৭-২৬৯

'কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ—তিন কবিরাজ ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১১।৫১

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'স্মরণচমৎকার', 'স্মরণ-দর্পণ', 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা', 'শ্রীনিবাসাচার্য্যের জীবন-চরিত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রামচন্দ্র কবিরাজের অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যকান্তি দর্শন করিয়া এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যে আকৃষ্ট হইতেন না। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তিরচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নবম তরঙ্গে ১৭৮ পয়ার হইতে এ বিষয়টি অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত বর্ণনে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ রামচন্দ্রকে শ্রীরাধা-দামোদর দর্শনে লইয়া আসিলে রামচন্দ্রের তদ্দর্শনে ও শ্রীল রূপ গোস্বামীর সমাধিদর্শনে যেপ্রকার প্রেম-বিকার প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা অত্যদ্ভুত। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ আরিট্‌গ্রামে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যাম-কুণ্ডে স্নানান্তে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে যখন দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

যৌ শশ্বদ্ভগবৎপরায়ণপরৌ সংসার-পারায়ণৌ
সম্যক্ সাত্বততন্ত্রবাদপরমৌ নিঃশেষসিদ্ধান্তগৌ।
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদানরসিকৌ পাষণ্ডহৃন্মণ্ডলা-
বন্যোন্যপ্রিয়তাভরেণ যুগলীভূতাবিমৌ তৌ নুমঃ ॥

—শ্রীসঙ্গীতমাধব নাটক

'যাঁহারা নিরন্তর ভগবদ্ভক্তিপরায়ণগণকে প্রিয়

বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহারা সংসারোত্তরণকারী ও সম্যগ্‌রূপে সনাতনশাস্ত্রবাদনিপুণ, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধান্ত-পারগ, সর্ব্বদা ভক্তিরস প্রদানে পরমোদার এবং পাষণ্ডগণেরও হৃদয়জয়কারী, যাঁহারা পরস্পরের প্রেমাধিক্যে যুগলরূপে প্রতিভাত, সেই শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনরোত্তম প্রভুকে আমরা নমস্কার করি।'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার রচিত 'প্রার্থনা' গীতিতে রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ কামনা করিয়াছেন।

'দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥'

শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব মাঘীকৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথিতে। শ্রীনিবাসাচার্য্যের অন্তর্ধানের পর রামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবনে অপ্রকট হন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
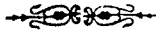
[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১১২ পৃষ্ঠার পর]

কিন্তু ঐশ্বর্য্যভাব লইয়া তপস্যা করায় তিনি পুনঃ পুনঃ নারায়ণেরই সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণের সঙ্গ পান নাই। নন্দনন্দন কৃষ্ণ মাধুর্য্যলীলাময় বিগ্রহ, তাঁহার সঙ্গ মাধুর্য্যলীলাময়-বিগ্রহ কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যেই লভ্য হয়। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীমতী রাধারাণী বা গোপীগণের আনুগত্য করেন নাই, এইজন্য কৃষ্ণ-সঙ্গ পান নাই।

'গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক করে বেদব্যাস ॥"
—চৈঃ চঃ ম ৯।১৩৫-৩৭

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥"
—ভাঃ ১০।৪৭।৬০

'শ্রীবৃন্দাবনে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীত-কণ্ঠ ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্যোমস্থ নিতান্ত অনুগত শক্তিগণেরও প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধ-প্রভবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেরূপ হয় নাই, তখন অন্য স্ত্রী সম্বন্ধে কি বলিব?'

"শ্রীনারায়ণে ষাট গুণ; সেই ষাট গুণের উপরে আরও কৃষ্ণের চারিটী অসাধারণ গুণ আছে, তাহা শ্রীনারায়ণে নাই, যথা (১) সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলা-সমুদ্রবিশিষ্টতা, (২) অতুল্য-মধুর-প্রেম-পরিশোভিত প্রিয়মণ্ডলযুক্ততা, (৩) ত্রিজগন্মানসাকর্ষি মুরলী-গীত-পরায়ণতা, (৪) চরাচর বিস্ময়কারি-সমোর্দ্ধ্বরহিত রূপ-শ্রীযুক্ততা এই অসাধারণ গুণচতুষ্টয় প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী লক্ষ্মীরও অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে।" —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। এজন্য কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অবতারী, নারায়ণ তাঁহারই অবতার।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥"
—ভাঃ ২।৩।২৮

শ্রীলক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ-লালসায় বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে গোপীগণ (রাস-লীলায় কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর) কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতর হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট চতুর্ভুজ নারায়ণ-রূপে প্রকটিত হইলেও, তাঁহারা নারায়ণের সঙ্গ না করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন, বৈকুণ্ঠে যাওয়া ত' দূরের কথা! শ্রীমতী রাধারাণী আসিয়া তথায় পৌঁছিলে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ ধারণ-রূপ চাতুর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাধারাণীর প্রেমে তাঁহার দুইটী ভুজ অন্তরে প্রবিষ্ট হইল, তিনি দ্বিভুজ, মুরলী-ধর রূপে প্রকটিত হইলেন। 'পৈঠ' বা 'পৈঠ' ধামে (গোবর্দ্ধনের নিকটে) এই লীলা হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্রজমণ্ডলে ভ্রমণকালে শ্রীবনে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। "শ্রীবন' দেখি পুনঃ গেলা 'লৌহবন'। 'মহাবন' গিয়া কৈল জন্মস্থান দরশন ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৮।৬৭

বিল্ববনে 'শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড' নামে একটী কুণ্ডের উল্লেখ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আছে। শ্রীবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বিল্ব-বনের নিকটবর্ত্তী 'মানসরোবর' দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। অনেকে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যমুনায় স্নান তর্পণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভক্তগণের বৃন্দাবন মঠে ফিরিয়া আসিতে প্রায় বেলা ১-৩০টা হয়।

মানসরোবর ঃ—যমুনার ও শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্ব-দিকে অবস্থিত। স্থানীয় প্রচলিত কিংবদন্তী—রাধা-রাণীর মান হইতে বর্ষিত অশ্রু সরোবর রূপে প্রকটিত হইয়াছে।

"বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে যে করে স্নান।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সে পরম ভাগ্যবান্ ॥
দেখ অতি পূর্ব্বে এই ধারা যমুনার।
মান-সরোবর ছিলা যমুনা-ওপার ॥
এবে হইলেন যমুনার ধারাদ্বয়।
মধ্যে মান-সরোবর অতি শোভাময় ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৬৯২-৯৪

শ্রীবিল্ববন পরিক্রমার দিন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণা-শ্রিতা শিষ্যা দেরাদুননিবাসী শ্রীলীলাবতী গোয়েল বৃন্দাবন মঠে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত কথা বলিতে বলিতে সজ্ঞানে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত লীলাবতী গোয়েলের বৃন্দাবনধামে অদ্ভুতভাবে ব্রজরজঃ প্রাপ্তির সৌভাগ্য দর্শন করিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া-ছিলেন। বিগত ১৯৮১ সালেও বৃদ্ধাবস্থায় তিনি অপটু শরীর লইয়া লাঠি ভর দিয়া ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজ-মণ্ডলের সমস্ত রাস্তা পদব্রজে পরিক্রমা করিয়া-ছিলেন। এইবারও তদ্রূপভাবে পরিক্রমা করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বধাম প্রাপ্ত হইলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার শেষকৃত্য যমুনার তটে সম্পন্ন করেন।

শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাবতিথিপূজা ঃ—
[১৮ কার্ত্তিক, ১৩৯১; ৪ নভেম্বর, ১৯৮৪ রবিবার]

অদ্য শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমা-রাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাবোপলক্ষে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবন ও মথুরার বিভিন্ন শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের বৈষ্ণবগণ এবং স্থানীয় ব্রজবাসিগণ এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

চণ্ডীগড় হইতে রিজার্ভ বাসযোগে ষাটমূর্ত্তি ভক্ত-বৃন্দ শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাবতিথিতে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই বৃন্দাবনস্থ মঠে আসিয়া পৌঁছেন। বৃন্দাবনে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠানে যোগদানেচ্ছু বহু ভক্ত দেশব্যাপী গুরুতর পরিস্থিতি-হেতু এবং যান-বাহন চলাচল যথারীতি না হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে উক্ত উৎসবে আসিয়া যোগদান করিতে পারেন নাই। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সুসজ্জিত সিংহাসনে শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও আরাত্রিকান্তে ক্রমানুযায়ী শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত ও আশ্রিতা শিষ্য-শিষ্যাগণ এবং ভক্ত-সজ্জনগণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে সমু-পস্থিত ভক্তগণকে ব্রতানুকূল ফল-মূল-মিষ্ট প্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। রাত্রিতে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পূজ্য-পাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সভাপতির অভিভাষণে শ্রীগুরুপূজার অত্যা-বশ্যকতা, শ্রীল গুরুদেবের উপদেশ ও শিক্ষানুসারে নিষ্কপটভাবে চলিবার প্রচেষ্টাই প্রকৃত গুরুপূজা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসামান্য কৃতিত্বের সহিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীপ্রচার এবং পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থানের উদ্ধার-সাধন প্রভৃতি বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ-মুখে যে উপদেশামৃত পরিবেশন করেন তাহা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিযতিগণ

শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিত্র ও মহিমা কীর্ত্তনমুখে কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। পরদিবস মহোৎসবে অগণিত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীব্যাসপূজার দিন পূজনীয় বৈষ্ণবগণকে, ব্রজবাসী পাণ্ডা ও ত্রিদণ্ডিযতিগণকে বস্ত্রার্পণের দ্বারা যে পূজা বিধান করা হইয়াছিল, তাহার পূর্ণানুকূল্য করিয়া কলিকাতানিবাসী ভক্ত শ্রীমতী কমলা ঘোষ বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট

খৃষ্টাব্দ ১৯৮৪, বঙ্গাব্দ ১৩৯১ সনে শ্রীকার্ত্তিকব্রতকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে যে উপরি উল্লিখিত মাসব্যাপী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে ব্রজমণ্ডলে যে যে স্থান ভক্তগণ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানসমূহের মহিমা যথাসাধ্য শাস্ত্রানুসারে বর্ণনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলীসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করা খুবই দুরূহ। বিশেষতো সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডল পদব্রজে পরিক্রমা না করিলে অনেক স্থানেরই দর্শন সুযোগ হয় না। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমঠের উদ্যোগে যে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হইত তাহাতে ব্রজমণ্ডলের বনে বনে তাঁবুতে বাস ও পদব্রজে সংকীর্ত্তনসহ পরিক্রমায় কৃষ্ণলীলাস্থলীসমূহ অধিকভাবে দর্শনের সুযোগ ছিল। তৎকালে দেশের পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত ভাল থাকায় ব্রজমণ্ডলে বনের মধ্যে তাঁবুতে বাস নিরাপদ ছিল। বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ও নৃশংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহস্থ ভক্তগণকে লইয়া বনের মধ্যে তাঁবুতে অবস্থান অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়াছে। তদুপরি তাঁবুভাড়াও অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণের পক্ষে উহার ব্যয় বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য এখন পাকা-ধর্ম্মশালাদি নিরাপদ স্থান দেখিয়া শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। এতদ্ব্যতীত গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ীর পরিবর্ত্তে রিজার্ভ-বাসে এক শিবির হইতে অপর শিবিরে মালপত্রাদিসহ যাত্রিগণকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় কৃষ্ণলীলাস্থলীসমূহ বিশেষভাবে দর্শনের সুযোগ নাই। ছোট গলি কাঁচা রাস্তায় বাস চলিতে পারে না। আধুনিক যুগের নরনারীগণের পূর্ব্বের ন্যায় পদব্রজে চলিবার শক্তি-সামর্থ্যও হ্রাস পাইয়াছে। শ্রীব্রজমণ্ডলে দ্বাদশবন ব্যতীত চব্বিশ উপবন, পঞ্চ পর্ব্বত, সপ্ত সরোবর, সপ্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন, সপ্ত বলদেব মূর্ত্তি, ছয়টি ঝুলনের স্থান, ছয়টি দানলীলার স্থান, নয়টি ক্ষেত্রপাল শিব, দ্বাদশবনের অন্যতম শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যেও পুনঃ বারটি বন দর্শনীয় থাকিলেও ভক্তগণের উপরি উল্লিখিত কারণবশতঃ সব স্থান দর্শনের সুযোগ হয় নাই। ভবিষ্যতে ভক্তগণ যদি ইচ্ছা করেন কৃষ্ণের কৃপায় সেই সমস্ত স্থান দর্শন করিতে পারেন। এইরূপ ভরসায় সেই স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল। [বিবৃতির মধ্যে ভক্তগণ যাহা দর্শন করিয়াছেন, যাহা না করিয়াছেন সবস্থানগুলি উল্লিখিত হইয়াছে]

চব্বিশ উপবন

(১) গোকুল (মহাবনের অন্তর্গত), (২) গোবর্দ্ধন, (৩) বর্ষাণ, (৪) সঙ্কেত, (৫) নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম, (৬) পরমাদরা (প্রমোদনা, ডিগের অন্তর্গত), (৭) আড়িং (গোবর্দ্ধনের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে), (৮) শেষশায়ী (বসৌলীর প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে ক্ষীরসাগর গ্রামের পূর্ব্বদিকে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ জলের উপরে শায়ন করিলে শ্রীরাধিকা তাঁহার পদসেবা করিয়াছিলেন), (৯) মাটবন, (১০) উঁচাগাওঁ, (১১) খেলনবন (সেরগড়), (১২) রাধাকুণ্ড, (১৩) গন্ধর্ব্ববন, (১৪) পারসৌলি বা পরাসৌলি, (১৫) বিলছু (বিলছু কুণ্ড—যেখানে হরিদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন), (১৬) বাঁচবন (বৎসবন, নামান্তর বাঁচগাঁও, শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল), (১৭) আদিবদ্রী (কাম্যবনের দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, এইস্থানের দৃশ্য রমণীয়। নরনারায়ণ ঋষির তপস্যার স্থান। কথিত হয় নারায়ণের বাম উরু হইতে স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বসীর জন্ম হয়), (১৮) করালা (খদির বনের তিন মাইল দক্ষিণে, চন্দ্রাবলীর স্থান), (১৯) আঁজনখ (বর্ষাণের প্রায় এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। শ্রীকৃষ্ণ রাধার চক্ষে অঞ্জন পরাইয়াছিলেন। ইন্দুলেখার জন্মস্থান), (২০) কোকিলাবন, (২১) পিয়াসো (করালার প্রায় দেড় মাইল উত্তরে ও নুধৌলির প্রায় এক মাইল দক্ষিণে, এখানে শ্রীকৃষ্ণ পিপাসার্ত্ত হইলে বলরাম কৃষ্ণের

পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন), (২২) দধিগাঁও (কোটবনের নিকটবর্ত্তী, এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দধি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন), (২৩) কোটবন (বৈঠানের প্রায় চার মাইল পূর্ব্বাভিমুখে, সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসস্থলী), (২৪) রাভেল (লৌহবনের দুই মাইল দক্ষিণে, শ্রীমতী রাধারাণীর জন্মস্থান) ।

পঞ্চ পর্ব্বত

(১) শ্রীগোবর্দ্ধন, (২) শ্রীবর্ষাণ, (৩) শ্রীনন্দীশ্বর, (৪) বড়চরণপাহাড়ী (বৈঠান), (৫) ছোটচরণপাহাড়ী ।

সপ্ত সরোবর

(১) মানসসরোবর (মানসীগঙ্গা, সরোবর আকারে প্রকটিত), (২) কুসুম-সরোবর, (৩) চন্দ্র সরোবর (পারসৌলি গ্রামের নিকটবর্ত্তী । পারসৌলিতে কৃষ্ণ বসন্তরাস করিয়া চন্দ্র সরোবরে বিশ্রাম গ্রহণ করেন), (৪) প্রেমসরোবর (বর্ষানের দেড় মাইল উত্তরে, গাজীপুরের নিকটে), (৫) নারায়ণ সরোবর (গোবর্দ্ধনের নিকটে পৈঠ গ্রামে যে সরোবর বিদ্যমান, অনুমিত হয় তাহাই নারায়ণ সরোবর), (৬) পাবন সরোবর (নন্দগ্রামে), (৭) মান-সরোবর (বিল্ববনের সাড়ে তিন মাইল পূর্ব্বভাগে) ।

শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন

(১) নন্দগ্রামে, (২) সুরভিকুণ্ডতটে, (৩) গোবর্দ্ধন গিরির তলদেশে, (৪) গোবর্দ্ধন গিরির শিখরে, (৫) হস্তীপদসমীপে, (৬) বড় চরণপাহাড়ীর উপরে, (৭) ছোট চরণপাহাড়ীর উপরে ।

শ্রীবলদেব-মূর্ত্তি

(১) বিলাসবনে, (২) আড়ীংয়ে, (৩) নন্দগ্রামে, (৪) উঁচাগাঁওয়ে, (৫) নরীসেমরীগ্রামে (এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখী হইয়া রাধিকার মান ভঙ্গ করিয়াছিলেন), (৬) জিমিনগ্রামে, (৭) ডোঁড়াপাসে ।

ঝুলনের স্থান

(১) গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, (২) সঙ্কেত, (৩) রাধাকুণ্ড, (৪) করহলাগ্রামে, (৫) আঁজনখে, (৬) বৃন্দাবনে ।

দানলীলার স্থান

(১) গোবর্দ্ধন, (২) দানঘাটি, (৩) করহলা, (৪) কদমখণ্ডী, (৫) গহ্বরবন, (৬) সাঁকেরিখোর ।

ক্ষেত্রপাল-মহাদেব

(১) গোপেশ্বর, (২) ভূতেশ্বর, (৩) গোকর্ণেশ্বর, (৪) রঙ্গেশ্বর, (৫) কামেশ্বর, (৬) পিপ্পলেশ্বর, (৭) নন্দীশ্বর, (৮) চাক্‌লেশ্বর, (৯) বৃদ্ধেশ্বর বা বুড়ো বাবা ।

বৃন্দাবনের অন্তর্গত বারবন

(১) অটলবন (যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণের অটল সেবাপ্রবৃত্তি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রকটন), (২) কোবাড়ীবন (কংসের দাবানল হইতে কৃষ্ণ সুপ্ত ব্রজবাসিগণকে এইস্থানে রক্ষা করিয়াছিলেন, কো নিবাড়ী—অগ্নি নিবারণ ; দাবানল কুণ্ড নামে পরিচিত), (৩) বিহারবন (শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারস্থান, এখানে রাধাকূপ নামে একটি কূপ আছে), (৪) গোচারণবন (বিহারবনের পশ্চিমে, প্রাচীন যমুনার তটে, এখানে বরাহদেব বিরাজিত আছেন), (৫) কালীয়দমন বন (পুরাতন কদম্ববৃক্ষ, যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমনের জন্য ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন), (৬) গোপালনবন (নন্দমহারাজ এখানে কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণগণকে গো দান করিয়াছিলেন), (৭) নিকুঞ্জবন (সেবাকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহারস্থান), (৮) নিধুবন (নিকুঞ্জবনের উত্তরে অবস্থিত), (৯) রাধাবন বা রাধাবাগ (বৃন্দাবনের ঈশানকোণে যমুনার তীরে), (১০) ঝুলনবন (রাধাবাগের দক্ষিণে), (১১) গহ্বরবন (ঝুলনবনের দক্ষিণে দানলীলার স্থান), (১২) পাপড় বন (গহ্বরবনের দক্ষিণে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে গোপগোপীগণকে বদ্রীনারায়ণ দর্শন করাইয়াছিলেন) ।

ভ্রম-সংশোধন

আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার ২৯শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার ৮৪ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ৩২-৩৪ পংক্তির মধ্যে ৩৪শ পংক্তিতে 'আচার্য্য' শব্দটি ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে । সুতরাং ঐস্থলে 'মঠরক্ষক আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী' পাঠের পরিবর্ত্তে 'মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী' এইরূপ পাঠ হইবে ।

উপরিউক্ত পত্রিকায় উক্ত সংখ্যার ৮২ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ২য় পংক্তিতে 'আচ্ছা' শব্দস্থলে 'আহা' এবং ৫ম পংক্তিতে 'আসিয়া' শব্দস্থলে 'থামিয়া' এইরূপ পাঠ হইবে ।

সহৃদয় পাঠকপাঠিকাবর্গ উহা কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠার পর]

শোভাযাত্রাসহ শ্রীবিগ্রহগণের রথাকর্ষণ যথারীতি সম্পন্ন হয়।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ পুরাতন বাড়ীতে শ্রীমঠের কার্য্য এবং শ্রীবিগ্রহগণের সেবা চলিতে থাকাকালে শ্রীমঠের ভিতর-প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত অস্থায়ী সভামণ্ডপে এবং কোন কোন সময় মঠের সম্মুখবর্ত্তী সতীশ মুখার্জ্জি রোডের অপরপার্শ্বস্থ খালি জমিতে নির্ম্মিত বিরাট সভামণ্ডপে বিশেষ ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত খালি জমির মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত রমণী মুখোপাধ্যায় মহোদয়। তাঁহারই সৌজন্যে ও অনুমতিক্রমে তথায় সভা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী উক্ত জমি ক্রয় করিয়া তিনতলা গৃহ নির্ম্মাণ করেন। যদিও ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী মঠের গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তাঁহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কণ্ট্রাক্টরের সহিত বিরোধ ও মামলাহেতু তাঁহার গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য বিলম্বিত হয়। ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ পুরাতন বাড়ীতে মঠের কার্য্যকালে মঠের শেষ বিশেষ বার্ষিক অধিবেশনে (১৯৬৪ জানুয়ারী মাসে) শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে মঠ-নির্ম্মাণের নক্সা কর্পোরেশন হইতে মঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া অতি উল্লাসভরে সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। উপস্থিত মঠের শুভানুধ্যায়ী ভক্তগণ সকলেই উহা শুনিয়া পরমোৎসাহিত হন।
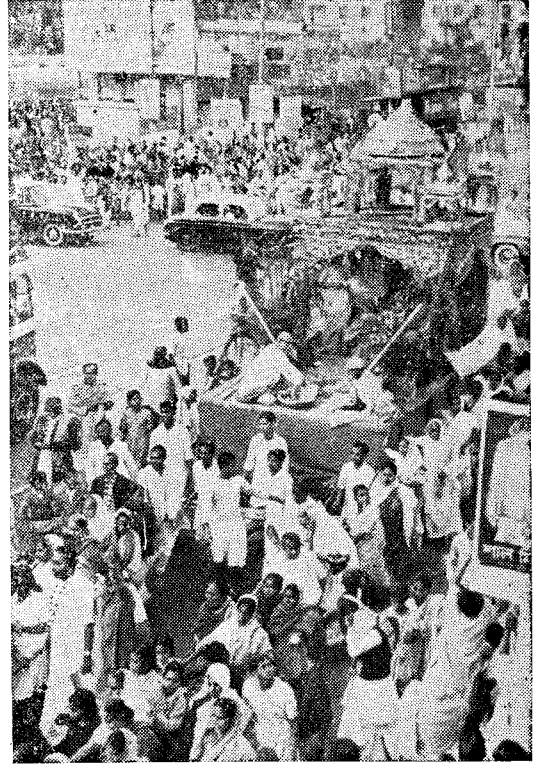
কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রথে শ্রীবিগ্রহগণ-সহ বিরাট সংকীর্তন-শোভাযাত্রার দৃশ্য
৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী রবিবার

পুনরায় সতীশ মুখার্জ্জি রোড হইতে ৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউতে মঠের কার্য্য ও শ্রীবিগ্রহসেবা পরিবর্ত্তিত হইলে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর-সংস্থাপন সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-হোম সহযোগে ৩১ আষাঢ় (১৩৭১), ১৫ জুলাই (১৯৬৪) বুধবার পূর্ব্বাহ্নে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। ভিত্তি-সংস্থাপনকালে খনিত্রের সাহায্যে ভিত্তির মৃত্তিকা উত্তোলনসেবা-সম্পাদনে, পূজা-বৈষ্ণবহোমাদি বিবিধ শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানসমূহে এবং তদুপলক্ষে মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীরঞ্জিত দাস, শ্রীনিখিল দাস, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, পূজ্যপাদ

শ্রীমদ্ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী, ডাঃ এস্-এন্ ঘোষ, শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুদেব চন্দ্র দত্ত, শ্রীনিতাইগোপাল দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমহীতোষ স, তাঁহার সহকর্ম্মী রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার শীল, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসাদ চন্দ্র রায়, শ্রীহরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি বহু ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ।

সতীশ মুখার্জ্জি রোডে শ্রীমন্দির, সংকীর্তন ভবন, রন্ধনশালা, ভোগঘর, লাইব্রেরী গৃহ, সাধুনিবাস আদি পাঁচতলাযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইলে নির্ম্মাণকার্য্যের মুখ্য দায়িত্ব শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারীর (যিনি ১৯৫৫ সালে দীক্ষিত হন এবং ১৯৬৯ সালে সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ নাম প্রাপ্ত হন) উপর অর্পিত হইয়াছিল। শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী গৃহনির্ম্মাণাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। শ্রীল গুরুদেব কণ্ট্রাক্টর নিযুক্ত না করিয়া শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারীর দ্বারাই সমস্ত কার্য্য করাইয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী প্রভু প্রয়োজনক্ষেত্রে গোপালবাবুর ও মহীতোষবাবুর সহিত পরামর্শ করিতেন। গোপালবাবুও বৃদ্ধবয়সে যথেষ্ট উদ্যম ও পরিশ্রম সহকারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন নরনারীগণ মঠের নির্ম্মাণ-কার্য্যে আনুকূল্য করিতে থাকিলে আড়াই বৎসরের মধ্যে শ্রীমন্দির, সংকীর্ত্তন-ভবন, রন্ধনশালা, ভাণ্ডারঘর, লাইব্রেরী ঘর, শ্রীল গুরুদেবের ভজনগৃহ, সাধুনিবাসাদি—একটি বুক ত্রিতল, আর একটি বুক চারিতল পর্য্যন্ত নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত নির্ম্মাণকার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীরামনারায়ণ ভোজনাগরওয়ালা, শ্রীসুরেন্দ্র কুমার তাপুরিয়া ও তাঁহার পিতা স্বধামগত শ্রীগজানন তাপুরিয়া, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ট্রাষ্ট (শ্রীযশোবন্তরায় ওরা), শ্রীমতী কমলা মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি, শ্রীরামকুমার ভুয়ালকা, শ্রীভগবতীপ্রসাদ আগরওয়াল, শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রহলাদ রায় আগরওয়াল, শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ এস্-এন্ ঘোষ, শ্রীমতী কমলাবালা ঘোষ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেশ কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেশবদেব ভকত, শ্রীহলোয়াশিয়া ট্রাষ্ট, শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিতাইগোপাল দত্ত, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (টালিগঞ্জ), শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (যাদবপুর), শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা দাসগুপ্তা, শ্রীমতী বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী তরুলতা দাসগুপ্তা, শ্রীমতী কল্যাণী দে ও শ্রীমতী মুকুল দাসগুপ্তা। ক্রমশঃ আরও সব ভক্তগণের আনুকূল্যে মঠের চতুর্থ তল ও পঞ্চমতল পর্য্যন্ত অতিথিভবন, অতিরিক্ত গ্রন্থাগার, সাধুগণের জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর স্মৃতিসংরক্ষণের জন্য চতুর্থতলের অতিথিভবনটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। উপানন্দবাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী বিদুষী মহিলা ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে তিনি খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত ছিলেন। উপানন্দবাবু তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকিয়া অমৃতময়ী হরিকথা শ্রবণের দ্বারা তপ্তহৃদয়কে শীতল করিবার জন্য শ্রীল গুরুদেবের সহিত চণ্ডীগড়, জলন্ধর আদি স্থানে প্রচারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। উপানন্দবাবু তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে স্ত্রীর স্বধামপ্রাপ্তির পর স্ত্রীর সম্পূর্ণ অর্থ অতিথিভবন নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিলেন।

উপরিউক্ত সেবানুকূল্যকারিগণের মধ্যে সাধারণ একজন গৃহী মহিলাভক্ত শ্রীমতী কমলা মুখোপাধ্যায় শ্রীল গুরুদেবের অবস্থিতির স্থান দ্বিতলটি নির্ম্মাণের অধিকাংশ খরচের আনুকূল্য বিধান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাভক্তি থাকিলে সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিও যেপ্রকার সেবা করিতে পারেন, তথাকথিত শ্রদ্ধাহীন ধনী ব্যক্তিও তাহা পারেন না। অন্যান্য আনুকূল্যকারিগণের নাম—শ্রীজিতপালজী (আমিনচাঁদ প্যারীলাল), শ্রীদেবদাস ঘোষ, শ্রীচিরঞ্জীলাল, শ্রীপ্রহলাদলাল, শ্রীযমুনাপ্রসাদ, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ, শ্রীমতী নন্দরাণী দাস, শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

সতীশ মুখার্জ্জি রোড হইতে রাসবিহারী এভিনিউতে মঠের কার্য্য স্থানান্তরিত হইলে আড়াই বৎসর-কাল মঠের বিশেষ অনুষ্ঠান আদি রাজা বসন্ত রায় রোডে পূর্ব্বের ন্যায় বিশাল সভামণ্ডপে সম্পন্ন হইতে থাকে। শ্রীজন্মাষ্টমী ও বার্ষিক উৎসব ছাড়াও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান কলিকাতা মঠে এবং কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বাহিরেও সম্পন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী—১৩ ভাদ্র (১৩৭১), ২৯ আগষ্ট (১৯৬৪) শনিবার হইতে ১৭ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত।

২ ভাদ্র (১৩৭২), ১৯ আগষ্ট (১৯৬৫) বৃহস্পতিবার হইতে ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত।

২১ ভাদ্র (১৩৭৩), ৭ সেপ্টেম্বর (১৯৬৬) বুধবার হইতে ২৫ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা—২৯ কার্ত্তিক (১৩৭১), ১৫ নভেম্বর (১৯৬৪) রবিবার উত্থানৈকাদশী।

কলিকাতা হইতে শ্রীল গুরুদেবের পানিহাটী রাঘবভবনে শুভ পদার্পণ—১৫ কার্ত্তিক (১৩৭১), ১ নভেম্বর (১৯৬৪) রবিবার।

কলিকাতা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটে গীতাজয়ন্তী উৎসবে শ্রীল গুরুদেবের বাণী—২৯ অগ্রহায়ণ (১৩৭১), ১৫ ডিসেম্বর (১৯৬৪) মঙ্গলবার হইতে ২ পৌষ, ১৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব তিথি—৬ পৌষ (১৩৭১), ২১ ডিসেম্বর (১৯৬৪) সোমবার হইতে ৮ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত।

বার্ষিক উৎসব—২৯ পৌষ (১৩৭১), ১৩ জানুয়ারী (১৯৬৫) বুধবার হইতে ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত।

২২ পৌষ (১৩৭২), ৭ জানুয়ারী (১৯৬৬) শুক্রবার হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

কলিকাতা ভারতীয় সংস্কৃতি-সংসদে শ্রীল গুরুদেব—২ ভাদ্র (১৩৭২), ১৯ আগষ্ট (১৯৬৫) বৃহস্পতিবার।

উত্তরভারত প্রচার-ভ্রমণে শ্রীল গুরুদেব—(দিল্লী, দেরাদুন, জলন্ধর, হোশিয়ারপুর, লুধিয়ানা, চণ্ডীগড়)—৫ বৈশাখ (১৩৭৩), ১৯ এপ্রিল (১৯৬৬) মঙ্গলবার হইতে ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে রবিবার পর্য্যন্ত।

৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—১২ কার্ত্তিক (১৩৭৩), ২৯ অক্টোবর (১৯৬৬) শনিবার হইতে ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর সোমবার হৈমন্তকী রাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত। শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তিথি-পূজা মহাবন-অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডঘাটে ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর বুধবার সম্পন্ন হয়।

বোলপুরে শ্রীল গুরুদেব—১৩ আষাঢ় (১৩৭৩), ২৮ জুন (১৯৬৬) মঙ্গলবার হইতে ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত।

উপরি উল্লিখিত কলিকাতা মঠের শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীবার্ষিক উৎসবে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাইবুনেলের প্রেসিডেণ্ট শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক,
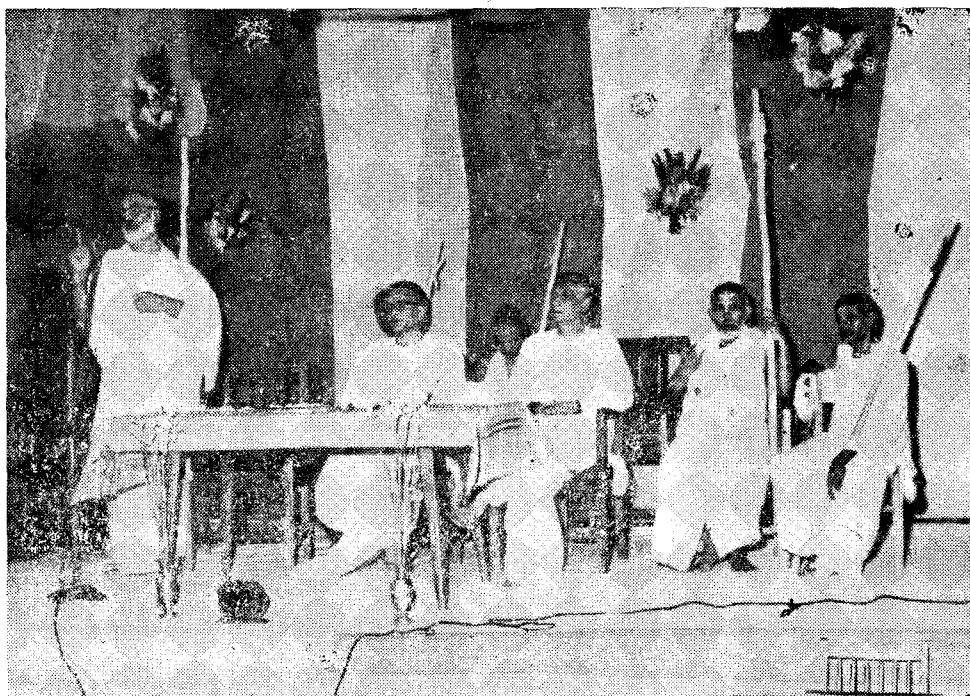
৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন
[১৬ ভাদ্র (১৩৭২), ১ সেপ্টেম্বর (১৯৬৪) মঙ্গলবার]

বামদিক হইতে—শ্রীল গুরুদেব (ভাষণরত), সভাপতি বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র মিত্র, প্রধান অতিথি শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনত্রিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৯৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭৫

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৩৯৬
১৫ হৃষীকেশ, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
ইং ১৩৷১২৷২৮

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রে শাস্ত্রসারসংগ্রহ দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এইসকল কথা চিত্তে ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আলস্য হইতে জাত এঁচড়ে পাকাবুদ্ধি প্রকৃতপ্রস্তাবে ফলপ্রদানে অসমর্থ হয়। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বিধি-পথের পথিক ; তবে রাগের বিরোধী নহি। রাগের কথা বড়, তবে আমাদের মুখে উহা শোভা পায় না। ছোট মুখে বড়কথা শুনিলে ভজনানুরাগিগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন।

কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যাঁহার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহার অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা— আলস্যজ্ঞাপক ; ইহাই মহাজনগণ পদে পদে বলিয়াছেন।

শ্রীভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। যাহাদের নিজের বদ্ধবিচারে নামনামীতে ভেদবুদ্ধি আছে, তাহাদের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য ভজনকুশল জনের সেবা করা নিতান্ত আবশ্যক ; ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদভক্তগণ তাহা বর্ণন করেন। তোতাপাখীর ন্যায় আমরা যদি উহা আওড়াইতে যাই, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাদের আত্মম্ভরিতা কমাইয়া দিবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এইরূপ দুর্গতি-পঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া সেই সকল "পঙ্কে গৌরিব-সীদতি" দলকে রাগানুগা ভক্তির মহিমা প্রদর্শন করিতে হইলে স্বয়ং ভজনচতুর হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হয়। সুতরাং লিখিত কথাগুলি আপনি ভাল করিয়া বুঝিবার যত্ন করিবেন। 'ভজন' বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন, তাহা হইলে আলস্যরূপ ভোগ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২২ পৃষ্ঠার পর]

সনৎকুমারঃ পৃথুম্ [৪।২২।৩৯]

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥১৬॥

বহির্ম্মুখকর্ম্মমাত্রস্য নিন্দা। কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৩।৫৬]

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥১৭॥

শৌনকঃ সূতং [১।১৮।১২]

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥১৮॥

সকামকর্ম্মণি মূঢ়তা দর্শিতা শ্রীশুকেন [২।৩।২-১১]

ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥১৯॥
দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্য্যবান্ ॥২০
অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্ ॥২১॥
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ ॥২২॥
রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সর উর্ব্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্ব্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্ ॥২৩॥
যজ্ঞং যজেদ্‌যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্ ॥২৪॥
ধর্ম্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান্ ॥২৫॥
রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥২৬॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

(সনৎকুমার পৃথুকে বলিতেছেন),— যাঁহার (শ্রীভগবানের) পাদপদ্ম-পলাশ-বিলাসরূপ ভক্তিদ্বারা সাধুগণ অবিদ্যাবন্ধ কর্ম্মাশয় উদ্‌গ্রন্থিত করেন। রিক্তমতি যোগী ও যতিগণ বহুচেষ্টাতে ইন্দ্রিয়স্রোতো-গণকে নিরোধ করিয়াও সেইরূপ সহজে কর্ম্মাশয় ছেদন করিতে পারেন না। অতএব জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেব কৃষ্ণকে ভজনা কর ॥ ১৬ ॥

বহির্ম্মুখ কর্ম্মমাত্রের নিন্দা। যাঁহার স্বধর্ম্মাশ্রয়-রূপ কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে কৃত হয় নাই, স্বধর্ম্ম-বিরাগ উদ্দেশে কৃত হয় নাই, আবার স্বধর্ম্মজাত বিরাগ যে স্থলে তীর্থপাদ কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত ॥ ১৭ ॥

সূত মহাশয়কে দেখিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন,—আহা! আমরা অনাশ্বাস-কর্ম্মে যজ্ঞ করিয়া ধূম্রাত্মক হইয়া তাপিত হইতেছি, এ সময়ে তুমি আমাদিগকে গোবিন্দপাদপদ্ম মধুপান করাইয়া কৃতার্থ করিতেছ ॥ ১৮ ॥

সকাম-কর্ম্মে মূঢ়তা। ব্রহ্মতেজ-কামনায় ব্রাহ্মণ-দিগের পতি ব্রহ্মার ভজনা করে। ইন্দ্রিয়বল-কামনায় ইন্দ্রকে ভজনা করে। প্রজাকামী ব্যক্তি প্রজাপতিদিগকে ভজনা করে ॥ ১৯ ॥

শ্রীকামী পুরুষ মায়াদেবীকে ভজনা করে। তেজঃকামী ব্যক্তি সূর্য্যকে ভজনা করে। বসুকামী পুরুষ বসুদিগকে উপাসনা করে। বীর্য্যকামী বীর্য্য-বান্ পুরুষ রুদ্রকে ভজনা করে ॥ ২০ ॥

অন্নাদিকামী পুরুষ অদিতিকে উপাসনা করে। স্বর্গকামী ব্যক্তি অদিতিপুত্র দেবগণকে ভজনা করে। রাজ্যকামী ব্যক্তি বিশ্বদেবতাকে পূজা করে। স্বাধী-নতাপ্রয়াসী প্রজাগণ সাধ্যাগণকে পূজা করে ॥২১॥

আয়ুষ্কামী ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারকে পূজা করে। পুষ্টিকামী ইলা অর্থাৎ পৃথিবীকে পূজা করে। প্রতিষ্ঠাকামী পুরুষ লোকদিগের জননী দ্যাবা পৃথিবীকে পূজা করে ॥ ২২ ॥

রূপকামী গন্ধর্বগণের পূজা করে। স্ত্রীকামী উর্বশী অপ্সরার উপাসনা করে। আধিপত্যকামী

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥২৭॥
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১৪।২০]
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥২৯॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১২।৩।৪৮-৪৯]
বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥৩০॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্ ॥৩১॥

কেবলজ্ঞানস্য ধিক্কারঃ। ব্রহ্মাভগবন্তম্ [১০।১৪।৩-৪]
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥৩২

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৩৩ ॥

ভক্তেঃ কেবলং অভিধেয়লক্ষণং দর্শিতং কপিলেন [৩।২৫।৪৪]
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥৩৪॥

ব্যক্তি সকলের প্রধান পরমেষ্টির পূজা করে ॥২৩॥

যশঃ-কামী ব্যক্তি যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে যজন করে। কোষকামী ব্যক্তি প্রচেতাগণকে ভজন করে। বিদ্যা-কামী শিবকে যজন করে। দাম্পত্যকামী উমা-দেবীকে ভজে ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মার্থকামী উত্তমশ্লোকনামা বিষ্ণুর পূজা করে। প্রজাবিস্তৃতিকামী পিতৃলোককে ভজনা করে। রক্ষা-কামব্যক্তি পুণ্যজন-রক্ষলোককে (পুণ্যবান্ যক্ষগণকে) পূজা করে। ওজঃ-কাম ব্যক্তি মরুদ্গণকে পূজা করে ॥ ২৫ ॥

রাজ্যকাম ব্যক্তি মনু ও দেবগণকে, অভিচার-কামী নির্ঋতিকে পূজা করে। কাম্যকামী সোমকে ভজনা করে। অকাম পুরুষ পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভজন করে ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ সকল কাম দিতে পারেন; অপর দেবতাগণ তাঁহার কৃপায় সামান্য সামান্য ফল দেয়, তখন উদারবুদ্ধি ব্যক্তি অনন্য তীব্র ভক্তির সহিত পরমপুরুষকে অকাম, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম হইয়া যজন করে ॥ ২৭ ॥

সংসারে যজনকারী ব্যক্তির নিঃশ্রেয়-উদয় ইহা-কেই বলে যে, ভাগবতসঙ্গ হইতে ভগবানে অচল ভাব উদয় হয়। যজন কর্ম্মবিশেষ। ভজন নিষ্কাম-চেষ্টা-বিশেষ ॥ ২৮ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন)—হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গ-যোগ, সাংখ্য-জ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সাধিতে পারে না। যদি কোন স্থানে পারে তথাপি আমাতে প্রদীপ্তা ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে, সেরূপ পারে না ॥ ২৯ ॥

(শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন)—বিদ্যা, তপ, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থাভিষেক, ব্রত, দান ও জপদ্বারা অন্তরাত্মা সেরূপ অত্যন্ত শুদ্ধিলাভ করে না, যেরূপ অনন্ত ভগবান্ হৃদিস্থিত হইলে হয় ॥ ৩০ ॥

অতএব হে রাজন্! সর্ব্ব-স্বরূপ কেশবকে হৃদিস্থ কর। তাহা করিলে নিশ্চয় ম্রিয়মাণ ব্যক্তি পরাগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১ ॥

(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-স্তবে বলিতেছেন)—জ্ঞানে প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণতি-ভক্তি সহকারে সাধুমুখে তোমার কথা শ্রুতিগতকরতঃ তনু, বাক্ ও মনের দ্বারা যিনি স্থানস্থিত হইয়া জীবন যাপন করেন, হে অজিত! এই ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই তোমাকে আয়ত্তাধীন করেন ॥ ৩২ ॥

ভক্তিই কেবল শ্রেয়লাভের একমাত্র পথ। হে বিভো! সেই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া বোধলব্ধির জন্য যে সকল লোক চেষ্টা করেন, ক্লেশই মাত্র তাঁহাদের চরম ফল হয়। স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তি যেরূপ কোন প্রকারে তণ্ডুল লাভ করেন না, তদ্রূপ ॥ ৩৩ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।২।৬-১০]
স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৩৫ ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ৩৬ ॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৩৭॥
ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥৩৮॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥৩৯॥

[১।২।১২-১৩]

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥৪০॥
অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥৪১॥

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কিছুই সাক্ষাৎ অভিধেয় নয়। তাহাদের যে কিছু অভিধেয়ত্ব সে কেবল গৌণরূপে মাত্র। অতএব শুদ্ধভক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অতএব ভগবান্ কহিতেছেন যে, তীব্র ভক্তিযোগে আমাতে মনস্থিত করাই এই লোকে জীবের নিঃশ্রেয়ের উদয় ॥ ৩৪ ॥

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন—জীবের তাহাই পর-ধর্ম্ম, যাহা অনুষ্ঠান করিলে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি উদয় হয়। সেই ভক্তিতেই আত্মা প্রসন্ন হয়। অহৈতুকী—নিষ্কামা, স্বাভাবিকী; অপ্রতিহতা—যাহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

সেই পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তিকে উদয় করিবার যে চেষ্টা, তাহারই নাম ভক্তিযোগ। ভগবান্ বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও অভেদ-সন্ধানরহিত জ্ঞান উদয় হয় ॥ ৩৬ ॥

পরধর্ম্ম-শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, অনেক সময়ে ভক্তি বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। যখন উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন না করিতে পারে, তখন শ্রমমাত্রই তাহার ফল হয় ॥ ৩৭ ॥

পরধর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন, অপবর্গজনক ধর্ম্ম একপ্রকার এবং ত্রিবর্গজনক ধর্ম্ম আর এক প্রকার। ধর্ম্মাকারে ভেদ স্বল্প, নিষ্ঠা-ভেদই মূল। ত্রিবর্গজনক ধর্ম্ম (পুণ্যকর্ম্ম) অর্থ ও কামকে উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়। আপবর্গধর্ম্ম ত্রিবর্গদ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আপবর্গ্যধর্ম্মের অর্থ গৃহীত হইয়া কামলাভের জন্যই হয় না। ধর্ম্মে যে অর্থ হয় তাহাতে কাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু কামে একান্ত ধর্ম্মের পর্য্যবসান নয় ॥ ৩৮ ॥

কাম যে ইন্দ্রিয়প্রীতিরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের ফল, তাহা আপবর্গ্য-ধর্ম্মে নাই। আপবর্গ্য-ধর্ম্মে অর্থ কামকে দেয় বটে কিন্তু সে কাম কেবল জীবন-যাত্রার উপযোগী মাত্র। কামভোগ চরম নয়। ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুসন্ধান এই ধর্ম্মে নাই। নিষ্পাপ সহজে অবিরোধ জীবন নির্ব্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যে যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গ-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। কর্ম্মকাণ্ড যাহাকে অর্থ বলে, তাহা এই ধর্ম্মের অর্থ নয় ॥ ৩৯ ॥

অপবর্গ দুইপ্রকার। অভেদ অপবর্গ—সাযুজ্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ মতে অপবর্গ শুদ্ধাত্মধর্ম্ম—পরাভক্তি। এখন কহিতেছেন, পূর্ব্ববিচারক্রমে শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদগুরুদত্তা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা শুদ্ধাভক্তির কৃপায় পরমাত্মতত্ত্বে আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ॥৪০॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনকাদি ঋষিগণ! মানবগণের বর্ণাশ্রম বিভাগপূর্ব্বক উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের চরম ফল হরিতোষণ ॥ ৪১ ॥

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবাপরাধ

(৩)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীব-ন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥

—চৈঃ ভাঃ ম ২১।৮১-৮২

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পয়ারদ্বয়ের গৌড়ীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ চারি মূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই চারিমূর্ত্তি সহসা দর্শন করিলে ভগবান্ বলিয়া জানা যায় না, তথাপি এই চারিটি ভগবৎসম্বন্ধিবস্তু ভগবানের প্রকাশবিগ্রহরূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ—এই চারিটিই কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ চতুষ্টয়॥ ৮১॥

বহির্ব্বিচারে শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্যবুদ্ধি করিতে হয়। তাদৃশ প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব—ইঁহারা জগতের ভোগ্যবস্তুবিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও ইঁহারা ভোক্তৃভাব-সম্পন্ন অভিন্ন ঈশ্বরবস্তু ও প্রভুতত্ত্ব এবং চিন্ময়জ্ঞান-প্রদাতা—বেদশাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন।" ॥ ৮২॥

সুতরাং ভগবৎসম্বন্ধিবস্তু—শ্রীভগবানের অভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ-স্বরূপ বৈষ্ণবের পাদপদ্মে কোনপ্রকার সামান্য অনাদর ঘটিয়া বসিলেও আমরা শ্রীভগবানের কৃপালাভে বঞ্চিত হইব, আমাদের সাধনভজন সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফল হইয়া যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি—

"মোর এই সত্য সবে শুন মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধমজনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তা'র পূজা মোর গায়ে অগ্নি-হেন পোড়ে॥
যে আমার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥

*　　*　　*

সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক* নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্বধর্ম্ম ঘুচে তা'রে॥
বাহু তুলি' জগতেরে বলে গৌরধাম।
অনিন্দক হই' সবে বল কৃষ্ণনাম॥
অনিন্দক হই, যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য মুক্তি তা'রে উদ্ধারিব হেলে॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ১৯।২০৭-২১০, ২১২-২১৪

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দককে বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন। শ্রীনারদীয়বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন—

"প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি॥"

অর্থাৎ "প্রত্যক্ষ পতিত ব্যক্তি বরং ভাল, কারণ সে নিজে একাকী অধোগমন করে; কিন্তু বকধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিজেকে এবং অপরকেও নরকে পাতিত করে।

—চৈঃ ভাঃ ম ২০।১৪০ ধৃত 'নারদীয়' বাক্য

বকধার্ম্মিকগণ অধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও ধর্ম্মজ্ঞতার ছলনায় উত্তমাসন সন্ন্যাসপ্রসাদি গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মবক্তা সাজিয়া অধর্ম্ম বা অভক্তিকেই ধর্ম্ম বা ভক্তি বলিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে তাহারা নিজেরাও মরে—নরকগতি লাভ করে এবং অপরকেও মারে অর্থাৎ নরকগামী করায়। লোকে নিজেদের মঙ্গলের জন্য সাধুতপস্বী দর্শন করিতে আসিয়া তথাকথিত সেই ধর্ম্মধ্বজী সাধুর মুখে প্রকৃত সাধুর নিন্দাবাদ শ্রবণ-দুর্ভাগ্য বরণ করতঃ নরকগামী হইয়া পড়ে। তাই ঠাকুর অত্যন্ত খেদের সহিত বলিতেছেন—

"ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধুনিন্দা শুনি' মরি' যায় ভাল-মতে॥
সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয়॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র একজন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে॥

* অনিন্দক অর্থাৎ নিন্দারহিত বৈষ্ণবকে।

অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ার ।
বাটোয়ার হৈতেও অনন্ত দুরাচার ।।
অনিন্দক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে ।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিবে হেলে ।।
চারিবেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে ।
জন্মজন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে ।।"

—চৈঃ ভাঃ ম ২০।১৪৩-১৪৬, ১৪৮-১৪৯

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণও মহাদোষাবহ (ভাঃ ১০।৭৪।৪০ ও ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।)

[উপরিউক্ত ১৪৫ সংখ্যক পয়ারের গৌড়ীয় ভাষ্যটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—]

"সাধারণ দস্যুগণ তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলে প্রায়শ্চিত্তকালাবধি ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু নৈসর্গিক পাপিষ্ঠ বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া—বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই অনন্তকাল ক্লেশ পাইবার অধিকারী হয়। তাহাদের দস্যুবৃত্তি অনুক্ষণ ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা-হেতু তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করায়" ।। ১৪৫ ।।

[অতঃপর ১৪৮-১৪৯ সংখ্যক পয়ারের 'গৌড়ীয় ভাষ্য'ও নিম্নে প্রদত্ত হইল—]

"সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া যিনি একবার মাত্রও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু নামাপরাধী, সাধুনিন্দা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করে এবং গুরুনিন্দা করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হয়। ক্রমে ভগবন্নিন্দা করিয়া ভগবন্নামের ফল প্রেমা লাভ করা দূরে থাকুক, অষ্টপাশবদ্ধ হইয়া নামাপরাধের ফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পর্য্যন্তও লাভ করিতে অসমর্থ হয় ।।" ১৪৮ ।।

"পাপিষ্ঠ জনগণ অপরাধ-ক্রমে আপনাদিগকে চতুর্ব্বেদী, অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিয়াও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা-ক্রমে প্রত্যেক জন্মের পরই কুম্ভীপাক-নরকে পতিত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করে। তখন তাহাদের চতুর্ব্বেদ-অধ্যয়ন নরকযন্ত্রণারই কারণ হয় এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষই মুখ্য সামগানের উদ্গাতা হইয়া পড়ে ।।" ১৪৯ ।।

একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে গেলেন। ('জাঙ্গাল' অর্থ 'বাঁধ'। 'জলপ্লাবন হইতে বিদ্যানগরের মহেশ্বর বিশারদের গৃহরক্ষার জন্য বাঁধ ছিল'।) তৎকালে সেইস্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ছিল। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, মহাজ্ঞানী, তপস্বী, বৈরাগ্যবান্ 'ভাগবতে মহা অধ্যাপক' বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিসম্পন্ন হইলেও, ভক্তিরস-সমুদ্র ভাগবত পাঠ করিয়াও—ভাগবতের 'মর্ম্ম অর্থ না জানেন—ভক্তিহীন দোষে', অন্তরে মোক্ষাভিলাষী ছিলেন। 'ভাগবত পড়ায় তথাপি ভক্তি হীন'। এইজন্যই বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীস্বরূপদামোদর উপদেশ করিয়াছিলেন—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ।।"

—চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১-১৩২

শ্রীভাগবতের মর্ম্মার্থ 'জানিবার যোগ্যতা আছয়ে কিছু তান (অর্থাৎ দেবানন্দ পণ্ডিতের)। (কিন্তু) কোন্ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ।।'—চৈঃ ভাঃ ম ২১।১০। অর্থাৎ "জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, সুতরাং ভাগবতের মর্ম্মার্থ জানিবার যোগ্যতা জীব-সূত্রে দেবানন্দের আছে। কিন্তু তাহা সুপ্ত থাকায় ঐপ্রকার অজ্ঞান অপরাধ হইতে উদ্ভূত। তজ্জন্যই তাঁহার জানিবার অধিকার তৎকালে অপসারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ—অন্তর্য্যামী, কি প্রকার অপরাধে ভাগবত-পঠন-পাঠনাদিসত্ত্বেও তাঁহার অপরাধ হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণ ব্যতীত অদূরদর্শী জীবসকল বুঝিতে পারেন না। (গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য)

পণ্ডিত দেবানন্দ যে স্থানে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, একদিন দৈবক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সেই পথে যাইবার সময় দেবানন্দের ব্যাখ্যা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সেই ব্যাখ্যায় ভক্তিযোগের মহত্ত্ব শ্রবণ করিতে না পাইয়া মহাপ্রভু ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন—

"(কোপে বলে প্রভু—) বেটা কি অর্থ বাখানে ?
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে ।।
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার ?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ।।

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় ।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ।।
চারিবেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত' ।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ।।
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত ।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব-অভিমত ।।
মুক্তি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে ।
যা'র ভেদ আছে, তা'র নাশ ভালমতে ।।"

—চৈঃ ভাঃ ম ২১।১৩-১৮

এইরূপে মহাপ্রভু ভাগবত-ব্যাখ্যাতা দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি ক্রোধাবেশে ভাগবত-তত্ত্ব বলিতে লাগিলে বৈষ্ণবগণ তচ্ছ্রবণে পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আরও বলিতে লাগিলেন—

"ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে ।
(প্রভু বলে,—) সে অধম কিছুই না জানে ।।
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে ।
আজি পুঁথি চিরিব, দেখহ বিদ্যমানে ।।"

—চৈঃ ভাঃ ম ২১।২০-২১

ইহা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে দেবানন্দ পণ্ডিতের পুঁথি ছিঁড়িবার জন্য ধাবিত হইলে বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপঃ, প্রতিষ্ঠায় ।।
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান ।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ।।
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যা'র ।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ।।
সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান ।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্ ।।
সে-সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম ।
তা'তে যে অন্যের গর্ব্ব, তা'র শাস্তা যম ।।"

—চৈঃ ভাঃ ম ২১।২৩-২৭

উপরিউক্ত শেষ পয়ারটির অর্থ গৌড়ীয় ভাষ্যে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—

"অতিশয় প্রতিভা-সম্পন্ন, সর্ব্বগুণান্বিত জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থগ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ পণ্ডিতগণের গৌরববর্দ্ধনের জন্য যাঁহাদের প্রয়াস, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার-কর্ত্তা বা পুরস্কার-তিরস্কার-দাতা যম তাঁহাদের দণ্ড বিধান করেন।"

উহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে,—দেবানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় মহাগুণবান্ পণ্ডিত ব্যক্তিও যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মর্ম্মার্থজ্ঞানে ভ্রান্ত হন, মাদৃশ পণ্ডিতম্মন্য অজ্ঞ ব্যক্তিগণের সেই মহাচিন্ত্য ভাগবতের মর্ম্মার্থবোধের দম্ভ প্রকাশকারীর ন্যায়ান্যায় বিচারক ধর্ম্মরাজ যমই দণ্ডবিধাতা।

দিনান্তরে নগর-ভ্রমণকালে মহাপ্রভু অনতিদূরে দেবানন্দ পণ্ডিতকে দেখিয়া মহাক্রোধে তাঁহাকে কএকটি কথা বলিয়াছিলেন। প্রভুর ক্রোধের কারণ এই যে,—দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীভগবানের ভক্তাবতার নারদের অবতার শ্রীবাস পণ্ডিতস্থানে যে পূর্ব্ব অপরাধ আছে, তাহা প্রভুর মনে পড়িয়া গেল। সে সময়ে মহাপ্রভুর প্রকাশলীলা প্রকটিত হয় নাই, ভক্তগণ প্রেমশূন্য জগতে অত্যন্ত দুঃখের সহিত কাল যাপন করিতেছেন। নবদ্বীপে অধ্যাপকগণে কেহ গীতা, কেহ বা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মুখে গীতাভাগবতাদি শাস্ত্রের সারমর্ম্ম ভক্তির কোন কথা শুনা যাইত না। ঐসকল অধ্যাপকের ভগবৎসেবোন্মুখতা না থাকায় ভক্তির কোন সন্ধানই তাঁহারা রাখিতেন না। সেসময়ে দেবানন্দ পণ্ডিত বহুগুণে গুণান্বিত, পরম শান্তস্বভাব, সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতবিশিষ্ট, আকুমার ব্রহ্মচারী হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। লোকে তাঁহাকে খুবই সম্মান করিত। কিন্তু অশেষগুণে গুণী হইয়াও ভক্তিহীনতা-দোষে ভক্তচরণে তাঁহার ভীষণ অপরাধ ঘটিয়া গেল। একদিন ভক্তবর শ্রীনিবাস শ্রীভাগবত শ্রবণাভিলাষে দেবানন্দ যেখানে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, সেইস্থানে গমন করিয়া ভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত অক্ষরে অক্ষরে প্রেমময়। তচ্ছ্রবণে মহাভাগবত শ্রীবাসের হৃদয় প্রেমে দ্রবীভূত হইল। হর্ষ-কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারোদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শ্রীনিবাস ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আধ্যক্ষিক রাজ্যে অবস্থিত ভক্তিহীন বিদ্যার্থিগণের ইহাতে শব্দার্থবোধের

ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায় তাহারা মহাপ্রভুর পরম প্রিয়তম ভক্তপ্রবর শ্রীবাসকে তাঁহার বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় জোর করিয়া টানিয়া ধরিয়া পাঠাগারের বাহিরে রাখিয়া আসিল। দেবানন্দও ঐসকল পড়ুয়াগণকে সেই ভক্তাবমাননা-কার্য্যে কোন বাধাও দিলেন না। অনন্তর বাহ্যজ্ঞান পাইয়া শ্রীনিবাস অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিশ্বম্ভর দেবানন্দের ঐ ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধের কথা সবই জানিতেন। "গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ"। তাই আজ দেবানন্দকে দর্শনমাত্রই মহাপ্রভুর সেই ঘটনা স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়ায় তিনি দেবানন্দকে সম্বোধন করিয়া ক্রোধমুখে বলিতে লাগিলেন—

"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে ॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন গেলা শুনিবারে ভাগবত ॥
কোন্ অপরাধে তানে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া ॥
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ-রসে।
টানিয়া ফেলিতে কি তাহার যোগ্য আইসে?
বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত ॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা, কহিলাম আমি ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ২১।৬৮-৭৪

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শাসন-বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ অধোবদন হইয়া রহিলেন। লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে দেবানন্দকে এইরূপ বাক্যদণ্ড দিয়া চলিয়া গেলেন। দেবানন্দও দুঃখিত চিত্তে নিজঘরে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যদণ্ড 'উত্তরকালে তাঁহার সৌভাগ্যলাভেরই জনক হইয়াছিল'। তাই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যা'রে করিলেন দণ্ড ॥
চৈতন্যের দণ্ড মহা সুকৃতি সে পায়।
যাঁ'র দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায় ॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ড তা'রে প্রেমভক্তি-যোগ হয় ॥
চৈতন্যের দণ্ডে যা'র চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য হয় ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ২১।৭৭-৮০

"শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ড প্রদান করিয়া আমাদিগের সকলকেই শিক্ষা দিলেন যে,—বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিয়া কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও বৈষ্ণবের কৃপার অভাবে তাহার কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয় না।"

শ্রীধাম মায়াপুরের অপরপারেই কুলিয়া গ্রাম—'সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়'। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৩৮০)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্যানগরস্থ বাচস্পতি-গৃহ হইতে কুলিয়ায় ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান-কালে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—প্রভো আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার একটি নিবেদন আছে, ক্ষণকালের জন্য তৎপ্রতি একটু অবধান করুন। আমি মহাপাপিষ্ঠ, ভক্তির প্রভাব না জানিয়া আমি 'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন!' এই বলিয়া অনুক্ষণ বৈষ্ণব ও কীর্ত্তনের অনেক নিন্দা করিয়াছি। এক্ষণে সেইসকল পাপকর্ম্ম চিন্তা করিতেও আমার চিত্ত অনুক্ষণ দগ্ধীভূত হইতেছে। আপনি জীবের সংসার-উদ্ধার-কার্য্যে মহাপ্রতাপশালী সিংহস্বরূপ ('সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ'), কৃপাপূর্ব্বক আমার এই মহাপাপ খণ্ডনের উপায় বলিয়া দিউন।" শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি বিপ্রের এই নিষ্কপট বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন—

"শুন দ্বিজ, বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ ॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে, এবে শুন সে উত্তর ॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন ॥
পরম অদ্ভুত এবে কৃষ্ণগুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান ॥

যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন ॥
সবা' হইতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সঙ্গীত কবিত্ব বিপ্র কর তুমি গিয়া ॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার ॥
এই সত্য কহি তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল ॥
আর যদি নিন্দ্যকর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥
এ সকল পাপ ঘুচে, এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায় ॥
চল দ্বিজ, কর গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব পাপ-বিমোচন ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৪৯-৪৫৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে 'নিন্দাপাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত-সার' শুনিয়া উপস্থিত সকল বৈষ্ণব পরমানন্দে 'জয় জয় হরিধ্বনি' করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণব মহাজন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাদিগের সকলকেই সাবধান করিয়া কহিতেছেন—

"এই আজ্ঞা যে না মানে, নিন্দে সাধুজন।
দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ ॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেইজন হয় ভবসিন্ধু পার ॥"

—ঐ চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৬২-৪৬৩

উপরিউক্ত পয়ারসমূহের মধ্যে "যে মুখে করিলে তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন। সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন ॥"—এই ৪৫৩ ও ৪৬৩ সংখ্যক পয়ারের ভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"অপরাধী ব্যক্তি যে মুখে বৈষ্ণব নিন্দা করে, সেই মুখে অনুতপ্ত হইয়া নিজাপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণব-বন্দনা করিলে তাহার মঙ্গললাভ ঘটে। যেরূপ বিষ-ভক্ষণ করিলে বিষের ক্রিয়ায় শরীর জরজর হয়, আবার বিষনাশক অমৃত পান করিলে ঐ বিষ নষ্ট হইয়া শরীর পুনরায় সবল হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণব-নিন্দা পুনরায় না করিলে কোটিপ্রায়শ্চিত্তেও বৈষ্ণব-নিন্দা-জনিত যে পাপ দূর হয় না, সেই পাপ বৈষ্ণবের (নিষ্কপট) স্তুতিদ্বারাই দূরীভূত হয় ॥ ৪৫৩ ॥"

"যে সকল পাপী শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ পালন করে, তাঁহাকেই ধ্রুবসত্য জানিয়া বৈষ্ণবচরণে স্বীয় অপরাধ ক্ষমা করাইয়া লয়, সেইসকল ব্যক্তিই ভবসিন্ধু পার হইয়া শ্রীচৈতন্যের বাক্যে আস্থা স্থাপন এবং নিজমঙ্গল লাভ করে ॥ ৪৬৩ ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রকে এইপ্রকার তত্ত্বোপদেশ করিবার ক্ষণকাল পরেই পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দের প্রবেশ হইল। পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুচরণে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তবে তিনি খুব শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। "আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্। ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহি আন ॥ শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ বিষয়।" প্রভৃতি অশেষগুণে গুণবান্ হইয়াও তিনি মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রচার্য্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পঠনপাঠন করিয়াও তাঁহার (শ্রীভাগবতের) মর্ম্মার্থ যে ভক্তি, তাহা তিনি আস্বাদন করিতে বা কাহাকেও আস্বাদন করাইতে পারেন নাই। তিনি অন্তরে মুমুক্ষু ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন লীলাচলে গমন করিলেন, দৈবক্রমে সেই সময়ে দেবানন্দ তাঁহার বিশেষ ভাগ্যোদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায় মহাভাগবতের সঙ্গক্রমে তাঁহার ভক্তিমার্গে রুচি ও মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—দৈবক্রমে মহাভাগবত বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর দেবানন্দ পণ্ডিতের আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর, অত্যদ্ভুত প্রেমবিকার—নৃত্যকীর্ত্তনাদি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবানন্দের মুমুক্ষা দূর হইল, তিনি বক্রেশ্বর-কৃপায় ভক্তিরসাস্বাদ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে ম্রক্ষণ করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইল। মহাভাগবত বৈষ্ণবসেবার ফল এইরূপই হইয়া থাকে। তাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব-সেবার ফলে কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর চরণে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে অবস্থান করায় তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিলেন। এই দেবানন্দ পণ্ডিত

স্মার্ত্তধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেও মহাজ্ঞানী ও সংযত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থই তাঁহার পাঠ্য ছিল না। তিনি ঈশ্বর-নিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়াদির অবশীভূত ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ছিল। শ্রীবক্রেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার সেই দুর্বুদ্ধি দূর হইয়া তিনি ভগবানে শ্রদ্ধালু হইলেন॥"

"কৃষ্ণসেবা হৈতেও ভক্তসেবা বড়।
ভাগবতাদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥"
—চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৮৫

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥"
—চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৮৬ ধৃত

অর্থাৎ "ভগবৎসেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়, এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধি-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়।"
—ঐ চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৮৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সুদুর্ল্লভ সঙ্গপ্রভাবে আজ শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরমানুরাগে শ্রীগৌরদর্শনে সমাগত হইয়াছেন। বৈষ্ণবকৃপায় বৈষ্ণবোচিত দৈন্যাদি সকল গুণ তাঁহাতে দেদীপ্যমান। শ্রীদেবানন্দ মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া একদিকে সঙ্কুচিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নিজজন বক্রেশ্বরকৃপাপ্রাপ্ত দেবানন্দকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া তাঁহার সহিত বিরলে আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যাবতীয় পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করতঃ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন—"তুমি যে আমার প্রিয়তম বক্রেশ্বরের সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়াছ, 'অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর'। বক্রেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, যে তাঁহাকে ভক্তি করে, সেই কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের পরম প্রিয় বিশ্রাম-স্থান, তাঁহার 'হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর'। যে স্থানে বক্রেশ্বর অবস্থান করেন, সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ বিরাজিত—সে স্থান গোলোক-বৈকুণ্ঠময়।"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবানন্দ করযোড়ে মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন—"হে কৃপাময় প্রভো, জগদুদ্ধারার্থ তুমি নবদ্বীপমাঝে উদিত হইয়াছ। পাপিষ্ঠ আমি দৈবদোষে তোমাকে জানিতে পারি নাই, তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইয়াছি। সর্ব্বভূত-কৃপালুতা তোমার স্বভাব, তোমাতে আমার অনুরাগ হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। প্রভো, তোমার শ্রীচরণে আমার একটি নিবেদন—হে প্রভো, আমি কি উপায় করিব, শ্রীমুখে আদেশ করুন। আমি—অসর্ব্বজ্ঞ; শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ। আমি অজ্ঞ হইয়া কিপ্রকারে সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করিব, কিরূপ ব্যাখ্যা করিব, কিভাবে পড়াইব, আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলিয়া দিউন।" দেবানন্দের দৈন্যপূর্ণ বাক্যশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর কহিতে লাগিলেন—

"হে বিপ্র, শ্রীভাগবতের 'ভক্তি' ব্যতীত অন্য কোন ব্যাখ্যা মুখেও আনিবে না। শ্রীভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় কৃষ্ণ-ভক্তিই একমাত্র বক্তব্য বিষয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সবে কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র সত্য, মহাপ্রলয়েও যাহার পূর্ণশক্তি বিদ্যমান থাকে। শ্রীনারায়ণ জীবকে মোক্ষফল দিয়া বঞ্চনা করিয়া ভক্তিকে গোপন করেন। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তিধন না দেন রাখেন লুকাঞা॥" —চৈঃ চঃ আ ৮।১৮। এইপ্রকার সুদুর্ল্লভ ভক্তি কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কেহই লাভ করিতে পারে না। একমাত্র ভাগবতশাস্ত্রেই ভক্তির অসমোর্দ্ধ্বত্ব স্থাপিত হওয়ায় ভাগবতের ন্যায় আর কোন শাস্ত্র নাই। শ্রীমদ্ভাগবত কোন পুরুষরচিত গ্রন্থ নহে, তাহা অপৌরুষেয়, ভগবদবতার মৎস্য কূর্ম্মাদির ন্যায় তাঁহার আবির্ভাব—তিরোভাবমাত্র হইয়া থাকে। কৃষ্ণকৃপায় ভক্তিযোগে ব্যাসের জিহ্বায় ভাগবতের অবতরণ হইয়াছে। "ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান। সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ॥" অজ্ঞ হইয়াও যিনি ভাগবতের শরণাপন্ন হন, শ্রীভাগবতের মর্ম্মার্থ তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। প্রেমময় শ্রীভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহস্বরূপ, তাঁহাতে কৃষ্ণের যাবতীয় গোপ্য লীলারঙ্গ ব্যক্ত হইয়াছে। বেদবিভাগ,

মহাভারত-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াও বেদব্যাস চিত্তে শান্তি পান নাই, তাঁহার জিহ্বায় শ্রীমদ্ভাগবত স্ফূর্ত্ত হওয়ামাত্রই তাঁহার চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল। এমন অসমোর্দ্ধ গ্রন্থরত্ন পাঠ করিয়াও কোন কোন ভাগ্যহীন ব্যক্তি তাঁহার মর্ম্মার্থ ভক্তিরসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া অবিদ্যা-সঙ্কটে পতিত হয়। হে দ্বিজ, তুমি শ্রীভাগবতের আদি মধ্য অন্ত্যে কেবল ভক্তিযোগ মাত্রই ব্যাখ্যা করিবে। তবে আর তোমার কোন অপরাধ থাকিবে না, চিত্তে প্রকৃত প্রসন্নতা পাইবে। অবশ্য সকল শাস্ত্রেরই সার কৃষ্ণভক্তি, তথাপি বিশেষ করিয়া শ্রীভাগবত কৃষ্ণভক্তিরসময়। হে বিপ্র, তুমি এখন সকলকেই কৃষ্ণভক্তিরসামৃত বুঝাইয়া ভাগবতের অধ্যাপনা কর।"

শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশামৃত শ্রবণপুট মাধ্যমে আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন, নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম কায়মনে ধ্যান করিতে করিতে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই ভাগবত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইলেন। ভক্তিযোগই সমগ্র দ্বাদশস্কন্ধাত্মক ভাগবতের একমাত্র সিদ্ধান্ত। ভক্তিব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য-প্রকার ব্যাখ্যায় বৃথা বাক্যব্যয় ও অপরাধ হয়। পরমমঙ্গলময় ভাগবত গ্রন্থও যাঁহার গৃহে বিরাজ করেন, তাঁহার সকল অমঙ্গল বিদূরিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পূজা করিলেই কৃষ্ণের পূজা হয়। ভাগবতের শ্রবণ ও পঠনে ভক্তিলাভ ঘটে। 'গ্রন্থভাগবত' ও কৃষ্ণকৃপাপাত্র 'ভক্তভাগবত'—এই দুই ভাগবত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—"এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত—কৃষ্ণভক্তিরস-পাত্র॥" (চৈঃ চঃ আ ১৷৯৯)। নিত্য ভাগবত-শ্রবণ, পঠন ও পূজন-ফলে ভক্তভাগবতত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী।

এইরূপে পরমকরুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে অবস্থানকালে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকেই শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনাদি দ্বারা মঙ্গল বিধান করিলেন। দেবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার প্রিয়পার্ষদ বক্রেশ্বর-কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীনারদাবতার শ্রীবাসাদি ভক্ত-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দৈন্যপূর্ণ চিত্তে তচ্চরণে পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল ভক্তের অমায়ায় কৃপা লাভ করিলেন। ভক্তভাগবতের আনুগত্য ব্যতীত গ্রন্থ-ভাগবতের কৃপা লাভ করা যায় না, কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদনের সৌভাগ্যলাভে চিরবঞ্চিত হইতে হয়। ভক্ত-ভাগবতের চরণে বিন্দুমাত্র অপরাধ থাকিলেও শব্দ-ব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীভাগবত ও পরংব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানের কৃপালাভ করা যায় না। শ্রীভগবান্ বলেন—"শব্দ-ব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ" অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরংব্রহ্ম উভয়ই আমার সনাতনী তনু।
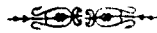
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৫৭)

শ্রীগঙ্গামাতা

শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর দীক্ষিতা শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী। শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর মহিমা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

'সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃগুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥

সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য. গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর ॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা শূন্য তাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥

* * *

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁ'র প্রিয় শিষ্য ইঁহ—পণ্ডিত হরিদাস ॥'

[চৈঃ চঃ আ ৮ম পঃ ৫৪-৫৭, ৫৯-৬০]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—অষ্টসখীর অন্যতমা সুদেবী সখী' শ্রীগৌরাবতারে শ্রীঅনন্ত আচার্য্য। "অনন্তাচার্য্য গোস্বামী যা সুদেবী পুরা ব্রজে।" —গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৬৫ শ্লোক। শ্রীপুরুষোত্তমের প্রসিদ্ধ শ্রীগঙ্গামাতা মঠের গুরুপরম্পরায় শ্রীঅনন্তাচার্য্য 'বিনোদমঞ্জরী' এবং অনন্তাচার্য্যের শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী—যাঁহার নামান্তর "শ্রীরঘু-গোপাল" —শ্রীরাসমঞ্জরী নামে উক্ত হইয়াছেন। শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের শিষ্যা—(১) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া (গঙ্গামাতার মাতুলানী), (২) শ্রীগঙ্গামাতা (পুঁটিয়ার রাজকন্যা)।

শ্রীগঙ্গামাতা-গোস্বামিনীর পূত জীবনচরিত-বিষয়ে 'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' সংক্ষিপ্তভাবে এবং শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'শ্রীক্ষেত্রে' কিছুটা বিস্তৃতভাবে জানা যায়।

শ্রীগঙ্গামাতা-গোস্বামিনীর পূর্ব্ব পিতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীশচীদেবী। বঙ্গদেশে (বর্তমান বাংলাদেশে) রাজসাহী জেলার পুঁটিয়ার রাজা শ্রীনরেশনারায়ণের কন্যা ছিলেন শ্রীশচীদেবী। শচীদেবী শিশুকাল হইতে সংসারবিরক্ত ও পরমা ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। শচীদেবীর পিতামাতা শচীদেবীকে বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলে শচীদেবী বলিলেন—তিনি কোনও মরণশীল ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না। শচীদেবীর এইরূপ সঙ্কল্পের কথা জানিয়া পিতামাতা চিন্তিত হইলেন। কালক্রমে শচীদেবীর জননী স্বধামপ্রাপ্তা হইলে শচীদেবী গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে ও তৎপরে শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া পেঁাছিলেন।

শ্রীশচীদেবী বৃন্দাবনধামে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থা হইলেন। তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণে ব্যাকুল হইলে গোস্বামী-ঠাকুর তাঁহাকে রাজকন্যা জানিয়া প্রথমে মন্ত্র দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পরে শচীদেবীর বৈরাগ্য ও ভজনার্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে চৈত্রী শুক্লা একাদশী তিথিতে বুধবার শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন। শচীদেবী শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভের জন্য মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করতঃ তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশচীদেবী বৃন্দাবনে সংবৎসরকাল এবং তৎপরে শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠা গুরুভগ্নী ভজনপরায়ণা স্নিগ্ধা পরমাবৈষ্ণবী শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়াদেবীর সহিত—যিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন—শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান করিয়া ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন।

কএক বৎসর রাধাকুণ্ডে ভজনের পর শচীদেবী ভজনপ্রৌঢ়া হইলে শ্রীহরিদাস গোস্বামী তাঁহাকে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থান উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিলেন। শ্রীগুরুমনোহভীষ্ট পরিপূরণের জন্য গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শচীদেবী পুরুষোত্তমধামে চলিয়া আসিলেন এবং ক্ষেত্র-সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতঃ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থানটী লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র একটী জীর্ণ-মন্দিরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সেবিত শ্রীরাধাদামোদর শালগ্রাম পূজিত হইতেছিলেন।

শ্রীশচীদেবী গৃহে অবস্থানকালেই একাগ্রতার সহিত শাস্ত্রানুশীলন করিতেন, পরে রাধাকুণ্ডে বৈষ্ণব-গণের সহিত ভাগবত আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রপাঠে পারঙ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান উদ্ধারের জন্য তিনি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মুখপদ্মবিনিঃসৃত ভক্তিপরিপ্লুত অপূর্ব্ব ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার

বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া বহু ভক্তের সমাবেশ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার যশোগৌরব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িলে পুরীর তদানীন্তন রাজা শ্রীমুকুন্দদেবও তাঁহার ভাগবতপাঠ শ্রবণে আসিয়া যোগ দিলেন। তিনিও ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন।

একদিন রাত্রিতে নিদ্রাকালে রাজা মুকুন্দদেব শ্বেতগঙ্গার* নিকটস্থ জমী শচীদেবীকে প্রদানের জন্য শ্রীজগন্নাথদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন। পরদিন প্রাতে রাজা পরমোল্লাসে শচীদেবীর নিকট উপনীত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশের কথা জানাইলেন। শচীদেবী নিতান্ত বিষয়বিরক্ত হইলেও গুরুর আদেশ স্মরণ করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য উক্ত স্থান গ্রহণ করিলেন। তিনি ভিক্ষার দ্বারা ঠাকুরসেবা করিতে লাগিলেন। যেখানে ভগবানে যথার্থ প্রীতি ও ভগবদ্‌সেবাতে স্বার্থ-বোধ, সেখানে কোনও প্রকার কষ্টই কষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় না, বরং সেবার সুযোগ উপস্থিত হইলে উহাতে ভক্তের আনন্দই হয়।

ইতোমধ্যে একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতিথিতে মহাবারুণী স্নানের যোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। পুণ্যার্থিগণ সকলে উক্ত তিথিতে গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিলেন। শচীদেবীকে সকলে যাওয়ার জন্য বলিলেও, তিনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করায় এবং গুরুদেবের মনোহভীষ্ট সেবায় নিয়োজিত থাকায় যাইতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। তিনি যাইতে না চাহিলেও শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব মহাবারুণী স্নানযোগে শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিবার জন্য শচীদেবীকে স্বপ্নে আদেশ প্রদান করিলেন। শচীদেবী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সকলের অলক্ষ্যে মধ্যরাত্রিতে শ্বেতগঙ্গায় অবগাহন স্নানের জন্য ডুব দিতেই সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদেবী প্রকটিত হইয়া স্রোতের দ্বারা ভাসাইয়া শচীদেবীকে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। শচীদেবী সাক্ষাদ্‌ভাবে গঙ্গা ও গঙ্গায় স্নানকারী ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণকে দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন, 'চতুর্দ্দিকে স্নান-কোলাহল হইতেছে, তিনি তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া স্নান করিতেছেন।' কোলাহল শুনিয়া মন্দিরের দ্বাররক্ষকগণ জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা মন্দিরভ্যন্তরে কোলাহল শব্দ শুনিয়া পড়িছাগণকে খবর দিলেন। পড়িছাগণ মহারাজকে জানাইলে মহারাজ মন্দির খুলিবার জন্য আদেশ দিলেন। মন্দিরের দ্বার উন্মোচন হইলে দেখা গেল মন্দিরাভ্যন্তরে লোকজন কোলাহল কিছুই নাই, একা শচীদেবী দাঁড়াইয়া আছেন। জগন্নাথের সেবকগণ প্রথমে বিষয়টা বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহারা মনে করিলেন, শ্রীজগন্নাথের ধনরত্ন অপহরণের জন্য শচীদেবী মন্দিরে লুক্কায়িতভাবে ছিলেন, এখন সকলের সম্মুখে ধরা পড়িয়াছেন। মহাভাগবতের প্রতি সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া নিন্দা করিতে থাকিলে তাঁহারা বহুপ্রকার রোগশোকের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। শ্রীজগন্নাথের সেবাপরিচালনে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। শ্রীজগন্নাথদেব পুনঃ স্বপ্নে রাজা মুকুন্দদেবকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন—'তিনিই শচীদেবীর শুদ্ধাভক্তিতে বশীভূত হইয়া নিজ-পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃত করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়াছিলেন। শচীদেবীর নিকট ক্ষমা চাহিলে এবং তাঁহার নিকট

* শ্বেতগঙ্গা ঃ—উৎকলখণ্ডের বর্ণনানুসারে এইরূপ জানা যায়—ত্রেতাযুগে 'শ্বেত' নামক একজন শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের ন্যায় তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একদিন রাজা প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজার সময়ে উপস্থিত হইয়া দেবতাগণপ্রদত্ত সহস্র সহস্র দিব্য উপহারসমূহ দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির তুচ্ছ দ্রব্যসমূহ কি শ্রীজগন্নাথদেব গ্রহণ করিবেন? রাজার হৃদয়ে আর্ত্তি ও দৈন্যভাবযুক্ত চিন্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি দেখিতে পাইলেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ শ্রীজগন্নাথদেবকে দিতেছেন এবং শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবিজয়বিগ্রহগণ পরমানন্দে উহা গ্রহণ করিতেছেন। রাজা তদ্দর্শনে নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। শ্বেতরাজা বহুকাল নিষ্ঠার সহিত শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের বরে রাজা অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্ত্তী মুক্তিক্ষেত্রে মৎস্য-মাধবের সম্মুখে 'শ্বেতমাধব' নামে বিখ্যাত হইলেন। শ্বেতমাধবের নামানুসারে এই দীর্ঘিকার নাম হয় 'শ্বেতগঙ্গা'। শ্বেতগঙ্গায় 'ভক্ত শ্বেতমাধব', 'ভগবান্ মৎস্যমাধব', সরোবরের তীরে নবগ্রহের মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন।

মন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহাদের সমস্ত অপরাধ বিদূরীত হইতে পারিবে।' রাজা মুকুন্দদেব পড়িছা প্রভৃতি সমস্ত জগন্নাথের সেবকগণসহ শচীদেবীর নিকট উপনীত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনান্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তদবধি শচীদেবী 'গঙ্গামাতা' নামে প্রসিদ্ধা হইলেন এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থানটী 'গঙ্গামাতা মঠ' নামে সাধারণ্যে প্রচারিত হইল।

রাজা মুকুন্দদেব এবং শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ গঙ্গামাতার নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলেও, তিনি শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা পালনের জন্য কেবলমাত্র শ্রী-মুকুন্দদেবকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। রাজা গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ ভূসম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। রাজা পুনঃ পুনঃ সেবার সুযোগের জন্য প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে, তিনি বৈষ্ণবসেবার জন্য দুইভাণ্ড মহাপ্রসাদ, একভাণ্ড তরকারী, একটী প্রসাদী বস্ত্র, দুইপণ কপর্দিকা (১৬০ পয়সা) প্রত্যহ মধ্যাহ্নধূপের পর মঠে প্রেরণের অনুমতি দিলেন। অদ্যাবধি সেই প্রসাদ রাজভোগাদি গঙ্গামাতা মঠে নিয়মিতভাবে প্রেরিত হইতেছে। ধনঞ্জয়পুরের মহীরথ শর্ম্মা নামক একজন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণও গঙ্গামাতা গোস্বামিনীর কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

রাজস্থান-জয়পুরনিবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীচন্দ্র শর্ম্মার গৃহে 'শ্রীরসিকরায়' শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত ছিলেন। সেবাপরাধফলে তিনি নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে স্বপ্নে বলেন উক্ত বিগ্রহের সেবা পুরুষোত্তমধামে গঙ্গামাতাকে দিলে তাহার অপ-রাধ ও ভয় দূরীভূত হইবে। ব্রাহ্মণ শ্রীজগন্নাথ-দেবের আজ্ঞাক্রমে রাধারাণীর সহিত শ্রীরসিকরায় বিগ্রহকে সঙ্গে লইয়া শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপনীত হইয়া উক্ত বিগ্রহসেবা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গঙ্গামাতা উহা গ্রহণে প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পক্ষে রাজসেবা পরি-চালনা করা সম্ভব নহে। পরে ব্রাহ্মণ তুলসীকাননে 'শ্রীরসিকরায়' বিগ্রহকে রাখিয়া চলিয়া গেলে শ্রীরসিক-রায় নিজেই তাঁহার সেবা-সম্পাদনের জন্য গঙ্গা-মাতাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গঙ্গামাতা পরমোল্লাসে শ্রীবিগ্রহগণের প্রাকট্য মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীগঙ্গামাতা মঠে পাঁচটী যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন—শ্রীশ্রীরাধারসিকরায়, শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীশ্রীরাধা-রমণ। এতদ্ব্যতীত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সেবিত শ্রীদামোদর শালগ্রাম, নৃত্যরত শ্রীগৌরমূর্ত্তি ও নাড়ু-গোপাল বিগ্রহগণও তথায় সিংহাসনে সেবিত হইতে-ছেন।

গঙ্গামাতা মঠের প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারে জানা যায় শ্রীগঙ্গামাতা ইং ১৬০১ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে আবির্ভূতা হইয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

পুরীতে হাবেলী মঠ, গোপালমঠ ও কটকজেলায় টাঙ্গী নামক স্থানে শ্রীগোপালমঠ গঙ্গামাতা মঠেরই শাখা।

হরিভক্ত যে কোনও জাতিতে, যে কোনও বর্ণে, যে কোনও কুলে আবির্ভূত হইলেও সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বপূজ্য, তাহার অন্যতম উদাহরণস্বরূপ গঙ্গামাতা গোস্বামিনী। দ্বাপরযুগে ব্রাহ্মণপত্নীগণ শুদ্ধাভক্তি-প্রভাবে পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। কলিযুগে নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় বেশ্যা পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিলেন, যাঁহাকে দর্শন করিতে বড় বড় বৈষ্ণবগণ যাইতেন—ইত্যাদি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।
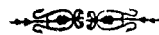
শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও পুরীধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভা-বির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা তিথি উপলক্ষে গত ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই রবিবার হইতে ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রতিষ্ঠানের জরুরী সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় পুরীতে যাইতে না পারায় তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ২৪ জুন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ পার্টিসহ ২৯ জুন এবং শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ১ জুলাই কলিকাতা হইতে পুরীতে পৌঁছেন পুরীমঠের উৎসবানুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য। কলিকাতার পার্টিতে ছিলেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস প্রভু, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস ও শ্রীগঙ্গাধর দাস।

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ পার্টিসহ বিশাখাপতনমের শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করিয়া বিভিন্ন দিনে পুরীমঠে আসিয়া শুভ পদার্পণ করেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীদুর্গামাধব মিশ্র এবং ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন। বাঁকি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়, পুরীর অতিরিক্ত জেলাজজ শ্রীপি-কে দে ও ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র যথাক্রমে প্রধান অতিথিরূপে অভিভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্নদিনে বিশিষ্ট বক্তারূপে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিপুরার পাবলিক্ সার্ভিস কমি-শনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর দামোদর পাণ্ডা। ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে দিল্লী হাইকোর্টের মান-নীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ পাইন মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ সভার শেষে সভা-পতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণকে মঠের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই মঙ্গলবার গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-তিথিতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবস্থলী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পুরীধামস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রম, শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রম, শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজের কলিকাতা শিলপাড়াস্থিত মঠের ভক্তগণ এবং অন্যান্য সারস্বত গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ আসিয়া একত্রিত হইলে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডিযতিগণের অনুগমনে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০ ঘটিকায় ভক্তগণ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীরায় রামানন্দের স্থান শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ দর্শনান্তে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে আসিয়া পৌঁছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া তাহার তাৎপর্য্য সকলকে অতি সরলভাবে বুঝাইয়া বলেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসরণে ভক্ত-

গণ গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনলীলার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন-সহযোগে বার-চতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা, মন্দিরাভ্যন্তরে সিংহাসন ধৌতলীলায় যোগদান, পুনঃ সংকীর্ত্তন সহযোগে বাহির হইয়া শ্রীনৃসিংহ মন্দির ও শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর শিব দর্শন করেন। তথা হইতে অধিকাংশ ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের জল মস্তকে ধারণ করিয়া সংকীর্ত্তনসহ মঠে ফিরিয়া আসেন।

পরদিন রথযাত্রা উৎসবে বহিরাগত শত শত নরনারীগণকে খেচরান্ন প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া শ্রীবনওয়ারীবাবু বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। রথাকর্ষণে অধিক বিলম্ব হওয়ায় সেইদিন শ্রীজগন্নাথদেবের রথ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে পৌঁছিতে পারেন নাই।

পুরী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রঞ্জন সজ্জন মহারাজ, শ্রীযশোদানন্দন বনচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়াল, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীমণীন্দ্র মহান্তি, শ্রীলোক-নাথ নায়েক প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

আগরতলা শ্রীজগন্নাথমন্দিরে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আগর-তলাস্থিত অন্যতম শাখামঠ—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনোৎসব, শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, তাঁহাদের পুনর্যাত্রা এবং তদুপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের জরুরী সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ আগরতলা মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে কলিকাতা মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজগদীশ দাস ব্রহ্মচারী (জয়দেব কুণ্ডু) কলিকাতা হইতে বিমানযোগে ৮ জুলাই আগরতলায় পূর্ব্বাহ্নে শুভাগমন করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পূর্ব্বে ১৭ জুন চণ্ডীগড় হইতে কলিকাতা হইয়া শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী ও রথযাত্রার পূর্ব্বে ৪ জুলাই কলিকাতা হইতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী আগরতলা মঠে আসিয়া পৌঁছিয়া-ছিলেন।

এই বৎসর ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনোৎসব, তৎপরদিবস শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব এবং ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগ-ন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এইবারও রথযাত্রা উৎসবে প্রচুর নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার শ্রীরথযাত্রায় শোভাযাত্রার পুরোভাগে পুলিশ-ব্যাণ্ডপার্টি নিয়োগ এবং ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় শ্রীরথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন আবহাওয়া ভালই ছিল। পুনর্যাত্রার দিন অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডুবিজয় বিপুল জয়ধ্বনি ও উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে আরম্ভ হয়। শ্রীবিগ্রহগণ

রথারূঢ় হইলে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে আকর্ষিত হইয়া শকুন্তলা রোড, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রোড, গণরাজ চৌমুহনী, মটরষ্ট্যাণ্ড, মটরষ্ট্যাণ্ড রোড, কামান চৌমুহনী, হরিগঙ্গা বসাক রোড, পোষ্টাফিস চৌমুহনী, প্যারাডাইস্ চৌমুহনী, হাসপাতাল রোড, আখাউরা রোড, পুরাতন আর-এম্-এস্ চৌমুহনী, জগন্নাথবাড়ী রোড ও শকুন্তলা রোড পথ পরিভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথজীউ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শুভবিজয় করেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের জয়গানমুখে কৃপা প্রার্থনা করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সমস্ত রাস্তা নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে বিভোর ছিলেন শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই শনিবার হইতে ২৭ আষাঢ়, ১২ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতির্ম্ময় নাথ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ দে, এম্-এ, পি-এইচ-ডি, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গুপ্তা, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের সচিব শ্রীনীহারকান্তি সিন্হা এবং ত্রিপুরা রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা। তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅশোকাঙ্কুর মুখোপাধ্যায় ও ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া। সভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়', 'ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য', 'গীতার শিক্ষা', 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু', 'সর্ব্বোত্তম সাধ্য ও সাধন শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থিত মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। তৃতীয় অধিবেশনে ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার কিছু সময়ের জন্য বলেন। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের উল্লাস বর্দ্ধন করেন শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীননীগোপাল বনচারী।

শ্রীদুলাল চন্দ্র পাল মহাশয়ের কৃষ্ণনগরস্থিত নব-গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ তাঁহার গৃহে আসেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ হরিকথা পরিবেশন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ব্রহ্মচারিগণসহ শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়া হরিকথা বলেন।

শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী, শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দাস, শ্রীরাজেন্দ্র দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাস, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীভূতভাবন দাস, শ্রীগোপীরঞ্জন গোস্বামী, শ্রীমুরহর দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীহরিপদ দাস, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠের ত্যক্তাশ্রমী এবং গৃহস্থভক্ত ও সজ্জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
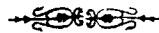
বিরহ-সংবাদ

শ্রীনলিনীবালা কুণ্ডু, নিউ-আলিপুর, কলিকাতা ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীনলিনীবালা কুণ্ডু বিগত ১৬ আষাঢ় (১৩৯৬), ১ জুলাই (১৯৮৯) শনিবার কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী তিথিতে কলিকাতায় রাত্রি ৭টা ৪০ মিঃ-এ ৬২ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। তাঁহার পতি কলিকাতা-নিউআলিপুরনিবাসী শ্রীরমণীমোহন

কুণ্ডু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রমণীবাবু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিপুল প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী-পুত্র-পরিজনবর্গসহ কলিকাতা মঠের অনুষ্ঠানসমূহে যোগ দিতেন এবং শ্রীমঠের আচার্য্যের নিকট হরিকথা শুনিতে আসিতেন। রমণী-বাবুর স্ত্রীর হরিকথা শ্রবণে অধিক ব্যাকুলতা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা মঠের শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর অমায়িক প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আনুকূল্য বিধান করেন। রমণীবাবুর স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণভক্তিতে রুচিবিশিষ্টা ছিলেন এবং নিজেই বাড়ীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চনসেবা করিতেন। শ্রীমঠের আচার্য্যের নিকট হরিকথা শ্রবণে উৎসাহান্বিতা হইয়া তিনি ১৮ কার্ত্তিক (১৩৯৪), ৫ নভেম্বর (১৯৮৭) বৃহস্পতিবার শ্রীহরিনামাশ্রিতা হইলেন। তদবধি তিনি শুদ্ধ ভক্তিসদাচারনিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার কৃষ্ণভজননিষ্ঠা দেখিয়া এবং তাঁহারই পুনঃ পুনঃ প্রেরণায় রমণীবাবুও পরে হরি-নামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

তাঁহাদের চার পুত্র—শ্রীরণজিতকুমার, শ্রীরাজেন্দ্র-প্রসাদ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও শ্রীদেবাশীষ এবং চারকন্যা—শ্রীমতী বিভারাণী, শ্রীমতী মিনতি, শ্রীমতী মমতা ও শ্রীমতী ভারতী। পুত্রকন্যা সকলেই পিতামাতার আদর্শানুসরণে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় আগ্রহবিশিষ্ট।

শ্রীনলিনীবালার কন্যাগণ ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই মঙ্গলবার শ্রীমঠের আচার্য্যের পৌরোহিত্যে তাঁহাদের চতুর্থীকৃত্য বৈষ্ণববিধানানুসারে কলিকাতা মঠে সু-সম্পন্ন করেন। পুত্রগণের দ্বারা ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই রবিবার কলিকাতা মঠে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে পারলৌকিক কৃত্য বিরাটভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য বৈষ্ণবহোম করেন। শ্রী-বিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, বিচিত্র ভোগের পর ঠাকুরের চরণামৃত ও ভোগের প্রসাদ পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়। সমাগত পাঁচশতাধিক মঠ-বাসী ও গৃহস্থভক্ত এবং রমণীবাবুর কুটুম্ব-পরিজন-বর্গ বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিতৃপ্তির সহিত সেবা করেন। পরদিবস শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠের সাধু-গণ সমভিব্যাহারে তাঁহার নিউ-আলিপুরস্থ গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া রমণীবাবু ও তাঁহার পুত্র পরি-জনবর্গের শোকসন্তপ্তহৃদয় শীতল হয়। বৈষ্ণববিধান-মতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের দ্বারা পারলৌকিককৃত্যাদি বহু সৌভাগ্যফলেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীনলিনী-বালা কুণ্ডু সত্যই ভাগ্যবতী। আমরা করুণাময় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে তাঁহার নিত্য কল্যাণ প্রার্থনা করি।

শ্রীসহদেব দাসাধিকারী, চেতলা, কলিকাতা ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীসহদেব দাসাধিকারী প্রভু গত ২০ শ্রাবণ ১৩৯৬ ; ৫ আগষ্ট ১৯৮৯ শনিবার শুক্লা-চতুর্থী তিথিবাসরে ৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীব্রজ-মণ্ডলে নন্দগ্রামে পাবন সরোবরের তটবর্ত্তী শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীরে তিনি ২০ কার্ত্তিক ১৩৭৯, ৬ অক্টোবর ১৯৭২ শ্রীল গুরুদেবের নিকট শ্রীহরি-নাম ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীসহদেব দাসাধি-কারী নামে পরিচিত হন। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীসহদেব সাহা। হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি নিয়মিতভাবে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং অন্যান্য গৌড়ীয় মঠ-সমূহে যাইয়া হরিকথা শুনিতেন। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা এবং মঠের বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে উৎসাহের সহিত তিনি যোগ দিতেন। তিনি নিষ্ঠার সহিত শুদ্ধভক্তিসদাচারে থাকিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রযত্ন করিয়াছেন। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও সর্ব্বক্ষণ হরি-নাম করিতেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমানাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির দুইদিন পূর্ব্বে শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি

তখনও শয্যাশায়ী অবস্থায় হরিনাম করিতেছিলেন।

তাঁহার পুত্রগণ—শ্রীস্বপন কুমার সাহা, শ্রীতপন কুমার সাহা ও শ্রীকানু সাহা ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট মঙ্গলবার শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে সাত্বত বৈষ্ণব-বিধানমতে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তাঁহাদের পিতৃদেবের পারলৌকিককৃত্য সুসম্পন্ন করেন। উক্ত পারলৌকিক ক্রিয়ার পৌরোহিত্যকার্য্য করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন। শ্রীমঠের আচার্য্য বৈষ্ণবহোম-কার্য্য সম্পাদন করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগের পর বহু শত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

সহদেব প্রভুর স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব

সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কৃপাপ্রার্থনামুখে তদীয় প্রিয় শিষ্য প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে এবং পরিচালক সমিতির শুভপরিচালনায় শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিশেষতঃ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শাখা দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট বুধবার অপরাহ্নে নামসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, ৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব, ৮ই ভাদ্র শ্রীনন্দোৎসব এবং ৬ই ভাদ্র হইতে ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঁচটি ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। ২৮শে শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎসঞ্চালিত ভগবল্লীলা প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীনন্দোৎসববাসরে মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগের পর অগণিত পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

ধর্ম্মসভায় ১ম, ৪র্থ ও ৫ম অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং ২য় ও ৩য় অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে—২৪।৮।৮৯ শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী শুভবাসরে—কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মহীতোষ মজুমদার মহোদয় এবং ২৫।৮।৮৯ শ্রীনন্দোৎসব শুভবাসরে—কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দিবস (অর্থাৎ উক্ত নন্দোৎসব শুভবাসরে) প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীযুক্ত উপানন্দ মুখোপাধ্যায় মহোদয়। পঞ্চদিবসব্যাপী সভার প্রথম দিবসত্রয়ে ভাষণ দিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস উক্ত মহারাজত্রয়ের ভাষণের পর সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণ হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসের বক্তা—শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব। সভার অধিবেশন-পঞ্চকে প্রত্যহই বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃ-সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীমঠের ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী ও সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীমঠের পঞ্চদিবসব্যাপী উৎসবটি বিশেষ সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৪০ পৃষ্ঠার পর]
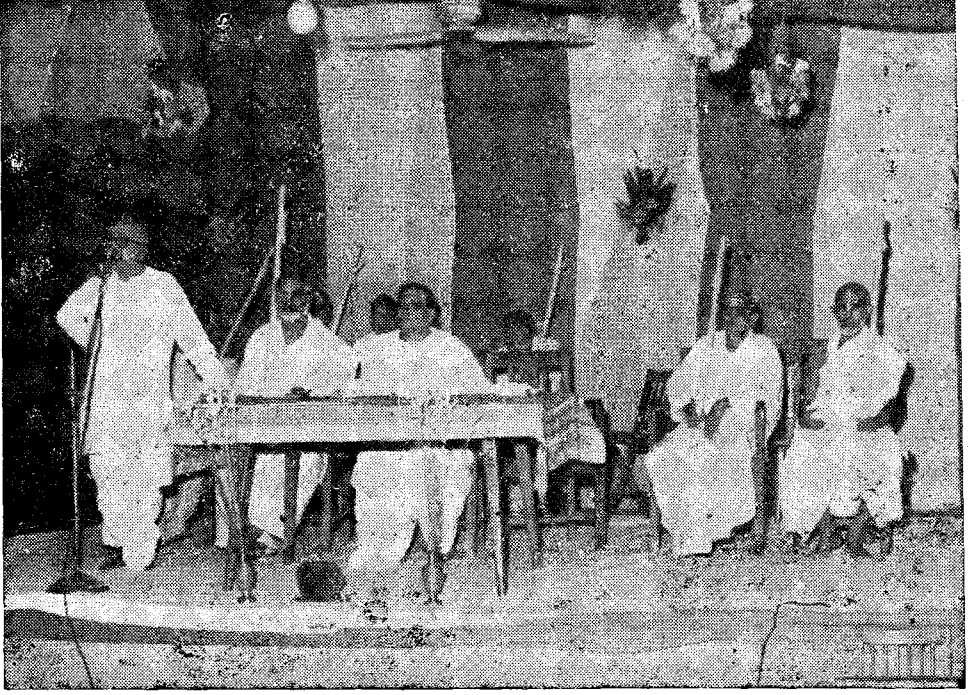
রাসবিহারী এভিনিউস্থ মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশন
[১৭ ভাদ্র (১৩৭১), ২ সেপ্টেম্বর (১৯৬৪) বুধবার]
বামদিক হইতে— প্রধান অতিথি মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি (ভাষণরত), শ্রীল গুরুদেব, সভাপতি—বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ

বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা এম্-পি, শ্রীরামকুমার ভুয়াল্কা এম্-পি, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, বিচারপতি শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনমন্ত্রী শ্রীঈশ্বর দাস জালান, কর্পোরেশন টাউন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীগণপতি সুর, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ডক্টর শ্রীপ্রীতিকুমার রায়চৌধুরী, বিচারপতি শ্রীঅশোক চন্দ্র সেন, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ, বিচারপতি শ্রীদুর্গাদাস বসু, ডেপুটী মেয়র শ্রীমিহির লাল গাঙ্গুলী, যুগান্তর পত্রিকার বার্ত্তা-সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীশিবকুমার খান্না।

ধর্ম্মসভাসমূহে শ্রীল গুরুদেবের ওজস্বিনী ভাষায় প্রদত্ত অভিভাষণ শ্রবণের জন্য অগণিত নরনারী অধীর আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করিতেন। আদর্শচরিত্র শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণী সকলের হৃদয়ে সুদৃঢ়রূপে রেখাপাত করিত। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণও বিভিন্ন দিনে শুভাগমন করিয়া সভাতে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব

গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী, ডাক্তার এস্-এন্ ঘোষ। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের অনুকম্পিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্যগণের মধ্যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। কলিকাতা মঠের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে সুরম্য রথারোহণে শ্রীবিগ্রহসহ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে অধিবাসবাসরে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং মহোৎসবাদি প্রতি বৎসরই পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে যথারীতি সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা—

২৯ কার্ত্তিক (১৩৭১), ১৫ নভেম্বর (১৯৬৪) রবিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে কলিকাতা মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা উৎসবে তদাশ্রিত শিষ্যগণ ব্যতীত তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমৎ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীমদ্ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী। উক্ত উত্থানৈকাদশী তিথিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠানের পর শ্রীল গুরুদেব দৈন্যার্ত্তিপূর্ণভাবে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যে উপদেশবাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম—

আজ শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে আমার পরম গুরুদেব পরমহংস শ্রীমৎ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ঘটনাচক্রে আজিকার তিথিতে আমার জন্ম হইয়াছিল। তজ্জন্য আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ আমার মঙ্গলের জন্য প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদে আমার জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে ব্যয়িত না হউক, এই প্রার্থনা জানাইতেছি। আমার পারমার্থিক বন্ধুগণ আমাকে যে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার প্রতি তাঁহাদের নির্ব্যলীক স্নেহের পরিচয় আমি তখনই বুঝিব যখন তাঁহারা ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা আদি যাবতীয় কৃষ্ণেতর প্রবৃত্তি পরিহার করিয়া নিষ্কপটভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিজজনগণের সেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য নিয়োজিত করিবেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও লোভনীয় বস্তুর কল্পনা হইতে পারে না। ভোগের উদর্কফল ত্রিবিধ ক্লেশ এবং মুক্তির ফলমাত্র দুঃখনিবৃত্তি। জড়বিলাসে দুঃখের তরঙ্গ, জড়বিলাসরাহিত্যে দুঃখের সাম্য, ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুক্তিতে আস্বাদ্য ও আস্বাদকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় আনন্দাস্বাদনরাহিত্য। প্রেমময় রাজ্যে ভক্ত ভগবানের নিত্য প্রীতিসম্বন্ধহেতু নিত্যনবনবায়মান আনন্দের আস্বাদন বা উদ্বেলন তথায় রহিয়াছে,—উহাই চিদ্বিলাসময় ভূমিকা। ঐশ্বর্য্য চিদ্বিলাসময় ভূমিকায় উহা বৈকুণ্ঠ এবং মাধুর্য্য চিদ্বিলাসময় ভূমিকায় উহাই গোলোক। বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার রসে শ্রীনারায়ণ সেবিত হইতেছেন, গোলোকে সপ্ত গৌণ ও পঞ্চ মুখ্য দ্বাদশ রসের সম্পূর্ণ প্রাকট্য আছে—তথায় প্রেমের সর্ব্বোত্তম বিষয় নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। উক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জীবের প্রয়োজন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু সাধকগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥' শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তায় দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তিগণই শ্রদ্ধালু। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। তৎপর সদ্‌গুরুর

চরণাশ্রয় করতঃ ভজন আরম্ভকালে সাধকের চতুর্ব্বিধ অনর্থ থাকে—স্বরূপভ্রান্তি, অসতৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য, অপরাধ। যত্নের সহিত সাধনভক্তির অনুশীলনের দ্বারা ক্রমশঃ অনর্থসমূহ অপগত হয়। সাধনভক্তির অনুশীলনে ঔদাসীন্য হইতেই আমাদের দ্রুত মঙ্গল লাভ হয় না। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ৬৪ প্রকার মুখ্য সাধনভক্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইতে উপদেশ করিয়াছেন। আজিকার এই শুভতিথিতে সর্ব্ববিধ উপায়ে নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল প্রীত্যনুশীলনরূপ ব্রতের সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করিব, তবেই গুরুবর্গের প্রকৃত মনোঽভীষ্ট সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবে।

পানিহাটীতে রাঘবভবনে শ্রীল গুরুদেব ঃ—

সিঁথি বৈষ্ণবসম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাসজীর আহ্বানে ১৫ কার্ত্তিক (১৩৭১), ১ নভেম্বর (১৯৬৪) রবিবার পানিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয় তিথিবাসরে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থদ্বয়—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ এবং বহু ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত সমভিব্যাহারে দুইটী রিজার্ভ বাসযোগে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ মঠ হইতে অপরাহ্ন ২টায় যাত্রা করতঃ এক ঘণ্টা পরে পানিহাটীতে শুভবিজয় করেন। বাস হইতে নামিয়া ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতটে আসিয়া বটবৃক্ষতলস্থ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর উপবেশনস্থান পিণ্ডার উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপনান্তে পরিক্রমা করেন। তৎপর ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবের অনুসরণে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী-প্রদত্ত দধি-চিড়া মহোৎসবস্থান দর্শন ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া রাঘবভবনে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের, গুরুবর্গের, রাঘবপণ্ডিত প্রভুর, গৌরনিত্যানন্দের এবং রাঘবপণ্ডিত প্রভুর সেবিত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজীউর জয়গান-মুখে প্রেমভরে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে থাকিলে সমুপস্থিত নরনারীগণ প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়েন। রাঘবভবনে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব পৌরোহিত্যপদে বৃত হইলেন। 'ভারত-বর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করিলেন। অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস তাঁহার ভাষণে বিশেষভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার কথা এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ তাঁহার ভাষণে রাঘবপণ্ডিত প্রভুর প্রেমসেবার কাহিনীটি সুমধুরভাবে বর্ণন করিলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীল গুরুদেব সভাপতির অভিভাষণে বলিলেন—

'ইতঃপূর্ব্বে অধ্যাপক মহোদয় প্রচুররূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার কথা বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমরা যেন মনে না করি, আমাদের সাধন ভজনের জন্য কোনও যত্নের আবশ্যকতা নাই। যদি আমাদের দিক হইতে কোনও কৃত্যের আবশ্যকতা না থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবানে পক্ষ-পাতদোষ বর্ত্তায়। তিনি কাহাকেও কৃপা করেন, কাহাকেও কৃপা করেন না। কিন্তু শ্রীভগবানে কোনও পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ ভগবান্ পূর্ণতম বস্তু, তিনি অনন্ত, তাঁহার বাহিরে একটি পরমাণুও নাই, সুতরাং তাঁহাকে ঘুষ দিয়া কিছু করাইবার উপায় নাই। 'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।'—(গীতা)। শ্রীগৌরসুন্দর পরম কৃপাময়—তিনি কৃপা করিবেনই, এই চিন্তা করিয়া আমরা যদি নাসিকায় তৈল দিয়া নিদ্রা যাই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা কোথায়? সাধনের আবশ্যকতা না থাকিলে শ্রীভগবান্ গীতাতে এইরূপ উপদেশ করিতেন না—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।' আমাদের যদি কোনও করণীয় না থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডে শাস্ত্রের আবির্ভাব হইত না। জীব আপেক্ষিক চেতন বলিয়া তাহার স্বতন্ত্রতা আছে। স্বতন্ত্রতা থাকায় জীব সৎ ও অসৎ উভয়দিকে যাইতে পারে, তজ্জন্য জীবের দিক হইতে মঙ্গললাভের জন্য চেষ্টার আবশ্যকতা আছে।

রামানুজ সম্প্রদায়ে দুইটী পৃথক্ মতবাদ লক্ষিত হয়। বড়গলই সম্প্রদায়ের শ্রীবেদান্তদেশিক

আচার্য্য সাধনের মুখ্যত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 'মর্কটন্যায়' দৃষ্টান্তের দ্বারা মর্কট-শাবক যেমন তাহার মাতাকে নিজেই আঁকড়াইয়া ধরে, তদ্রূপ সাধক নিজ সাধনচেষ্টার দ্বারা ভগবৎসান্নিধ্য লাভের যত্ন করিবে। কিন্তু তেঙ্গলই সম্প্রদায়ের শ্রীতোতাদ্রিস্বামী 'মার্জ্জারন্যায়' দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রপত্তির বা কৃপার প্রাধান্য স্থাপন করেন। তিনি বলেন, মার্জ্জারশাবক যেমন কোনও চেষ্টাই করে না, মায়ের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকে, মা তাহাকে যদৃচ্ছা বহন করিয়া একস্থান হইতে অন্য-স্থানে লইয়া যায়, তদ্রূপ ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভগবানের কৃপা ও তাহাতে প্রপত্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—দুইটারই আবশ্যকতা আছে—সাধকের সাধনচেষ্টা ও শ্রীভগবৎকৃপা।'

কলিকাতা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটে শ্রীগীতাজয়ন্তী উৎসবে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব—

উত্তর কলিকাতা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ তারাসুন্দরী পার্কে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীগীতাজয়ন্তী অধিবেশনে শ্রীরামপ্রসাদ রাজগেড়িয়া, শ্রীভগবান দত্ত যোশী, শ্রীকল্যাণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উৎসব কমিটির সভ্যবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ৩ পৌষ, ১৬ ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বিশাল সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত মহতী ধর্ম্মসভায় সভাপতিরূপে অভিভাষণ প্রদান করেন। উক্ত সভার প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীডি-এন্ দাসগুপ্ত। শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শেঠ শ্রীরামনারায়ণজী ভোজনাগরওয়ালাও বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেব গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। সভায় সহস্রাধিক নর-নারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের প্রদত্ত অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম ঃ—

"পৃথিবীতে ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে বাইবেলের পরেই বোধ হয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রচার সর্ব্বাধিক। যদিও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রার্থনা' (বাংলা-ভজনগীতির) প্রচার গীতা অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইতে পারে, কিন্তু গীতা প্রচারের ব্যাপকতা বেশী। পৃথিবীতে এমন কোনও ভাষা নাই, যে ভাষায় গীতার অনুবাদ হয় নাই।

বিভিন্ন প্রকার অধিকারী ব্যক্তি গীতাকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়াছেন। পৃথিবীতে সাধারণতঃ তিন-প্রকার অধিকারী ব্যক্তি দৃষ্ট হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী বুদ্ধির দ্বারা গীতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা জগতে প্রচারিত আছে। ত্রিগুণাতীত নির্গুণ-ভূমিকার ব্যক্তিগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু গীতার প্রকৃত শিক্ষা কি, তাহা আমরা বুঝিব কিপ্রকারে? গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। 'যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা'। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যিনি যত অধিক প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তিনি তত অধিক তাঁহার উপদিষ্ট বাণীর তাৎপর্য্য অনুভবে সমর্থ। বক্তার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ না থাকিলে শ্রোতা নিজের রঙ দিয়া বুঝিয়া লইয়া অর্থাৎ নিজের ছাঁচে ঢালিয়া নিজেরই বুদ্ধিবিচার দ্বারা কল্পিতবোধের বিষয় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রীতি ব্যতীত বক্তার হৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। প্রীতিসম্বন্ধ মুখ্যতঃ চতুর্ব্বিধ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত। কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যের যে প্রকার বোধ, নিরপেক্ষ দর্শকের তদ্রূপ হওয়া সম্ভব নয়। ভৃত্য অপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুর বোধ উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে অধিক, বন্ধু অপেক্ষা পিতামাতা এবং পিতামাতা অপেক্ষা সতী স্ত্রীর বোধ সর্ব্বাধিক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চবিধ মুখ্য ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের কথিত বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ। প্রেমিক ভক্তগণের মধ্যে মধুর রসের সেবিকা গোপীগণের স্থান সর্ব্বোপরি, কৃষ্ণের জন্য তাঁহাদের অকরণীয় কিছুই নাই। গোপীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃষ্ণকে দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি সর্ব্বাধিক। তাঁহারা কৃষ্ণের হৃদয়ের ভাব যতটা অবগত আছেন, এতটা অন্য কেহ অবগত নহেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin...........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনত্রিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৯৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৩৯৬
১৭ পদ্মনাভ, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, সোমবার, ২ অক্টোবর ১৯৮৯ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
২রা মার্চ্চ, ১৯২৯

পরমকল্যাণীয় শ্রীমান্ ঠাকুর প্রসাদ অধিকারী—
স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে আপনার স্থানান্তর গমনের কথা শুনিয়াছিলাম। আপনি সীতাপুর হইতে অন্যত্র যাওয়ায় বাস্তবিকই আমাদের উৎসাহ ও সাহস কম হইয়াছে। যাহা হউক, ভগবদিচ্ছায় আপনার সুবিধা হইলেই আমাদের সুবিধা। সম্প্রতি এখানে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও মহাপ্রভুর প্রকটোৎসবের জন্য আমরা নিযুক্ত আছি। এই কার্য্য শেষ করিয়া এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে অথবা মে-মাসে হরিদ্বার যাইব, ইচ্ছা করিয়াছি। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে তীর্থযাত্রা করিব। সুবিধা হইলে আপনাদের দর্শন করিবার ইচ্ছা আছে।

শাস্ত্রে সকলেরই পারমার্থিক দীক্ষার অধিকার আছে, তাহা সাধারণ লৌকিকী দীক্ষার ন্যায় সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ নহে। কতিপয় প্রমাণ এস্থলে উদ্ধার করিতেছি। তাহার অর্থ পণ্ডিত মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবেন,—

"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্ ॥"

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে। পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ সংবাদে—

"আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনম্।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥
শূদ্রানাং চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগম-মার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা ॥
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥"

অগস্ত্যসংহিতায়াং শ্রীরামমন্ত্ররাজমুদ্দিশ্য,—

"শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৯১ সংখ্যা)

যথা বৃহদ্গৌতমীয়ে,—

"অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা॥
গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ১০৩ সংখ্যা)

বিশেষতঃ জীবমাত্রেই ভগবানের সেবা করিবার জন্যই মনুষ্যজন্ম লাভ করে। পশ্বাদি জন্মে দীক্ষা সম্ভবপর হয় না বলিয়া মানবজন্মেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥"

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে,—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈন লব্ধা হরেদীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥"

তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে বিষ্ণুযামলে চ,—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৩ ও ৪ সংখ্যা)

আত্ম—স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহে। কর্ম্মফল-বাধ্য জীব আত্মবিস্মৃতিক্রমে অনাত্ম-উপাধিতে স্ত্রী-পুরুষাদি বুদ্ধি করিয়া থাকে। তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

—ভাঃ ১০।৮৪।১৩

ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যাহাদের 'আমি'তে পুরুষ ও স্ত্রী বুদ্ধি হয়, স্থূল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে আবদ্ধ থাকিবার বিচার আছে, তাহারা—গরুর মধ্যে গর্দ্দভ।

বিশেষতঃ—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
এয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

—ভাঃ ৬।৩।২৫

ভাগবত-বিচার বুঝিতে না পারিয়া বন্ধমোক্ষবিৎ না হইয়াই অনেকে পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করিতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পারমার্থিক-দীক্ষায় অধিকার আছে—ইহা কোন সনাতনধর্ম্মা-বলম্বী পণ্ডিত অস্বীকার করিতে পারেন না। আত্মা কখনই প্রপঞ্চের স্ত্রী নহে। স্বরূপবোধের অভাবে যে সকল সামাজিক ধর্ম্ম লৌকিক বিচারে আবদ্ধ, উহা অতিক্রম করিয়া সকলেরই সাধুপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
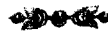
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর]

মুখ্যভক্তিলক্ষণম্। কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৫।৩২-৩৩]

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥৪২॥
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥৪৩॥

[৩।২৯।১১-১২]

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥৪৪॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ।।৪৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতং [২।৩।১২]

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ।।৪৬।।

[২।৩।১৭]

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোক বার্ত্তয়া ।।৪৭।।

[২।৮।৪]

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ।।৪৮।।

পরীক্ষিৎ শুকং

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহং ।
ধূনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ।।৪৯।।

শুক পরীক্ষিতং [২।১।১৩]

খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষিজ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিং ।।৫০।।

[২।১।১২]

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ।।৫১।।

[২।১।২-৭]

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাং ।।৫২।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

এখন শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন। বেদোদিত-ক্রিয়াবিষয়ক সত্ত্ব-রজস্তমগুণলিঙ্গদ্বারা যে তিনটী দেবতা লক্ষিত হয় তন্মধ্যে সত্ত্বাধিষ্ঠিত বিষ্ণুর প্রতি জীবের যে স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি তাহাই ভক্তি। ভাগবতী ভক্তি অনিমিত্তা অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা। তাহাই সিদ্ধি অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভক্তির এই লক্ষণ সাধারণ। সাধক যতদিন নির্গুণ-বুদ্ধি লাভ না করেন, ততদিন কিঞ্চিৎ স্বগুণ-ভাবে বিষ্ণুতে ভক্তি করিবেন ইহাই প্রাথমিক সাধন-ভক্তি। নির্গুণে স্থিত ব্যক্তি বস্তুতঃ নির্গুণ বিষ্ণুতে ভক্তি করিবেন। তাহাই বৈধ এবং ভাব-ভেদে দ্বিবিধ। শুদ্ধ নির্গুণ হইলে বিষ্ণুতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা যে কৃষ্ণতত্ত্ব, তাহাতে শুদ্ধভাবভক্তি করিবেন ।।৪২।।

এই শুদ্ধাভক্তি যাঁহার হৃদয়ে উদয় হন, তাঁহার লিঙ্গ শরীর অতি শীঘ্র জারিত হইয়া যায়; উদ্দীপ্ত জঠরানল ভুক্ত অন্নকে যেরূপ জীর্ণ করে তদ্বৎ ।।৪৩

যখন নির্গুণ-ভক্তি আধারস্থ হন, তখন তাঁহার স্বরূপ এই—আমার (শ্রীভগবানের) গুণ-শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বগুহাশয় যে আমি, আমাতে অবিচ্ছিন্নতা হইয়া পড়ে। যেরূপ গঙ্গাজল সমুদ্রে পড়িয়া অবিচ্ছিন্ন হয় তদ্রূপ ।। ৪৪ ।।

পুরুষোত্তম অর্থাৎ কৃষ্ণে যে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি উদাহৃত হইল, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। অব্যবহিতা-শব্দে অন্যাভিলাষ ও জ্ঞানকর্ম্ম-যোগাদি আসিয়া যে ব্যবধান করে তদ্রহিতা ।।৪৫।।

যখন জ্ঞান গুণোর্মিচক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নির্গুণ সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয় (তখন) আত্মা প্রসন্ন হয় এবং গুণসঙ্গরহিত হইয়া আত্মা কেবল চিন্ময়-স্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন কৈবল্যসম্মত নির্গুণ ভক্তিযোগ উদয় হয়; অতএব এইরূপ নির্বৃত কোন্ পুরুষ হরিকথায় রতি না করিবেন ? ৪৬ ।।

তখন অব্যর্থকালত্ব বুদ্ধি এইরূপ হয়। দেখ, এই সূর্য্য প্রতিদিন উদয়াস্ত হইয়া জীবের আয়ুহরণ করিতেছে। কেবল যেক্ষণে কৃষ্ণকথা হয়, সেই ক্ষণকে অপহরণ করিতে পারে না ।। ৪৭ ।।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য স্বীয় নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে অতি অল্পকালের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন ।। ৪৮ ।।

কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবপদ্মের যে মল থাকে তাহা পরিষ্কৃত করেন। শরৎকাল জলকে যেরূপ পরিষ্কৃত করে তদ্বৎ ।।৪৯।।

খট্বাঙ্গ নামা রাজর্ষি আপনার আয়ুর অবশেষ এক মুহূর্ত্ত আছে, ইহা জানিয়া সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অভয় স্বরূপ হরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ।।৫০

প্রমত্ত পুরুষের অনেক বৎসর পরমায়ু থাকিলেই কি হইবে। বরং শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত এক

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥৫৩॥
দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥৫৪॥
তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাহভয়ম্ ॥৫৫
এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥৫৬॥
প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥৫৭॥

তত্রাধিকারনির্ণয়ঃ কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [২।১।১১]

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥৫৮

[১১।২০।৭-৯]

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্ ॥৫৯॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ ॥৬০
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৬১॥

[১১।২০।১১]

অস্মিল্লোঁকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোহনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥৬২॥

তত্রাধিকারনিষ্ঠায়া গুণত্বং [১১।২১।২]

স্বে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥৬৩॥

মুহূর্ত্ত জীবনও শ্রেয় উৎপাদনের হেতু হয় ॥৫১॥

যাঁহারা আত্মতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি করেন না এরূপ মানবগণের পক্ষে হে রাজেন্দ্র! গৃহস্থিত গৃহমেধী-গণের সহস্র সহস্র বিষয় শ্রোতব্য আছে ॥ ৫২ ॥

গৃহীব্যক্তি নিদ্রায় রাত্রি হরণ করেন অথবা স্ত্রী-সঙ্গরঙ্গে জীবন কাটান। দিবাভাগে অর্থচিন্তায় বা কুটুম্বভরণে ব্যস্ত থাকেন ॥ ৫৩ ॥

দেহ-অপত্য-কলত্রাদি হইয়াছেন আত্মসৈন্য। সেই অসৎপাত্রসমূহ লইয়া মত্ত। নিধন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াও দেখেন না। ৫৪ ॥

অতএব হে ভারত! যিনি অভয় পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর ভগবান হরির বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করুন ॥ ৫৫ ॥

সাংখ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও স্বধর্ম্ম-পরিনিষ্ঠাদ্বারা মানবজন্মের কি ফল উদ্দিষ্ট হয়? কোনপ্রকারে অন্তে বা মরণকালে নারায়ণ স্মরণ হয়, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য। অতএব সেই সেই চেষ্টাকে গৌণ জানিয়া মুখ্যভক্তি-চেষ্টার সাধনই শ্রেয়ঃ ॥৫৬

হে রাজন্! মুনিগণ এইজন্যই বিধি-নিষেধের চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক নৈর্গুণ্যস্থিত হইয়া কৃষ্ণগুণানু-কথনে রমণ করেন ॥ ৫৭ ॥

হে নৃপ! শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রাদিতে এইটী অভি-ধেয়রূপে নির্ণয় করিয়াছেন যে, নির্ব্বেদযুক্ত যোগী পুরুষগণ অকুতোভয় পাইবার আশা থাকিলে নিরন্তর হরিনামানুকীর্ত্তন করিবেন ॥ ৫৮ ॥

ভক্তির অধিকারী কে, তাহা নির্ণয় করিতেছেন। যাহাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী। যাহারা অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত এবং কামনাযুক্ত, তাহারা কর্ম্মযোগের অধিকারী ॥৫৯॥

যে কোন পূর্ব্ব বা আধুনিক সুকৃতিতেই হউক, যাঁহার আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; অথচ চিত্ত নির্ব্বিণ্ণ হয় নাই কিন্তু অধিক আসক্তিও নাই এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক হন। অনির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত-শব্দে এই বুঝিতে হইবে যে, শুষ্কবৈরাগ্যে আগ্রহ হয় নাই। অনাসক্তভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত বিষয়-সকল ভোগ করিতে প্রস্তুত। শ্রদ্ধাই মূল ॥ ৬০ ॥

কর্ম্মসকল সেই পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত জ্ঞান-মার্গে নির্ব্বেদ উদয় না হয় বা ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তির আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে। জ্ঞানমার্গী ব্যক্তি নির্ব্বেদ উদয় হইলেই কর্ম্মত্যাগের অধিকারী। ভক্তিমার্গী ব্যক্তি হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই কর্ম্মত্যাগ করিবে। তবে যে ভক্তের সধর্ম্মানুষ্ঠান সে কেবল ভক্তির অনুকূল হইলে ॥ ৬১ ॥

এই লোকে অবস্থিত ব্যক্তি নিষ্পাপ ও শুচি হইয়া স্বধর্ম্মে থাকিলে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন অথবা অতিভাগ্যবান্ হইলে যদৃচ্ছাক্রমে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তির যাহা অধিকার তাহাই তিনি করিবেন, ইহাতে অপরের অনুরোধ পালনের আবশ্যকতা নাই। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহারই নাম গুণ।

সাধনলক্ষণাভাবলক্ষণাপ্রেমলক্ষণা চেতি ভক্তিস্ত্রিবিধা [১১৩৩০-৩১]

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥৬৪॥

অধিকার নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। এইটীই গুণদোষের নির্ণয়। অনাদি কর্ম্ম সুকৃতি ও দুষ্কৃতি হইতে যে স্বভাব হইয়াছে তদ্দ্বারাই স্বীয় অধিকার রতি উদয় হয় ॥ ৬৩ ॥

বদ্ধ জীবের পক্ষে সাধনভক্তিই অভিধেয়। সেই সাধনভক্তি হইতেই ভাবভক্তি এবং ভাবভক্তি হইতেই প্রেমভক্তি, অতএব কহিতেছেন, ভগবদ্যশ অতি পবিত্রকারী, তাহাই ভক্তগণ পরস্পর শ্রবণকীর্ত্তন করিবেন। তাহাতে পরস্পরের রতি, তুষ্টি ও আত্ম-নির্বৃতি উদয় হইবে ॥ ৬৪ ॥

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং ॥৬৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব-প্রকরণে শাস্ত্রাভিধেয়বিচার নাম একাদশঃ কিরণঃ।

পরস্পর অঘনাশন হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে সাধনভক্তি হইতে পরাভক্তি উদয় হয়। তদ্দ্বারা উৎপুলকিত হইয়া পড়েন ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব প্রকরণে শাস্ত্রাভিধেয়বিচারে একাদশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।
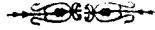
বৈষ্ণবাপরাধ

(৪)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু সগোষ্ঠী মথুরাভিমুখে যাত্রাপথে রামকেলিতে কএকদিবস অবস্থানের পর এযাত্রা মথুরাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া রামকেলি হইতেই দক্ষিণদিকে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নীলাচলাভিমুখে গমনকালে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শুভবিজয় করিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে একদিন এক কুষ্ঠরোগী মহাপ্রভুর সম্মুখে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল এবং দুইবাহু তুলিয়া অত্যন্ত আর্ত্তিসহকারে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল—'প্রভো তুমি পরম করুণাময়, সংসারদুঃখজলধিমগ্ন জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই পৃথিবীমধ্যে তোমার উদয় হইয়াছে। পরদুঃখ দেখিয়া তোমার হৃদয় স্বভাবতঃই কাতর হইয়া পড়ে। এজন্যই আমি তোমার সম্মুখে আসিলাম। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত আমি, রোগের যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, কৃপা করিয়া আমার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দাও।' মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর এই আর্ত্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণমাত্র মহাক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন—"ওরে মহাপাপি! আমার সম্মুখ হইতে তুই দূর হ' দূর হ'। তোকে দেখিলেও লোকের দেহে পাপ জন্মায়। পরমধার্ম্মিকও যদি তোর মুখ দেখে, তাহা হইলে সেদিন তাহাকে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তুই বৈষ্ণবনিন্দক মহাপাপিষ্ঠ দুরাচার, ইহা হইতেও তোকে যে কত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ওরে পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি! তুই এখন এই জ্বালাই সহ্য করিতে পারিতেছিস না, ইহা অপেক্ষাও যে ভীষণ দুঃখদায়ক কুম্ভীপাক নরকবাসের যন্ত্রণা, তাহা কি করিয়া সহ্য করিবি ?" যে বৈষ্ণবের নাম-শ্রবণে সংসার পবিত্র হইয়া যায়, ব্রহ্মাদি দেবতাও যে বৈষ্ণবের পরমপবিত্র চরিতগাথা গান করিয়া থাকেন, যে বৈষ্ণবের ভজনা করিলে কেশশেষাদি দুরধিগম্য অচিন্ত্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রাপ্তি হয়, যে বৈষ্ণবের পূজা হইতে বড় আর কিছুই নাই, শেষ-রমা-অজ (ব্রহ্মা)-ভব (শিব), এমন কি কৃষ্ণের নিজের দেহ হইতেও যে বৈষ্ণব কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যেমন কৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥'
—ভাঃ ১১।১৪।১৫

[অর্থাৎ হে উদ্ধব, তুমি অর্থাৎ ভক্ত আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহেন।]

"হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেইজন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ ॥
বিদ্যা কুল তপ—সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই পাপী দুরাচার ॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠজন ॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যাঁর দৃষ্টিমাত্রে দশ দিকে পাপক্ষয় ॥
যে বৈষ্ণবজন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে ॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত ॥
এতেকে তোহার কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ ॥
এতেকে আমার দৃশ্য-যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি ॥"
—চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৬০-৩৬৭

এইরূপে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার পরমপ্রিয় মহাভাগবত শ্রীবাসচরণে অপরাধীকে নিষ্কৃতি দিতে না চাহিলে সেই কুষ্ঠরোগী দন্তে তৃণধারণ করতঃ অত্যন্ত কাতরভাবে অনুতাপ সহকারে কহিতে লাগিল—

"প্রভো! আমি না বুঝিতে পারিয়া প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছি, তাহার যথোচিত শাস্তিও ভোগ করিতেছি। এক্ষণে ঈশ্বর তুমি, আমার হিত চিন্তা কর, দুঃখীকে উদ্ধার করাই সাধুর স্বভাবগত ধর্ম্ম, অপরাধীকেও সাধু কৃপা করেন। এজন্য আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি উপেক্ষা করিলে আমাকে আর কে উদ্ধার করিবে? যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, তাহা তুমি সবই অবগত আছ, তুমি সর্ব্বপিতা, আমার পক্ষে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, তাহা বলিয়া দাও। বৈষ্ণবজনকে যেমন নিন্দা করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তিও তেমন পাইতেছি।"

বৈষ্ণবনিন্দক কুষ্ঠরোগীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—"যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে নিন্দা করে, কুষ্ঠব্যাধি তাহার আর কত-টুকু শাস্তি। উহাতে আপাততঃ কিছু শাস্তি হইল মাত্র, কিন্তু অতঃপর আরও যে জন্মে জন্মে তাহাকে কত ভীষণ যমযাতনা ভোগ করিতে হইবে, তাহার কোনই ইয়ত্তা নাই। যমযাতনার সংখ্যা—চৌরাশি সহস্র শ্রেণীর—'চৌরাশি সহস্র যমযাতনা প্রত্যক্ষে। পুনঃ পুনঃ করি' ভুঞ্জে বৈষ্ণবনিন্দকে ॥' (চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৭৭)। ওহে কুষ্ঠরোগি! তুমি শ্রীবাসের স্থানে অপরাধ করিয়াছ, সত্বর তাঁহার শ্রীচরণে গিয়া পতিত হও। তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছ, তিনি কৃপা করিলেই তুমি সেই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। কাঁটা যে মুখে ফুটে, সেই মুখেই আবার তাহা বাহির হইতে পারে। নতুবা পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি তাহা স্কন্ধ হইতে বাহির করা যায়? যে বৈষ্ণব-স্থানে যাহার অপরাধ হয়, তিনি ক্ষমা করিলেই তাহার ক্ষমা হইতে পারে। তোমাকে আমি এই নিস্তারোপায় কহিলাম। শ্রীবাস পণ্ডিত মহা শুদ্ধবুদ্ধি, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার শ্রীচরণে নিষ্কপটে শরণাপন্ন হও, তিনি অদোষদরশী, তোমার সব দোষ ক্ষমা করিবেন, তুমি নিষ্কৃতি পাইবে—সকল দুঃখ দূর হইবে।" মহাপ্রভুর এই সুসত্য বচন শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত সকল ভক্তই জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

সেই কুষ্ঠরোগী তখন পরমকরুণাময় মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি বিধান করিয়া ভক্তরাজ শ্রীবাস-সমীপে চলিল এবং তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিল। পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি বৈষ্ণবরাজ শ্রীবাস তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করি-লেন। সে মুক্ত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে বৈষ্ণবনিন্দা-জনিত অনর্থের কথা বলিয়া তাহার নিস্তারোপায়ও স্বয়ংই কহিয়াছেন। তথাপি যাহারা বৈষ্ণবনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের শাস্তা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য নারায়ণ। তাই

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

"যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণবনিন্দায় ।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠ রায় ।।
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে যেই জন ।
তার শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্যনারায়ণ ।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৮৬-৩৮৭

আবার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাদিগকে আর একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়াছেন,—বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে পরস্পরের কোন্দল ও মতানৈক্য দর্শনে যিনি এক বৈষ্ণবের পক্ষ লইয়া অন্য বৈষ্ণবের নিন্দায় প্রবৃত্ত হন, তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন ! অবশ্য ইহা সত্য সত্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে। বৈষ্ণবগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গ ও পরস্পর অভিন্ন। এক হস্তদ্বারা ভগবান্‌কে সেবা করিয়া অন্য হস্তদ্বারা ভগবান্‌কে দুঃখ দিলে কাহারও মঙ্গল হয় না—

"বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি ।
পরমার্থে নহে, ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী ।।
সত্যভামা-রুক্মিনীয়ে গালাগালি যেন ।
পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন ।
এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই ।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্য গোসাঞি ।।
ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সে-ই যায় ক্ষয় ।।
এক হস্তে ঈশ্বরেরে সেবয়ে কেবল ।
অন্য হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল ? ।।
এই মত সর্ব্বভক্ত—কৃষ্ণের শরীর ।
ইহা বুঝে যে হয় পরম মহাধীর ।।
অভেদ-দৃষ্টিতে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব ভজিয়া ।
যে কৃষ্ণ-চরণ সেবে, সে যায় তরিয়া ।।
যে গায়, যে শুনে, এসকল পুণ্যকথা ।
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা ।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৮৮-৩৯৫

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, শুদ্ধবৈষ্ণবে-বৈষ্ণবে যে গালাগালি প্রভৃতি হয়, তাহা প্রীতিগর্ভ, নিন্দাগর্ভ নহে। কিন্তু যেখানে কোন বৈষ্ণব নামাপরাধে হতজ্ঞান হইয়া হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যবশতঃ কোন শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবনিন্দায় প্রবৃত্ত হন, সেখানে বৈষ্ণবনিন্দক বৈষ্ণবব্রুবের সহিত সর্ব্বতোভাবে অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-বাক্য— 'বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে থাকে সদা মৌন ধরি' ।।"—ইহাই অবলম্বনীয়।

শ্রীশ্রী ঠাকুর আরও বলিয়াছেন—"প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্‌গুরুপ্রধান। ক্রমে নামাপরাধে হইয়া হতজ্ঞান ।। বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করি' ছাড়ে নামরস। ক্রমে ক্রমে হয় অর্থ-কামিনীর বশ ।। ইত্যাদি।" নামাশ্রিত বৈষ্ণবনিন্দাফলে জীব যে নামরসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া কনককামিনীর বশীভূত হইয়া আত্মবিনাশ বরণ করে. ইহার ভূরি ভূরি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং সাধু সাবধান !

স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে ।।
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ।।"

—হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩১১-৩১২

অর্থাৎ যে সকল মূঢ়, মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নামক নরকে নিপতিত হয়।

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবগণকে প্রহার, নিন্দা, দ্বেষ বা হিংসা করে, সমাদর করে না, ক্রোধ প্রকাশ করে, তাঁহাদের দর্শনে আনন্দপ্রাপ্ত হয় না, সে নিরয়গামী হয়। এই ছয়টিই মানুষের নরকপতনের কারণস্বরূপ।

বৈষ্ণবনিন্দকের সঙ্গ দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তাই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য (ভাঃ ১১।২৬।২৬) উদ্ধার করিয়া সাবধান করা হইয়াছে—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ।।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩১৮ ধৃত ভাগবত-বাক্য)

"অতএব বিবেকিপুরুষ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুগণের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণই উপদেশ-

বচন-দ্বারা তাহার মানসিকী 'বিরুদ্ধা আসক্তি'র বিনাশ করিয়া থাকেন।"

['ব্যাসঙ্গং' শব্দের অর্থ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—'বিরুদ্ধামাসক্তিং'। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের তৎকৃত 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকায় উক্ত শ্লোকার্থ লিখিতেছেন—'সন্তো ভগবদ্ভক্তা এব, ন তু কর্ম্ম-জ্ঞানাদিপরাঃ। মনসো ব্যাসঙ্গং গৃহাদ্যাসক্তিং কামাদি সম্বন্ধং বা। উক্তিভিঃ হিতোপদেশৈঃ।' অর্থাৎ সন্তঃ বলিতে ভগবদ্ভক্তগণ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদিপরায়ণগণ নহেন; মনসো ব্যাসঙ্গং অর্থাৎ মনের গৃহাদিতে আসক্তি বা কামাদি সম্বন্ধ; উক্তিভিঃ অর্থাৎ হিতোপদেশ-দ্বারা।]

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৫৮-৫৯)

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু (শ্রীবীরভদ্র), শ্রীকালিয়া কৃষ্ণদাস (কালা-কৃষ্ণদাস)

'সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়ি-নামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ॥'

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ৬৭

'পয়োব্ধিশায়ী নামক সঙ্কর্ষণের যে ব্যূহ ছিলেন, তিনি চৈতন্যের অভিন্ন বিগ্রহ। এক্ষণে নিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন।' স্বয়ং ভগবান্ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়দেহ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবেরই অভিন্নস্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীবলদেবের অংশ বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, তাঁহার অংশ দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, তাঁহার অংশ তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু (যিনি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা এবং প্রতিটী জীবের অন্তর্য্যামী পুরুষ অনিরুদ্ধভগবান্), তিনিই শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং তাঁহার শক্তি শ্রীবসুধাদেবীকে অবলম্বন করিয়া বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা একাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গণ বর্ণনায় বীরচন্দ্র প্রভুকে সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

"সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত, তার অন্ত নাই॥"

—চৈঃ চঃ আ ১১।৫৬

সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বে—শ্রীশক্তি, ভূশক্তি বা ভক্তিশক্তি ও নীলা বা লীলাশক্তি—এই তিনটী শক্তি বিদ্যমান। বীরভদ্র প্রভুর তিনটী শক্তি—শ্রীমতী, শ্রীনারায়ণী ও লীলাশক্তি। বীরভদ্র প্রভুর প্রথমা শক্তি 'শ্রীমতী', হুগলী জেলান্তর্গত ঝামটপুরনিবাসী শ্রীযদুনাথাচার্য্য এবং বিদ্যুন্মালাকে অথবা লক্ষ্মীকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হন।

"যদুনন্দনের ভার্যা—লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি—অতি পতিব্রতা ধর্ম্ম যাঁর॥
তাঁর দুই দুহিতা—শ্রীমতী, নারায়ণী।
সৌন্দর্য্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী॥
শ্রীঈশ্বরী-ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥"

—শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৩।২৫১-২৫৩

শ্রীবীরভদ্র প্রভু ভগবত্তত্ত্ব হইয়াও ভক্তের লীলা করিয়াছেন।

"শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞি—স্কন্ধ-মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তার লেখা॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ॥

অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ।।
সেই বীরভদ্র-গোসাঞির চরণ-শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ ।।"
—চৈঃ চঃ আ ১১।৮-১২

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে শ্রীবীরভদ্র প্রভু সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন বীরভদ্র।
ভুবনপাবন যেঁহো গুণের সমুদ্র ।।
বর্ণিবেক কেবা ?—সে যশের নাহি পার।
নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় খ্যাতি যা'র ।।
*　　*　　*
প্রভু বীরভদ্র মহা আনন্দের কন্দ।
কেহ 'বীরভদ্র' কহে, কেহ 'বীরচন্দ্র' ।।
হেন বীরচন্দ্র যে দেখয়ে একবার।
সব ছাড়ি' সেই সে চরণ করে সার ।।"
—শ্রীভক্তিরত্নাকর ৯।৪১৩-৪১৪, ৪২০-৪২১

ইনি শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীর মন্ত্র-শিষ্য। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর চৈতন্য-চরিতামৃতে অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—শ্রীগোপীজনবল্লভ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র বীরচন্দ্র প্রভুর এই তিনজন শিষ্যই পরবর্তিকালে তাঁহার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র খড়দহে, জ্যেষ্ঠ শ্রীগোপী-জনবল্লভ বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের নিকট 'লতা' গ্রামে এবং মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গয়েশপুরে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ১৩শ তরঙ্গে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর জননীর অনুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা এবং শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট অনু-মতি গ্রহণের লীলা প্রকাশ করতঃ শ্রীব্রজমণ্ডল পরি-ক্রমার কথা জানা যায়।

খড়দহস্থিত প্রাচীন শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রীবীর-ভদ্র প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত একটি শ্রীভাগবত গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, উহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত। উক্ত মন্দিরে শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর আনীত প্রস্তরখণ্ড হইতে তিনটী বিগ্রহ —শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীনন্দদুলাল জীউ প্রকটিত হন। যে ঘাটে প্রস্তরখণ্ড আসিয়াছিল, সেই ঘাটের নাম শ্যামসুন্দর ঘাট। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব বীরচন্দ্র প্রভু-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বীরচন্দ্র প্রভুর সময় দেড়মণ ধানের চালের এবং তৎপরিমাণ অন্যান্য উপকরণসহ ভোগের ব্যবস্থা ছিল। খড়দহ মন্দিরে সেবায়েত-গণের নিকট বীরভদ্র প্রভু সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার ইতিবৃত্তের কথা শুনা যায়।

বীরচন্দ্র প্রভু কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে আবির্ভাব লীলা করেন। (শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভি-ধানে অগ্রহায়ণ শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথি আবির্ভাবদিনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে)

শ্রীকালিয়া কৃষ্ণদাস (কালা-কৃষ্ণদাস)

"প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ।।"
—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৭৪০

'কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে।'
—গৌঃ গঃ ১৩২

ইনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীলবঙ্গসখা।

ইঁহার শ্রীপাট আকাইহাট গ্রামে। গ্রামটী বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া থানা ও ডাকঘরের অন্তর্গত, নবদ্বীপ-কাটোয়া রাস্তার পার্শ্বে। কাটোয়া ষ্টেশন হইতে দুই মাইল অথবা দাঁইহাট ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। এই শ্রীপাটে কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের সমাধি আছে। এখানে প্রসিদ্ধ নূপুরকুণ্ড বিদ্যমান। কাহারও মতে খণ্ডবাসী ভক্ত শ্রীমুকুন্দের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের, কাহারও মতে শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভুর নূপুর উক্ত কুণ্ডে পতিত হইয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

'পাবনা জেলান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বেড়াবন্দরের প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদীর উত্তরতীরে 'সোনা-তলা'-গ্রামনিবাসী 'গোস্বামী' মহাশয়গণের মতে—কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুর বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ভরদ্বাজ-গোত্র এবং ভাদড়গ্রামী। আকাইহাট হইতে কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুর হরিনাম প্রচার উপলক্ষে পাবনায় আগমন করেন। যে-স্থানে তিনি আশ্রম

করেন, সেই মাঠে এখনও গৃহাদির ভগ্ন-চিহ্ন আছে। পরে ঐ স্থানে তাঁহার জ্ঞাতিগণও আগমন করেন। আকাইহাটে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি এই দেশেই বিবাহ করেন এবং কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় আকাইহাটে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।'

ইঁহার দুইপুত্র 'শ্রীমোহনদাস' ও 'শ্রীগৌরাঙ্গদাস' অথবা অপর নাম শ্রীবৃন্দাবনদাস। ইঁহার বংশধরগণ এখনও পাবনাজেলায় সোনাতলা গ্রামে আছেন। সোনাতলা গ্রামে কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইঁহার সেবিত বিগ্রহের নাম শ্রীকালাচাঁদ জীউ। সোনাতলায় শ্রীপাটের ভিটা, মন্দিরের ইট ও পুষ্করিণীর ঘাট আজও দৃষ্ট হয়।

রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম-কিঙ্কর ॥
কালা-কৃষ্ণদাস* বড় বৈষ্ণবপ্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥

—চৈঃ চঃ আ ১১।৩৬-৩৭

শ্রীজাহ্নবাদেবীর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় (কণ্টকনগরে) আগমনকালে ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম সঙ্গী ছিলেন কালা-কৃষ্ণদাস। 'আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি সহিত। কণ্টকনগরে সবে হৈলা উপনীত ॥' —ভক্তিরত্নাকর ১০।৪০৯

রাজা হরিশ্চন্দ্র

বৈবস্বত মনুর দশপুত্রের অন্যতম ইক্ষ্বাকু, তাহা হইতে বিকুক্ষি বা শশাদ, পুরঞ্জয়—বংশপরম্পরায় ধুন্ধুমার, দৃঢ়াশ্ব, হর্যস্ব, নিকুম্ভ, কৃশাশ্ব, সেনজিৎ, যুবনাশ্ব, মান্ধাতা, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু, অমরণ্য, হর্য্যশ্ব, প্রারুণ, ত্রিবন্ধন, সত্যব্রত বা ত্রিশঙ্কু। কেকয়বংশোৎপন্না সত্যরমা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জন্ম। হরিশ্চন্দ্র 'ত্রৈশঙ্কব' নামে অভিহিত হন (হরিবংশ ১২-১৩)। সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কুপুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের শরীরে শাস্ত্রোক্ত সমস্ত সুলক্ষণ প্রকাশিত ছিল। হরিশ্চন্দ্রের পিতা ত্রিশঙ্কু পরম সুদর্শন পুত্রকে যুবরাজ করিয়া মনুষ্যদেহেই স্বর্গসুখ ভোগের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ত্রিশঙ্কু প্রথমে গুরু শ্রীবশিষ্ঠকে, পরে বশিষ্ঠের শতপুত্রগণকে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করিতে প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা উহা করিতে স্বীকৃত হন নাই। অধিকন্তু বশিষ্ঠের পুত্রগণের অভিশাপে ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। চণ্ডালত্ব হইতে মুক্তি ও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য ত্রিশঙ্কু মহারাজ গাধির পুত্র মহাতপা বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। ত্রিশঙ্কুর প্রতি বিশ্বামিত্রের দয়া হইল। বিশ্বামিত্র ঋষিগণকে ত্রিশঙ্কু যাহাতে সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারে, তজ্জন্য যজ্ঞ করিতে বলিলেন। মহাক্রোধী মহাতেজীয়ান্ বিশ্বামিত্রের ভয়ে ঋষিগণ যজ্ঞ করিলেন। বিশ্বামিত্র স্বয়ং উক্ত যজ্ঞের অধ্বর্য্যু হইয়া আহুতি প্রদান করিলেও দেবতাগণ উহা গ্রহণ করিলেন না। তাহাতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিজশক্তিপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে দ্রুতগতি স্বর্গে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—'তুই চণ্ডাল, অত্যন্ত ঘৃণার্হ, স্বর্গ তোর উপযুক্ত স্থান নয়, এখনই ভূতলে পতিত হ।' ভূতলে পতনকালে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের নিকট আর্ত্তি সহকারে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। ত্রিশঙ্কুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বিশ্বামিত্র 'তিষ্ঠ' শব্দের দ্বারা ত্রিশঙ্কুকে আকাশে অবস্থিতি করাইলেন, পতিত হইতে দিলেন না। অনন্তর বিশ্বামিত্র নূতন সৃষ্টি ও দ্বিতীয় স্বর্গ নির্ম্মাণের জন্য আচমনপূর্ব্বক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত

* শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণভারত যাত্রাকালে মহাপ্রভুর কৌপীন, বহির্বাস, জলপাত্র বহনের জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে কৃষ্ণদাস বিপ্রকে সঙ্গে দিয়াছিলেন, তিনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম কালা-কৃষ্ণদাস হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।
— শ্রীল প্রভুপাদ চৈঃ চঃ ম ৭।৩৯ অনুভাষ্য

হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রকে বহুপ্রকারে কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে নূতন বিশ্বসৃষ্টির উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য ত্রিশঙ্কুকে দিব্যদেহে বিমানে আরূঢ় করাইয়া স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে পিতার স্বর্গগমনের বার্ত্তা জানিতে পারিয়া সানন্দহৃদয়ে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

বহুকাল অতীত হইলেও পুত্র না হওয়ায় মহারাজ গুরু বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া নিজের দুঃখ নিবেদন করিলেন। 'অপুত্রক ব্যক্তির সদ্‌গতি নাই', 'পুত্রহীনতার ন্যায় গুরুতর দুঃখ এবং ভাগ্যহীনতা আর কিছুই নাই' ইত্যাদি নির্ব্বেদসূচক বাক্য শুনিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের কৃপা হইল। বশিষ্ঠ রাজাকে যত্নের সহিত বরুণদেবের আরাধনা করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। বরুণদেব অপেক্ষা সন্তানপ্রদ দেবতা আর কেহ নাই। গুরুদেবের উপদেশানুসারে রাজা হরিশ্চন্দ্র গঙ্গার তটে পদ্মাসনে বসিয়া বরুণদেবের তীব্র আরাধনায় নিয়োজিত হইলেন। রাজার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরুণদেব দর্শন দিলেন এবং অভিপ্রেত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। হরিশ্চন্দ্র পুত্রবর প্রার্থনা করিলে বরুণদেব সহাস্যবদনে বলিলেন—'আমি তোমাকে তোমার মনোমত গুণবান্ পুত্র দিব, কিন্তু তোমাকে আমার একটি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে। তুমি যদি নিঃশঙ্কচিত্তে তোমার পুত্রকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আমার প্রীত্যর্থে বলি দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে পুত্রবর প্রদান করিব।' রাজা হরিশ্চন্দ্র আপাততঃ বন্ধ্যাত্বদোষ হইতে মুক্তির জন্য উক্ত সর্ত্তসাপেক্ষ পুত্রবর গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। বরুণদেব পুনরায় তাঁহার সর্ত্তের কথা রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরমাসুন্দরী একশত ভার্য্যা ছিল। শিবিরাজের কন্যা পতিব্রতা শৈব্যা হরিশ্চন্দ্র মহারাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। বরুণদেবের বাক্যানুসারে প্রধানা মহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং যথাসময়ে শুভ তারা ও শুভ গ্রহ সমন্বিত শুভদিনে একটি পরমসুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরম উদারমতি দানবীর হরিশ্চন্দ্র মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিলেন। মহারাজের ভবনে পুত্রের জন্মনিবন্ধন প্রত্যহই মহোৎসব হইতে লাগিল। এইভাবে মহানন্দে দিন কাটিতেছে, এমন সময় বরুণদেব সুন্দর ব্রাহ্মণবেশে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী বরুণদেব প্রথমে হরিশ্চন্দ্রের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন, পরে নিজের পরিচয় দিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে পুত্রকে উৎসর্গ করার কথা রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। ধার্ম্মিকবর মহারাজ একদিকে পুত্রের প্রতি অসীম স্নেহ, অপরদিকে বরুণদেবের নিকট নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চিন্তা করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাজা ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বরুণদেবের যথাবিধি পূজা বিধানের পর তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন—'আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সনাতনধর্ম্মের বিধিব্যবস্থা সবই জানেন, পশুবধ-যজ্ঞে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার। পুত্র জন্মিলে পিতার দশাহান্তে বৈদিক কার্য্য করণীয় এবং মাতা মাসান্তে শুদ্ধ হয়। এইজন্য আপনি কৃপা করিয়া আমাকে একমাস সময় দিন।' বরুণদেব বলিলেন—'এখন আমি চলিয়া যাইতেছি। একমাস বাদে আমি আবার আসিব। ইতোমধ্যে তোমার ছেলের নামকরণ কর। একমাস বাদে যখন আবার আসিব, তখন তোমার পুত্রকে আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবে।' মহারাজ সুখী হইয়া কোটী কোটী গাভী ও তিলাচল ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। নামকরণ অনুষ্ঠানে পুত্রের নাম রাখিলেন 'রোহিত'। ঠিক একমাস বাদে বরুণদেব বিপ্রবেষে তথায় পুনরায় আসিয়া রাজাকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন 'যজ্ঞ কর, যজ্ঞ কর'। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বরুণদেবের পাদপদ্ম বন্দনান্তে বলিলেন—'আমার পরম সৌভাগ্য আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার ন্যায় দীনহীন ব্যক্তির গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। আপনি দীনের প্রতি দয়াময়। আপনার বাঞ্ছা আমি অবশ্যই পূর্ত্তি করিব, কিন্তু বেদবিদ্‌গণ বলেন দন্তোদ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত পশুর যজ্ঞবিধান প্রশস্ত নহে, এইজন্য আপনার সেই দন্তোদ্গম পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা সমীচীন মনে করি।' হরিশ্চন্দ্রের এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া বরুণদেব তথাস্ত

বলিয়া চলিয়া গেলেন। পুত্রের দন্তোদ্গম হইলে বরুণদেব তথায় পুনর্বার দ্বিজরূপে আসিলে 'চূড়াকরণের পূর্ব্বে পুত্রের যজ্ঞবিধান করা ঠিক নহে—বৃদ্ধগণের এইরূপ উপদেশ'—এই বলিয়া বরুণদেবের নিকট রাজা সময় চাহিলেন। তাহাতে বরুণদেব অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন—তুমি পুত্রস্নেহে কাতর হইয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রতারণা করিতেছ। যজ্ঞীয় সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত, তথাপি তুমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না। আমার শেষ কথা। চূড়াকরণের পরেও যদি তুমি যজ্ঞ না কর, তাহা হইলে আমি ক্রুদ্ধ হইব এবং তোমাকে অভিসম্পাত করিব। তুমি ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার বাক্য যেন মিথ্যা না হয়।' বরুণদেব চলিয়া গেলে রাজা সুস্থির হইলেন এবং আনন্দসহকারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কুমার রোহিতের চূড়াকরণকাল উপস্থিত হইলে রাজা মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। মহারাণী পুত্রকে কোলে করিয়া মহারাজের সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্ট বরুণদেব তথায় উপনীত হইলেন। বরুণদেবকে দেখিয়া রাজা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, বরুণদেবকে প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন—'আমি আপনার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তবে আপনাকে একটি বিষয় বলিতেছি, যদি যুক্তিযুক্ত মনে করেন গ্রহণ করিবেন। বেদের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় উপনয়ন সংস্কার হইলেই দ্বিজাতি হয়, নতুবা শূদ্রপদবাচ্য। আমার শিশু সন্তানের উপনয়ন না হওয়ায় সে শূদ্র থাকায় বেদের বিধানানুসারে কর্ম্মার্হ নহে। ব্রাহ্মণগণের আট বৎসর বয়সে, ক্ষত্রিয়গণের এগার বৎসর বয়সে এবং বৈশ্যগণের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন বিহিত। আমাকে আপনার অযোগ্য দীন সেবক বিবেচনা করিয়া পুত্রের উপনয়ন সংস্কারের পর আপনি মহাযজ্ঞের ব্যবস্থার আদেশ প্রদান করুন। আপনি সামান্য দেবতা নহেন। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও লোকপাল।' বরুণদেব রাজার বিনয়সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেলেন। বরুণদেব প্রস্থান করিলে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। রাজকুমার দশমবর্ষে পদার্পণ করিলে মহারাজ পুত্রের উপনয়নের জন্য দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। কুমারের একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যখন রাজা যথাবিহিত উপনয়নকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময় বরুণদেব বিপ্রবেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণদেবকে চিনিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন—'হে দেব! আমার পুত্রের উপনয়ন হইয়া গিয়াছে, এখন সে যজ্ঞীয় পশু হইবার যোগ্য হইয়াছে। আপনার কৃপায় আমার বন্ধ্যাত্ব অপবাদ দূর হইয়াছে। আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আপনার সন্তোষের জন্য প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দিয়া মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। কিন্তু আমার অভিলাষ সমাবর্ত্তনের পরেই উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়া কর্ত্তব্য। আপনি দয়া করিয়া সেকাল পর্য্যন্ত আমাকে সময় দিন।' মহারাজের উক্তপ্রকার বাক্য শুনিয়া বরুণদেব বলিলেন—'হে রাজন, আপনি পুত্রপ্রেমে ব্যাকুল হইয়া বারম্বার আমাকে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতারণা করিতেছেন। ঠিক আছে, আমি চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু সমাবর্ত্তনসময়ে আমি আবার আসিব, ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন।' রাজা কোনপ্রকারে পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে পারিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রাজকুমার রোহিত এখন বড় ও বুদ্ধিমান হইয়াছেন। বরুণদেবের সহিত পিতার কথাবার্ত্তাতে বুঝিতে পারিলেন কোনও গুরুতর রহস্য আছে যেজন্য পিতাকে শোকার্ত্ত দেখিতেছি। পিতার শোকের কারণ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলে লোকমুখে জানিতে পারিলেন তাঁহাকে যজ্ঞে বিনাশের জন্য পিতা বরুণদেবের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। নিজেকে রক্ষা করা ও পিতার শোকাপনোদন করার উপায় কি? এই বিষয়ে মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিলে মন্ত্রিগণ তাঁহাকে সত্বর পলায়নের পরামর্শ দিলেন। রোহিত গৃহ ছাড়িয়া বনে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজকুমারের বনগমনের কথা শুনিয়া মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণের জন্য চতুর্দ্দিকে দূত

পাঠাইলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শোকাকুল রাজার নিকট বরুণদেব উপস্থিত হইয়া 'মহারাজ, যজ্ঞ করুন' এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাজ বরুণদেবকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন —'হে দেব, আমার পুত্র ভীত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিছুই জানি না। সর্ব্বত্র দূত পাঠাইয়াছিলাম, কেহই কোন সন্ধান দিতে পারিতেছে না। পুত্র পলায়ন করিয়াছে, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সবই জানেন। আমার এই বিষয়ে কোন দোষ নাই। আমার ভাগ্যই খারাপ।' বরুণদেব নৃপতির এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া 'নিদারুণ জলোদর রোগে আক্রান্ত হও' বলিয়া ক্রোধে তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। বরুণদেবের অভিশাপের ফলে রাজা হরিশ্চন্দ্র বিষম জলোদর রোগে আক্রান্ত হইয়া অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন।

পিতার নিদারুণ জলোদর রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা শুনিয়া পুত্র রোহিতের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি পিতার নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। রোহিতকে পিতৃসন্নিধানে গমনোদ্যত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন —'তুমি পিতার নিকট গেলে, পিতা রোগ হইতে মুক্তির জন্য তোমাকে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবেনই। তুমি জানিয়া শুনিয়া কেন মৃত্যুকে বরণ করিতে যাইতেছ? জানিবে প্রাণিগণের আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। সেই আত্মারই সুখের জন্য স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি প্রিয় হয়। এইজন্য তোমাকে পাইলে তোমার পিতা তাঁহার দেহরক্ষার জন্য তোমাকে সংহার করিবেনই। তোমার পিতার মৃত্যু হইলে তুমি রাজ্যলাভ করিতে পারিবে, এখন তোমার যাওয়া উচিত নহে।' দেবরাজ ইন্দ্রের এইপ্রকার নিষেধবাক্য শুনিয়া রোহিত আরও একবৎসর বনমধ্যেই অবস্থান করিলেন। কিন্তু পিতা হরিশ্চন্দ্রের গুরুতর রোগযাতনার কথা শুনিয়া রোহিতের মন পুনঃ চঞ্চল হইল। তিনি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই পিতার নিকট যাইতে ব্যাকুল হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া নানা যুক্তি দেখাইয়া রোহিতকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে নৃপবর হরিশ্চন্দ্র রোগযন্ত্রণায় কাতর হইয়া পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে ইহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেন—'মূল্যপ্রদানে ক্রীত পুত্রদ্বারা পশুবধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তিনি নিঃসন্দেহে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দশপ্রকার পুত্রের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তন্মধ্যে ক্রীতপুত্র একপ্রকার। অতএব ক্রীতপুত্রের দ্বারা যজ্ঞ করিলে নিঃসন্দেহে বরুণদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তোমার রাজ্যে কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থের বিনিময়ে পুত্র প্রদান করিবেন।' মহারাজ রোগের প্রতিকারের উপায় জানিতে পারিয়া মন্ত্রিগণকে অর্থের বিনিময়ে পুত্র সংগ্রহের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে অজীগর্ত্ত নামে একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অজীগর্ত্তের তিনটি পুত্র ছিল। তিনটি পুত্রের নাম ক্রমানুযায়ী—শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ ও শুনোলাঙ্গুল। রাজমন্ত্রী দ্বিজবর অজীগর্ত্তের নিকট যাইয়া পশুবধ যজ্ঞের জন্য একটি পুত্রকামনা করিলেন, পুত্রের বিনিময়ে একশত ধেনু দিবেন এইরূপ বলিলেন। অজীগর্ত্ত ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর থাকায় একটি পুত্রকে বিক্রয়ের জন্য মনঃস্থ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র পারত্রিক কার্য্যের অধিকারী, এই বিবেচনায় তাহাকে দিতে ইচ্ছা করিলেন না। গর্ভধারিণী জননী তাঁহার শেষ সন্তান কনিষ্ঠ পুত্রকে দিতে অস্বীকার করিলেন। অজীগর্ত্ত ব্রাহ্মণ একশত গাভীর বিনিময়ে মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে প্রদান করিলেন। রাজমন্ত্রী শুনঃশেফকে রাজার নিকট লইয়া আসিলেন। মহারাজ সেই বালকটিকে যজ্ঞের পশুরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান ক্রমানুযায়ী হইবার পর যখন যজ্ঞীয় পশুর বলির সময় আসিল, তখন শুনঃশেফকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করা হইল। বালক তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যাকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। শুনঃশেফের ঐপ্রকার অবস্থা দেখিয়া মুনিগণ সকলেই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাকে সংহারের জন্য বলিপ্রদানকারীকে খড়্গ দেওয়া হইল, কিন্তু শুনঃশেফকে করুণস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া বলিপ্রদানকারী

বলি দিতে ইচ্ছা করিলেন না অর্থের বিনিময়েও। তখন রাজা সভাস্থ সমস্ত দ্বিজগণকে 'সম্প্রতি কর্ত্তব্য কি' জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনঃশেফ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে জনগণের আক্ষেপও প্রবল হইল, তাহাতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সেই সময় শুনঃশেফের পিতা অজীগর্ত্ত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন —'হে নৃপবর হরিশ্চন্দ্র, আপনি সুস্থির হউন। আমি আপনার কার্য্য সমাধা করিব। আমাকে দ্বিগুণ বেতন দিতে হইবে। আপনি জানিবেন নিতান্ত ধন-লোভী ব্যক্তির পুত্রের প্রতিও বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে।' অজীগর্ত্তের কথা শুনিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে একশত অতি উত্তম গো দান করিবেন বলিলেন। অজীগর্ত্ত লোভান্বিত হইয়া পুত্রকে সংহারের জন্য উদ্যত হইলে সভাসদ্ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন—'এই মহাপাপী ক্রূরকর্ম্মা নিশ্চয়ই দ্বিজাকৃতি কোনও পিশাচ। বেদে স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'। তুই পুত্রকে বিনাশ করিতে গিয়া নিজেরই বিনাশ সাধন করিতেছিস্। তুই আত্মঘাতী মহাপাপী চণ্ডাল. তোকে শতধিক্।'

সভাস্থলে এইরূপ কোলাহল হইতে থাকিলে কৌশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দয়াপরবশ হইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন— 'শুনঃশেফ অত্যন্ত কাতরভাবে রোদন করিতেছে, এইজন্য আপনার পক্ষে তাহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত। তাহাতে অবশ্য আপনার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে এবং রোগ নাশ হইবে। আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন দয়াসম পুণ্য নাই আর হিংসাসম পাপ নাই। যাহারা কাম উপভোগে অনুরাগী, তাহাদের অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ক্রমমার্গে দূরীকরণের জন্য অধিকারানুযায়ী বলির ব্যবস্থা তামসিক শাস্ত্রে আছে, কিন্তু উহা হিংসা বর্দ্ধনের জন্য নহে। মহারাজ আপনি বিচার করুন, নিজদেহ রক্ষার জন্য অপরের দেহ ছেদন করা কি কখনও কর্ত্তব্য হইতে পারে? কখনই নহে। সর্ব্বভূতে দয়া, যথাযোগ্য বস্তুলাভে সন্তোষ, ইন্দ্রিয়বেগ দমনের দ্বারা জগদীশ্বর ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সকল প্রাণীরই জীবনধারণ সর্ব্বদা প্রিয়। সকল প্রাণীকেই নিজের ন্যায় বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। আপনি দ্বিজবালককে হত্যা করিয়া নিজসুখাভিলাষ করিতেছেন। তখন সেই বালকই বা কেন নিজ-সুখাস্পদ দেহকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবে না? ইহার সহিত আপনার কোনও শত্রুতা নাই, তথাপি আপনি নিরপরাধ দ্বিজপুত্রকে সংহারের জন্য উদ্যত হইয়াছেন। শত্রুতা ব্যতীত যে ব্যক্তি নিজসুখকামনায় কাহাকেও হত্যা করে, প্রতিক্রিয়াফলে সেই হতব্যক্তি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মান্তরে নিশ্চয়ই তাহার ঘাতককে সেইভাবে হত্যা করিবে। শুনঃশেফের পিতা নিতান্ত দুষ্টস্বভাব, দুর্মতি ও পাপাচারী। সে সামান্য অর্থলোভে পুত্রকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। রাজ্যমধ্যে কেহ পাপাচরণ করিলে, রাজাও নিঃসন্দেহে সেই পাপের ষষ্ঠাংশভাগী হইবেন। এইজন্য রাজার উচিত পাপাচরণ-কার্য্য নিষিদ্ধ করা। অজীগর্ত্ত যখন তাহার পুত্রকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তখনই আপনার সেইকার্য্যে বাধা দেওয়া উচিত ছিল। আপনি সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা ত্রিশঙ্কুর পুত্র। আর্য্য হইয়া কিজন্য অনার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট হইয়াছেন? আমার কথা যদি আপনি শুনেন ও ব্রাহ্মণপুত্রকে মুক্ত করেন, আপনি সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারিবেন। আপনার পিতা বশিষ্ঠের শাপে চণ্ডাল হইয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে তপঃপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছি।' কিন্তু বিশ্বামিত্রের বহুপ্রকার উপদেশ ও প্রবোধবাক্য শুনিয়াও হরিশ্চন্দ্র জলোদর রোগ হইতে মুক্তির জন্য শুনঃশেফকে বলিদানরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাহাতে মুনিবর বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইলেন।

বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের হত্যা প্রতিরোধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া রোরুদ্যমান শুনঃশেফের নিকট গিয়া তাহাকে বরুণমন্ত্র শুনাইয়া উহা নিরন্তর স্মরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্রের উপদেশে শুনঃশেফ উক্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকিলে আশ্চর্য্যের বিষয় মন্ত্রশক্তিফলে তথায় বরুণদেবের আবির্ভাব হইল। অকস্মাৎ বরুণদেবকে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

সকলেই উত্থিত হইয়া বরুণদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। জলোদরী রোগাক্রান্ত মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের চরণদ্বয়ে প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ এইরূপ নিবেদন করিলেন—'হে কৃপাসিন্ধো ! আমি মন্দমতি বলিয়া আপনার চরণে অপরাধ করিয়াছি। তথাপি আপনি অদোষদর্শী হইয়া আমাকে দর্শনদানে পবিত্র করিলেন। আমি পুত্রমুখ দর্শনকামনায় আপনাকে অবহেলা করিয়াছি। আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার পুত্র ভীত হইয়া আমাকে বঞ্চনা পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছে। সে কোথায় গিয়াছে আমি জানি না। তজ্জন্য আপনার সন্তোষার্থ যজ্ঞের জন্য একটি দ্বিজবালককে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। আপনার দর্শনলাভে আমার দুঃখ দূর হইয়াছে। আপনি প্রসন্ন হইলে আমার জলোদরজনিত ব্যাধি হইতে যে দুঃখ, তাহাও অন্তর্হিত হইবে।' রাজার দৈন্যার্ত্তি-সূচক বাক্য শুনিয়া বরুণদেব প্রসন্ন হইলেন। শুনঃশেফ কাতরভাবে স্তব করায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত,—বরুণদেব রাজাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, এইরূপ করিলে তাঁহার যজ্ঞও পূর্ণ হইবে ও তিনি রোগমুক্ত হইতে পারিবেন। বরুণদেবের আশীর্ব্বাদে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রোগমুক্তি এবং শুনঃশেফের বন্ধন হইতে মুক্তি হইল। যজ্ঞমণ্ডপে মহা জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাজ যথাবিহিতভাবে যজ্ঞ সমাপন করিলেন।

রাজা শ্রীহরিশ্চন্দ্রের চরিত্র দেবীভাগবতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত শ্রীহরিশ্চন্দ্রের প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। [কাহারও মতে 'দেবীভাগবত' শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি-রচিত, কিন্তু ইহা সর্ব্বসম্মতভাবে স্বীকৃত নহে।] আমাদের উপরিলিখিত দেবীভাগবতের বর্ণন হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ভার্গব শুনঃশেফ যজ্ঞীয় পশুরূপে বধার্থ নীত হইয়াও ব্রহ্মাদি দেবারাধনাফলে তাঁহাদের কৃপায় পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে 'দেবরাত' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বসম্মত।

শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ে প্রসঙ্গটির সংক্ষিপ্তসারকথা এই—

"রাজা হরিশ্চন্দ্র নারদের উপদেশানুসারে বরুণদেবের পূজা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। বরুণদেবের উদ্দেশ্যে পুত্রকে যজ্ঞ করিবেন, এই সর্ত্তে বরুণদেব পুত্রবর দিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে পুত্র জন্মিল। বরুণদেব আসিয়া প্রথমবার পুত্রকে যজ্ঞ করিবার জন্য বলিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র দশদিন বাদে, দ্বিতীয়বার আসিলে শিশুর দন্তোদ্গম হইলে, তৃতীয়বার দন্ত পতিত হইলে, চতুর্থবার পুনরায় দন্তোদ্গম হইলে, পঞ্চমবার ক্ষত্রিয় পশু কবচ বন্ধন করিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলে যজ্ঞার্হ হইয়া থাকে, এইরূপ বলিয়াছিলেন। রোহিত তাঁহাকে পশু করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করা হইবে বুঝিতে পারিয়া প্রাণরক্ষার জন্য ধনুর্বাণ লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। পিতা বরুণগ্রস্ত হইয়া বৃহদোদর রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া রোহিত প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। ইন্দ্রের পরামর্শে বনে সম্বৎসরকাল এবং বহু তীর্থে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলে ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে আসিয়া রোহিতকে পিতার নিকট যাইতে পুনরায় নিষেধ করিলেন। রোহিত পুনঃ একবৎসর বনে থাকিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া অজীগর্ত্তের নিকট তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া বরুণদেবের যজ্ঞে যজ্ঞ-পশুরূপে বধের জন্য পিতাকে প্রদান করিলেন। মহাযশাঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা বরুণদেবের প্রসন্নতা বিধান করিয়া বৃহদোদর হইতে মুক্ত হইলেন। এই যজ্ঞের হোতা বিশ্বামিত্র, অধ্বর্য্যু জমদগ্নি, ব্রহ্মা—বশিষ্ঠ এবং উদ্গাতা অয়াস্য হইয়াছিলেন। ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে সুবর্ণ রথ প্রদান করিলেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদামোদরব্রত উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে মাসব্যাপী নগরসংকীর্ত্তন

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন্ঃ ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬
১০ পদ্মনাভ, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ
৮ আশ্বিন, ১৩৯৬ ; ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী** মহারাজের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আগামী ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর বুধবার শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ২৩ কার্ত্তিক, ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীউত্থানৈকা-দশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীউর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা উপলক্ষে নিম্ন-কার্য্যসূচী অনুযায়ী অত্র কলিকাতাস্থ শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হইয়াছে।

কার্য্যসূচী

প্রত্যহ ভোর ৪টা হইতে প্রাতঃ ৭-৩০টা, অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৪-৩০টা এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সাধন-ভজন পরিপোষক বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ও অষ্টকালীয় লীলাস্মরণমুখে বন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ব, শ্রীশিক্ষাষ্টক, মঙ্গলারতি-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক ও মন্দির পরিক্রমান্তে প্রাতঃ ৫-৩০টায় শ্রীমঠ হইতে **নগর-সংকীর্ত্তন** বাহির হইবে।

২৪ আশ্বিন—পাশাঙ্কুশা একাদশী ; ২৫ আশ্বিন—প্রাতঃ ৮৷৪১ মিঃ মধ্যে পারণ, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব ; ২৭ আশ্বিন—শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা, শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব ; ২ কার্ত্তিক—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরো-ভাব ; ৫ কার্ত্তিক—শ্রীবহুলাষ্টমী, শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথি ; ৬ কার্ত্তিক—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব ; ৯ কার্ত্তিক—শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয় ; ১২ কার্ত্তিক—দীপান্বিতা ; ১৩ কার্ত্তিক—**শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব**, শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ; ১৪ কার্ত্তিক—শ্রীবাসুঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব ; ২০ কার্ত্তিক—শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব, শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী।

২৩ কার্ত্তিক, ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীউত্থানৈকাদশী। **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৮৫-তম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিপূজা** ; শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।

২৪ কার্ত্তিক—মহাপ্রসাদ বিতরণ।

মহাশয়/মহাশয়া, উপরিউক্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে সবান্ধবে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব।

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৬৪ পৃষ্ঠার পর]

পৃথিবীর বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দাম্ভিকতা করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহারা যখন জগতের সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ তখন ভগবান্‌কেও বুঝিয়া লইবেন। মানুষের সসীম বুদ্ধির গরিমা আমরা যতই করি না কেন তাহার দৌড় কতটুকু। শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধি নিজের আবর্ত্তেই পাক খাইতে থাকে। সুতরাং প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব বিষয়ে বুদ্ধির প্রবেশ অসম্ভব। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥'—কঠ। "যস্য দেবে পরাভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" —শ্বেতাশ্বঃ। সর্ব্বকারণকারণ স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্‌কে তৎকৃপা ব্যতীত কেহই জানিতে পারেন না। সুতরাং ভগবান্ ও ভগবৎকথিত বাক্যে কোনও ভেদ না থাকায় অশরণাগত ব্যক্তি ভগবৎকথার তাৎপর্য্য অবধারণে অসমর্থ। অশরণাগত ব্যক্তি-কৃত গীতার ব্যাখ্যা বুদ্ধিমত্তার কসরৎ বা মনঃকল্পিত মাত্র। যথার্থ শরণাগত ব্যক্তিগণের মধ্যেও শরণাগতির তারতম্যানুসারে ভগবদাবির্ভাবের তারতম্যহেতু বোধেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

সমস্ত শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সম্বন্ধ-তত্ত্ববিচারে জীব-তত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব অর্থাৎ পরতত্ত্ব এবং মায়াতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। গীতাতে একস্থানে জীবকে পরাশক্তি সম্ভূত ('ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ জীবভূতাং······।') এবং অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের অংশ ('মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ') বলা হইয়াছে। সুতরাং দুইটীকেই গ্রহণ করিলে জীবসম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় জীব শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তিসম্ভূত অংশ। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।' 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।' 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্······।' ইত্যাদি। বিভিন্ন দেবদেবী বা পিতৃপুরুষের আরাধনার দ্বারা তত্তৎগতিলাভ হইতে পারে কিন্তু উক্ত যাবতীয় ফলই অন্তবান্। "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।" ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন লোকেই গতি হউক না কেন পুনরাবর্ত্তন আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।" শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতি হইতে পঞ্চমহাভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ। 'ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়ম্······।' শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, তাঁহার শক্তি নিত্যা, শক্ত্যংশ জীব নিত্য, সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। শক্তি শক্তিমানের অধীন হওয়ায় জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির অভিধেয় ভক্তি। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥' গীতাতে বিভিন্ন অধিকারীর ব্যক্তির জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি বিভিন্ন অভিধেয় বা সাধনের কথা উপদিষ্ট হইলেও দেখা যায় যেখানে কর্ম্মের মহিমা প্রচুররূপে বর্ণিত হইয়াছে সেখানে কর্ম্মের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে চরমে ভক্তিতে তাহার পর্যবসান হইয়াছে—'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥' জ্ঞানের মহিমা বর্ণনকালেও জ্ঞানের চরম পরিণতি যে শ্রীভগ-বৎ প্রপত্তি বা ভক্তি তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বহূনাং জন্মনামন্তে, জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥' যোগের মহিমা বর্ণনকালে তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া চরমে ভক্তিযোগকেই সর্ব্বোত্তম বলা হইয়াছে—

'তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥'

এতদ্ব্যতীত অষ্টাদশ অধ্যায়ে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে।

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব তিথিপূজা

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে ৬ পৌষ (১৩৭১), ২১ ডিসেম্বর (১৯৬৪) সোমবার হইতে ৮ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখে তিনদিন শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার অসমোর্দ্ধ্বত্ব ভক্তগণ বুঝিতে পারিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

কলিকাতা ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদে শ্রীল গুরুদেব ঃ—

কলিকাতাস্থিত ভারতীয় সংস্কৃতি-সংসদের অধ্যক্ষ শ্রীসীতারাম সেক্‌সেরিয়া এবং উক্ত সংস্থার কর্ম্মসচিবদ্বয় শ্রীজগমোহন দাস মুন্ধরা ও শ্রীপরমানন্দ চূড়ীওয়াল কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ২ ভাদ্র, ১৩৭২, ১৯ আগষ্ট, ১৯৬৫ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ১০ নং জওহরলাল নেহেরু মার্গ (চৌরঙ্গী রোড) স্থিত সংসদ-ভবনে 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেবের শাস্ত্রপ্রমাণ ও অকাট্যযুক্তিসহ অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রীওঙ্কারমলজী শরাফ, শ্রীরামনারায়ণ ভোজনাগরওয়ালা, শ্রীবি-পি ডালমিয়া প্রভৃতি সভায় সমুপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

উত্তর ভারত প্রচার-ভ্রমণে শ্রীল গুরুদেব ঃ—

দিল্লীতে ঃ—শ্রীল গুরুদেব তদীয় সতীর্থ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী এবং পার্ষদবৃন্দ—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরেশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ৫ বৈশাখ (১৩৭৩), ১৯ এপ্রিল (১৯৬৬) মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে দিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ এবং দিল্লীনিবাসী কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক পুষ্পমাল্য, শঙ্খধ্বনি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের এবং সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা কমলানগরস্থ গীতাভবনে হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রহলাদরায়জীর মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় কমলানগরস্থ গীতাভবনে, দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে এবং নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ব্যবস্থা হয়। শ্রীল গুরুদেব ২০ এপ্রিল হইতে ২৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় শিক্ষিত বিশিষ্ট নাগরিকগণের সমাবেশে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ দেন। ২৪ এপ্রিল রবিবার প্রাতে গীতাভবন হইতে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে দিল্লীবাসী ভক্ত ও নরনারীগণ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ কমলানগর, শক্তিনগর ও রূপনগরাদি দিল্লীর কয়েকটি

দিল্লীর নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় সংকীর্ত্তনরত শ্রীল গুরুদেব

প্রধান প্রধান মহল্লা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীল গুরুদেবের ভগবৎপ্রেমবিভাবিত অদ্ভুত নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন করিয়া রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ নরনারীগণ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

দেরাদুনে ঃ—দেরাদুনস্থ গীতাভবনের সভাপতি বিশিষ্ট ধনাঢ্য নাগরিক শ্রীসর্দ্দারিলাল ওবরায় এবং সেক্রেটারী শ্রীবিশ্বনাথ সভরওয়াল এবং স্থানীয় জজকোর্টের পেস্‌কার শ্রীনবীন চাঁদ শর্ম্মা প্রভৃতি ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল গুরুদেব পার্ষদবৃন্দসহ দেরাদুনস্থ গীতাভবনে ২৬ এপ্রিল হইতে ৪ মে পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির বাণী প্রচার করেন। এখানেও ২৭ এপ্রিল বুধবার গীতাভবন হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহর পরিভ্রমণ করে।

জলন্ধরে ঃ—পাঞ্জাবে জলন্ধর সহরে মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ এবং মঠের প্রতি অনুরক্ত নাগরিকগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করিয়া থাকেন, উদ্দেশ্য অমৃতসর, লুধিয়ানা, হোশিয়ারপুর, খান্না প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানের এবং হরিয়াণা ও উত্তর প্রদেশের ভক্তগণ যাহাতে একত্র মিলিত হইতে পারেন। 'সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে'। সংঘশক্তি ব্যতীত কলিযুগে ভক্তি-সাধকগণের ভক্তিসংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না। এইজন্য এইজাতীয় ধর্ম্মসম্মেলনের অত্যাবশ্যকতা। শ্রীল গুরুদেব অসুস্থলীলাভিনয় কালেও বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও যাইতেন। সম্মেলনের মুখ্য উদ্যোক্তা শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার

আগরওয়ালের) ব্যবস্থায় মাইহীরাঁ গেটস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে বিরাট সভামণ্ডপে ৫ মে (১৯৬৬) বৃহস্পতিবার হইতে ৮ মে রবিবার পর্য্যন্ত বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি বিক্রমপুরস্থিত ডাঃ শ্রীকৈলাস নাথ কাপুরের গৃহে এবং সাধুগণ ও অন্যান্য ভক্তগণ

জলন্ধরে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীল গুরুদেবের সংকীর্ত্তনারম্ভ

বিক্রমপুরাস্থিত চিন্তাপূর্ণী মন্দিরে এবং নিকটবর্ত্তী গৃহস্থ সজ্জনগণের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৮ মে রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির হইতে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া আড্ডা হোশিয়ারপুর, খিংগ্রা গেট, পঞ্চ-পীড় চৌক, অটারি বাজার, সুদাঁ চৌক, রেণ বাজার, শেখা বাজার, ভৈরোঁ বাজার প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান মহল্লা পরিভ্রমণ করিয়া সনাতন-ধর্ম্ম-মন্দিরে ফিরিয়া আসে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
ঊনত্রিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৯৬
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৩৯৬
১৮ দামোদর, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, বুধবার, ১ নভেম্বর ১৯৮৯ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
১লা মে, ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

কএকদিবস পূর্ব্বে আপনার একখানি কৃপালিপি পাইয়াছিলাম ; কিন্তু কার্য্যগতিকে সময়মত উত্তর লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি আপনার ১৩।১।৩৬ তারিখের পত্র পাইলাম। ভগবৎকৃপায় ভাল আছি। কএকদিবস শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া শারীরিক কোন অসুবিধাই হয় নাই। ইচ্ছা আছে, জ্যৈষ্ঠ-স্নান পর্য্যন্ত এখানেই থাকিব।

প্রাপ্তমন্ত্রদ্বারা অর্চ্চন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অর্চ্চন করিবেন, নতুবা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় দ্বাদশবার মন্ত্র ও গায়ত্রীসমূহ জপ করিতে পারেন। জপাদি করিবার কালে বৈক্লব্য উপস্থিত না হইলে জপাদি সুষ্ঠু হইতেছে, জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ও শ্রীবাণলিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা করিয়া যখন বান্ধব * * * মহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুর রাখিয়াছেন এবং তথায় পূজাদি হইতেছে, তখন আর আপনার সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন ঐসকল মূর্ত্তি পুনর্গ্রহণ করিবেন, তখন যথাবিধি তাঁহাদের পূজা বিহিত হইবে। ঐসকল বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ পত্রমধ্যে লিখা সম্ভবপর নহে। তবে জানিবেন, মহাদেবের নিকট পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছেন—

"বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে ।।"

রুদ্র দেবতাকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে বৈষ্ণবরূপে দর্শন করিতে হয় ; বিষ্ণুর গুণাবতার-রূপে দর্শন করিলে আধি-

কারিক দেবতা মাত্র জ্ঞান হয়। বিষ্ণু-কলেবরে বিকারের সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু শান্তবলীলায় প্রকৃতি-গুণের সহিত সম্বন্ধ আছে। কাজেই বিষ্ণু হইতে ভেদ-দর্শন আসিয়া পড়ে।

ব্রহ্ম-গায়ত্রী, শ্রীগুরু-গায়ত্রী, শ্রীগৌর-গায়ত্রী ও কাম-গায়ত্রী গান করিবার উদ্দেশ্যে জপ করিতে হইবে। সংখ্যানাম ক্রমশঃ লক্ষ-সংখ্যা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবেন। লক্ষ নামের কম হইয়া গেলে তাহাকে 'পতিত' বলা হয়। সুতরাং অপতিত নাম করিবারই যত্ন করিবেন। অর্চ্চনকালে জল, তুলসী, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ,—সকলই হরিসেবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন। কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত আপনি তথাকার কার্য্যে আবদ্ধ থাকিবেন, জানিলাম। ভগবৎকৃপা হইলে তাহার পূর্ব্বেও আপনার অবসর হইতে পারে।

আপনার যে স্থানে থাকিয়া হরিসেবা করিবার অভিপ্রায় হয়, সেইরূপই করিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা হইতে পারিবে। আপনার সুদৃঢ় ভগবদনুরাগ দর্শন করিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতেছে। তাহাতেই জানিয়াছি, ভগবানের কৃপা আপনার উপর অত্যন্ত অধিক, নতুবা কুসংস্কার কেহ এত শীঘ্র ছাড়িতে পারে না। * * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

দ্বাদশঃ কিরণঃ—সাধনভক্তি

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ভিক্ষুঃ [১১।২৩।৪৯]

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা
মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।
এষোহহমন্যোহয়মিতি ভ্রমেণ
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি ॥ ১ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।২২।৩৭]

মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে ॥২॥

[১১।২৩।৬০]

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

[১১।২২।৫৮-৫৯]

ক্ষিপ্তোহবমানিতোহসদ্ভিঃ প্রলব্ধোহসূয়িতোহথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ ॥৪॥
নিষ্ঠ্যুতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

কৃপয়া গৌরচন্দ্রস্য ভক্তির্যা সাধনাভিধা।
রূপিতা যৈর্নমামি তান্ জীবরূপসনাতনান্ ॥

মানবগণ মাত্রা অর্থাৎ বৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি ইহাকেই দেহ স্থির করিয়া আমি ও আমার এইরূপ অল্পবুদ্ধি-ক্রমে এই আমি এই অপর এইরূপ ভ্রমগ্রস্ত হইয়া দুরন্তপার সংসার ভ্রমণ করিতেছে ॥ ১ ॥

মনুষ্যগণের কর্ম্মময় মন পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্বারা এক লোক হইতে অন্য লোকে যায়। জীবাত্মা অন্য হইয়াও মনের সহিত ঐক্য অভিমানে তাহার অনুবর্ত্তমান হয় ॥২॥

হে উদ্ধব, সমস্ত যোগের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে আমাতে আবিষ্টবুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে মনকে স্ববশে আন ॥ ৩ ॥

এবিষয়ে এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত দৃঢ় হও। তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসৎ-ব্যক্তির দ্বারা বঞ্চিতই হও, কেহ বা হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আবদ্ধ করুক, কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা

সাধনলক্ষণা ভক্তিরপি রাগানুগবৈধীভেদেন দ্বিধা। নারদেন [৭।১।৩১]

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো
দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌-
যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৬ ॥

ভক্ত্যা বিধিভক্ত্যা। কামাৎ সম্বন্ধাপ্তরাগভক্তিস্তদনুগা এব রাগানুগা সাধনভক্তিঃ। তত্রাদৌ বিধিভক্তির্বর্ণিতা। রাগানুদয়ে সাবশ্যমেবালম্বনীয়া।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।২৭।৭]

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়ানামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥৭॥

আবির্হোত্রঃ নিমিং [১১।৩।৪৭]

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্যুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্‌ ॥৮॥

বিধিভক্তেঃ স্থূলাঙ্গানি নব। প্রহ্লাদঃ পিতরং [৭।৫।২৩]

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥৯॥

[৭।৫।২৪]

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্‌ ॥১০॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং। শ্রবণমাদৌ। ততো ভগবৎকথায়া শ্রোত্রস্পর্শনং সাধুগুরুমুখেন [১১।২০।১৭]

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্‌।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্‌ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥১১॥

তোমাকে থুৎকার করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মূত্রত্যাগ করুক এবং অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ়রূপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে ভক্ত্যাশ্রিত বুদ্ধিদ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে ॥ ৪-৫ ॥

সাধনলক্ষণা ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দ্বিবিধা। নারদ কহিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণাবেশ দুই প্রকার অর্থাৎ রাগাবেশ ও বৈধাবেশ। কাম, ভয়, দ্বেষসম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে হয় রাগ, নয় রাগধর্ম্ম প্রাপ্ত তদ্বিপরীত ধর্ম্ম দ্বেষ আছে। সাধারণতঃ সেইগুলি রাগধর্ম্মী। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে যে প্রবৃত্তি তাহা বিধিজনিত। সাধনপ্রাপ্ত গোপীগণ কাম হইতে কৃষ্ণাবেশ প্রাপ্ত হন। কংস-ভয় হইতে, শিশুপাল দ্বেষ হইতে, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধবুদ্ধি হইতে এবং তোমরা পাণ্ডবগণ স্নেহ হইতে কৃষ্ণাবেশ লাভ করিয়াছ। আমরা ঋষিগণ বিধিবুদ্ধি হইতে কৃষ্ণ ভজন করি। ইহার মধ্যে ভয়, দ্বেষ এই দুইটী অনুকরণীয় নয়। কাম, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে রাগভক্তি আছে, সেই সেই ভাব দৃষ্টে যাঁহাদের তদনুকরণে ভাল লাগে তাঁহাদের যে সাধন-লক্ষণ ভক্তি তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। এই সাধনই বৈধসাধন অপেক্ষা প্রবল। প্রথমে বৈধলক্ষণ কথিত হইবে ॥ ৬ ॥

বৈধসাধনে বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ লক্ষণ অর্চ্চনাদি আছে। সেই সেই তিনপ্রকার অর্চ্চন বিধি অনুসারে স্বীয় ঈপ্সানুমত লোকে আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

যিনি হৃদয়গ্রন্থিকে শীঘ্র ছেদন করিতে চান, তিনি পরাত্মার তন্ত্রবিধিদ্বারা কেশবকে অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৮ ॥

বিধিভক্তি অনেক প্রকার হইলেও নয়টী অঙ্গ তাহার অন্য সকল অঙ্গকে ক্রোড়ীভূত করে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তিকে যিনি বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পণ করিতে পারেন তিনিই শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত। সাক্ষাৎ শব্দের অর্থ ব্যবধান রহিত। অন্য কামনা একটী ব্যবধান। জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগবুদ্ধি আর একটী ব্যবধান ॥ ৯-১০ ॥

প্রথমে শ্রবণ বিষয়ে। এই নৃ দেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য। সুলভ ও সুদুর্ল্লভ। এইটীই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। আমার কৃপাবায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়া যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী। গুরুমুখে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিষয়ে শ্রবণের নিতান্ত আবশ্যকতা ॥১১॥

প্রবুদ্ধঃ নিমিম্ [১১৷৩৷২১-২২]

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥১২॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি শাব্দে অর্থাৎ শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং পরে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বে উপশমাশ্রিত হইয়াছেন, তিনিই সদ্গুরু। শাস্ত্রজ্ঞ এবং শুদ্ধভক্তই সদ্গুরু। বিশেষরূপে জানিয়া সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন ॥ ১২ ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥১৩॥

শ্রীগুরুর নিকট, গুরুকে আত্মদেবতা জ্ঞান করিয়া ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। গুরুর প্রতি নিষ্কপট অনুবৃত্তি-দ্বারা আত্মা ও আত্মদ হরি পরিতুষ্ট হন। ॥ ১৩ ॥ (ক্রমশঃ)
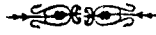
বৈষ্ণবাপরাধ

(৫)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের লেখনী হইতে পাই—শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্তর্ধানকালে শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র পুরী তাঁহার নিকট আসিয়া দেখিলেন—পুরী গোস্বামী অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে 'মথুরা না পাইনু' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। শ্রীগুরুকৃপা-বঞ্চিত নিন্দক-স্বভাব রামচন্দ্র পুরী শিষ্য হইয়াও গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ গুর্ব্ববজ্ঞাপরাধবশে গুরুদেবের মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন—

"তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?॥"
—চৈঃ চঃ অ ৮৷১৯

"শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে"। শুষ্ক জ্ঞানী রামচন্দ্র মহাভাগবত কৃষ্ণপ্রেমময়তনু গুরুদেব পুরী গোস্বামিপাদের মাথুরবিরহ-বিহ্বলতা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবার ধৃষ্টতা বরণ করিলেন। "তাহাতে মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইতে বিরত হইলেন এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।" (অনুভাষ্য) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা এই-রূপঃ—

"শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর, দূর পাপিষ্ঠ' বলি ভর্ৎসনা করিল॥
'কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা'।
আপন দুঃখে মরোঁ—এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি তথি।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে ব্রহ্মউপদেশে এই ছার মূর্খে॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার 'বাসনা' জন্মিল॥"
—চৈঃ চঃ অ ৮৷২০-২৪

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—শ্রীরামচন্দ্র পুরীর গুর্ব্ববজ্ঞারূপ মহদপরাধফলে 'বাসনা' জন্মিল। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে এই 'বাসনা' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"শুষ্ক-জ্ঞান-বাসনা, তাহা হইতে ভক্তদিগের নিন্দা।" বস্তুতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধফলেই জীবের এইরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাশীতে অবস্থানকালে একদিন তিনি দৈনিক নিয়মানুসারে পঞ্চনদে স্নানান্তর শ্রীশ্রী-বিন্দুমাধব দর্শনসময়ে ভক্তগণসহ নৃত্যকীর্ত্তন করি-তেছেন, এমন সময়ে বহুসহস্র সন্ন্যাসীর গুরু

প্রকাশানন্দ সরস্বতী-সহ তাঁহার মিলন হইল। মহাপ্রভুর কৃপায় প্রকাশানন্দ সম্প্রতি মায়াবাদ-দোষমুক্ত হইয়া সশিষ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হইলেন এবং ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞতা-জন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে যে সকল অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শ্রীচরণাশ্রয় প্রদান করিলে শ্রীপ্রকাশানন্দ কহিতে লাগিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ)—

"(তেঁহো কহে—) তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় গেল ॥
জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসার-বাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।

—'বাসনা-ভাষ্য' ধৃত পরিশিষ্ট বচন

[অর্থাৎ "জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় সংসার-বাসনায় পতিত হন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)]

*　　*　　*　　*

(প্রকাশানন্দ কহে—) তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস-অভিমান ॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে ॥

*　　*　　*

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

—ভাঃ ১০।৪।৪৬

["(শ্রীপরীক্ষিৎ প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) হে রাজন্, সাধুগণের উৎপীড়ন, উৎপীড়নকারীর আয়ুঃ, সৌভাগ্য, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, মঙ্গলসমূহ এবং সর্ব্ববিধ শুভবিষয় বিনাশ করিয়া থাকে।"]

*　　*　　*

এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি।
তথি লাগি' করি তোমার চরণে প্রণতি ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৫।৭৩-৭৪, ৭৯-৮০, ৮২, ৮৪

[শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশানন্দ-উদ্ধারলীলা চৈঃ চঃ আদি ৭ম অঃ ও মধ্য ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত বাসনাভাষ্যোদ্ধৃত ভগবৎ পরিশিষ্ট বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥
জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে কৃচিৎ সংসার-বাসনাম্।
যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎ পরাঃ ॥"

—ভঃ সঃ ১১০ সংখ্যা

অর্থাৎ "জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্ শ্রীহরির নিকট অপরাধী হন, তাহা হইলে কর্ম্মফলে তাঁহারা পুনরায় বন্ধনপ্রাপ্ত হন।

কোন কোন স্থলে জীবন্মুক্তগণও (ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিলে) সংসার-বাসনা লাভ করেন, কিন্তু ভগবৎপরায়ণ ভক্তিযোগিগণ কখনও কর্ম্মদ্বারা সংসারে লিপ্ত হন না।"

'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥'

অর্থাৎ নিখিল অবস্থায় যাঁহার যাবতীয় চেষ্টা কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির দাস্যে নিযুক্ত হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন অর্থাৎ জীবদ্দশায়ও তাঁহার মুক্তাবস্থা। এইপ্রকার ব্যক্তিও অচিন্ত্যমহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্ত ভাগবতে অপরাধী হইলে অধঃপতিত হন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালিপ্সু হইয়া পড়েন।

নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী নিজেকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত কাহারও জ্ঞান শুদ্ধ হয় না। আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীসনাতনশিক্ষায় পাই—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।২৯

কৃষ্ণভক্তিবিহীন শুষ্ক জ্ঞানীর অধঃপতনের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও 'যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ' (ভাঃ ১০।২।৩২) প্রভৃতি শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ হইলে ভক্তচরণেও সে অপরাধ আসিয়া পড়ে, আবার ভক্তচরণে অপরাধ ঘটিলে ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও সেই ভক্তাপরাধীর প্রতি রুষ্ট হন।

শ্রীরামচন্দ্র পুরী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কর্ত্তৃক

উপেক্ষিত হইয়া শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দক হইয়া পড়িবার দুর্ভাগ্য বরণ করিলেন। একদিন প্রাতঃকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য তিনি গম্ভীরায় গিয়াছেন, গম্ভীরা-দ্বারদেশে পিপীলিকা বিচরণ করিতে দেখিয়া মহাপ্রভুকেই বলিয়া বসিলেন—

"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥" —চৈঃ চঃ অ ৮।৪৭

অর্থাৎ "রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, সেই কারণে পিপীলিকাসকল বেড়াইতেছে। অহো বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগেরই এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা! —এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

"মহাপ্রভুর স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ।
রামচন্দ্র পুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান॥"
—চৈঃ চঃ অ ৮।৪০

কোন দোষ না পাইয়া শেষে পিপীলিকা-বিচরণের সূত্র ধরিয়া মহাপ্রভুকেই বলিয়া গেলেন—

"সন্ন্যাসী হঞা করে মিষ্টান্ন-ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়-বারণ॥"
—ঐ ৪২

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রত্যহ দর্শন করাও চাই, আবার ঐরূপ ছল ধরিয়া তাঁহার নিন্দাও করা চাই! এই নিন্দা আবার সর্ব্বলোককে শুনাইয়া বেড়াইতেও হইবে! মহাপ্রভু লোকপরম্পরায় রামচন্দ্রের মিথ্যা আরোপিত নিন্দা করিয়া বেড়াইবার কথা শুনিয়াছেন, এখন আবার সাক্ষাৎ তৎসম্মুখেই স্বকর্ণে শুনিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের গুরুভ্রাতা বলিয়া তিনি তাঁহাকে গুরুবুদ্ধিতে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার ভিক্ষায় কটাক্ষ শ্রবণে মহাপ্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচ করিলেন। স্বীয় সেবক গোবিন্দকে কহিলেন—

"আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত' নিয়ম।
পিণ্ডা-ভোগের এক চৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা॥"
—চৈঃ চঃ অ ৮।৫১-৫২

মহাপ্রভুর এই কঠোর আদেশ-বার্ত্তা গোবিন্দ সর্ব্বভক্তস্থানে জানাইলে গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। সেইদিন একবিপ্র মহাপ্রভুকে ভিক্ষা গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহার নিকট হইতে 'এক-চৌঠি ভাত, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন'মাত্র লইলে সেই বিপ্র অত্যন্ত দুঃখে মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই ভাত-ব্যঞ্জন হইতে আবার মহাপ্রভু অর্দ্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্টাংশ গোবিন্দ পাইলেন। এইরূপ প্রত্যহ মহাপ্রভু অর্দ্ধাশন, গোবিন্দও অর্দ্ধাশন গ্রহণ করিতে লাগিলেন দেখিয়া ভক্তগণও অত্যন্ত মর্ম্মবেদনায় ভোজনই ছাড়িয়া দিলেন। মহাপ্রভু নিজসেবক গোবিন্দ ও কাশীশ্বর পণ্ডিতকে আদেশ করিলেন—তোমরা দুইজনে অন্যত্র মাগিয়া উদরভরণ কর। এইরূপে কএকদিন ভক্তগণ মহাদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রপুরী ইহা শুনিয়া একদিন মহাপ্রভুসমীপে আসিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ প্রণামাদি দ্বারা যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন। রামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে মহাপ্রভুকে কহিতে লাগিলেন—

'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদরভরণ॥
তোমারে ক্ষীণ দেখি, শুনি—কর অর্দ্ধাশন।
এই শুষ্কবৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে 'বিষয়'-ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥"
—চৈঃ চঃ অ ৮।৬২-৬৪

ইহা শুনিয়া অমানি-মানদ-ধর্ম্মের মূর্ত্তাদর্শ মহাপ্রভু দৈন্যভরে কহিলেন—

"(প্রভু কহে—) অজ্ঞ বালক মুই শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ—এই ভাগ্য আমার॥"
—ঐ ৬৭

রামচন্দ্র পুরী মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উঠিয়া গেলেন, মহাপ্রভু শুনিলেন—ভক্তগণ সকলেই অর্দ্ধাহার বা অনাহার করিতেছেন।

এদিকে একদিন শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদ ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া দৈন্য-বিনয় সহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন—

"রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি' কিবা হবে লাভ?॥

পুরীর স্বভাব—যথেষ্ট আহার করাঞা ।
যে না খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥
খাওয়াঞা পুনঃ তারে করয়ে নিন্দন ।
এত অন্ন খাও, তোমার কত আছে ধন ? ॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াঞা কর ধর্ম্মনাশ ।
অতএব জানিনু—তোমার কিছু নাহি ভাস ॥
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায় ।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করয় সদায় ॥
শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম কৈরাছে বর্জ্জন ।
সেই ধর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ ॥
পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥
—ভাঃ ১১।২৮।১

[শ্রীভগবান্ ভক্তবর উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অন্তর্যামি-পুরুষকর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না ।

(ইহার পরের ২নং শ্লোকটিও এখানে সন্নিবেশিত করা হইল—'পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি । স আশু ভ্রংশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥' অর্থাৎ যিনি অপরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি দ্বৈতাভিনিবেশ-নিবন্ধন সত্বর স্বার্থবিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥)]

তা'র মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া ।
পরবিধি 'নিন্দা' করে বলিষ্ঠ জানিয়া ॥

[পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই ৭৭ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—" 'পরস্বভাব' শ্লোকে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা করিবে না' এবং পরবিধি 'নিন্দা করিবে না' পাওয়া যায় । পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্ হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, লোকের প্রশংসা করা তাদৃশ দোষাবহ নহে, পরন্তু নিন্দা নিশ্চয়ই করিবে না ; কিন্তু এক্ষেত্রে রামচন্দ্র পূর্ব্ববিধি 'অপরের প্রশংসা করিবে না' পালন করিয়াছেন । পরবিধি 'অন্যের নিন্দা করিবে না' পালন করেন নাই । সুতরাং রামচন্দ্র পরবিধির সূত্রানুসারে কার্য্য করেন নাই । ইহার অর্থ শ্লেষোক্তিপর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে ।"]

(ন্যায়-বচন—) পূর্ব্বপরয়োর্ম্মধ্যে পরবিধির্বলবান্ ।
[অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্ ।]

যাঁহা গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ ।
গুণ-মধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ ॥
ইঁহার স্বভাব ইহাঁ কহিতে না যুয়ায় ।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম-দুঃখ পায় (অর্থাৎ পাইয়া) ॥
ইঁহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর ?
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান'—সবার বোল ধর ॥
—চৈঃ চঃ অ ৮।৭০-৮১

শ্রীল পরমানন্দ পুরী গোস্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—আপনারা রামচন্দ্র পুরীর উপরে দোষারোপ করিতেছেন কেন, তিনি ত' সন্ন্যাসীর সহজ ধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কি দোষ আছে ? তিনি বলিয়াছেন—

'যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য অত্যন্ত অন্যায় ।
যতির ধর্ম্ম—প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥'
—চৈঃ চঃ অ ৮।৮৩

যাহা হউক ভক্তবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে মহাপ্রভু অর্দ্ধাশন স্বীকার করিলেন। মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণে তৎকালে দুইপণ কড়ি লাগিত, তাহা কখনও দুইজনে, কখনও তিনজনে গ্রহণ করিতেন । অভোজ্যান্ন বিপ্র (অর্থাৎ 'যে বিপ্রের গৃহে অন্ন খাওয়া যায় না') নিমন্ত্রণ করিলে প্রসাদমূল্য দুইপণ কড়ি লাগিত, ভোজ্যান্ন বিপ্র নিমন্ত্রণ করিলে কিছু প্রসাদ ক্রয় করা হইত, কিছু ঘরে পাক করা হইত। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীভগবান্ আচার্য্য ও শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম যেদিন নিমন্ত্রণ করিতেন, সেদিন ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবানের আর কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিত না। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরির ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তিহেতু ভক্তবাঞ্ছানুরূপ ভোজন স্বীকার করিতে হইত। ভক্তগণকে সুখ দিবার জন্যই প্রভুর অবতার-লীলা। যেখানে যেরূপ ব্যবহার যোগ্য, সেখানে সেইরূপই কারন। কখনও বা প্রাকৃত জীবের ন্যায় আচরণদ্বারা লোকবঞ্চনা করেন, কখনও বা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরমেশ্বর রূপে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, কখনও রামচন্দ্র পুরীর

ভৃত্যপ্রায় হন, কখনও বা তাঁহাকে মানেন না, তৃণপ্রায় দেখেন—

'কভু লৌকিক রীতি, যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র, করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন।।
কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণপ্রায়।।
ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর, বুদ্ধির অগোচর।
যবে যেই করেন, সেই সব—মনোহর।।'

—চৈঃ চঃ অ ৮।৯১-৯৩

শ্রীরামচন্দ্র পুরী কএকদিন নীলাচলে থাকিয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। তিনি চলিয়া গেলে ভক্তগণের 'শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত' অর্থাৎ মাথায় যে পাথরের বোঝা ছিল, তাহা অকস্মাৎ পড়িয়া গেলে যেরূপ মাথা হাল্‌কা হয়, সেইরূপ হইল, তখন ভক্তগণ স্বচ্ছন্দে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করিবার সুযোগ পাইলেন, নিজেরাও স্বচ্ছন্দে প্রসাদ সেবন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুও স্বচ্ছন্দে নৃত্যকীর্ত্তনানন্দ অনুভব করিতে থাকিলেন। গুরুদেব উপেক্ষা করিলে তথাকথিত শিষ্যব্রুবের এইরূপই দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, ক্রমে ক্রমে সেই অপরাধ আবার ঈশ্বর পর্য্যন্ত যায়। যদিও মহাপ্রভু গুরুদেব ঈশ্বর পুরীপাদের গুরুভ্রাতা বলিয়া গুরুবুদ্ধিতে রামচন্দ্র পুরীর কোন দোষ ধরেন নাই, তথাপি মহদতিক্রমের ভয়াবহ পরিণাম প্রদর্শন-দ্বারা মহাপ্রভু লোকশিক্ষা প্রদান করিলেন।

"গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।।
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল।।"

—চৈঃ চঃ অ ৮।৯৭-৯৮

এদিকে শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের ঐকান্তিকী গুরুসেবাদর্শ অতীব অপূর্ব্ব। তিনি মহাভাগবত গুরুপাদপদ্ম শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অপ্রকট লীলাবিষ্কারকালে স্বহস্তে তাঁহার মলমূত্রাদি মার্জ্জন-সেবা করেন, গুরুদেবকে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করাইয়া কৃষ্ণস্মরণ করান। তাঁহার নিষ্কপট অন্তরঙ্গ সেবায় তুষ্ট হইয়া গুরুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বর দিলেন—'বৎস, তোমার কৃষ্ণে প্রেমসম্পদ্ লাভ হউক। তদবধি ঈশ্বর পুরীপাদ হইলেন—'প্রেমের সাগর', আর গুরুকৃপাবঞ্চিত—হতভাগ্য রামচন্দ্র পুরী হইলেন—'সর্ব্বনিন্দাকর'। মহদনুগ্রহ ও নিগ্রহের দুইজন জগতে জ্বলন্ত সাক্ষী স্বরূপ। এই দুইটি জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য বা দৃষ্টান্ত-দ্বারা শ্রীভগবান্ জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। আমরা এস্থলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারছন্দের ভাষাটিও উদ্ধার করিলাম—

"ঈশ্বরপুরী—করেন শ্রীপাদ (অর্থাৎ মাধব পুরীপাদের)-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন।।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ।।
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন।।
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল—'সর্ব্বনিন্দাকর'।।
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে।।"

—চৈঃ চঃ অ ৮।২৬-৩০

জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ভাগ্যবান্ জগজ্জীবকে প্রেমসম্পদ্ দান করিয়া অপ্রাকৃতবিপ্রলম্ভরসাস্বাদনাবস্থায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন—

"অয়ি দীনদয়াদ্র্ নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।"

(পদ্যাবলী)

["ওহে দীনদয়াদ্র্ নাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত! আমি এখন কি করিব?

তাৎপর্য্য,—শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যসম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণবসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের

গুরু লক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গাররসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণসময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্ব শ্লোকরচনা-দ্বারা শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, মথুরা রাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্রনাথকে এইভাবে ডাকিবেন। **জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।** কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন—"হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল। বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই ? আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।" শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব-দর্শনে যে ভাববৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, শৃঙ্গাররসতরুর মূল—মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী তাহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার মূল স্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ তাহার শাখা-প্রশাখা।" (চৈঃ চঃ ম ৪।১৯৭ অমৃতপ্রবাহভাষ্য)]

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিতে গিয়া শ্রীশ্রীল মাধবপুরী গোস্বামিপাদের সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে পঠিত এই শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে অত্যন্ত প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—স্বয়ং শ্রীরাধারাণী, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত এই শ্লোকের রস আস্বাদন করিবার চতুর্থপাত্র আর কেহ নাই—

'ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জসার।
গন্ধ বাড়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥
রত্নগণমধ্যে যৈছে কৌস্তুভ মণি।
রসকাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৪র্থ ১৯২-১৯৫

শ্রীরামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আগমন করিয়া মহাপ্রভু ও পরমানন্দ পুরী গোস্বামিপাদের সহিত মিলিত হইলে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সম্বন্ধ ধরিয়া তাঁহারা উঁহাকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন। তিনজনে কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী হইল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ পণ্ডিত জগদানন্দ তাঁহাকে (শ্রীরামচন্দ্রপুরীকে) নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ আনিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে ভূরিভোজন করাইলেন, শ্রীরামচন্দ্রও অতঃপর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে পুনঃ পুনঃ যাচঞা করিয়া পরমাদরে প্রসাদ পাওয়াইলেন। অনন্তর আচমনের পর তাঁহার সম্মুখেই রামচন্দ্রপুরী নিন্দা আরম্ভ করিলেন—'শুনিতে পাই যে চৈতন্যগণ ভূরিভোজন করে, আজ সাক্ষাতে তাহার সত্যতা দেখিলাম। সন্ন্যাসীকে অধিক ভোজন করাইয়া তাহার ধর্ম্ম নাশ করে, নিজেরাও এত ভোজন করে! ওঃ বৈরাগী হইয়া এত খায়, এত খাইলে কি আর বৈরাগ্যের আভাসমাত্রও থাকে ?' রামচন্দ্রপুরীর এইরূপই স্বভাব। আগে বিশেষ আগ্রহসহকারে কোন ভক্তকে ভিক্ষা করাইয়া শেষে তাঁহার সম্মুখেই তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতেন। সেই ভক্ত ত' লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারেন না।

এইরূপে বড় বড় বৈষ্ণবকে নিন্দা করিতে করিতে শেষে স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দরকেও পর্য্যন্ত নিন্দা করিয়া বসিলেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে—গুর্ব্ববজ্ঞা-হেতু গুরুর উপেক্ষাফলে বৈষ্ণবনিন্দা করিতে করিতে শেষে ভগবচ্চরণেও পর্য্যন্ত অপরাধ ঘটিয়া বসে। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের নিন্দা কখনই সহ্য করেন না। এজন্য বৈষ্ণবনিন্দক ভগবানের কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত হয়, তাহার সাধনভজন সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং সাধকমাত্রকেই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ইহা কেবল ভয় দেখান' কথামাত্র নহে। নিন্দকস্বভাব রামচন্দ্রপুরীর দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। গুর্ব্ববজ্ঞাফলে বৈষ্ণবাবজ্ঞা—

'ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়'—ভক্তিরসাস্বাদনে চিরবঞ্চিত হইতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।১২।৫৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—"কৃষ্ণপাদপদ্মের স্মৃতি অর্থাৎ সেবোন্মুখতা জীবের সকল অমঙ্গল অর্থাৎ সেবাবিমুখতা দূর করিয়া নিত্যমঙ্গল বিস্তার করে অর্থাৎ জীবের শুদ্ধ-স্বরূপের কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া দেয়। জীব রজস্তমোগুণ-নিরাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, ত্রিগুণ-সেবা-রহিত হইয়া জীবের ভজনীয় ভগবানে শুদ্ধ সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তখন আত্মসম্বন্ধ বিজ্ঞান ও কৃষ্ণেতর বস্তুতে স্বাভাবিক বিরাগযুক্ত দিব্য বা অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে জীব প্রকৃত বাস্তব মঙ্গলের অধিকারী হন, কিন্তু গুর্ব্ববজ্ঞা-বৈষ্ণবাপরাধোদয়ে জীবের সকল সুমঙ্গল তিরোহিত হইয়া যায়। নামাশ্রিত বৈষ্ণবনিন্দাফলে জীব নামরসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া জড়ভাবনাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা-অনর্থ বা অমঙ্গলের আবাহন করেন। রায়-রামানন্দসহ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়রামানন্দ-মুখমাধ্যমে আমাদিগকে যে কৃষ্ণভক্তি-কেই পরাবিদ্যা, কৃষ্ণভক্ত বলিয়া খ্যাতি বা কৃষ্ণ-দাস্যকেই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশঃ, শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেম-সম্পদ্‌কেই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌, কৃষ্ণভক্তবিচ্ছেদই যে জীবের তীব্রতম দুঃখ, কৃষ্ণপ্রেমিকই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম—সেই গানই যে জীবের পরম ধর্ম্ম, কৃষ্ণভক্তসঙ্গই যে জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃসার বা নিঃশ্রেয়স, কৃষ্ণনামরূপগুণ-লীলাই যে একমাত্র নিত্য স্মরণীয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদ-পদ্মই যে একমাত্র ধ্যেয় বস্তু, সব ছাড়িয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যলীলারাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবনভূমিই যে একমাত্র বাসযোগ্য স্থান, শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলাই যে একমাত্র শ্রোতব্য-সার, যুগল রাধাকৃষ্ণনামই যে এক-মাত্র শ্রেষ্ঠ উপাস্য বা কীর্ত্তনীয়, [মুমুক্ষুর গতি যে স্থাবর দেহ এবং বুভুক্ষুর গতি যে দেবদেহ] ইত্যাদি শ্রেয়ঃপথের অনুসন্ধান প্রদান করিয়াছেন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবাপরাধ রূপ মহানর্থোদয়ে সেই সকল শ্রেয়ঃপথই ভ্রষ্ট হইয়া জীবকে নানাদুঃখময় প্রেয়ঃ-পথের পথিক হইতে হয়। বৈকুণ্ঠপ্রাঙ্গণস্বরূপ ভারতাজিরে দেবগণ বাঞ্ছনীয়—দেবদুর্ল্লভ মুকুন্দ-সেবার উপযুক্ত মনুষ্যজন্মলাভের সার্থকতা নিরর্থ-কতায় পরিণত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস', সুতরাং নিত্য-কৃষ্ণদাস্য মধ্যে জড়-মায়াদাস্য প্রবেশ করাইয়া এমন সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনকে বিপন্ন করা কখনই আমাদের প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে না। অতএব সাধু সাবধান!

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৬০)

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

বৈষ্ণবসমাজে সিদ্ধ মহাজনরূপে পূজিত বৈষ্ণব-প্রিয় বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহা-রাজকে প্রণাম করিতেছি। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবস্থলী তাঁহার দিব্যদর্শনে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পৃথিবীব্যাপী সারস্বত বৈষ্ণবমাত্রই প্রত্যহ গুরু-পরম্পরায় (ভাগবত-পরম্পরায়) শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে স্মরণ করেন ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

"বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ॥

শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা-সেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।”

সংস্কৃত ভাষায় যে গুরুপরম্পরা কীর্ত্তিত হয় তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে—

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা।
শ্রীমায়াপুরধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ॥

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটী অন্ধকারযুগের কথা শুনা যায়—(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে, (২) ষড়্গোস্বামীর অপ্রকটের পর, (৩) শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভুর অপ্রকটের পর, (৪) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অপ্রকটের পর। অন্ধকারযুগের কথার দ্বারা শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-ধারা বা শ্রীরূপানুগ-ধারায় আচার্য্যপরম্পরার অবিচ্ছিন্নত্ব অপ্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া মনে করিতে হইবে না। কেবল আচার্য্যপরম্পরায় বিবিক্তানন্দী আচার্য্য, কখনও বা গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যের আবির্ভাব-হেতু প্রচারের অপ্রবলতা ও প্রবলতা লোকলোচনে প্রতিভাত হইয়াছে। শ্রীগুরু-পরম্পরা বা ভাগবত-পরম্পরায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের (যাঁহার অপর নাম ‘গোবিন্দদাস’) পরে উদ্ধর দাস বা উদ্ধব দাস, তাঁর অনুগত উদ্ধব দাস, তাঁর অনুগত শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী (সূর্য্যকুণ্ডে ‘সিদ্ধবাবাজী’ নামে প্রসিদ্ধ)। শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের পারমহংস্যবেষ-শিষ্য শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন— “ভাষ্যকারের (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের) অনুগত শ্রীউদ্ধর দাস বা শ্রীউদ্ধব দাস, তদনুগ শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পারমহংস্য পথের পথিকসূত্রে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। তাহাই শ্রীগৌড়ীয়গণের পরম শ্রদ্ধার বিষয়।” শ্রীল প্রভুপাদের এই বাক্যের দ্বারা এইরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় শ্রীউদ্ধর দাস, শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কেবল বিবিক্তানন্দী পরমহংসের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহারা প্রচারকরূপে আচার্য্যের লীলাও প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার প্রান্তবর্ত্তী পুরুণিয়াবাসী শ্রীল রাসবিহারী গোস্বামী শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্য স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি স্বধামগত ঈশানচন্দ্র মাণিক্যবাহাদুর। ত্রিপুরা মহারাজের রাজপ্রাসাদে শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর উপাস্য শ্রীরাসবিহারীজীউ অদ্যাপি সেবিত হইতেছেন।

বাবাজী মহারাজ বর্ত্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার (বর্ত্তমান টাঙ্গাইল জেলার) কোনও গ্রামে প্রায় দুইশত চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি পাবনা জেলার অন্তর্গত তড়াস গ্রামে বারেন্দ্র কায়স্থকুলকে ধন্য করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃকুলের পরিচয় অপরিজ্ঞাত। শ্রীল বাবাজী মহারাজের পারমহংস্য-বেষ গ্রহণ করতঃ শ্রীব্রজমণ্ডলে ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে তীব্র ভজনাদর্শ প্রদর্শনকালে তদানীন্তন ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে পূজিত হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ দেড়শতাধিক বৎসরকাল তাঁহার প্রকটলীলা। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরূপানুগ-ভজন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় প্রেমসেবা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি ঘটনার কথা শুনা যায়—তিনি যখন বৃন্দাবনে অন্যান্য ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের সহিত ভজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাটোয়া হইতে একজন প্রসিদ্ধ ভৃতক পাঠক বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কনক ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি উত্তমরূপে ভাগবত পাঠ করিলেও ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ তাঁহার পাঠ শুনিতে আগ্রহী না হওয়ায় তিনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া ভাগবতপাঠকে প্রকৃত ভাগবতপাঠ বলে না, উহা দ্বারা স্ব-পর—কাহারও কল্যাণ সাধিত হয় না, বরং অকল্যাণই হয়। তাঁহাকে ভাগবতব্যবসায়বৃত্তি পরিত্যাগের জন্য উপদেশ করিলেন। মহাভাগবত বাবাজী মহারাজের কৃপার ফলে উক্ত ভৃতক বৈষ্ণবের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও বৈষ্ণব-

গণের কৃপায় তাঁহার জাতি-বর্ণ-পাণ্ডিত্যাদির অভিমান সবই দূরীভূত হইল। তিনি বৃন্দাবনের আ-শ্ব-গোখর-চণ্ডাল সকলকেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—পরম বৈষ্ণব হইলেন।

বাবাজী মহারাজ তীব্র ভজনানন্দী বৈষ্ণব হইলেও অনধিকারী অনর্থযুক্ত শিষ্যগণকে কপটতামূলে নাম-ভজনের অছিলায় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-বিমুখতার প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি অনধিকারী সেইসব ভেকধারী শিষ্যগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার ভজনকুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবার্থ সংরক্ষিত শাক-সবজির বাগানের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়সমূহ বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবোন্মুখ না হইলে কৃষ্ণনামের স্ফূর্ত্তি হয় না, কৃষ্ণনাম করিবার যোগ্যতাই আসে না। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ যখন দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় ব্যক্তিতে নিয়োজিত হয়, তখন তাহাতেই আসক্তি হইতে বাধ্য। তদীয়ত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ ভক্ত ও ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইলে তাঁহাদের প্রতি প্রীতি ও মমতা বর্দ্ধিত হইবে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সহিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়া নামক স্থানে বাবাজী মহারাজের সহিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বিতীয়বার মিলিত হন। আমলাজোড়ায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিবাসর-তিথিতে বাবাজী মহারাজের সহিত অহোরাত্র গৌরকৃষ্ণ কথায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে গৌরনাম ও গৌরধাম প্রচারে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। আমলাজোড়ায় শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সহিত সারারাত্রি জাগরণ করিয়া হরি-সংকীর্ত্তনমুখে একাদশীব্রত পালন-প্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বরাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় গ্রামস্থ সমস্ত ভক্তবৃন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্ত্তনসময় বাবাজী মহাশয়ের যে সকল ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণন করা যায় না। শত বর্ষের উর্দ্ধ্ববয়সে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় নৃত্য করা এবং মধ্যে মধ্যে 'নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে' ইত্যাদি ধূয়া অবলম্বন করিয়া অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি লুণ্ঠনসময়ে তথায় যে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাবদর্শনে এবং কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রুপুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদগদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন।" শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আত্মচরিত পাঠে জানা যায়—'১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগোদ্রুমে সংকীর্ত্তন-উৎসবে এবং শ্রীমায়াপুর দর্শন-উৎসবে বহু বৈষ্ণবসহ যোগ দিয়াছিলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে মাঘমাসে বাবাজী মহারাজ কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে সপরিকর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ সুরভিকুঞ্জে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ২৭ মাঘ বুধবার তথায় অপূর্ব্ব হরিসংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।'

শ্রীবিহারীদাস বাবাজী নামে একজন বলিষ্ঠ ব্রজবাসী শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সেবক ছিলেন। তিনি বাবাজী মহারাজকে একখানি চুপড়ীতে উঠাইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতেন। বাবাজী মহারাজ অতি বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অটুট ছিল, কেবল ভ্রূ নীচে নামিয়া চক্ষু আবৃত করিত, ভ্রূ উঠাইলেই দেখিতে পাইতেন। এইরূপ শ্রুত হয় বিহারীদাস বাবাজী যখন বাবাজী মহারাজকে চুপড়ীতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী যোগপীঠে লইয়া আসিলেন, তখন বাবাজী মহারাজ 'জয় শচীনন্দন গৌরহরি' বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বাবাজীকে ঐপ্রকার উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। বাবাজী মহারাজ দিব্যদর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং পরে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাস-অঙ্গন নির্দ্দেশ করিলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবদিবসে ২০ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বাবাজী

মহারাজ কুলিয়ার নবদ্বীপ হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শুভাগমন করিয়া মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান জগন্নাথ মিশ্রের আলয় নির্দ্দেশ করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সজ্জনতোষণীতে এইরূপভাবে লিখিয়াছেন—"২০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় পশ্চিমপার-নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ তিনখানি নৌকায় পার হইলেন। ভক্তবর মহেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে পার করিয়া আনিলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে পাল্কীতে করিয়া লওয়া হইল। শ্রীমায়াপুর যাত্রিসংখ্যা তখন আর গণনা করা যায় না, মায়াপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত ভক্তবর দ্বারিকবাবু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি সঙ্কীর্ত্তনের দল লইয়া নানাবিধ পতাকা উড্ডীয়মান করতঃ মহানন্দে বাবাজী মহাশয়দিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ যখন জন্মটিলার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন একটি আশ্চর্য্য শোভা সমস্ত নবদ্বীপমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, বোধ হয় এরূপ শোভা আর চারিশত বৎসর হয় নাই। সকল বৈষ্ণব বসিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, প্রভুর জন্মস্থানে একটি সেবা ও শ্রীবাসাঙ্গন-ভূমিতে একটি সেবা স্থাপন হউক। শ্রীযুত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, জন্মস্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচীদেবী এক গৃহে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীদেবী দুইপার্শ্বে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৈশোরমূর্ত্তি অন্যঘরে স্থাপিত হউক। শ্রীবাসাঙ্গনে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপিত হউক।" —(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা, 'আবির্ভাবোৎসব' প্রবন্ধ)

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীতে একটি কদম্ববৃক্ষ বিরাজিত ছিল। শ্রীবাবাজী মহারাজ তথায় আসিয়া নৃত্য করিতেন। শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ উক্ত কদম্ববৃক্ষতলে ভজনানন্দে ও হরিকীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ অনেক সময় কুলিয়া নবদ্বীপে ভজনকুটী নামক স্থানে অবস্থান করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত ভজনকুটীর-অলিন্দ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত ভজনকুটীরের প্রাঙ্গণে বাবাজী মহারাজের সমাধি বর্ত্তমান। বাবাজী মহারাজ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতায় রামবাগানস্থ ভক্তি-ভবনে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, সেই সময় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের জ্যোতিষশাস্ত্রে পারঙ্গতির কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুযায়ী পঞ্জিকা প্রকাশের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক নবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ প্রকটকালে শেষাবস্থায় অনেকটা খর্ব্বাকৃতি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন তখন তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আজানুলম্বিত ভুজ ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু, চতুর্হস্তপরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলিয়া মনে হইত। তিনি এক একটি লম্ফ দিয়া ৫-৬ হস্ত উচ্চে উঠিতেন, কীর্ত্তনানন্দে তাঁহার অদ্ভুত ভাবের প্রাকট্য লক্ষিত হইত।

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ১৩০১ বঙ্গাব্দে ১৪ ফাল্গুন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার শুক্ল-প্রতিপদ তিথিতে দিবা ১০ ঘটিকার সময় অপ্রকট হন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণীতে এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'বিগতবর্ষে ১৩০১ বঙ্গাব্দ ১৪ ফাল্গুন সোমবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ ভজনকুটীরে শ্রীধাম লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় গৌরভূমি অন্ধকার করিয়া চিজ্জগতে প্রবেশ করিলেন। আমরা জড়নয়নে তাঁহার আনন্দজনক নৃত্য কীর্ত্তন আর দেখিতে পাইব না। তিনি চিজ্জগতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপাবিধান করুন।' —সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ ২য় পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীল-জগন্নাথাষ্টকম্

রূপানুগানাং প্রবরং সুদান্তং
শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রিয়ভক্তরাজম্ ।
শ্রীরাধিকামাধবচিত্তরামং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥১॥

শ্রীসূর্য্যকুণ্ডাশ্রয়িনঃ কৃপালো-
র্বিদ্বদ্বর-শ্রীমধুসূদনস্য ।
প্রেষ্ঠস্বরূপেণ বিরাজমানং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥২॥

শ্রীধামবৃন্দাবনবাসিভক্ত-
নক্ষত্ররাজিস্থিতসোমতুল্যম্ ।
একান্তনামাশ্রিতসঙ্ঘপালং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৩॥

বৈরাগ্যবিদ্যাহরিভক্তিদীপ্তং
দৌর্জ্জন্য-কাপট্যবিভেদবজ্রম্ ।
শ্রদ্ধাযুতেষ্বাদরবৃত্তিমন্তং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৪॥

সং প্রেরিতো গৌরসুধাংশুনা য-
শ্চক্রে হি তজ্জন্মগৃহপ্রকাশম্ ।
দেবৈর্নুতং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৫॥

সঞ্চার্য্য সর্ব্বং নিজশক্তিরাশিং
যো ভক্তিপূর্ণে চ বিনোদদেবে ।
তেনে জগত্যাং হরিনামবন্যাং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৬॥

শ্রীনামধাম্নোঃ প্রবলপ্রচারে
ঈহাপরং প্রেমরসাব্ধিমগ্নম্ ।
শ্রীযোগপীঠে কৃতনৃত্যভঙ্গং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৭॥

মায়াপুরে ধামনি সক্তচিত্তং
গৌরপ্রকাশেন চ মোদযুক্তম্ ।
শ্রীনামগানৈর্গলদশ্রু নেত্রং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৮॥

হে দেব ! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম !
ভক্ত্যা পরাভূত-মহেন্দ্রধিষ্ণ্য !
ত্বদেগাত্রবিস্তারকৃতিং সুপুণ্যাং
বন্দে মুহুর্ভক্তিবিনোদধারাম্ ॥

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অলৌকিক চরিত্রের জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ যাহা 'শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী গ্রন্থে' প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের স্বপ্ন-সমাধিতে যাহা অনুভূত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের স্বলিখিত বিবৃতি জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রনাম ব্যতীত অন্য কোন আধুনিক স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদোষদুষ্ট নামাপরাধ গ্রহণের প্রশ্রয় দেন নাই ।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ কাহাকেও তাঁহার ফটো তুলিতে দিতেন না। আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই একসময়ে মাণিকতলা ভক্তিভবনে তাঁহার ফটো তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ একটি উচ্চ কাষ্ঠাসনে তাঁহার নিত্যসেব্য শ্রীশ্রীগিরিধারী জিউকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন, এই অবস্থায় তাঁহার ফটো লওয়া হইয়াছিল। বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে খুবই ভালবাসিতেন। আমরা শুনিয়াছি—বাবাজী মহারাজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে তাঁহার ঐ নিত্যসেব্য গিরিধারী-জিউকে সমর্পণ করিয়া যান। এখনও ভক্তিভবনে ঐ গিরিধারীজিউ সেবিত হইতেছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাবাজী মহারাজের ফটো না লইয়া রাখিলে আমরা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে চিরবঞ্চিত থাকিতাম।

আমরা কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে (গৌরাব্দ ৪৪৮) প্রকাশিত

'সরস্বতীজয়শ্রী' গ্রন্থের বৈভবপর্ব্ব ১ম খণ্ডের ২৭শ বৈভবের প্রারম্ভেই পাই—পরমারাধ্য প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের পরে শারদীয়াপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলা ১৩২৯ সালের ১১ই আশ্বিন (ইং ১৯২২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর) রাত্রির ট্রেনে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীমধ্বাবির্ভাব তিথি ও বিজয়াদশমী দিবস প্রাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী ডাক্তার শ্রীবলহরি দাস মহাশয়ের উদ্যোগে লালাবাবুর ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখস্থ ঘোষ বাবুদের বাড়ীতে সপার্ষদ প্রভুপাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর শ্রীরূপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীরূপের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ দর্শন করেন। শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যমঠের একটি শাখামঠ-প্রতিষ্ঠা-কল্পে প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দসঙ্গে কএকটি স্থান দর্শন করেন। প্রভুপাদের বৃন্দাবনাগমন সংবাদ পাইয়া সেইদিবস সন্ধ্যায় শ্রীরাধারমণ ঘেরার শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপরিবারের স্বধামগত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। প্রভুপাদ প্রায় দুইঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করেন এবং পরে নবপ্রকাশিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রের প্রথমবর্ষের কএকখণ্ড গোস্বামী মহাশয়কে উপহার দেন। গৌড়ীয়ের ন্যায় উচ্চবিচারপূর্ণ পারমার্থিক পত্র দর্শনে গোস্বামীজী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, 'গৌড়ীয়'ই একদিন সমগ্র গৌড়ীয়-সমাজের নিয়ামক হইবেন।

১৭ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর প্রভুপাদ শ্রীসনাতনের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন দর্শনে গমন করেন। এই দিবস কালিয়দহের একটি প্রাচীর-বেষ্টিত বাগানে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের মন্দিরপার্শ্বে শ্রীমদন-মোহনের ঠোরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত প্রভুপাদের অনেক শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ হয়। পণ্ডিতজী বলেন—'শ্রীনামকীর্ত্তন অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনের সহিত তুল্য এবং আধুনিক কল্পিত রসাভাসদুষ্ট যে সকল ছড়া-গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও শ্রীনামকীর্ত্তনের সহিত সমান। তিনি আরও বলেন—ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য না থাকিলে বেদান্তে অধিকার হয় না এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিষয়ের আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।'

ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের এবং শ্রীল বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ মহাজনগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

"শ্রীনামকীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে মুখ্য সাধন ও সাধ্য এবং কীর্ত্তন-মুখে স্বাভাবিক অপ্রাকৃত স্মরণই গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত। অপ্রাকৃত বিচারই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়গণের বৈশিষ্ট্য। অপ্রাকৃত বিচারে অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে প্রাকৃত সাহজিক চিত্তবৃত্তি হরিভজনের রূপ ধরিয়া লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করে। শ্রীরূপানুগগণ শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের শিক্ষায় 'রসাভাসযুক্ত ছড়া-গান' ও কোনপ্রকার নামাপরাধ—'শুদ্ধনাম' ও শ্রীনামকীর্ত্তন-পদবাচ্য হয় নাই। হেলায় শ্রদ্ধায় হরিনাম গ্রহণ এক কথা, আর 'নামাপরাধ' পরিত্যাগ না করা ও 'নামাপরাধ'কেই 'নাম' বলিবার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত বিচার লইয়া দশবিধ অপরাধের যে কোন একটি সংরক্ষণ বা পোষণ করিয়াও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতেছে—এরূপ আত্ম-বঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ কথা।"

'সরস্বতী জয়শ্রী' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ বৈভব, ৪১ পৃষ্ঠা—

"শ্রীপঞ্চমী বা মাঘী শুক্লাপঞ্চমীই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথি"—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে এই কথা জানাইয়াছিলেন। তদনুসারেই বর্ত্তমান জগতে বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বত্র ঐ তারিখে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আবির্ভাবতিথিপূজার প্রচলন হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাবতিথিদিবসে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পুনঃ সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে হরিকীর্ত্তনমুখে সেই সভা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল (৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯; ২১শে মাঘ, ১৩২৫)। শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৯) তারিখের দৈনিক অমৃতবাজার

পত্রিকায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মহোৎসব ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃসংস্থাপন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রচারিত হইয়াছিল—

"On Wednesday last (5th instant) was celebrated with great eclat the Advent Ceremony of Sree Sree Vishnupriya Devi at the same Asana (1 Ultadanga Junction Road). The occasion was solemnised by the re-institution of Sree Viswa-Vaishnava-Rajsabha as inaugurated by no less a Personage than Sree Jeeva Goswami Himself eleven years after the passing of Sree Sree Mahaprabhu and as given a fresh impetus by Sree Bhaktivinod Thakur 33 years ago."

শ্রী'সজ্জনতোষণী' ২১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্ণ একটি প্রবন্ধ 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা' শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের স্বপ্নসমাধি

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর-ব্রজপত্তনে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। "আমি কি করিয়া শ্রীগুরুবর্গের মনোহভীষ্টস্বরূপ শুদ্ধ শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে পুনরায় প্রচার করিতে সমর্থ হইব ? আমার কোন জনবল নাই, উপযুক্ত ধনবল নাই, প্রাকৃত লোকমোহকরী বিদ্যাবুদ্ধি নাই, জাগতিক কোনপ্রকার সম্পদ্ই নাই, আমা দ্বারা কিরূপে ঐরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইবে ? গুরুবর্গের মনোহভীষ্ট বুঝি প্রচার করিতে পারিলাম না",—ইহা ভাবিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে অবস্থান এবং ভক্তিগ্রন্থ প্রচারাদিও সম্ভব হইল না ভাবিয়া অত্যন্ত হতাশের ন্যায় লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর 'উপদেশামৃতে'র একাদশটি শ্লোকের মধ্যে আটটি শ্লোকের অনুবৃত্তি রচনা করিয়া রচনা-কার্য্যও স্থগিত রাখিলেন। এই সময় একদিন প্রভুপাদ রাত্রিকালে স্বপ্নসমাধি-যোগে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের নাট্যমন্দিরের পূর্ব্বদিক্ হইতে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তনমণ্ডলীর সহিত শ্রীগৌরাবির্ভাব-স্থলীতে আরোহণ করিতেছেন; সঙ্গে গোস্বামি-আচার্য্যবৃন্দ এবং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি গুরুবর্গ সকলেই দিব্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে প্রত্যক্ষভাবে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন— "তুমি ভাবনা কর কেন ? শুদ্ধভক্তি সংস্থাপনকার্য্য আরম্ভ কর—সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচার কর—গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামের সেবা বিস্তার কর, আমরা সকলেই নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি, তোমার এই শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কার্য্যে সর্ব্বক্ষণই আমাদের সাহায্য পাইবে, তোমার পশ্চাতে অসংখ্য লোকবল, অগণিত ধনবল, অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অপেক্ষা করিতেছে; যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তখনই সেই সকল উপস্থিত হইয়া তোমার ভক্তিপ্রচারসেবার দাস্যে নিযুক্ত হইবে, তুমি পূর্ণ উদ্যমে জগতের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচারে অগ্রসর হও। কোনপ্রকার জাগতিক বাধা-বিপত্তি তোমার এই কর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। আমরা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে রহিয়াছি।"

এই স্বপ্ন দর্শন করিবার পরদিনই প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ অতীব আনন্দভরে আমাকে (পরমানন্দ প্রভুকে) এবং আরও কএকজন বিশিষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে এই স্বপ্নপ্রসঙ্গ জানাইয়াছিলেন। তদবধি শ্রীল প্রভুপাদ কোটিগুণ প্রোৎসাহের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। ইহার পরই প্রভুপাদ অনুবৃত্তির অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন এবং ভক্তিগ্রন্থসমূহের প্রকাশ ও প্রচারকার্য্য বিপুলভাবে আরম্ভ করেন। আজ সেই শুদ্ধভক্তি প্রচারের বন্যা সমগ্র ভারতের সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া পাশ্চাত্যদেশকেও প্লাবিত করিতে বসিয়াছে। এজন্যই বুঝি আজ শ্রীল প্রভুপাদ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী অনুক্ষণ সকলকে জানাইয়া বলিতেছেন,—

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৭।১২৮-১২৯
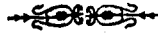
রাজা হরিশ্চন্দ্র

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৭৯ পৃষ্ঠার পর]

পুনঃ শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত বিবরণ এইরূপ—'শুনঃশেফের পিতা অজীগর্ত্ত পুত্রকে হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞের জন্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। শুনঃশেফ যজ্ঞে নরপশুরূপে নীত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তব করিয়া পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। শুনঃশেফ ভৃগুবংশোৎপন্ন হইলেও যজ্ঞে দেবতাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গাধি বংশে 'দেবরাত' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিশ্বামিত্র অজীগর্ত্ত-পুত্র দেবরাত বা শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্যপুত্রগণকে শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে স্বীকার করিয়া লইতে বলিলেন।'

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে শুনঃশেফ কৃতাঞ্জলিপুটে সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেদশাস্ত্রানুসারে তাঁহারা বিচার করিয়া বলুন তিনি কাঁহার পুত্র? সভ্যগণ পরস্পর আলোচনা করিয়া বলিলেন, শুনঃশেফ অজীগর্ত্তের অঙ্গজাত, সুতরাং তাঁহারই পুত্র হইবেন। মুনিবর বামদেব উহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, যখন অজীগর্ত্ত দ্রব্যলোভে পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছেন, তখন যিনি তাঁহাকে ক্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্রই পিতা হইবেন; অথবা এইরূপও বিচার করা যাইতে পারে বরুণদেব যখন ইহাকে পাশমুক্ত করিয়াছেন, তিনিই পিতা হইবেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, জন্মদাতা, বিদ্যাদাতা ও ধনদাতা এই পাঁচজনকেই পিতৃস্থানীয় বলিয়াছেন। শুনঃ-শেফের পিতা কে?—এই লইয়া সভ্যগণের মধ্যে ভীষণ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এইপ্রকার বিবদমান কোলাহল শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ বশিষ্ঠ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আপনারা শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন। যখনই পিতা স্নেহশূন্য হইয়া ধনলোভে পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছেন, তখনই পিতাপুত্র সম্বন্ধের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র ক্রীত পুত্রকে বধার্থ যখন যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন, তখন তাঁহার সহিতও পুত্রসম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াছে। পুনঃ শুনঃশেফ কাতরভাবে বরুণদেবের বহু স্তব করায় তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন, এইজন্য বরুণদেবও পিতা হইতে পারেন না। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও নিঃস্বার্থ প্রীতি নাই। যিনি নিঃস্বার্থভাবে মহাসঙ্কটসময়ে মহাবীর্য্যশালী বরুণদেবের মন্ত্র প্রদান করিয়া শুনঃ-শেফকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই কৌশিক মুনি বিশ্বামিত্রই যথার্থ পিতা।' বশিষ্ঠের এই বাক্য শুনিয়া সভ্যগণ সকলেই ইহা স্বীকার করিলেন। বিশ্বামিত্র সাতিশয় স্নেহযুক্তভাবে শুনঃশেফকে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলে, শুনঃশেফ তাঁহার সহিত মহানন্দে গমন করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র রোগমুক্ত হইয়া পরমানন্দ সহকারে প্রজাগণকে পালন করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র রোহিত পিতার নিকট বরুণদেবের আগমনাদি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া পরমাহলাদিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য দুর্গম বন হইতে বাহিরে আসিলেন। দূতগণের নিকট পুত্রের বন হইতে আগমনবার্ত্তা শ্রবণে মহারাজ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পুত্রকে দর্শনের জন্য ধাবিত হইলে রোহিত পিতাকে ব্যাকুলভাবে আসিতে দেখিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। পূর্ব্ব বিরহজন্য রোহিতের নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রু-

ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিল। মহারাজ তৎক্ষণাৎ পুত্রকে উঠাইয়া সানন্দে আলিঙ্গন করতঃ মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং অসীম স্নেহে ক্রোড়ে লইয়া উত্তপ্ত নেত্রজলে অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলেন।

প্রিয়তম পুত্রের সহিত সানন্দে কিছুদিন রাজত্ব করার পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা হইল। তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠকে যজ্ঞের হোতা-রূপে গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহারাজ বিপুল ধনাদি দানের দ্বারা গুরুদেব বশিষ্ঠের অর্চ্চনা করিলেন। বশিষ্ঠ উক্ত ধনসম্পদ্ লইয়া ইন্দ্রালয়ে উপনীত হইলেন। মুনিবর বিশ্বামিত্র যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে পৌঁছিলে বশিষ্ঠের সহিত তাঁহার মিলন হইল। বশিষ্ঠকে সম্যগ্‌ভাবে ইন্দ্রালয়ে পূজিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে বিশ্বামিত্র এইপ্রকার মহতী পূজা পাওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তচ্ছ্রবণে বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাসত্যবাদী, মহাদাতা, ধর্ম্মশীল, প্রজারঞ্জক নৃপতি রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইয়া এইরূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় রাজা কখনও হয়ও নাই, হইবেনও না; তিনি যেমন সত্যবাদী ও দাতা, তেমনই শূর ও পরম ধার্ম্মিক। বশিষ্ঠের নিকট রাজা হরিশ্চন্দ্রের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র ক্রোধোদ্দীপ্ত আরক্তলোচনে বলিলেন 'যে, হরিশ্চন্দ্র প্রতিশ্রুত হইয়া বরুণদেবকে বঞ্চনা করিয়াছেন, আপনি সেই কপট মিথ্যাবাদী রাজাকে আমার নিকট প্রশংসা করিতেছেন? আমি যদি মহাখল নৃপতিকে অচিরকালমধ্যে অদাতা, মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাম বিশ্বামিত্র নহে। আমার আজন্ম সঞ্চিত সমুদয় পুণ্যই বিনষ্ট হইবে। আর যদি অন্যথা হয়, আপনার সঞ্চিত সমস্ত পুণ্যের বিলুপ্তি ঘটিবে।' এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তির পর মুনিদ্বয় স্বর্গ হইতে নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্র একদা মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। তিনি বনমধ্যে রোরুদ্যমানা সুন্দরী অল্পবয়স্কা রমণীকে দেখিতে পাইলেন। রাজা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার পরিচয় কি? কেন রোদন করিতেছেন? কি তাঁহার দুঃখ?—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া সেই সুন্দরী রমণী তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন —তিনি সর্ব্বজনপ্রার্থনীয়া সিদ্ধিস্বরূপিণী কামিনী, মহামুনি বিশ্বামিত্র বনমধ্যে ঘোরতর তপস্যা করিয়া তাঁহাকে সাতিশয় ক্লেশ প্রদান করিতেছেন। সেই বিশালাক্ষীর ক্লেশের কথা শুনিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করতঃ বিশ্বামিত্র যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন, সেখানে যাইয়া উপনীত হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করতঃ নিদারুণ লোক-পীড়াকর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে বিশ্বামিত্র মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। হরিশ্চন্দ্র চলিয়া গেলে বিশ্বামিত্র তাঁহার শাস্তিবিধানের জন্য শূকরমূর্ত্তিবিশিষ্ট ঘোড়াকৃতি একটী দানবকে প্রেরণ করিলেন। সেই বিরাট্‌কায় শূকর ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া হরিশ্চন্দ্রের উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বৃক্ষরাজি উৎপাটন করিতে লাগিল। রক্ষিগণের বাণপ্রহারেও সেই শূকর কিছুমাত্র ভীত হইল না। উদ্যানরক্ষকগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া মহারাজের শরণাপন্ন হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদিগকে পীড়ন কে করিতেছে জানিতে চাহিলে, তাঁহারা বলিলেন—উহা দেবতা, দৈত্য, যক্ষ, কিন্নর কিছুই নহে, একটি বিরাটাকার শূকরমাত্র। রাজা গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া উপবনে উপস্থিত হইলে সেই ভয়ঙ্কর শূকরকে দেখিতে পাইলেন। শূকরকে সংহারের জন্য বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। কখনও শূকরটী দৃষ্টিগোচর হয়, কখনও বা অদৃশ্য হয়, বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রাজা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সৈন্যগণ সব বিপর্য্যস্ত। রাজা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ভীষণ অরণ্যমধ্যে পথ হারাইয়া দীনভাবে একাকী অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই অরণ্যমধ্যে একটি নদী দেখিতে পাইলেন। নদীর শুদ্ধ জল দেখিয়া মহারাজের আনন্দ হইল, অশ্বটিকে জল পান করাইলেন, নিজেও পরিতৃপ্তির সহিত জল পান করিলেন। কিন্তু নগরে প্রত্যাগমনের রাস্তা খুঁজিয়া পাইলেন না, দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এমন সময় বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে

তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা অকস্মাৎ বনে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র রাজার বিজনপ্রদেশে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—'একটা বিরাট্ ভয়ঙ্কর অদ্ভুত শূকর আমার পুষ্পোদ্যানে সমস্ত বৃক্ষরাজি উৎপাটন করিয়া ফেলে। আমি তাহাকে মারিবার জন্য সৈন্যসামন্ত লইয়া বহু চেষ্টা করিয়াছি। সেই মায়াবী পাপিষ্ঠ শূকর আমার দৃষ্টিপথের অগোচর হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমার সৈন্যগণ কোথায় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি বিভ্রান্ত হইয়া একাকী এই বিজনবনে অবস্থান করিতেছি। আমার ভাগ্যবশতঃ এই বিজনবনে আপনার দর্শন-লাভ হইল। আমি অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র। আমার নাম হয়ত আপনি শুনিয়া থাকিবেন। আমি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমার নিকট যে যাহা চায়, আমি তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকি। ইহা আমার ব্রত। আপনার যদি কোন ধন বাসনা হইয়া থাকে, আপনি অযোধ্যায় যাইবেন, আপনাকে বিপুল ধন দিব।' মুনিবর বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের বাক্যাবলী শুনিয়া কহিলেন—'হে রাজন্! আপনি যেখানে আসিয়াছেন, ইহা অতি পবিত্র তীর্থ। এখানে আপনি স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করুন। স্নানান্তে কিঞ্চিৎ দানও করুন। স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন—পুণ্যতীর্থে স্নান, তর্পণ, দানাদি যে ব্যক্তি করেন না, তিনি আত্মহত্যাকারী মহাপাপী। আপনি সামর্থ্যা-নুসারে পুণ্যকার্য্য করুন, আপনাকে প্রত্যাগমনের রাস্তা দেখাইয়া দিব।' রাজা হরিশ্চন্দ্র মুনিবরের কপটতাপূর্ণ বাক্যে মোহিত হইয়া নিজ রাজপরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া যথাবিধি স্নান, তর্পণাদি কার্য্য করিলেন। পরে ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, রাজসূয় যজ্ঞে মুনিগণের নিকট এইরূপ বাক্য তিনি দিয়াছেন যে, যে যাহা চাহিবেন তাঁহাকে তিনি তাহাই দিবেন; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ তীর্থ-স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রার্থী হইয়াছেন। ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্র 'সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', 'তাঁহার তুল্য দাতা কেহই নাই'—প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট পুত্রের বিবাহের জন্য ধন চাহিলে, রাজা তাহা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রাহ্মণবেশধারী বিশ্বামিত্র গান্ধর্ব্বী মায়া বিস্তার করিয়া একটি পরম সুন্দর সুকুমার, আর একটি পরমা সুন্দরী দশমবর্ষীয়া সুকুমারীকে দেখাইয়া তাহাদের বিবাহের জন্য ধন চাহিলেন এবং আরও বলিলেন বিবাহের আনুকূল্য করিলে রাজসূয় যজ্ঞাপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হয়। মহারাজ দ্বিরুক্তি না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রস্তাব স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে রাজধানী পৌঁছিবার পথ দেখাইয়া নিজস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র যে সময়ে অগ্নিহোত্র-শালায় বেদীমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, সেইসময় বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া উদ্বাহকার্য্যের জন্য রাজাকে অভিলষিত ধন দান করিতে নিবেদন করি-লেন। রাজা তখন বলিলেন—'হে দ্বিজ! আপনার অভীষ্ট কি তাহা বলুন? আপনার বাঞ্ছিত বিষয় দানের অযোগ্য হইলেও আমি নিঃসন্দেহে তাহা দান করিব।' ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র রাজার তাদৃশবাক্য শুনিয়া গজ, অশ্ব, রথ-রত্নাদি সমন্বিত সমগ্র রাজ্য দানরূপে চাহিলেন। হরিশ্চন্দ্র মুনিবাক্যে মোহিত হইয়া কিছুমাত্র বিচার না করিয়া দ্বিজকে সমগ্র রাজ্য দান করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজার নিকট পুনঃ দানের অনুরূপ দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন, কারণ মনু বলিয়া-ছেন দক্ষিণারহিত দান নিষ্ফল। রাজা কত পরিমিত দক্ষিণা দিতে হইবে জানিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র সার্দ্ধ-ভারদ্বয় পরিমিত (২২৫ সের) সুবর্ণ দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে বলিলেন। রাজা তাহাই দিব বলিয়া বাক্য দেওয়ার পরে চিন্তান্বিত হইলেন। রাজা তখন বুঝিতে পারিলেন, এই কপটবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে আসিয়াছেন। তিনি গজ-অশ্ব সমস্ত রত্নাদি সমন্বিত সম্পূর্ণ রাজ্য দান করিয়াছেন, এখন তাঁহার কাছে কিছুই নাই। তিনি সার্দ্ধভারদ্বয় পরিমিত সুবর্ণ কি করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ দান করি-বেন? তিনি এই তপস্বী ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ, সেনাপতিগণ, রাজমহিষী শৈব্যা সকলেই মহারাজকে শোকাকুল দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। পুনরায় বিশ্বামিত্র আসিয়া রাজাকে তাঁহার প্রতিশ্রুত

দক্ষিণাদানের জন্য স্মরণ করাইলে, রাজা কহিলেন, তাঁহার নিকট এখন কোন ধন নাই, তবে যখন ধনাগম হইবে, তখন তিনি উহা দিতে পারিবেন। তিনি অগ্নিহোত্রশালায় পবিত্র বেদীতে থাকিয়া নিজের শরীর ও নিজের স্ত্রী-পুত্রের এই শরীরত্রয় ব্যতীত সবই দান করিয়াছেন। এই শরীরত্রয় ছাড়া তাঁহার নিকট আর কিছুই নাই। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে সহধর্ম্মিণী শৈব্যা ও পুত্র রোহিত অনুগমন করিলেন। রাজা স্ত্রী, পুত্রসহ বনে গমন করিতেছেন দেখিয়া অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ 'হাহাকার' করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ধূর্ত্ত বিশ্বামিত্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র বনগমনশীল রাজার সহিত পথিমধ্যে দেখা করিয়া বলিলেন—'আপনার প্রতিশ্রুত সুবর্ণ দান করুন, নতুবা স্পষ্টভাবে বলুন উহা দিতে পারিবেন না। আপনার রাজ্যের প্রতি যদি লোভ থাকে, সে রাজ্য ফিরিয়া লউন।' রাজা হরিশ্চন্দ্র কাতরভাবে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—'হে মুনিবর! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আপনার প্রতিশ্রুত সুবর্ণ না দিয়া আমি অন্ন-জল কিছুই গ্রহণ করিব না। আপনার ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করিব। কেবল ধন সংগ্রহ পর্য্যন্ত কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন।' বিশ্বামিত্র বলিলেন—'আপনি ত' সবই দান করিয়াছেন। আপনার ত' কিছুই নাই। আপনি কি করিয়া দক্ষিণা দিবেন? সুতরাং আপনি সোজাসুজি বলুন, আপনি এখন কিছুই দিতে পারিবেন না। আমিও সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে চলিয়া যাইব।' রাজা তখন চিন্তা করিলেন, তাঁহার ভার্য্যা, পুত্র ও নিজের অরোগ শরীর আছে, এই শরীরত্রয় বিক্রয় করিয়া তিনি বিপ্রের ঋণ পরিশোধ করিবেন—মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি বিপ্রেন্দ্র বিশ্বামিত্রকে বলিলেন—'হে মুনে! আপনি বারাণসীতে কোন গ্রাহকের অনুসন্ধান করিয়া আমাকে স্ত্রী-পুত্রের সহিত বিক্রয় করিয়া আপনার সার্দ্ধভারদ্বয় সুবর্ণ গ্রহণ করুন। আমরা সেই বিক্রেতার নিকট ক্রীতদাসরূপে থাকিব। তথাপি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।'

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র কাশীধামে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া চিন্তা করিলেন—'কাশীধাম শূলপাণি মহাদেবের অধিকৃত, ইহা মনুষ্যের অধিকৃত রাজ্য নহে; সুতরাং কাশী তাঁহার প্রদত্ত রাজ্যের বহির্ভূত স্থান হওয়ায় এখানে তাঁহার নিবাসে কোনও অসুবিধা হইবে না।'—এইরূপ বিশ্বাসে যখন রাজা হরিশ্চন্দ্র বারাণসীতে অবস্থান করিতেছিলেন, মুনিবর বিশ্বামিত্র তথায়ও আসিয়া তাঁহার নিকট দক্ষিণা চাহিলেন। মহারাজ নিজপ্রাণ, স্ত্রী এবং পুত্র ছাড়া তাঁহার প্রদেয় আর কিছু নাই এইরূপ জানাইলে বিশ্বামিত্র দক্ষিণা দানার্থ অঙ্গীকৃত একমাস সময় অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে, বলিলেন। এক মাস পূর্ণ হওয়ার তখনও অর্দ্ধদিন বাকি ছিল। এজন্য মহারাজ বিপ্রবরকে তৎকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন। বিশ্বামিত্র পুনরায় আসিবেন এবং দক্ষিণা না পাইলে অভিসম্পাত করিবেন, ক্রোধভরে এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিগ্রহ অত্যন্ত দোষাবহ, ক্ষত্রিয় হইয়া তিনি কিরূপে অন্যের নিকট অর্থ ভিক্ষা চাহিবেন। আর যদি দক্ষিণা না দিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মস্বহরণজনিত তাঁহার প্রেতত্বলাভ হইবে। সুতরাং নিজেকে বিক্রয় করাই সমীচীন। রাজাকে অধোমুখে বহুক্ষণ অত্যন্ত চিন্তিত থাকিতে দেখিয়া পত্নী শৈব্যা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অনেকপ্রকারে প্রবোধ দিয়া পতিকে সমস্ত চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মরক্ষার জন্য কর্ত্তব্যকর্ম্মে দ্বিধা করিতে নিষেধ করিলেন। সত্যই প্রকৃত ধর্ম্ম। ভূপতি মহারাজ যযাতি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গিয়াও একটি অসত্য বাক্যের জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নীর ঐপ্রকার বাক্য শুনিয়া বলিলেন—'আমি সত্য রক্ষা করিব কি করিয়া? আমার স্ত্রী, পুত্র ছাড়া নিজস্ব কিছুই নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৮৪ পৃষ্ঠার পর]

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে যাঁহাদের প্রচারে থাকার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা জানেন শ্রীল গুরুদেবের নিকট বহু ব্যক্তি দর্শনার্থীরূপে এবং বহুপ্রকার প্রশ্ন লইয়া দেখা করিতে আসিতেন। শ্রীল গুরুদেব সহাস্যবদনে তাঁহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি সদম্ভে কুট প্রশ্নাদি করিলেও শ্রীল গুরুদেবকে অসন্তুষ্ট হইতে কেহ কখনও দেখেন নাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এমন উত্তর দিতেন যে, প্রশ্নকর্ত্তাকে নির্ব্বাক্ করিয়া ফেলিতেন। সর্ব্বদা মৃদুহাস্যযুক্ত তাঁহার কথা ও ব্যবহার। ইহা তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও কোন অবস্থাতেই ধৈর্য্যচ্যুত হন না। উদাহরণস্বরূপ বহু ঘটনা থাকিলেও, একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লিখিত হইতেছে। জলন্ধরে বার্ষিক সম্মেলনে ডাঃ কে-এন্ কাপুরের গৃহে শ্রীল গুরুদেবের অবস্থানকালে এই ঘটনাটি হয়। সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে সম্মেলনের উদ্‌ঘাটনের সময় রাত্রি ৮ ঘটিকা। সংকীর্ত্তনের জন্য সংকীর্ত্তন পার্টি পূর্ব্বেই তথায় প্রেরিত হইয়াছিল। ডাঃ কে-এন্ কাপুরের গৃহ হইতে নিকটেই মাইহীরাঁ-গেটস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্ম-মন্দির। শ্রীল গুরুদেব প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজসহ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় তিন চারটি মোটরকার আসিয়া ডাঃ কাপুরের গৃহের সম্মুখে থামিল। গাড়ী হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নামিয়া শ্রীল গুরুদেবকে কিছু সময়ের জন্য আলাপ-আলোচনার সুযোগ দিতে নিবেদন করিলেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন,—'আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে জলন্ধর সহরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনের উদ্ঘাটনের জন্য সুদূর ক'লকাতা হ'তে প্রচার-পার্টিসহ এসেছি। ভক্তগণ বহু অর্থ ব্যয় ক'রে আমাদিগকে এনেছেন, তাঁরা অপেক্ষা ক'রছেন। আমার পক্ষে বিলম্ব করা সম্ভব নহে. আপনারা পরদিন প্রাতে আসুন, নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা হ'তে পারবে।' তদুত্তরে তাঁহাদের বক্তব্য—তাঁহাদিগকে রাত্রিতেই জলন্ধর হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে, তাঁহাদের পক্ষে পরদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নহে। ইতোমধ্যে ডাঃ কে-এন্ কাপুর তাঁহার গৃহে আসিলেন। তিনি স্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহারা জলন্ধরের ধনাঢ্য ব্যক্তি, সঙ্গে ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার মিঃ পাণ্ডে সাহেবও ছিলেন। ডাঃ কাপুর শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহাদের জন্য ১০।১৫ মিনিট অপেক্ষা করিতে নিবেদন করিলেন। ডাঃ কাপুরের অনুরোধে শ্রীল গুরুদেব ফিরিয়া আসিয়া নিজের কামরায় বসিলেন, অভ্যাগতগণও বসিলেন। প্রথমেই মিঃ পাণ্ডে আক্রমণাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিয়া জোরের সহিত বলিলেন,—'আমি আত্মাকে মানি না, পরমাত্মাকে মানি না, যাকে চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না, তার অস্তিত্ব স্বীকার করি না। আমি কুড়িটি প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আপনার নিকট এসেছি।' গুরুদেব তাঁহার বাক্যে অসন্তুষ্ট না হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহার কুড়িটি প্রশ্ন কি জানিতে চাহিলেন। তিনি বলিতে থাকিলেন, শ্রীল গুরুদেব কাগজে লিখিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রশ্ন লিখিতে লিখিতে পনর মিনিট সময় অতিক্রান্ত হইল। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পাঁচ মিনিট করিয়া দিলেও একশত মিনিট প্রয়োজন। গুরুদেবের পক্ষে এক মিনিট সময়ও অপেক্ষা করা আর সম্ভব নহে, কারণ গুরুদেবকে সম্মেলন উদ্ঘাটন করিতে হইবে। তিনি পাণ্ডে সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণকে পরদিন আসিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিয়া সম্মেলনে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলে, পাণ্ডে সাহেব নিরুপায় হইয়া শ্রীল গুরুদেবকে নিজের হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া কহিলেন—'স্বামীজি, আমি খুবই অশান্তির মধ্যে আছি। আমার মন খুবই অশান্ত। আমাকে এক মিনিটের জন্য এমন কিছু উপদেশ করুন, মন্ত্র শুনিয়ে দিন, যাতে আমার মন শান্ত হয়।' গুরুদেব তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'পাণ্ডে সাহেব! আপনি আমাকে প্রতারণা করছেন।' গুরুদেবের বাক্যে পাণ্ডে সাহেব বিব্রত হইয়া পুনরায় জ্ঞাপন করিলেন, তাহার মন সত্যই অশান্ত,

তিনি প্রতারণা করিতেছেন না। তখন গুরুদেব তাঁহার বক্তব্যের তাৎপর্য্য বুঝাইলেন, 'পাণ্ডে সাহেব ! আপনার মনের অস্তিত্ব আছে কি ? যাকে চোখে দেখ্তে পান না, হাত দিয়ে ছুঁতে পারেন না, তাকে আপনি মানেন না, পূর্ব্বে বলেছেন। আপনি কি মনকে চোখ দিয়ে কখনও দেখেছেন, কি রকম তার চেহারা, কালরঙের অথবা সাদারঙের ? মনকে হাত দিয়ে কখনও ছুঁয়েছেন কি, শক্ত কি নরম ? যখন চোখেও দেখেন নাই, হাত দিয়েও ছোন নাই, তখন মন নাই। যে মনের অস্তিত্ব নাই, তা'র শান্তি-অশান্তির কোন প্রশ্ন হ'তে পারে কি ?' পাণ্ডে সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'স্বামীজি চোখে দেখা না গেলেও, হাত দিয়ে ছোঁয়া না গেলেও, চিন্তনরূপ ক্রিয়া হ'তে মনের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।' শ্রীল গুরুদেব—'দেখুন পাণ্ডে সাহেব! আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন। চোখ দিয়ে না দেখা গেলেও, হাত দিয়ে স্পর্শ না করা গেলেও মনের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় চিন্তনরূপ ক্রিয়া হ'তে, ঠিক তদ্রূপ আমি নিত্যকাল বেঁচে থাকতে চাই, জান্তে চাই, আনন্দ চাই, এই অনুভবের দ্বারা উপলব্ধ হয়, আমি সচ্চিদানন্দময় আত্ম-তত্ত্ব। আত্মার কারণ যিনি, তিনি পরমাত্মা। আত্মা, পরমাত্মা দর্শনের একপ্রকার যোগ্যতা আছে। উক্ত যোগ্যতা অর্জ্জিত হলে তার অস্তিত্বও অনুভব করা যায়। প্রাকৃত নাশবান্ ইন্দ্রিয়সমূহের মূল্য কত-টুকু। সামান্য আঘাতে চোখ নষ্ট হ'লে দৃশ্যজগৎ বন্ধ, কান নষ্ট হ'লে শব্দজগৎ বন্ধ। এপ্রকার নাশবান্ ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্ভর ক'রে যে অনুভূতি, তা বাস্তব, এরূপ কথা আপনার মত বিদ্বান ব্যক্তি যদি বলেন, তা'হলে আমরা যাই কোথা ? স্বতঃসিদ্ধ বস্তুদর্শনের পদ্ধতি তাঁর কৃপালোক ব্যতীত অন্য উপায়ে সম্ভব হয় না।'

এই জলন্ধরেরই আরও একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইতেছে এতৎপ্রসঙ্গে, যদিও ইহা বহু পূর্ব্বের ঘটনা, আনুমানিক ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন জলন্ধরে সম্মেলন হইত না, বিভিন্ন মন্দিরে শ্রীল গুরুদেব ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং হরিকথামৃত পরিবেশন করিতেন। সেই সময় তিনি জলন্ধর সহরের রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ফ্যাণ্টনগঞ্জস্থিত কন্যা বালিকা বিদ্যালয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন পার্ষদবৃন্দসহ। শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী (শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ), শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ), শ্রীরাধাকৃষ্ণ গর্গ (শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ), শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী (শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ) আদি শ্রীল গুরুদেবের ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীল গুরুদেব প্রত্যহ প্রাতে শ্রীনোহড়িয়া মন্দিরে ভাগবত শাস্ত্রাবলম্বনে উপদেশ প্রদান করিতেন। নোহড়িয়া মন্দিরে শ্রীসীতারাম, শ্রীহনুমানের মূর্ত্তিসমূহ ও শিবলিঙ্গ বিরাজিত ছিলেন। প্রসঙ্গটি নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকগণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন বৃদ্ধা মহিলা দুইদিন হরিকথা শুনার পর শ্রীল গুরুদেবকে একটি প্রশ্ন করিলেন পাঞ্জাবী ভাষায়। শ্রীল গুরুদেব পাঞ্জাবী ভাষা ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তিনি হিন্দীতেই বক্তৃতা করিতেন। বৃদ্ধার কথার তাৎপর্য্য পরিষ্কার বুঝিতে না পারায় তিনি নারায়ণ ব্রহ্মচারীর (যাঁহার পূর্ব্বাশ্রম পাঞ্জাবে লুধিয়ানায়) নিকট বৃদ্ধার বক্তব্য বিষয় কি জানিতে চাহিলে নারায়ণ দাস প্রভু বুঝাইয়া বলিলেন—বৃদ্ধার প্রশ্ন এই—'তিনি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সীতারাম মন্দিরে আসিতেছেন, একদিনও বাদ দেন নাই, রোজ ঠাকুরের আরতি দর্শন, মন্দির পরিক্রমা, হরিনাম কীর্ত্তন করেন এবং কেহ গীতা, ভাগ-বত, রামায়ণাদি পাঠ করিলে তাহা শুনেন, নিয়মিতভাবে এইরূপ করিয়া আসিতেছেন, এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সীতারামেতে বিন্দুমাত্র প্রীতি বা প্রেম হয় নাই, বরং তাঁহার সংসারে পুত্রকন্যা, নাতি-নাত্নীতে আরও আসক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার কারণ কি ? যদি ভগবানেতে প্রেমই না হইল, এইসব সাধনের ফল কি ?' শ্রীল গুরুদেব বৃদ্ধার প্রশ্ন শুনিয়া খুবই সুখী হইলেন। সভাতেই বৃদ্ধার প্রশ্নের কথা উত্থাপিত করিয়া তিনি বলিলেন—'যাঁরা এখানে প্রত্যহ মন্দিরে ঠাকুরের দর্শনের জন্য আসেন, তাঁদের সকলেরই ইহা শুনা উচিত। আমি আগামীকল্য সভাতেই এই প্রশ্নের উত্তর দিব।'

পরদিন প্রাতে শ্রীল গুরুদেব ভাগবত পাঠের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধার প্রশ্নের অবতারণা করিয়া

জানিতে চাহিলেন, তিনি কি কোনদিন সীতারামের স্বরূপ, তাঁহার নিজের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, সীতারামের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, এইসব বিষয়ে কখনও কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন? অথবা গতানুগতিকভাবে তিনি মন্দিরে আসিতেছেন, কাহাকেও এইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় ব্যতীত কখনও ভগবানেতে প্রীতি হইতে পারে না। সম্বন্ধজ্ঞান-দ্বারাই প্রীতি হয়। ব্যবহারিক জগতে আমাদের পরিচয় কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সাংসারিক পরিচয়ের কথাই বলি—অমুক আমার পিতা, অমুক আমার মাতা, আমি অমুকের পুত্র, পতি, স্ত্রী ইত্যাদি। সাংসারিক সম্বন্ধবোধ লইয়া আমরা মন্দিরে আসি, ঠাকুর দর্শন করি, হরিকীর্ত্তন করি, হরিকথা শুনি, সবই করি, এইসব সাধনের দ্বারা ভগবানেতে প্রীতি হয় না, সাংসারিক আসক্তিই বৃদ্ধি পায়। এইসব কার্য্যকে পুণ্য বা ধর্ম্ম বলে, ইহাকে ভক্তি বলে না। অভিমানই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। প্রাকৃত অস্মিতা পরিত্যাজ্য, কিন্তু অপ্রাকৃত অস্মিতা পরিত্যাজ্য নহে। সংসারের আমি—এই বোধে আমরা সংসারের জন্য, স্ত্রীপুত্রের জন্য কার্য্য করি, মঠ মন্দিরে আসিলেও সংসারের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আসি, ভগবানের জন্য আসি না। আমাদের অভিমান যেখানে, যাহাদের জন্য আমরা কার্য্য করিব, তাহাদের প্রতিই প্রীতি হইবে, ইহা স্বাভাবিক। যখন আমি বুঝিব—আমি ভগবানের, ভগবানের সহিতই আমার সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত শুদ্ধ অস্মিতা যখন প্রকটিত হইবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি ভগবানের জন্য কার্য্য করিব। ভগবানেতে স্বার্থবোধ হওয়ায় নিজেকে এবং নিজের বলিতে যাহা তৎসমুদয়ই তখন ভগবানে অর্পিত হইবে। এইপ্রকার অবস্থাতেই ভগবানেতে প্রীতি বা প্রেম হওয়া সম্ভব। সদ্‌গুরু-শুদ্ধভক্তের কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের পূর্ব্বে ভগবদারাধনা আরম্ভ হয় না। আমরা সম্বন্ধ-জ্ঞানলাভের জন্য অধিক ধ্যান দিই না, এইজন্য অভিপ্রেত ফল লাভ করিতে পারি না। সম্বন্ধ-জ্ঞানের পর অভিধেয়—সাধন, সাধনের দ্বারা লভ্য বস্তুকে প্রয়োজন বলে। সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রে এবং সমস্ত মহাজনগণের উপদেশে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে—সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন। পারমার্থিক জীবনের প্রথম সোপান ও ভিত্তি—সম্বন্ধ-জ্ঞান।

হোশিয়ারপুরে-লুধিয়ানায়-চণ্ডীগড়েঃ—শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং শাস্ত্র-প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তিসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর ব্যাপক প্রচারে মায়াবাদের গড় পাঞ্জাবের নরনারীগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তাস্রোতের নবজাগরণ হওয়ায় চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রীল গুরুদেবের শুভাগমন প্রার্থনা করিয়া আহ্বান আসিতে থাকে। শ্রীল গুরুদেব প্রচারসৌকর্য্যার্থে কতিপয় আহ্বান স্বীকার করিয়া হোশিয়ারপুর, লুধিয়ানা ও চণ্ডীগড়ে সপার্ষদে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করেন। উক্ত প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া বহু নরনারী শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হন। শ্রীল গুরুদেব ২৯ বৈশাখ ১৩ মে শুক্রবার হইতে ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭ মে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত হোশিয়ারপুরে শ্রীহরিবাবার শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মে বুধবার হইতে ৮ জ্যৈষ্ঠ ২২ মে রবিবার পর্য্যন্ত লুধিয়ানা শ্রীএলাইচিগির মন্দিরে এবং ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে বুধবার হইতে ১৫ জ্যৈষ্ঠ ২৯ মে রবিবার পর্য্যন্ত চণ্ডীগড়ে ২৩ সেক্টরস্থিত শ্রীসনাতন-ধর্ম্মমন্দিরে সপার্ষদে অবস্থান করিয়া ব্যাপকভাবে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করেন। শ্রীল গুরুদেবের মুখপদ্মবিনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া হোশিয়ারপুরের এড্‌ভোকেট শ্রীরাজারামজী, লুধিয়ানার শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর, শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ, শ্রীসৎপ্রকাশজী, লালা শ্রীমঙ্গতরায়জী, পণ্ডিত শ্রীদেবকীনন্দন শর্ম্মা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীসীতারামজী মহীন্দ্রু, চণ্ডীগড়ের বিচারপতি শ্রীসামসেরজী বাহাদুর, শিখ সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীলছমন সিং সন্তজী, সনাতন ধর্ম্মমন্দিরের সভাপতি শ্রীদ্বারকা দাস থাপ্পর, সহ-সভাপতি শ্রীরোসনলালজী সুদ, সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণ দত্তজী, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীসেবাসিংজী, শ্রীলাজপতরায় মাগো, দেওয়ান শ্রীশান্তি স্বরূপজী, শ্রীচুণীলাল বাসুদেব, শ্রীশুকদেব রাজবক্সী প্রভৃতি পাঞ্জাবের বহু শিক্ষিত বিশিষ্ট

ব্যক্তিগণ প্রভাবান্বিত হন। প্রত্যেক স্থানে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হওয়ায় সাধারণ নরনারী-গণের মধ্যেও কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা প্রচারিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের এই প্রচারকার্য্যে শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (পূর্ব্বাশ্রম লুধিয়ানা), খান্নার শ্রীরাধাকৃষ্ণ গর্গ, ফিরোজপুরের শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী যোগ দিয়াছিলেন।

লুধিয়ানায় সিভিল লাইনস্থিত শ্রীদণ্ডী স্বামীজীর আশ্রমে তিন সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশে ভাষণ প্রদানকালে ভক্তগণের তাপ দূরীকরণের জন্য শ্রোতাগণের মধ্যে ব্যজনসেবা করিবার প্রতিযোগিতা দেখিয়া শ্রীল গুরুদেব পরমোল্লসিত হইয়া তাঁহাদের এই সেবাপ্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়া-ছিলেন—'এইরূপ পরস্পর পরস্পরের দুঃখ বিমোচনের ও পরস্পরকে সুখ দিবার জন্য যদি পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ঐপ্রকার মনোবৃত্তি আসিলে সমাজে প্রকৃত সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।'

চণ্ডীগঢ়ে শিখগুরু শ্রীসন্তজীর আহ্বানে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে তাঁহার আশ্রমে শুভ পদার্পণ করিলে তিনি অতীব শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীগুরুগ্রন্থসাহেবের, শ্রীকৃষ্ণের আলেখ্যার্চ্চার এবং শ্রীল গুরুদেবের পূজা বিধান করিলেন। তথায় আয়োজিত সভায় শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখে হরিকথামৃত শ্রবণ করিয়া শ্রীসন্তজী ও অন্যান্য যোগদানকারী সজ্জনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। বহু দ্রব্য ও প্রণামীর দ্বারা তিনি শ্রীল গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিলেন। তাঁহার অমানী মানদ বিনয় নম্র-ব্যবহারে শ্রীল গুরুদেব ও সাধুগণ সকলেই প্রসন্ন হইলেন।

৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা :—

১২ কার্ত্তিক (১৩৭৩), ২৯ অক্টোবর (১৯৬৬) শনিবার হইতে ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর সোমবার হৈমন্তিকী রাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত।

শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীব্রজমণ্ডলে বনে বনে তাঁবুতে অবস্থান করিয়া পদব্রজে সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছিল। বনভ্রমণে তৎকালে দুইটী তাঁবুর সেট সঙ্গে চলিত। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁবুওয়ালারা তাঁবু খাটাইয়া ঠিক করিয়া রাখিত। তাঁবুর দ্বারাই ঠাকুরের মন্দির, নাট্যমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইত। ই-পি-টেণ্ট, সোল-ভারি তাঁবুর মধ্যেও রকমারি আছে। মহিলা, পুরুষ ভক্তগণের ও সাধুগণের থাকিবার পৃথক্ ব্যবস্থা। ভাণ্ডার, রন্ধনশালা, আলোর সাজসরঞ্জাম, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ঔষধ, ডাক্তার, পাহারাদার সব মিলিয়া বনের মধ্যে তাৎকালিকভাবে একটী ক্ষুদ্র জনপদের প্রতিষ্ঠা হয়। যাঁহারা বড় বড় সহরে থাকিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে একান্তে বনে অবস্থান, এই পরিবর্ত্তন রোমাঞ্চকর ও সুখকর হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নির্জ্জনে বনের মধ্যে এইপ্রকার অবস্থানে ভয়ের যে কোনও কারণ নাই, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শনেচ্ছু ভক্তগণ 'কৃষ্ণই রক্ষক, পালক' এই বিচারে বিশ্বাসযুক্ত ও নির্ভরশীল হইয়া নির্ভয়ে বন ভ্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপ গুরুদেব কর্ত্তৃক তাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় রক্ষিত হন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের অনন্যশরণ ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত ভগবল্লীলাভূমির দর্শন বদ্ধজীব বা অনর্থ-যুক্ত সাধকগণ নিজ যোগ্যতায় করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের অনন্যভক্ত পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে যাঁহারা পদব্রজে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন, তাঁহারা সত্যই ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী। দীর্ঘপথ সংকীর্ত্তনসহ পদব্রজে বন ভ্রমণ বহু ক্লেশকর হইলেও ক্লেশ বলিয়া অনুভূত হয় না সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপনা ও নূতন নূতন লীলাভূমি দর্শনহেতু। পদব্রজে ভ্রমণ ব্যতীত বাসে বা টাঙ্গায় দুর্গমস্থানে কৃষ্ণের যে সমস্ত লীলাভূমি আছে, তাহা দর্শনের সুযোগ হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin...........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনত্রিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৬
১৮ কেশব, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১ ডিসেম্বর ১৯৮৯ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর
৪ঠা এপ্রিল ১৯৩১

স্নেহবিগ্রহেষু,—

শ্রীযুক্ত * * * নামীয় আপনার লিখিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, কোন দীক্ষিত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাগ্‌বর্ণের অগ্রজের মৃত্যু উপলক্ষে অশৌচাদি গ্রহণ বিচার করিয়া অক্ষৌর-বিধান অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজ-বিধি অতিক্রান্ত হওয়ায় আপনি ন্যূনাধিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

যদি এরূপ কার্য্য অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিষয়ে বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপর্য্য জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচ-বিধি স্মার্ত্তের শাসনানুগত্যে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিবার বিচার তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতিলঙ্ঘনজনিত অসদাচার উহাতে উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য জ্ঞানপূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-শাসনবিধি মর্য্যাদাপথে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। যেখানে বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, তৎস্থলে ভক্তির আদরকারী জনগণ হরিসেবার অনুকূলে ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, নতুবা স্মার্ত্তের আনুগত্যে পারমার্থিক চেষ্টায় ঔদাসীন্য লক্ষিত হইবে।

দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবস্মৃতিবিধি পালন করিবেন; অকরণে প্রত্যবায় আছে। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব আত্মীয়-স্বজন নামে পরিচিত, তাঁহারা যদি বৈষ্ণবস্মৃতি বিধি পালনে বাধ্য না হন, তাহা হইলে অদীক্ষিত পূর্ব্ব বর্ণোচিত স্মার্ত্তবিধিপালনপর ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকার-বিচারে বিমুখ হইয়া তাহাদের প্রতি বৈষ্ণববিধি বল-পূর্ব্বক স্থাপন করিতে গেলে কখনই সুফল লাভ ঘটিবে না। সুতরাং তাহাদিগকে প্রেতশ্রাদ্ধাদি ও আদান-প্রদানাদি

কাজে তাহাদের পূর্ব্বাচরিত বিধি পালন করিতে দিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঐসকল কার্য্য অনুমোদন করিবেন না, অথবা ঐ সকল কার্য্যে বাধা দিবার জন্যও উদ্যত হইবেন না। নিরপেক্ষতাই অবলম্বনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব বর্ণের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করার পক্ষে বাধা দিবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
ইং ৫।৭।২৯

সম্মানভাজনেষু—

আপনার ১৫ই আষাঢ় তারিখের পত্র পাইয়া আপনার বৈষয়িক বিপত্তির সম্বন্ধে অবগত হইলাম। কর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে গেলে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ আসিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করে। সাংসারিক অসুবিধা হইলেই ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়স্থল হইয়া নিজের সেবায় অধিকার দেন। গীতায় লিখিত আছে,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥"

সুতরাং ভগবৎসেবায় আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার বিচারে একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐগুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোনই নিবেদন নাই।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮৮ পৃষ্ঠার পর]

লোকতত্ত্ববিচক্ষণাস্ত আত্মনৈবাত্মানম্ উদ্ধরন্তি।
কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।৭।৩২-৩৫]
সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু ॥১৪॥
পৃথিবীবায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ ॥১৫॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎসর্প ঊর্ণনাভঃ সুপেশকৃৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যদি শিক্ষা প্রাপ্তিতে অবশেষ থাকে তবে শিক্ষাগুরু করিতে পারেন। আত্মচেষ্টাই সকলের মূল। দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন, হে রাজন্, সুবুদ্ধিক্রমে উপাশ্রিত আমার অনেকগুলি গুরু আছেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে বুদ্ধিলাভ করিয়া আমি পরিমুক্তভাবে বিচরণ করি। আমার চব্বিশ গুরু কে কে তাহা বলি,—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুহরণকারী, হরিণ, মীন, পিঙ্গলা, কুরর, অর্ভক, কুমারী, শরকৃৎ, সর্প, ঊর্ণ-

এতে মে গুরবো রাজংশ্চতুর্ব্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবদনুকূলতা। উদ্ধবঃ কৃষ্ণং [১১।২৯।৬]
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষোপি কৃতমৃদ্ধ মুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥১৮॥

শুকঃ রাজানং [১২।৪।৪০]
সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লাবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবাদিতস্য ॥১৯॥

উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্ [১১।৬।৪৭-৪৮]
বাতবসনা ঋষয়ঃ শ্রমণা উর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সংন্যাসিনোঽমলাঃ ॥২০

নাভ ও পেশস্কৃৎ। নিজের শিক্ষাশক্তি দ্বারা ইহাদের ক্রিয়া দৃষ্টি করিয়া আমি অনেক শিক্ষা করিয়াছি। শিক্ষা তিন প্রকারে হয় অর্থাৎ সাধুব্যক্তির উপদেশ, সাধুব্যক্তির চরিত্র এবং সদ্বুদ্ধিক্রমে লোকতত্ত্ব দৃষ্টে তত্ত্বশিক্ষা। পৃথিবী হইতে ধৈর্য্য ও সন্মার্গদৃঢ়তা ও ক্ষমা শিক্ষা করিয়াছি। পৃথিবীস্থ পর্ব্বত হইতে পরোপকার, নির্জনবাস এবং পৃথিবীস্থ বৃক্ষ হইতে পরার্থতা শিক্ষা করিয়াছি। ১। বায়ুর নিকট অনাসক্তভাবে প্রাণধারণ শিক্ষা করিয়াছি। ২। আকাশের নিকট সর্ব্বত্র থাকিয়াও অসঙ্গভাব শিক্ষা করিয়াছি। ৩। জলের নিকট স্বচ্ছতা, স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতাদি গুণ শিক্ষা করিয়াছি। ৪। অগ্নির নিকট সর্ব্বভক্ষ্য হইয়াও অলিপ্ততা শিক্ষা করিয়াছি। ৫। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি অজ্ঞানকৃত তাহা দেখিয়া আত্মার জন্মাদি ষড়্-বিকার নাই, তাহা চন্দ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছি।৬। সূর্য্যের যেমত জলগ্রহণ ও প্রদান সেইরূপ আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিয়া অর্থিগণকে দিয়া থাকি। সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দর্শনে আত্মার নানাত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছি। ৭। কপোতের নিকট কুটুম্বাদি ও অন্যের সহিত আসক্তি পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি। ৮। প্রারব্ধে বিশ্বাস এবং অনায়াসে লব্ধদ্রব্যে জীবন-ধারণ, ধৈর্য্য ও সন্তোষ ইহা অজগরের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। ৯। বাহিরে প্রসন্ন, অন্তরে গম্ভীর অলক্ষ্যাভিপ্রায়, নিশ্চলতা ও অক্ষোভ্যতা ও সর্ব্বসময় প্রশান্তভাব এই সকল সমুদ্রের নিকট শিখিয়াছি।১০। স্ত্রী, স্বর্ণ, বস্ত্রাদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিত হইয়া পতঙ্গ বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তাহা হইতে সতর্ক হইতে তাহার নিকট শিখিয়াছি। ১১। মধুকরের নিকট স্বল্পগ্রাস ও মাধুকরী বৃত্তি শিখিয়াছি। ভ্রমরের নানা পুষ্প হইতে মধুহরণ দেখিয়া শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। মক্ষিকার দুর্দশা দেখিয়া অসঞ্চয় শিক্ষা করিয়াছি। ১২। করির দুর্গতি দেখিয়া স্ত্রী-লোকে আসক্তি ত্যাগ শিক্ষা করিয়াছি। ১৩। মধু-সংগ্রহীর নিকট সঞ্চয়ের দুষ্ট ফল শিক্ষা করিয়াছি। ১৪। ব্যাধের গীতে হরিণ বিনষ্ট হয় দেখিয়া চরমে দুঃখদায়ক গ্রাম্যগীত শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়াছি। ১৫। মৎস্যের জিহ্বা রসে বিনাশ দেখিয়া খাদ্যাদি রসাসক্তি ছাড়িয়াছি। রসনা জয় করা বড় কঠিন। ১৬। পিঙ্গলা বেশ্যার নিকট নৈরাশ্য শিক্ষা করি-য়াছি। ১৭। আসক্তির বিষয়টী ত্যাগ করিয়া সুখী হইতে কুররী পক্ষীর নিকট শিক্ষা করিয়াছি। ১৮। পারমহংস্যত্ব ও আত্মরতি বালকের নিকট শিখিয়াছি। ১৯। জনসঙ্গ ত্যাগ ও দ্বৈতত্যাগ কুমারীর নিকট শিখিয়াছি। ২০। অতন্দ্রিত চিত্তে সাধন করিতে শিক্ষা শরকারের নিকট পাইয়াছি। ২১। সর্পের নিকট একক বিচরণ, গৃহারম্ভ ত্যাগ, প্রমাদশূন্য, একান্তবাসীত্ব অলক্ষ্যমানত্ব ধর্ম্মগুলি শিখিয়াছি। ২২। মাকড়শার নিকট ঈশ্বরের স্বশক্তিক্রমে সৃষ্টি স্থিতি নাশ ক্রিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। ২৩। রাগদ্বারা ঈশ্বরসাধন সহজে হয় ইহা পেশস্কৃত অর্থাৎ কুমারিকা কীটের নিকট শিখিয়াছি। ২৪। এই চব্বিশগুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছি ॥ ১৪-১৭ ॥

ভগবদনুকূলতার লক্ষণ। হে ঈশ! কবিসকল দ্বিপরার্দ্ধকাল পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া তোমার কৃপাগুণ আনন্দের সহিত স্মরণ করিয়াও তোমার প্রতি অঋণী হইতে পারেন না, কেননা প্রাণীদিগের অন্ত-র্বহির্ভাগে থাকিয়া তুমি অশুভ বিনাশ কর এবং চৈত্যবপুরূপ আচার্য্য হইয়া তাহাদিগকে স্বগতি শিক্ষা দেও ॥ ১৮॥

জীব এই সংসারে বিবিধ দুঃখে দুঃখিত। এই

বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ।। ২১ ।।
ততঃ কীর্ত্তনং সর্ব্বমঙ্গলময়ম্ [৫।৬।১১] ঋত্বিজঃ ।
অথ কথঞ্চিৎ স্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভনদুরবস্থানাদিষু
বিবশানাং নঃ স্মরণায় জরামরণদশায়ামপি
সকলকশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি
বচন-গোচরাণি ভবন্তু ।। ২২ ।।
গজেন্দ্রঃ ভগবন্তং [৮।৩০।২০]

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ।। ২৩ ।।

যমঃ তদ্দূতান্ [৬।৩।৩২]

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্ম্মুহুঃ ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ।।২৪

[৬।৩।২৪]

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্ ।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণইয়ায় মুক্তিম্ ।।২৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১২।৩।৫১-৫২]

কলের্দোষনিধেরাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ।।২৬।।
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ।।২৭।।

কৃষ্ণস্মরণং । কৃষ্ণঃ উদ্ধবং [১১।১৪।২৮]

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্ ।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনোমদ্ভাবভাবিতম্ ।।২৮।।

[১১।১৪।২৫-২৭]

যথাগ্নিনা হেম্মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্ ।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ।।২৯।।

সংসারসমুদ্র অতি দুরন্ত। যিনি ইহার পার হইতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথা শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার অন্য নৌকা নাই ।। ১৯ ।।

যোগী ঋষি শ্রমণ ঊর্দ্ধরেতা শান্ত ও সন্ন্যাসী পুরুষসকল তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন। হে মহাযোগিন্! আমরা তোমার দাস। কর্ম্মমার্গে সংসার ভ্রমণ করিতেছি। আমরা তোমার ভক্তসঙ্গে তোমার অনুশীলন করিতে করিতে তোমার কৃপায় দুস্তরতম পার হইব ।। ২০-২১ ।।

পরে কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

স্খলন, ক্ষুধায় পতন, জৃম্ভন প্রভৃতি দুরবস্থানাদিতে আমরা যখন বিবশ হই, তখন জরামরণদশায় সকলক্লেশনিরসনকারী তোমার গুণকৃত নামসকল আমাদের স্মরণপথে আসুক এবং বচন গোচর হউক ।। ২২ ।।

একান্ত ভগবৎপ্রপন্নপুরুষগণ সমস্ত বাঞ্ছাশূন্য হইয়া সেই কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত সুমঙ্গলচরিত আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হইয়া গান করেন ।। ২৩ ।।

শ্রীহরির উদ্দামবীর্য্যসমূহ যাঁহারা মুহুর্মুহু শ্রবণ করেন ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের মন সুন্দর জাতভক্তিদ্বারা অতি শীঘ্র শুদ্ধ হয়। ব্রতাদির দ্বারা সেরূপ হয় না ।। ২৪ ।।

ভগবানের গুণকর্ম্ম ও নামসংকীর্ত্তন জীবের পাপ যথেষ্ট ধ্বংস করেন। দেখ অজামিলও মরণসময় অত্যন্ত পাপী হইয়াও আপন পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকায় ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।। ২৫ ।।

কলি সমস্ত দোষের সমুদ্র বটে, তথাপি হে রাজন্! কলির একটী মহাগুণ এই যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে জীব মায়াবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ পরতত্ত্ব লাভ করে ।। ২৬ ।।

কৃতযুগে বিষ্ণুকে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, কলিতে কেবল হরিকীর্ত্তনদ্বারা সে সমস্ত পাওয়া যায় ।। ২৭ ।।

কৃষ্ণ-স্মরণের বিষয় বলিতেছেন—

হে উদ্ধব! স্বপ্ন মনোরথের ন্যায় এই সংসাররূপ অসৎ অভিধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার ভক্তিতে ভাবিত মনকে আমাকে অর্পণ কর ।। ২৮ ।।

স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া স্বীয় রূপ ধারণ করে, সেইরূপ আমার ভক্তিযোগের দ্বারা মন কর্ম্মা-

যথা যথাত্মা পরিসৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥ ৩০ ॥
বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥৩১॥
[১১।১৪।২৯]
স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥৩২॥

শয়কে ধৌত করিয়া আমাকে ভজনা করে ॥ ২৯ ॥

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা মন পরিমাজ্জিত হইয়া বস্তু সূক্ষ্ম ক্রমে ক্রমে দেখিতে পায়। চক্ষু যেরূপ অঞ্জন সংযুক্ত হইয়া বহির্বস্তু ভালরূপে দেখে তদ্রূপ ॥ ৩০ ॥

বিষয় ধ্যানে চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয়। আমাকে অনুস্মরণ করিলে চিত্ত আমাতেই লয় পায় ॥৩১॥

স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গী পুরুষের সঙ্গ আত্মবান্ পুরুষ দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভয় বিবিক্ত স্থানে আসীন হইয়া অতন্দ্রিতভাবে আমাকে চিন্তা করিবেন ॥৩২॥

যযাতিঃ স্বপত্নীম্ [৯।১৯।১৭]
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥৩৩॥
[৯।১৯।১৪]
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥৩৪॥
[১১।১৪।৩০]
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩৫

মাতা, ভগ্নী ও দুহিতা প্রভৃতির সহিত বিবিক্তে একাসনে বসিবে না। কেন না বলবান্ ইন্দ্রিয়সকল পণ্ডিতগণের মনও আকর্ষণ করে ॥ ৩৩ ॥

কামের উপভোগে কখনই কামের শান্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়, কখনও সাম্য হয় না ॥ ৩৪ ॥

জীবের যোষিৎসঙ্গে এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গে ক্লেশ ও বন্ধন যেরূপ হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না ॥ ৩৫ ॥

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবাপরাধ

(৬)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

স্বয়ং ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পরম ভক্ত নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের গুণ-কীর্ত্তনে শতসহস্রবদন হইতেন। ভক্তগুণ-কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর উল্লাস প্রবলবেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। 'ভক্তগণ-শ্রেষ্ঠ ঠাকুর হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য, অপার'। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিতেছেন—'ঠাকুর হরিদাসের অনন্ত মহিমা, তাহার সম্যক্ বর্ণন দূরের কথা, কেহ তাঁহার চরিত্রের কোন একটু অংশমাত্র বর্ণন করিয়াও তাহার অন্ত পান না। স্বস্ব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কেহ কেহ তাঁহার অগাধ অনন্ত চরিত্রসিন্ধুর এক একটু বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়াই কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুর হরিদাসের অপূর্ব্ব চরিতসুধা আস্বাদন করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ণিত অংশেরই একটি বিশেষ ঘটনা আমি বর্ণন করিতেছি, ভক্তবৃন্দ, কৃপাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করুন ঃ—

ঠাকুর হরিদাস বূঢ়ন গ্রামস্থ নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বনগাঁ জংসনের নিকটবর্ত্তী বেনাপোল নামক গ্রামের বনমধ্যে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি নির্জ্জনবনে কুটীর বাঁধিয়া তুলসী সেবন ও অহোরাত্র অপতিতভাবে তিনলক্ষ মহামন্ত্র নাম সংকীর্ত্তন করিতেন। ভক্তিসদাচারপরায়ণ বিপ্রগৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করি-

তেন। তাঁহার ভক্তিপ্রভাবে গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। কেবল রামচন্দ্র খান নামক সেই দেশের মহাপাষণ্ড বৈষ্ণববিদ্বেষী মৎসরস্বভাব অধ্যক্ষ ঠাকুর হরিদাসকে যে, সকল লোকে সম্মান করে, ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকটি ছিল—ব্রাহ্মণকুলের কুলাঙ্গার স্বরূপ—অসচ্চরিত্র, বেশ্যাসক্ত। হরিদাস ঠাকুরকে লোকের নিকট হেয় প্রতিপাদনার্থ সে নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার কোন ছিদ্রই বাহির করিতে না পারিয়া শেষে কুৎসিৎ চরিত্র বেশ্যাগণকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের দ্বারা তাঁহার ছিদ্র উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল ঃ—"বেশ্যাগণে কহে—'এই বৈরাগী হরিদাস। তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নাশ'॥" ইহা শুনিয়া সেই বেশ্যাগণমধ্যে একটি সুন্দরী যুবতী বলিয়া উঠিল—"হুজুর, আমি আপনার নিকট তিনদিন মাত্র সময় লইতেছি—'তিন দিনে হরিব তাঁর মতি'।" তচ্ছ্রবণে খাঁ (মুসলমাননবাবদত্ত উপাধিবিশেষ) তাহাকে কহিল—'ভাল কথা, তাহা হইলে আমি আমার পাইককে আজ তোমার সহিত পাঠাইতেছি, সে তোমার সহিত যাউক, তোমার সহিত তাহাকে (অর্থাৎ সেই বৈরাগী হরিদাসকে) যেন একসঙ্গে ধরিয়া আমার নিকট লইয়া আসে।' বেশ্যা কহিল,—'হুজুর, আজ আর আপনার পাইককে সঙ্গে লইব না, আমি একাই যাই, প্রয়োজন বুঝিলে দ্বিতীয়বারে আপনার পাইককে সঙ্গে লইব।' ইহা বলিয়া বেশ্যা তাহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাত্রে মোহিনীবেশ ধারণ করতঃ সে মহোল্লাসে ঠাকুর হরিদাসের ভজন-কুটীরে গমন করিল এবং তুলসী ও ঠাকুরকে প্রণামের অভিনয় করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে গিয়া বসিল এবং পুরুষের কামোদ্দীপক স্ত্রীস্বভাবসুলভ নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে করিতে পরিশেষে তৎসমীপে নিতান্ত কুৎসিৎ প্রস্তাব পর্য্যন্তও করিয়া ফেলিল। কিন্তু মহাভাগবত ঠাকুর নির্ব্বিকার চিত্তে তাহাকে কহিলেন—

"(হরিদাস কহে,—) তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যানামকীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার সন॥"

ঠাকুর সারারাত্র অবিশ্রান্ত নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বেশ্যা দ্বারে বসিয়া রহিল, অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইল দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল এবং যথাসময়ে রামচন্দ্র খাঁএর নিকট গিয়া সমাচার কহিল—'হুজুর, গত রাত্রে আমি ঠাকুরের ভজন-কুটীরে গিয়াছিলাম, 'আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে', আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করিতে পারিব।" খাঁকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া দ্বিতীয়দিবস রাত্রি হইলে বেশ্যা ঠাকুরের কুটীরে আসিল। ঠাকুর তাহাকে খুব আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—

"কালি দুঃখ পাইলা, অপরাধ না লইবা মোর।
অবশ্য করিমু আমি তোমায় অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বসি' শুন নামসংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥"

পরমদয়াল নামাচার্য্য ঠাকুরের এই আশ্বাসবাণীর মর্ম্মকথা বেশ্যা তাহার কামকলুষিত চিত্তে ধারণা করিতে না পারিলেও প্রথম দিবসাপেক্ষা দ্বিতীয়দিবসে তাহার চিত্তের কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। সে আজ তুলসীকে প্রণাম করিয়া দ্বারে বসিয়া নাম শুনিতে শুনিতে মুখেও 'হরি'নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল—'দ্বারে বসি' নাম শুনে বলে হরি হরি'। এদিকে রাত্রি প্রভাত হইল দেখিয়া বেশ্যা 'উসিমিসি' করিতে লাগিল। ঠাকুর তাহার চাঞ্চল্য দেখিয়া তাহাকে কহিলেন—

"কোটিনামগ্রহণযজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি' শেষে॥
আজি সমাপ্ত হইবেক,—হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিলুঁ নাম, সমাপ্ত না হৈল॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥"

বেশ্যা খাঁর নিকট তৃতীয় দিবস প্রাতে দ্বিতীয় দিবসের সংবাদ জানাইয়া গৃহে গেল এবং সন্ধ্যায় পুনরায় ঠাকুরের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ সে তুলসীকে এবং ঠাকুরকেও প্রণাম করিয়া দ্বারে বসিয়া ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধনাম শ্রবণ

করিতে করিতে নিজমুখেও নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। ঠাকুর বেশ্যার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন—

"নাম পূর্ণ হবে আজি,—বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিমু তোমার অভিলাষ॥"

দিবসত্রয় মহাপুরুষের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে অবস্থিতি এবং শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধনাম-শ্রবণ-সৌভাগ্য কখনই নিষ্ফল হয় না। আজও সারারাত্র নাম গ্রহণ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বেশ্যার অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন জীবনের এক নূতন প্রভাতের শুভাগম হইল—'ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি' গেল'। অত্যন্ত প্রবল অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বেশ্যা আজ অন্তরে বাহিরে নির্ম্মল—এক পরম পবিত্র নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল। ঠাকুরের পাদমূলে ছিন্নমূল দ্রুমবৎ পতিতা হইয়া সে অত্যন্ত কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং মহা-পাপিষ্ঠ বৈষ্ণববিদ্বেষী রামচন্দ্র খাঁর সকল দুরভিসন্ধি জানাইয়া কহিতে লাগিল—

"বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ কৈরাছোঁ অপার।
কৃপা করি মো অধমে করহ নিস্তার॥"

সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর কহিতে লাগিলেন—'সেই অজ্ঞ মূর্খ খানের কথা আমি সবই জানি, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। আমি সেই দিনই এস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম, কেবল তোমারই কল্যাণ-কামনায় এই তিন দিন এস্থানে অপেক্ষা করিলাম।' তখন বেশ্যা কহিল—'ঠাকুর, কৃপা করিয়া আমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য উপদেশ কর, যাহাতে আমার ভব-ক্লেশ দূরীভূত হয়, তাহার উপায় বলিয়া দাও।' তখন পরদুঃখ-দুঃখী কৃপাম্বুধি ঠাকুর কহিতে লাগি-লেন—

"(ঠাকুর কহে—) ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি' তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম কর, তুলসী-সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

ইহা বলিয়া ঠাকুর সেই বেশ্যাকে মহামন্ত্র দীক্ষা প্রদান করতঃ 'হরি হরি' বলিয়া সে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। এদিকে ঠাকুরের কৃপা-প্রাপ্ত সেই বেশ্যা 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' বিচারে নরকের দ্বারস্বরূপ নিজবাস-গৃহ ও অসদুপায়ে অর্জ্জিত যাবতীয় অশুক্লবিত্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলেন এবং মস্তকমুণ্ডন করতঃ একবস্ত্রা হইয়া গুরুদত্ত-কুটীরে বসিয়া রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ, তুলসী-বৃক্ষে জলসেচনাদি দ্বারা তুলসীসেবন, তুলসী চর্ব্বণ ও উপবাসাদি ব্রতপালনমুখে তীব্রভাবে ভজনসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। শীঘ্রই তাঁহার ইন্দ্রিয় জয় ও নাম-সাধনফলে প্রেমসিদ্ধি লাভ হইল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল, ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি' একবস্ত্রে রহিল সেই ঘরে।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল—প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি' নমস্কার॥"

এইরূপে মহতের কৃপাফলে অত্যন্ত অসচ্চরিত্র একটি বেশ্যাও পরম মহান্তী হইয়া গেলেন। বড় বড় বৈষ্ণব শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কৃপা-প্রাপ্তা সেই মহান্তী বৈষ্ণবীকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত সেই মহাপাপিষ্ঠ রামচন্দ্র খান ঠাকুর হরিদাসের চরণে অপরাধফলে কি ভীষণ দুর্গতি লাভ করিল, তাহা সকলেরই বিশেষভাবে আলোচ্য ও অনুধাবনীয় হওয়া আবশ্যক।

রামচন্দ্র সহজেই অবৈষ্ণব, তাহাতে আবার মহাভাগবত ঠাকুরের চরণে অপরাধ করিয়া সে একেবারে অসুর-তুল্য হইয়া উঠিল—তাহার বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে নিন্দা, বৈষ্ণবকে অপমানাদি আসুরস্বভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

'ব্রাহ্মণকুলে জাত হইলেও বিষ্ণুপদে অপরাধ-প্রভাবে বিশ্বশ্রবা-তনয় রাবণের 'অসুর' নাম হইয়া-ছিল। ভক্তচরণে অপরাধী হইয়া রামচন্দ্র খানও 'অসুর-সম' বলিয়া সমাজে প্রতিপন্ন হইল।'

মহদপরাধের ফল অতি ভীষণাকৃতি ধারণ

করিল। সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ প্রভু যখন গৌড়দেশে সপার্ষদে পাষণ্ড দলন ও নাম-প্রেম প্রচারলীলা করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন—"প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ড দলন। দুই কর্ম্মে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥", সেই সময়ে একদিন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নিত্যানন্দ উক্ত রামচন্দ্র খানের দুর্গামণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। ["অবৈষ্ণব সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়ীতে যে স্থলে দুর্গাপূজা হয়, সেই মণ্ডপকে 'চণ্ডীমণ্ডপ' বা 'দুর্গামণ্ডপ' কহে। শারদীয় বা বাসন্তীপূজাকালে দিবসচতুষ্টয় ব্যতীত অন্য সময়ে সেই মণ্ডপ অতিথি ও সাধারণের ব্যবহারে থাকে।" ('অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য)] প্রভুর সঙ্গে অনেক লোকজন, সমস্ত অঙ্গন ভরিয়া গেল। রামচন্দ্র কোথায় স্বয়ং আসিয়া সপার্ষদ নিত্যানন্দপ্রভুকে অভ্যর্থনা করিবে, প্রভুর আগমনে নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিবে, তাহার গৃহটি সাক্ষাৎ সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত হইল বলিয়া সবংশে নিজেকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিবে, তাহার পরিবর্ত্তে তাহার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল যে, সে অবজ্ঞাভরে নিজে না আসিয়া তাহার একটি সেবককে দিয়া বিদ্রূপাত্মক বাক্যে খবর পাঠাইল যে, 'গোসাঞিঁর সঙ্গে অনেক লোক, গোয়ালার গোশালা অত্যন্ত প্রশস্ত স্থান, সেখানে আপনার থাকিবার ব্যবস্থা করিব, আমার স্থান খুব সংকীর্ণ।'

"সেবক বলে—গোসাঞিঁ, মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিমু বাসাস্থান ॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ স্থল, তোমার মনুষ্য অপার ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর দিকে ছিলেন, খান-প্রেরিত সেবকের বাক্য শুনিয়া মহা-ক্রোধে বাহিরের দিকে আসিয়া অট্ট অট্ট হাস্য-সহ-কারে কহিতে লাগিলেন—

"সত্য কহে,—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে, তার যোগ্য হয় ॥"

ইহা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দপ্রভু ক্রোধভরে সেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মহাপাষণ্ডের স্থান পরিত্যাগ করতঃ উঠিয়া চলিলেন। তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য সে গ্রামেই আর থাকিলেন না। হতভাগ্য খান তাহার সেবককে আজ্ঞা দিল,—গোসাঞিঁ (অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভু) যে স্থানে বসিয়াছে, সে স্থানের মাটি খুঁড়িয়া জল গোময় দ্বারা সংশোধন কর এবং তাহার (গোসাঞিঁর) লোকজনও যে মণ্ডপ ও প্রাঙ্গণে বসিয়াছে, তাহাও জলগোময় দ্বারা সংস্কার কর। তাহার কঠোরাদেশ অনুসারে সেবক তাহাই করিল, তথাপি সেই মহা-পাষণ্ড খানের মন তাহাতে প্রসন্ন হইল না! শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-চরণে মহাপরাধের ফল ফলিতে আর অধিক বিলম্ব হইল না। রামচন্দ্র খান রাজাকে প্রাপ্য কর না দিয়া সব লুটিয়া খায়—দস্যুবৃত্তি করে। তাহার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজির তাহার গৃহে আসিল এবং শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু তাহার গৃহের যে দুর্গামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন, সেই মণ্ডপেই বাসা লইয়া সেখানে অবধ্য বধ করিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া খাইল, স্ত্রীপুত্রাদি সহিত রামচন্দ্রকে বাঁধিয়া তিন দিন তথায় থাকিয়া অমেধ্য রন্ধন করিল, তাহার (খানের) ঘর গ্রাম সমস্ত লুট-পাট করিল, পরে চতুর্থ দিন সেই উজির তাহার লোকজন লইয়া চলিয়া গেল, খানের জাতি ধন জন —সব ধ্বংস হইল—বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় হইয়া রহিল—

"মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষের এইসকল ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া শুনিয়াও মানুষের জ্ঞান হয় না, ইহাই মহামায়ার মায়ার মহাভয়াবহ খেলা!

যাহা হউক নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস বেনাপোল হইতে চান্দপুরে [অঃ প্রঃ ভাঃতে লিখিত আছে—"সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীতে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বাটীর পূর্ব্বদিকে চাঁদপুর গ্রাম। তথায় তদীয় পুরোহিত বলরাম ও যদুনন্দন আচার্য্যের ঘর ছিল। 'অনুভাষ্যে' লিখিত আছে—"হুগলীজেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর নিকট এই গ্রাম। কাহারও মতে পরবর্ত্তিকালে এই গ্রামেরই নাম 'কৃষ্ণপুর' হইয়াছিল।"] আসিয়া শ্রীবলরাম আচার্য্যের ঘরে রহিলেন। সপ্তগ্রাম মুলু-কের মজুমদার (অর্থাৎ নবাবী আমলের রাজস্বের হিসাব-রক্ষক) হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতা, তাঁহা-দেরই পুরোহিত—শ্রীবলরাম আচার্য্য। ইনি ঠাকুর

হরিদাসের কৃপাপাত্র এবং ভক্তিমান্ সজ্জন, তিনি ঠাকুরকে যত্ন করিয়া এই চান্দপুর গ্রামে রাখিলেন, তাঁহারই নির্জ্জনপর্ণশালায় অবস্থান করিয়া ঠাকুর সংখ্যানাম কীর্ত্তন এবং তাঁহারই গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করেন। শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস তখন বালক, অধ্যয়ন করিতেন। তিনি প্রত্যহ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে কৃপা করিতেন। সেই কৃপাই তাঁহার ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যকৃপাপ্রাপ্তির কারণস্বরূপ হইয়াছিল—

"হরিদাস কৃপা করেন তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। "মহতের কৃপা বিনা ভক্তি নাহি হয়"—এই বাক্যের সার্থকতা তাঁহারই বাল্যজীবনে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গ ও কৃপাপ্রাপ্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীবলরাম আচার্য্য ঠাকুরকে মিনতি করিয়া মজুমদারের সভায় লইয়া আসিলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতাই ঠাকুরকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন—

"ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈলা অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি' আসন দিলা করিয়া সম্মান ॥"

সভায় অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত সজ্জন বিরাজিত, মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ও মহাপণ্ডিত। সভাস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত—সকলেই হরিদাসের গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইলেন। মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ও তচ্ছ্রবণে খুবই সুখ পাইলেন। পণ্ডিতগণ সকলেই ঠাকুরের অপতিতভাবে প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম কীর্ত্তনের প্রশস্তি করিতে করিতে নামমাহাত্ম্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ 'নাম হইতে পাপক্ষয়', কেহ বা 'নাম হৈতে মোক্ষ হয়'—এইরূপ পাপক্ষয় ও মোক্ষফলপ্রদ নামাভাসকেই শুদ্ধনাম বলিয়া বিচার করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে ঠাকুর কহিলেন—এই দুইটি শুদ্ধনামের ফল নহে, শুদ্ধনামের ফলে কৃষ্ণে প্রেমোদয় হয়।

'হরিদাস কহেন—নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥'

ইহার শাস্ত্রপ্রমাণস্বরূপ কহিলেন—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥"

—ভাঃ ১১।২।৪০

অর্থাৎ 'কৃষ্ণসেবাব্রত পুরুষ অবশচিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনে জাতানুরাগবশতঃ শ্লথহৃদয় হন, উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করেন।" (চৈঃ চঃ আ ৭।৯৪ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

[শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীঠাকুর ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"এইপ্রকার ভজনকারী ভক্তের সংপ্রাপ্তফলস্বরূপ প্রেমভক্তিযোগের সংসারধর্ম্মাতীতা চেষ্টা বলিতেছেন—'এবংব্রতঃ' অর্থাৎ এইপ্রকার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সেবনব্রত বা নিয়ম যাঁহার, তিনি। ভক্তিঅঙ্গসমূহ মধ্যে নামকীর্ত্তনের সর্ব্বোৎকর্ষ বলিতেছেন—'স্বপ্রিয় কৃষ্ণের নামকীর্ত্তনদ্বারা অথবা নিজপ্রিয় যে কৃষ্ণনাম, তাঁহার কীর্ত্তনদ্বারা যাঁহার কৃষ্ণে অনুরাগ বা প্রেমোদয় হইয়াছে, তিনি। দর্শনোৎকণ্ঠাগ্নিদ্বারা যাঁহার চিত্তরূপ জাম্বুনদ অর্থাৎ সুবর্ণ দ্রুত অর্থাৎ দ্রবীভূত বা বিগলিত হইয়াছে। ভক্তের হাস্যরসোদয়ের কারণ বলিতেছেন—নবনীতচৌর্য্যলীলাভিনয়কারী কৃষ্ণ প্রভাতে গোপীগৃহে প্রবিষ্ট হইলে বহির্দ্বারে অবস্থিতা জরতী (বৃদ্ধা গোপী) গৃহকর্ম্মরতা গোপীগণকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন, ওরে যশোদাসুত হৈয়ঙ্গবি (সদ্যোজাত নবনীত)-চৌর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে, উহাকে ধর ধর,—বৃদ্ধার এই বাক্য শ্রবণমাত্র পলায়নলীলাপ্রবৃত্ত কৃষ্ণের স্ফূর্তিপ্রাপ্তিতে ভক্ত অত্যুল্লাসে হাস্য করিয়া উঠেন, আবার স্ফূর্ত্তিভঙ্গে ভক্ত 'হায় হায় প্রাপ্ত মহানিধি আমার হস্তচ্যুত হইয়া গেল' বলিতে বলিতে কৃষ্ণবিরহবিহ্বল হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ-চিত্তে ক্রন্দন করিতে থাকেন। আর 'হে প্রভো তুমি কোথায় আছ, একবার প্রত্যুত্তর দাও'—এই বলিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিতে থাকেন। আবার কৃষ্ণাদর্শনবিহ্বল ভক্তের কাতর আহ্বান শ্রবণ করিয়া যখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে আশ্বাস দিয়া বলেন—'ভো ভক্ত, তোমার

কাতর আহ্বান শ্রবণ করিয়া এই যে আমি ছুটিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি', তখন পুনরায় শ্রীভগবৎ-স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভক্তের আর আনন্দের সীমা থাকে না, ভক্ত অত্যুল্লাসে ভগবানের গুণগাথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং 'আজ আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার জন্ম সার্থক হইল' বলিয়া উন্মাদবৎ নৃত্য করিতে থাকেন, তখন আর লোকবাহ্য থাকে না অর্থাৎ লোকসকলের হাস্য-প্রশংসা-সম্মান-অবমানাদি বিষয়ে কোন অবধান থাকে না অর্থাৎ কে তাঁহাকে দেখিয়া হাস্য বা প্রশংসা করিতেছে, কে তাঁহাকে সম্মান বা অপমান করিল—এসকল বিষয়ে কোন দৃষ্টি থাকে না। [তখন তাঁহার অবস্থা এইরূপ হয় যে,—

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন
বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠামো
নটামো নির্ব্বিশামঃ॥"

অর্থাৎ হরিরসমদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া আমরা নির্লজ্জ হইয়া কখনও ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া গড়াগড়ি দিব, কখনও বা উদ্দণ্ড নৃত্য করিব, মুখর জগতের লোক যেখানে সেখানে যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক, তাহাতে আমরা কর্ণপাত করিব না।]

সুতরাং নামের সাক্ষাৎ ফল কৃষ্ণপ্রেমোদয়, পাপ-ক্ষয় ও মোক্ষাদি তাঁহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কহিলেন—সূর্য্যোদয়ের সাক্ষাৎ ফল যেমন—স্বপ্রকাশ, পরপ্রকাশ ও আনন্দাদি; তেমন আনুষঙ্গিকফল অন্ধকার-রাহিত্য ঃ—

"আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥"

পদ্যাবলীধৃত শ্রীলক্ষ্মীধর স্বামিকৃত 'নাম-কৌমুদী'র নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া ঠাকুর সভাস্থ পণ্ডিতগণকে উহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য কহিলেন। পণ্ডিতগণ ঠাকুরকেই উহার ব্যাখ্যা বা 'অর্থ-বিবরণ' শুনাইতে অনুরোধ করিলেন।

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং
হরের্নাম॥"

[অর্থাৎ "সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমিরসমুদ্র নাশ করেন, তদ্রূপ যে হরিনাম একবারও উদিত হইলে সকল লোকের পাপনাশ করেন, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।"]

ঠাকুর অর্থ করিলেন—

"(হরিদাস কহেন—) যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥"

উহার প্রমাণস্বরূপ ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোক কীর্ত্তন করিলেন—

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"
—ভাঃ ৬।২।৪৯

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"
—ভাঃ ৩।২৯।১৩

অর্থাৎ "পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়াই মুমূর্ষু অজামিল যখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধা করিয়া নাম লইলে যে কি হয়, বলা যায় না (বৈকুণ্ঠগমনের ত' কথাই নাই)।" (চৈঃ চঃ অ ৩।৮৩ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

"সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্ত-গণ তাহা গ্রহণ করেন না, যেহেতু আমার অপ্রাকৃত-সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।" (চৈঃ চঃ আ ৪।২০৭ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

সেই সভায় গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক একজন আরিন্দা অর্থাৎ তহশীল সংগ্রহকারী পদাতিক (পত্র ও রাজকর-বাহক—পেয়াদা)-প্রধান ছিল, সে মজুমদার-গৃহে থাকিয়া আরিন্দাগিরি করিত, বাদ-শাহকে বারলক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়া আসিত। সে ঠাকুরের শ্রীমুখে 'নামাভাসে মুক্তি হয়',—এইকথা শ্রবণ করিয়া সহ্য করিতে পারিল না, ঠাকুরের প্রতি ক্রোধভরে অবজ্ঞার সহিত ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিল—

"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ॥
কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে—নামাভাস-মাত্রে সেই মুক্তি হয় ॥"

ঠাকুর নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন—ব্রাহ্মণ, তুমি আমার বাক্যে বৃথা সংশয় উত্থাপন করিতেছ কেন? "কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥" শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহলাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোস্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥"
—(হরিভক্তিসুধোদয় ১৪ অঃ ৩৬ শ্লোক)

অর্থাৎ "হে জগদ্গুরো আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহলাদরূপ বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি, আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোস্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে ; ব্রহ্মলয়ে জীবের যে সুখ, তাহাও গোস্পদস্বরূপ। গোস্পদ অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতিক্ষুদ্র।"

(—চৈঃ চঃ আ ৭।১৮ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

শাস্ত্র বলিতেছেন—নামাভাসমাত্রেই মুক্তি হয়। কিন্তু ভক্তিসুখ-সমুদ্রের নিকট এই মুক্তি গোস্পদবৎ অতি তুচ্ছ। অতএব ভক্তগণ মুক্তি চাহেন না।

তচ্ছ্রবণে সেই ব্রাহ্মণব্রুব কহিল—

"(বিপ্র কহে—) নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে তোমার নাক কাটি' করহ নিশ্চয় ॥"
হরিদাস কহেন—"যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটিমু—এই সুনিশ্চয় ॥"

ঠাকুর হরিদাসকে এইরূপ অমর্য্যাদাসূচক বাক্য বলায় সভাসদগণ সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন, মজুমদার সেই বিপ্রাধমকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পুরোহিত বলরাম আচার্য্যও তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন –"ঘটপটিয়া মূর্খ তুঞি ভক্তি কাঁহা জান? হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান! সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ ॥"

'ঘটপটিয়া' অর্থাৎ ঘট ও পট লইয়া বৃথা তর্ককারী নৈয়ায়িক। ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রের দু'চার পাতা পড়িয়া পাণ্ডিত্যাভিমান হইয়াছে, তাই সেই পণ্ডিতম্মন্য ঠাকুর হরিদাসকেও অপমান করিয়া বসিল! মজুমদার নামে অর্থবাদ বা নামমহিমায় অতিস্তুতি জ্ঞানকারী সেই বিপ্রাধমের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর সেই সভাস্থল হইতে উঠিয়া চলিলেন, মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় সভার সভ্যবৃন্দসহ ঠাকুরের চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অদোষদর্শী ঠাকুর হাসিমুখে মধুরবচনে সকলকেই কহিলেন—

"তোমা সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥
তর্কের গোচর নহে, নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব ॥
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার ॥"

শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদ ও অভয়বাণী পাইয়া হিরণ্যগোবর্দ্ধন নিজঘরে আসিলেন এবং সেই বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধুর সঙ্গ চিরতরে বর্জ্জন করিলেন।

'সেই ব্রাহ্মণে নিজদ্বার মানা কৈল ॥'

নামে অর্থবাদ ও বৈষ্ণবাবজ্ঞার ভীষণ ফল অবিলম্বেই ফলিল—

"তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতিউচ্চ নাশা তার গলিয়া পড়িল ॥
চম্পককলিসম হস্ত-পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি' ॥"

মহদপরাধের এইরূপ ভীষণ পরিণাম দেখিয়া ঠাকুরের অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য্যস্মরণে সকলেই তাঁহার নতি-স্তুতি করিতে লাগিলেন। যদিও ঠাকুর সেই ব্রাহ্মণের কোন দোষ দর্শন করেন নাই, তাহাকে কোন শাপতাপও দিতে যান নাই, কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ যে তাঁহার ভক্তের নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না, তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইলা।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইলা ॥
ভক্তস্বভাব—অজ্ঞদোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে ।"

বিপ্রের কুষ্ঠব্যাধিরূপ দুঃখ শুনিয়া হরিদাস মনে মনে খুবই দুঃখ অনুভব করিলেন। ঠাকুর পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শান্তি-

পুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যভবনে গমন করিলেন। ঠাকুর আচার্য্যপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে আচার্য্যও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সম্মান করিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে একটি গোফা করিয়া তথায় বসিয়া নির্জ্জনে ভজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঠাকুর তথায় ভজন ও শ্রীঅদ্বৈতভবনে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। আচার্য্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও ভাগবতের ভক্তি-অর্থ শুনাইয়া ঠাকুরকে সুখ দিতেন। দুইজনে ইষ্ট-গোষ্ঠী করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন।
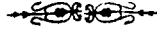
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৬১)

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ অবধূত পরমহংস বৈষ্ণব ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশে) ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুরের নিকটবর্ত্তী মজিদপুর গ্রামে বাবাজী মহারাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃকুলের পরিচয় অপরিজ্ঞাত। প্রাচীন সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত বাবাজী মহারাজের অলৌকিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও গণসহ ভ্রমণের বৃত্তান্ত পাঠে এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ও তাঁহার নিজজনগণের শ্রীমুখোক্তি হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা সংক্ষিপ্তরূপে লিখিবার প্রযত্ন করা যাইতেছে। বাবাজী মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া অবধূতভাবে অত্যন্ত বৈরাগ্যের সহিত গঙ্গার তটে বৃক্ষতলে থাকিয়া যখন ভজন করিতেছিলেন, শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার বিধিবহির্ভূত পরমহংস বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াসমূহ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দূর হইতে তিনি দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অনুগত শিষ্যগণকে বাবাজী মহারাজের নিকটে যাইতে নিষেধ করিতেন। কেন না বাবাজী মহারাজ মহাপুরুষ হইলেও, তাঁহার বিধিবহির্ভূত আচরণসমূহ সাধারণ নিম্নাধিকারী সাধকগণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিতে পারেন। বিধির মুখ্য তাৎপর্য্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসন্নতা বিধান। অনর্থযুক্ত সাধকের অধিকারানুসারে শাস্ত্রবিধিসম্মত যে বৈধীভক্তির ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, হরিভজনের জন্য তাহাকেই তাঁহারা মাপকাঠি করিয়া শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের শাস্ত্রাতীত ক্রিয়াসমূহ বুঝিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হন এবং মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করিয়া ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইয়া পড়েন। এইরূপ শুনা যায়, বাবাজী মহারাজের দুইটী কাপড়ের ঝোলা ছিল—একটি ঝোলায় নিতাই গৌরাঙ্গ ও অপর ঝোলায় রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তিসমূহ রাখিয়া নিত্য পূজা করিতেন। ঝোলা হইতে মূর্ত্তিসমূহ বাহির করিয়া মনে মনে মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক ভাবসেবার পর পুনঃ যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন, আবার কখনও বা ঝোলার বাহিরে লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াও রাখিতেন। কখনও বা গড়গড়ায় তামাক সাজাইয়া দূর হইতে গড়গড়ার নলটি রাধাগোবিন্দকে দেখাইতেন, কিন্তু নিতাই গৌরাঙ্গকে দেখাইতেন না। বহু ব্যক্তি চাল, আটা, ফল, কলা, মূলা বাবাজী মহারাজকে সেবার জন্য দিতেন, বাবাজী মহারাজ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, দ্রব্যাদি স্তূপীকৃত হইলে হঠাৎ কি খেয়াল হইত, ঠাকুরকে দৃষ্টিভোগ দিয়া উপস্থিত সকলকে সব-প্রসাদই বিলাইয়া দিতেন। তাঁহার এইসকল অলৌকিক আচরণ সাধারণ ব্যক্তি বুঝিবেন কি করিয়া? বাবাজী মহারাজ ডোরকৌপীন পরিধান ও কেশ-শ্মশ্রু সংরক্ষণ করিয়া আলুথালুভাবে থাকিতেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন। বড় বড় বৃক্ষ হইতে কোনকিছুর সাহায্য ব্যতীত হাত দিয়াই পূজার জন্য ফুল তুলিয়া

আনিতেন। কিন্তু একবার ফুল পাড়িতে গিয়া একটি বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গিয়া বাবা খঞ্জ হইবার লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন।

বাবাজী মহারাজ নিজের ভাবেই বিভোর থাকিতেন, বেশী কথা বলিতেন না। তাঁহার নিকট বহু লোক যাইতেন, অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি খেয়াল হইলে কোন কথার পরোক্ষে উত্তর দিতেন, নতুবা অধিকাংশ সময়ই মৌন থাকিতেন, ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া কত কি বলিতেন, কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তিনি তাঁহার উপদেশে শাস্ত্রের শ্লোক বলিতেন না, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক অনুভূতি হইতে যাহা ২।৪টি কথা বলিতেন, তাহাতে চিত্তে গভীর রেখাপাত করিত। একসময় এক ব্যক্তি বাবাজী মহারাজের নিকট প্রত্যহ যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—'ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কি ?' বাবাজী মহারাজ চুপ করিয়া থাকিতেন, কিছু বলিতেন না। একদিন হঠাৎ বাবাজী মহারাজের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়িল, জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি চাও'? উত্তর—'আমি ভগবান্‌কে পেতে চাই'—। বাবাজী মহারাজ কহিলেন—'কেঁদো' (অর্থাৎ ক্রন্দন করিও)।

বাবাজী মহারাজ কেবল নবদ্বীপমণ্ডলে থাকিয়াই যে ভজন করিয়াছেন, এমন নহে, তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থানে যাইয়া ভজন করিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিত মতি' বাবাজী মহারাজ সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেম-রস-সাগরে তদ্ভাব-বিভাবিতভাবে নিমগ্ন থাকায় যেখানেই যাইতেন, সেখানকার সবই তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনা করাইত, বিশেষতঃ বটবৃক্ষ দেখিলেই 'বংশীবট' বলিয়া তাহার নীচে বসিয়া পড়িতেন, সহজে সেখান হইতে উঠিতেন না। বিগত ১২ ফাল্গুন ১৩৪৭, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ সোমবার ত্রয়োদশী তিথিতে বাবাজী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত শ্রীকোলদ্বীপ (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) হইতে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন—কখনও পদব্রজে, কখনও গোশকটে, কখনও বা রেল-পথে। প্রথমে কাটোয়ায় যাইয়া কাটোয়া রেল-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি বড় বটবৃক্ষতলে দুইদিন, কাটোয়া হইতে ট্রেণে উঠিয়া ভাগলপুর ষ্টেশনে নামিয়া তথায়ও ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বটবৃক্ষতলে একদিন, গঙ্গার তটে চারিদিন, ভাগলপুর হইতে গয়াতে নামিয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের নিকটে ফল্গুনদীর তীরে তিনদিন, কাশীধামে শ্রীদশাশ্বমেধঘাটে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় তিনদিন, অযোধ্যায় সরযূ নদীর তটে তিনদিন, তথায় বটবৃক্ষতলে একপ্রহর. প্রয়াগে ত্রিবেণীতে দশদিন, মথুরায় শ্রীবিশ্রামঘাটে যমুনার তটে দুইদিন, বৃন্দাবনে বংশীবটে আটদিন, যমুনার তীরে মধ্যচড়ায় নয়দিন, গোবিন্দজীর মন্দিরে একদিন, কালীয়দহে দুইদিন, নন্দগ্রামে সূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্বপারে তমালবৃক্ষের তলায় আটদিন, পাবনসরোবরে দুইদিন, পীলুগাছের তলায় চারদিন, পুনরায় বৃন্দাবনে বংশীবটের ঘাটে নয়দিন ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া প্রায় তিনমাস বাদে জ্যৈষ্ঠ ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাবাজী মহারাজের সহিত যাঁহারা ভ্রমণে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ব্রজমণ্ডলে বিভিন্ন বনে কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন, কখনও নবদ্বীপধামের মহিমা কীর্ত্তন, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে গান, কখনও অট্টহাস্য, কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় অসংলগ্ন কথা বলিতে, কখনও সম্পূর্ণ মৌন থাকিতে, কখনও বা শ্রীবিগ্রহের সহিত মনে মনে কি সব বিড় বিড় করিয়া অস্ফুট-ভাবে কথা বলিতে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ভাবে বিভাবিত দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকাসমূহের বিভিন্ন স্থানে বাবাজী মহারাজের যেসব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ জানা গিয়াছে যে, তিনি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া সম্বৎসর-কাল পর্য্যন্ত শ্রীঅম্বিকা-কালনা, খড়্গপুর (মেদিনীপুর). বালেশ্বর, সোরো, ভদ্রক, খুরদারোড, পুরুষোত্তমধাম, পুনঃ গয়া. কাশী. সৈয়দপুর গ্রাম, পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি বহুস্থানে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন।

বহু ব্যক্তি বাবাজী মহারাজের নিকট যে সব প্রশ্ন করিতেন এবং বাবাজী মহারাজ তাহার যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেন, তাহার কতিপয় শিক্ষা নিম্নে বিবৃত হইল—

প্রশ্ন ঃ—বাবা ! আমরা কি ক'রব ?

উত্তর ঃ—নিতাই ভজলে গৌর পাবে, নিরানন্দ দূরে যাবে, পরানন্দের উদয় হবে।

প্রশ্ন ঃ—ইন্দ্রিয়ের তাড়না হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি ?

উত্তর ঃ—শুনিয়া গোবিন্দরব, আপনি পলাবে সব, সিংহরবে যথা করিগণ।

প্রশ্ন ঃ—বাবা ! আপনার সংসারেও তো নিরানন্দ ?

উত্তর ঃ—এখানে নিরানন্দ, ভজলে গৌরনিতাই, পাইবে আনন্দ। আমার এইটা নিত্য সংসার, আর তোমার মায়ার সংসার। শিশু যেমন ঘুমের মধ্যে হাসে, কাঁদে, তোমার সংসারের সুখও সেইরকম।

প্রশ্ন ঃ—কৃষ্ণের কৃপা, ভক্তের কৃপা বুঝব কি করে ?

উত্তর ঃ—'যে করে তোমার আশ, তার কর সর্ব্বনাশ।' কাহাকেও টাকা দেয়, কাহারও টাকা নেয়। তোমাস্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। ঠেকাবি কি করে ? পরিত্রাণ করবে কে ? কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না হইল।

প্রশ্ন ঃ—কৃপা পাব কি করে ?

উত্তর ঃ—কাঁদলে ত' কৃপা হবে। কাঁদে কই ? প্রেমকাঁদা কাঁদলে ত' পাবে। 'মুখে বলি হরি, কাজে অন্য করি, প্রেমবারি চোখে এলো না।'

প্রশ্ন ঃ—সুখ কিসে ? ত্যাগে না ভোগে ?

উত্তর ঃ—সাধুরা সরযূ নদীর তীরে থাকে, আর সীতারাম বলে। এখানে আনন্দ ; নিরানন্দ থাকে না। দুর্য্যোধন রাজার পক্ষে যারা আছে, তাদের নিরানন্দ। যুধিষ্ঠির মহারাজের পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সুখ। এই সুখ ও দুঃখ দুইভাই। ভোগ আর ত্যাগ। কেহ ভোগ করে, কেহ ত্যাগ করে।

প্রশ্ন ঃ—মায়াপুরে কখনও গেছেন ?

উত্তর ঃ—গিয়েছি। তাকে মায়াপুরও বলে, নবদ্বীপও বলে। মায়াপুরের মন্দিরের চারিদিকে ঘর আছে, নিমগাছের তলায় সেবা আছে। আমি একবার ছিঁড়া কাঁথা ও করঙ্গ নিয়ে মায়াপুরে গিয়েছিলাম। শচীনন্দন গোসাঞি এসে আমার করঙ্গটি নিয়ে গেল। আমি বসে রইলাম। কতক্ষণ পরে করঙ্গটি ফিরিয়ে দিয়ে শচীনন্দন গোসাঞি চলে গেলেন। আমিও চলে আসলাম।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা কখনও কখনও বলিতেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থদ্বয়ের—শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের সহিত সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর সহরে 'শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ' নামে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছেন। একসময়ে বাবাজী মহারাজ তীর্থভ্রমণকালে মেদিনীপুরে আসিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব বাবাজী মহারাজ গোশকটে আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া পরমোল্লাসে বাবাজী মহারাজের নিকট সেবক পাঠাইলেন তাঁহাকে সগোষ্ঠী মেদিনীপুর মঠে আমন্ত্রণের জন্য। বাবাজী মহারাজ সেবকের নিকট যাইবেন বলিয়া বাক্যও দিলেন এবং শ্রীল গুরুদেব তাঁহাদের যথোচিত সেবার ব্যবস্থাও করিলেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর বাবাজী মহারাজের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন তিনি আসিলেন না, তখন শ্রীল গুরুদেব নিজেই সেবকগণসহ বাবাজী মহারাজের নিকট পেঁৗছিলেন। বাবাজী মহারাজ মেদিনীপুর সহরে প্রবেশের অদূরে পেঁৗছিয়া একটি বটবৃক্ষকে দেখিয়া "ইহাই বংশীবট",—এইরূপ বলিয়া তথায় নামিয়া সেখানেই ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবকে দেখিয়া সরস্বতী ঠাকুরের সম্বন্ধে বহু প্রীতি প্রদর্শন করিলেন এবং স্নেহের সহিত ঠাকুরের পরমান্ন প্রসাদ দিলেন। শ্রীল গুরুদেব বাবাজী মহারাজ-প্রদত্ত পরমান্ন প্রসাদ পরমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। পরমান্ন প্রসাদের অপূর্ব্ব আস্বাদন। কখনও কখনও শ্রীল গুরুদেবকে ইহা বলিতে আমরা শুনিয়াছি।

আমাদের শিক্ষাগুরু পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বাবাজী মহারাজের অলৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে কএকটী ঘটনার বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন ঃ—

"একটি চাক্ষুষ ঘটনা—বাবার শ্রীনবদ্বীপ গঙ্গাতটস্থ ভজনকুটীরে শ্রীবিগ্রহসমক্ষে স্তূপীকৃত ফল থাকিত, তাহাতে কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার উপায় ছিলনা। একদিন একটি গরু আসিয়া সেই ফলগুলি ভক্ষণ করিতেছে, বাবা হাততালি দিতেছেন আর

অট্টহাস্য হাসিতেছেন। বাবার সেবকের নাম পূর্ণ বা পুণ্য, আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বাবা আজ এত হাসিতেছেন, ইহার কারণ কি ? তিনি কহিলেন—গত রাত্রে বাবার ভোগের ও পূজার বাসনগুলি চোরে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে, এখন আবার গরুতে আসিয়া ফলগুলি খাইয়া যাইতেছে দেখিয়া বাবা আনন্দে আটখানা হইয়া হাসিতেছেন আর বলিতেছেন—'এক চোরা দেয় এক চোরা নেয়।' গরুকে কাহারও তাড়াইবার উপায় নাই, এই চৌরাগ্রগণ্য পুরুষই ত' কৃষ্ণ।

বাবা কাহাকেও তাঁহার পাদপদ্মে হাত দিতে দিতেন না। কিন্তু আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরদিন, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। বাবা আজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া কল্পতরু হইয়াছেন, আজ তাঁহার পাদপদ্মে হস্তার্পণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। একদিন তাঁহার ফেলালবও পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

'ত্যজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥' এইসকল পদ গান করিতে শুনিয়া বাবাজী মহারাজ ছল ছল নেত্রে—গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন—তোমরা ত' কেবল গাহিয়াই গেলে, যার ফাটল, তার ফাটল। অর্থাৎ আমরা কেবল মহাজন-পদ শুনি, গানই করি, কিন্তু হৃদয় বিগলিত হয় না, ধামের ধূলা গায়ে লাগিলে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে চাই, তাহার মূল্য কিছুই বুঝি না।

আমরা শুনিয়াছি, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের নিকট বেষাশ্রয় করিয়াছিলেন।

একদিন বাবার ভজনকুটীর-প্রাঙ্গণে মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে অন্য স্বকপোলকল্পিত রসাভাসদোষদুষ্ট ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ নামগান আরম্ভ করিবামাত্র বাবা 'ঐ নাম এখানে চলিবে না' বলিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

এক সজ্জন প্রায়ই বাবাকে 'কৃপা কর' 'কৃপা কর' বলিয়া প্রার্থনা জানাইতেন। একদিন বাবা তাঁহার ডোর কৌপীন খুলিয়া তাঁহার দিকে তাহা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—'কের্‌পা লিবি কের্‌পা লিবি, এই লে'। বাবার বচনভঙ্গী শ্রবণ করিয়া তিনি ভীত হইলেন। আমরা 'বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি' এরূপ কৃপা লাভ করিতে হইলে বৈষ্ণবচরণে নিষ্কপটে শরণাগতি লাভের বিচার বরণ করিতে পারিতেছি কোথায় ? মুখে 'কৃপা কর' বলিলে কি হইবে ?

শ্রীগোকুলদাস বাবাজী বলিয়া আমাদের এক বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা ছিলেন। শুনিয়াছি তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম, বাবার পূর্ব্বাশ্রমের নিকট ছিল। তিনি প্রায়ই শ্রীমায়াপুর হইতে বাবার চরণ দর্শন করিতে যাইতেন। বাবা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া হরিকথা বলিতেন।"

শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে বা শ্রীপুরুষোত্তমধামাভিমুখে দীর্ঘ ভ্রমণসূচীর পরে যখন নবদ্বীপধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন মজিদপুরবাসী ভক্তগণের আগ্রহক্রমে তাঁহার আবির্ভাবস্থলীতে মাঝে মাঝে শুভ পদার্পণ করিতেন, কিন্তু সুখলাভ করিতেন না, বলিতেন উহা পাণ্ডববর্জিত স্থান।

শ্রাবণ মাসের শুক্লা-চতুর্থী তিথিবাসরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ অপ্রকট হন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ২০৪ পৃষ্ঠার পর]

পুত্র আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ। তাহাকে কি করিয়া বিক্রয় করিব এবং পত্নীও অবিক্রেয় বস্তু।' রাজমহিষী শৈব্যা সত্যরক্ষার জন্য তাঁহাকে যথোচিত মূল্যে বিক্রয়ের জন্য সকাতর নিবেদন করিলে মহীপতি হরিশ্চন্দ্র তাহা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে পুনরায় পত্নীর ঐ

বাক্য স্মরণ করিয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পত্নী শৈব্যা পতির ঐপ্রকার অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল-ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 'চিরদিন সৌধোপরি সুকোমল শয্যায় যিনি শয়ন করিয়াছেন, তিনি কি না আজ কঠিন ভূমিতলে নিপতিত! হায়! যিনি শত শত বিপ্রগণকে কোটী কোটী মুদ্রা দান করিয়াছেন, সেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর আমার পতি আজ কি না অনাবৃত মাটীতে শায়িত।' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শৈব্যাও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। বালক নৃপকুমার রোহিত পিতামাতার ঐপ্রকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষুধাতুর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয়বিদারক করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন—'হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমার জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছে, আমাকে খাবার দাও।' ইত্যবসরে মহাতপা বিশ্বামিত্র দক্ষিণা লইবার জন্য অন্তকের ন্যায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুক্ষণান্তে মূর্চ্ছাভঙ্গে রাজা হরিশ্চন্দ্র চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে তথায় দেখিবা মাত্র পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বামিত্র রাজার মুখে ও নেত্রে জলসেচন করিলে রাজার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিলেন—'সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞাপেক্ষা সত্যরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সূর্য্যদেব অস্তমিত হওয়ার পূর্ব্বেই যদি দক্ষিণা না পাই, আমি নিশ্চয়ই আপনাকে অভিসম্পাত করিব।' বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া চিন্তায় কাতর হইলেন। এমন সময়ে একজন বেদ-পারঙ্গত তপস্বী ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজমহিষীর মনে আশার সঞ্চার হইল। 'ব্রাহ্মণগণ বর্ণত্রয়ের গুরু ও পিতৃসদৃশ। তাঁহাদের নিকট ধন প্রার্থনায় কোন দোষ নাই'—এইরূপ যুক্তির দ্বারা রাজমহিষী মহারাজকে তাঁহাদের নিকট ধন প্রার্থনার জন্য পরামর্শ দিলেন। মহারাজ পত্নীর উক্তপ্রকার অনুচিত বাক্য শুনিয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ-গণ ক্ষত্রিয়ের গুরু। তাঁহাদের নিকট ধন প্রার্থনা করা উচিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম—দান, শরণাগতকে অভয় প্রদান ও প্রজাপালন। ক্ষত্রিয় কখনও কাহারও নিকট 'দেহি' 'দেহি' এইরূপ বাক্য বলিবেন না।' পতির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পত্নী বলিলেন —'ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যদি দানই হয়, তাহা হইলে স্ত্রী এক-প্রকার পতির সম্পত্তি। সেই সম্পত্তিকে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের দ্বারা দ্বিজবর বিশ্বামিত্রকে আপনি দক্ষিণা দিতে পারেন।' সত্যরক্ষার জন্য রাজমহিষীর পুনঃ পুনঃ সানুনয় প্রার্থনায় রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত ব্যাকুল অন্তরে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে পরিশেষে স্ত্রীকে বিক্রয় করিবারই মর্ম্মভেদী সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। রাজা নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া নগরবাসিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রীকে দেখাইয়া কাতরহৃদয়ে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আপনারা শুনুন! আপনাদের কাহারও যদি দাসীর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইঁহাকে লইতে পারেন। আমি ঋণগ্রস্ত। আমার ঋণের টাকা দিয়া আপনারা ইঁহাকে শীঘ্র গ্রহণ করুন। ইনি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া স্ত্রী।' উক্তপ্রকার অদ্ভুত কথা শুনিয়া কতিপয় পণ্ডিত বলিলেন—'কে আপনি? পত্নীকে বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন?' রাজা বলিলেন—'আমি একজন অমানুষ, নৃশংস, নিষ্ঠুর রাক্ষস! তজ্জন্য এই পাপকার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি।' উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণই মহাসুপুরুষ তেজীয়ান্ ব্যক্তিকে ঐরূপ কথা বলিতে শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন—'এই দাসীটি আমাকে দাও। আমি যথোচিত মূল্য দিয়া ক্রয় করিব। আমার অনেক ধন আছে। আমার পত্নী সুকুমারী বলিয়া গৃহকার্য্য করিতে সমর্থ নহে। তজ্জন্য আমার নিকটই ইহাকে বিক্রয় কর। কি মূল্য দিতে হইবে বল? ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহাতে বত্রিশ প্রকার সুলক্ষণান্বিতা, সচ্চরিত্রা, সর্ব্বগুণা-লঙ্কৃতা রমণীর মূল্য কোটী স্বর্ণমুদ্রা এবং ঐরূপ পুরুষের মূল্য দশ কোটী সুবর্ণমুদ্রা।' রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া কোনও প্রত্যুত্তর দিতে পারি-লেন না। ব্রাহ্মণ একটি বল্কলের উপরে কোটী

স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া হরিশ্চন্দ্রের পত্নীকে ক্রয় করিয়া দাসীবিচারে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন। রাজমহিষী পুত্রকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'হে রাজপুত্র! আমি এখন দাসী, আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি তোমার স্পর্শযোগ্যা জননী নহি।' জননীকে ব্রাহ্মণ টানিয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া বালক রোহিত 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পিছনে দৌড়াইতে লাগিল। দৌড়াইবার সময় বার বার পদস্খলন হইয়া পড়িয়া যাইতেছে, আবার উঠিতেছে—এইভাবে মায়ের নিকট যাইয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিল। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে দণ্ডাঘাত করিলেন। বালক কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু মায়ের আঁচল ছাড়িল না। রাজমহিষী তখন নিরুপায় হইয়া বালকটিকেও ক্রয় করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত পুরুষের মূল্য অর্ব্বুদ স্বর্ণমুদ্রা। বিপ্রবর অর্ব্বুদ স্বর্ণমুদ্রা বস্ত্রের উপর রাখিয়া পুত্রটিকেও ক্রয় করিলেন এবং সানন্দে দুই-জনকে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের দ্বারা নির্দ্দয়ভাবে আকর্ষিত হওয়ার পূর্ব্বে রাজমহিষী পতিকে পরিক্রমা ও প্রণাম করিয়া এই-রূপ বলিয়াছিলেন—'যদি আমি কখনও ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি, তবে যেন সেই পুণ্য-ফলেই আমি পতিকে ফিরিয়া পাই।' প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া পত্নীকে ও পুত্রকে নিদারুণ কষাঘাত করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া রাজা ব্যাকুলচিত্তে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। রাজা নিজেকে সূর্য্যবংশের কুলাঙ্গার-স্বরূপ মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন—মহাপাপের ফলস্বরূপই এই মহাদুর্ভাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজা একাকী মহাদুঃখে নিমজ্জিত আছেন, এমন সময়ে ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুরহৃদয় মহাতপা বিশ্বামিত্র শিষ্যগণের সহিত তথায় উপনীত হইলেন। রাজ্য-দানের দক্ষিণা সংগৃহীত হইয়াছে জানিয়া বিশ্বামিত্র রাজাকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য আরও একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। 'অযোধ্যায় গেলে প্রচুর ধন পাইবেন'—মহারাজার এই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বাক্য বিশ্বামিত্র স্মরণ করাইয়া দিলেন। রাজা বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—'হে বিপ্রবর! রাজ্যদানের দক্ষিণাস্বরূপ আপনি সার্দ্ধভারদ্বয় দক্ষিণা এবং রাজ-সূয় যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ অবশিষ্ট দক্ষিণা সবই গ্রহণ করুন।' বিশ্বামিত্র দক্ষিণার অর্থ কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। ন্যায়পথে উপার্জ্জিত হইলে তাহা তিনি গ্রহণ করিবেন, নতুবা নহে। রাজা বলিলেন, স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া কোটী স্বর্ণমুদ্রা এবং পুত্র রোহিতকে বিক্রয় করিয়া অর্ব্বুদ স্বর্ণমুদ্রা সর্ব্বসমেত এগার কোটী স্বর্ণমুদ্রা তিনি পাইয়াছেন। এগার কোটী স্বর্ণমুদ্রা রাজা বিশ্বামিত্রকে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র সমস্ত ধন পাইয়াও শোকাভিভূত রাজাকে ক্রোধের সহিত বলিলেন—'হে ক্ষত্রিয়াধম! রাজসূয় যজ্ঞের ইহা উপযুক্ত দক্ষিণা হইতে পারে না। যাহাতে সম্পূর্ণ দক্ষিণা হয়, শীঘ্র সেইপ্রকার ব্যবস্থা কর। যদি না কর, আমার উগ্র-তম প্রভাব ও অলৌকিক বল দেখিতে পাইবে।' বিশ্বামিত্রকে কিয়ৎকাল প্রতীক্ষার জন্য রাজা সানুনয়ে নিবেদন করিলে বিশ্বামিত্র দিবসের চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজার সমস্ত ধন লইয়া বিশ্বামিত্র চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র শোকাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'সূর্য্যাস্তের একপ্রহর বাকি আছে। প্রেত-স্বরূপ আমার হতভাগ্য দেহকে কেহ যদি কিনিতে ইচ্ছা করেন এবং কাহারও যদি উপকার হয়, তাহা হইলে ক্রয় করুন এবং ইহার মূল্য কি দিতে পারিবেন বলুন।' রাজার এইপ্রকার উচ্চৈঃস্বরে কাতর আহ্বান শুনিয়া কেহই আসিলেন না। ধর্ম্মদেব রাজাকে পরীক্ষার জন্য চণ্ডালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজার নিকটে প্রকটিত হইলেন। তাঁহার শরীর পূতিগন্ধময়, বক্ষঃস্থল বিকৃত, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুদ্বারা পরিপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, লম্বোদর, গলায় শবমালা, আকৃতিতে ভীষণ। মূর্ত্তিটিতে কিছু স্নিগ্ধতা থাকিলেও দেখিলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। সেই চণ্ডালাকৃতি ব্যক্তি একটি জীর্ণ যষ্টি হাতে লইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—'আমার ভৃত্যের দরকার আছে, আমি তোমাকে দাস-সূত্রে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এখন বল, কি মূল্য দিতে হইবে?' হরিশ্চন্দ্ররাজা চণ্ডালের পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে প্রবীর চণ্ডাল বলিয়া

পরিচয় দিলেন। শ্মশানের কার্য্যের জন্য তাঁহার ভৃত্যের দরকার, সেই ভৃত্য মৃত ব্যক্তিদের বস্ত্র আহরণ করিবে। রাজা তদুত্তরে বলিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ভৃত্য হইতে পারেন, চণ্ডালের ভৃত্য হইলে তাঁহার স্বধর্ম্ম নষ্ট হইবে। চণ্ডালরূপী ধর্ম্ম রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—"বাক্যরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। রাজা প্রথমে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন—'যাহার ইচ্ছা তিনিই তাঁহাকে ক্রয় করিতে পারেন', এখন তিনি সেই কথা ফিরাইয়া লইতেছেন, ইহা কি ধর্ম্ম?" এমন সময়ে বিপ্রবর বিশ্বামিত্র তথায় আসিয়া ক্রোধভরে চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া রাজাকে বলিলেন—'এই চণ্ডাল তোমাকে আকাঙ্ক্ষিত ধন দিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। তুমি কিজন্য সেই ধন লইয়া আমাকে দক্ষিণা দিতেছ না? সূর্য্যবংশ-সম্ভূত বলিয়া তুমি বৃথা অহঙ্কার কর। চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া আমার প্রাপ্যধন আমাকে না দিলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে অভিসম্পাত করিব।' রাজা হরিশ্চন্দ্র বিহ্বল হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—'হে বিপ্রবর! আমি আপনারই দাস। আমি আপনার প্রাপ্য অবশিষ্ট ধন দিবার জন্য আপনার অনুগত ভৃত্য হইলাম। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ভৃত্যরূপে গ্রহণ করিয়া যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আদেশ করুন।' বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া প্রবীর চণ্ডালকে বলিলেন—ভৃত্যের যথোচিত মূল্য দিয়া তাহাকে ক্রয় করিয়া লইতে, কারণ তাঁহার অর্থের প্রয়োজন। বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনিয়া চণ্ডালরূপী ধর্ম্মের পরমানন্দ হইল। তিনি বিশ্বামিত্রকে প্রয়াগে বহু রত্নপূর্ণ দশ যোজন পরিমিত ভূখণ্ড দান করিলেন। দ্বিজবর বিশ্বামিত্র চণ্ডাল-প্রদত্ত সমুদয় ধনই গ্রহণ করিলেন। সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের অপ্রসন্নভাব বিদূরিত হইল। তিনি বিশ্বামিত্রকে প্রভুরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীক্ষ হইতে রাজা ঋণমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া দৈববাণী হইল। নৃপবরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হরিশ্চন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের আজ্ঞাক্রমে চণ্ডালের অধীন ক্রীতদাসরূপে চলিতে প্রস্তুত হইলেন। চণ্ডাল সন্তুষ্টচিত্তে হরিশ্চন্দ্রকে বাঁধিয়া দণ্ডাঘাত করিয়া বলিল—'তুই অসত্যপথ আশ্রয় করিয়া চলিবি। স্বজনবিচ্ছেদে ব্যথিত ও দণ্ডাঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হরিশ্চন্দ্রকে প্রবীর চণ্ডাল নিজগৃহে লইয়া আসিয়া শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিল এবং নিজে সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল। রাজা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পত্নী-পুত্রের কথা এবং নিজের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—'কি সর্ব্বনাশ! আমার রাজ্য গেল, স্ত্রী-পুত্র গেল, বন্ধুগণ আমাকে ত্যাগ করিল। এখন আমি আবার চণ্ডাল হইলাম!' প্রবীর চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে পরুষবাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, পরে তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া শববস্ত্র আহরণের জন্য এবং কাশীধামের দক্ষিণাংশে একটি মহা-শ্মশানে থাকিতে ও উহাকে যথোচিতভাবে রক্ষা করিতে আদেশ করিল, উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিল। সেই চণ্ডালরাজ তাহার জীর্ণ দণ্ডটিও হরিশ্চন্দ্রের হাতে দিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ চণ্ডাল হইয়া কাশীধামের দক্ষিণাংশে মৃতদেহ সমাকীর্ণ দুর্গন্ধময় চিতাভূমিতে পরিব্যাপ্ত ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেই শ্মশানক্ষেত্রে অসংখ্য শৃগাল, কুকুর, শকুনি দলে দলে আসিয়া শবমাংস ভক্ষণ করিতেছে ও ভীষণ শব্দ করিতেছে। পূতিগন্ধময় শবগুলি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; মানুষের অস্থিগুলি এমনভাবে পড়িয়া আছে যে, চলা যায় না। অর্দ্ধদগ্ধ শব-মুণ্ড ও মানুষের দন্তরাজিগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সংসারাসক্ত মানবগণের স্থূল শরীরের সমস্ত অভিমানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া যেন তাহাদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক উপহাস করিতেছে। সেই শ্মশানে শোকগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বজনগণের শোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে শবদাহ ও চিৎকারে শ্মশানভূমিটি বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করিয়াছে, যেন কল্পান্তকাল উপস্থিত। রাজা হরিশ্চন্দ্র হা হুতাশ করিতে করিতে চণ্ডালরাজার আদেশ স্মরণ করিয়া শবান্বেষণে গমন করিলেন। যষ্টি-হস্তযুক্ত শীর্ণকায় রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানের শব-সমূহের মেদ ও মললিপ্ত হইয়া এমন কদাকার হই-

য়াছেন যে, তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই। শবদেহ দাহের জন্য লোকসকলের সহিত রাজা চণ্ডালপ্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া বিবাদ করিতে লাগিলেন। রাজার চরম দুর্দ্দশা হইল, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ বহু গ্রন্থিযুক্ত, হস্ত-পদ-মুখমণ্ডল-শরীর চিতাভস্মে পরিব্যাপ্ত, শব-বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার মস্তক বিমণ্ডিত। রাজা ক্ষুধার্ত্তা-বস্থায় শ্মশানে উৎসর্গীকৃত পিণ্ডাদি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাত্রিদিন বিনিদ্রাবস্থায় একবৎসর অতি-ক্রান্ত হইল। কিন্তু রাজার মনে হইল যেন শতবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র, যে ব্রাহ্মণের নিকট স্ত্রীপুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণের গৃহে রাজপত্নী ক্রীত-দাসী এবং রাজকুমার রোহিত ক্রীতদাসরূপে সর্ব্বক্ষণ সেবা করিয়া অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। একদিন রাজকুমার রোহিত বালক-গণের সহিত খেলাধূলার পর ব্রাহ্মণ-প্রভুর সন্তোষের জন্য কুশ, সমিধকাষ্ঠ, অগ্নি প্রজ্জ্বালনের কাষ্ঠ ও পলাশ কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া মস্তকে উঠাইয়া চলিতে চলিতে অধিক ভারবশতঃ মাঝপথে ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হওয়ায় সে একটি জলাশয়ের নিকট যাইয়া জলপান করিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর বল্মীকের উপর স্থাপিত বোঝাটি উঠাইতে যাইবে, এমন সময় বিশ্বামিত্রের নির্দ্দেশক্রমে এক মহাবিষধর ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্প বল্মীক হইতে বাহির হইয়া বালককে দংশন করিল। বালক তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। খেলার সাথী বালকগণ রোহিতকে মৃত দেখিয়া ভীত হইয়া ব্রাহ্ম-ণের বাড়ীতে দৌড়াইয়া আসিয়া রোহিতের জননীকে উক্ত দুর্ঘটনার কথা জানাইল। রাজমহিষী বজ্রপাত-সম এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি-লেন। ব্রাহ্মণ ঘরে আসিয়া রোহিতের জননীর মুখে-চোখে জল দিলে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রোহিতের জননীকে 'সন্ধ্যাকালে রোদন অলক্ষ্মীর লক্ষণ' এইরূপ বলিয়া যৎপরোনাস্তি গালি দিতে লাগিলেন। রাজমহিষী কিছু প্রত্যুত্তর না করিয়া করুণস্বরে কেবলই কাঁদিতেছেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন —'তোকে আমি মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছি, তুই আমার কাজের অবহেলা করিতেছিস্। যদি কার্য্য করিতে নাই পারিস, আমার টাকা নিলি কেন?' রাজমহিষী মৃতপুত্রকে একবার চোখের দেখা দেখি-বার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও ব্রাহ্মণ নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া গৃহকার্য্য করি-বার জন্য আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণের পদদ্বয়ে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে তখন ব্রাহ্মণ রোহিতের জননীকে তাঁহার মৃত পুত্রকে দেখিতে যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু দাহকার্য্য করিয়া শীঘ্র ফিরিতে বলিলেন, ব্রাহ্মণের প্রাতঃকালীন গৃহকার্য্যে যেন কোনও বিঘ্ন না হয়, তদ্বিষয়েও সাব-ধান করিয়া দিলেন। মধ্যরাত্রে বারাণসীর বহিঃ-প্রদেশে রাজমহিষী একাকিনী আসিয়া পুত্রকে কাষ্ঠের বোঝার উপরে মৃতাবস্থায় শায়িত দেখিয়া পুত্রশোকা-নলে দগ্ধ হইয়া যে প্রকার বিলাপ ও প্রলাপোক্তি করিতেছিলেন, তাহাতে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রের বক্ষঃস্থলে মাথা দিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পুনরায় চেতনা আসিলে বালককে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুখের উপর মুখ রক্ষা করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে এই-রূপ বলিতে লাগিলেন—'হে রাজন্! আপনি এখন কোথায়? একবার আসিয়া দেখুন, আপনার প্রাণা-পেক্ষা প্রিয়তম পুত্র রোহিতকে।' রাজমহিষী পুত্র-শোকে ক্রন্দন করিতে থাকিলে নগরপালকগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা মধ্যরাত্রে মহিলাকে একটি মৃত বালককে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তাঁহার পরিচয় বার বার জিজ্ঞাসা করিল। রাজমহিষী শোকগ্রস্ত অবস্থায় তাহাদের কোন কথারই উত্তর দিলেন না। তখন নগরপালকগণের সন্দেহ হইল এই স্ত্রীলোকটি কোন শিশুঘাতিনী রাক্ষসী হইবে। এত গভীর রাত্রিতে নগরের বাহিরে আসিয়াছে শিশুটিকে ভক্ষণ করিবার জন্য। নগরপালকগণ এইরূপ মনে করিয়া কেহ রাজমহিষীর কেশ, কেহ তাঁহার দুই হাত, কেহ তাঁহার গলদেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বীরবাহু চণ্ডালের বাটীতে লইয়া আসিল। নগরপালগণ চণ্ডালকে বলিল—'এই স্ত্রীলোকটি শিশুঘাতিনী রাক্ষসী, ইহাকে বাহিরে কোথায়ও লইয়া মারিয়া

ফেল।' বীরবাহু চণ্ডাল নগরপালগণকে প্রশংসা করিয়া বলিল—'তোমরা অতি উত্তমকার্য্য করিয়াছ। এ রাক্ষসীর কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু কোনদিন দেখিতে পাই নাই। এ রাক্ষসী অনেক শিশুকে ভক্ষণ করিয়াছে। তোমরা ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছ, তোমাদের চিরস্থায়ী কীর্ত্তি হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গাভী, স্ত্রীলোক এবং বালককে হত্যা করে, সোনা চুরি করে, ঘরে আগুন লাগায়, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমন করে ও সাধুদের সহিত বিরোধ করে, তাহাকে সংহার করিলে পাপ ত' হয়ই না বরং প্রভূত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।' সেই চণ্ডালরাজ রাজমহিষীকে রজ্জুর দ্বারা বান্ধিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করতঃ প্রহার করিতে করিতে হরিশ্চন্দ্রের নিকট লইয়া আসিল এবং অত্যন্ত কর্কশস্বরে দুষ্টা রাক্ষসীকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিল। নৃপতি হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের উক্তপ্রকার নিষ্ঠুরবাক্য শুনিয়া বলিলেন—'স্ত্রীহত্যা মহাপাপ। স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করাই উচিত। ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণ স্ত্রীবধ করিতে নিষেধ করেন। তাঁহারা বলেন—পুরুষ জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, স্ত্রীহত্যা করিলে রৌরবাদি নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তকাল ক্লেশ ভোগ করে। আমি আজন্ম এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছি যে, কখনও স্ত্রীহত্যা করিব না। সুতরাং আমার পক্ষে এইরূপ ঘৃণিত কার্য্য করা সম্ভব নহে। আপনি অন্য কাহারও দ্বারা করাইতে পারেন।' 'প্রভুর কার্য্য ভিন্ন ভৃত্যের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই' এইরূপ বলিয়া চণ্ডাল রাজাকে হত্যার জন্য পুনরায় আদেশ করিলে রাজা বলিলেন—'হে চণ্ডালনাথ! আমাকে অন্য কোন সুদারুণ কার্য্য দিন, আমি তাহা সম্পন্ন করিব।

(ক্রমশঃ)

স্বধামে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত প্রিয় শিষ্য এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির (Governing Body-র) অন্যতম সদস্য শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী প্রভু গত ৯ কার্ত্তিক (১৩৯৬), ২৬ অক্টোবর (১৯৮৯) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-দ্বাদশীতে—'পাণিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয় তিথি-বাসরে' রাত্রি ১২।২৫ মিঃ-এ ৭৬ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে কলিকাতায় স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইঁহার পিতৃদেব শ্রীভূষণ চন্দ্র দাস মহোদয় বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। ইনি শ্রীল গুরুদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে ২৭ মাঘ, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাসপূজাতিথিবাসরে ইনি শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ইনি প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যের দ্বারা নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুসেবা করিয়া অল্প দিনের মধ্যে শ্রীল গুরুদেবের অন্যতম প্রিয় সেবকরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। শ্রীগোবিন্দ প্রভু গুরুসেবৈকনিষ্ঠ আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। স্কুল-কলেজ সংক্রান্ত বিদ্যা না থাকিলেও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও ইঁহার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা অধিক ছিল। শ্রীল গুরুদেব এবং শ্রীল গুরুদেবের প্রধান শিষ্যগণ মঠের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। ইঁহার সান্নিধ্যে একবার যিনি আসিয়াছেন, তিনিই ইঁহার সুমধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই। ইনি ব্যবহারে সুনিপুণ এবং বহু গুণে গুণী ছিলেন। ইনি কলিকাতায় ৮৮/১এ, রাসবিহারী এভিনিউতে Dass Brothers—এই নামে (Furniture-এর) বিপণি স্থাপন করিয়া সাধারণ অবস্থা হইতে নিজ-যোগ্যতায় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। টালিগঞ্জ ৬৫, পূর্ণ মিত্র প্লেসে ইঁহারই প্রচেষ্টায় ত্রিতল গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং অন্যত্রও ইনি গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ২০৮ পৃষ্ঠার পর]

চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা পদব্রজে শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে যে কয়বার হইয়াছে, তাহাতে নিবাসস্থানের ক্রম এইপ্রকার ছিল—(১) শ্রীমথুরা (বৃন্দাবনদরজা ধর্ম্মশালা), (২) মধুবন (মহোলি), (৩) বহুলাবন (বাটি), (৪) শ্রীরাধাকুণ্ড, (৫) শ্রীগোবর্দ্ধন, (৬) লাঠাবন (ডিগ), (৭) কাম্যবন-শ্রীবিমলাকুণ্ডতীর, ৮) বর্ষাণা (ভানুকুণ্ড), (৯) নন্দগ্রাম (পাবনসরোবরতীর), (১০) কোশী, (১১) খেলনবন (শেরগড়); (১২) নন্দঘাট, (১৩) মাঠবন, (১৪) রায়া, (১৫) লৌহবন, (১৬) গোকুল মহাবন (ব্রহ্মাণ্ডঘাট), (১৭) শ্রীমথুরা (বৃন্দাবনদরজা), (১৮) শ্রীবৃন্দাবন। এইবার ব্রহ্মাণ্ডঘাটে উত্থানৈকাদশীতিথিতে গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সকলে ব্রহ্মাণ্ডঘাট হইতে যাত্রা করতঃ মথুরায় ফতেচাঁদ ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপন করিয়া পরদিবস দ্বাদশীতে পথে ভাতরোল দর্শনান্তে বৃন্দাবনে পৌঁছান।

কলিকাতা হইতে পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ ১০ কার্ত্তিক (১৩৭৩), ২৭ অক্টোবর (১৯৬৬) বৃহস্পতিবার তুফান এক্সপ্রেসে রিজার্ভ বগীতে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস শ্রীমথুরাধামে পৌঁছান। ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ মথুরায় আসিয়া একত্রিত হন। মথুরাধামে ভক্তগণের থাকিবার ব্যবস্থা বৃন্দাবনদরজাস্থিত হেলনগঞ্জ ধর্ম্মশালায় হইয়াছিল। উক্ত ধর্ম্মশালা 'ফতেচাঁদ ধর্ম্মশালা' এই নামে সাধারণে প্রসিদ্ধ। ১২ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টো র শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-স্থলী মথুরাধাম হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইয়া (মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, বৃন্দাবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লৌহবন ও মহাবন) ভ্রমণান্তে ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর সোমবার হৈমন্তিকী রাসপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। দুই শতাধিক ভক্ত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পর ভক্তসংখ্যা আরও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীল গুরুদেব দ্বাদশবন ভ্রমণকালে ভক্তগণসহ ২৬ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর শ্রীনন্দগ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে তৎপরদিবস নন্দগ্রামে বহুপ্রকার ব্যঞ্জন উপচারাদি সহযোগে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর বুধবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে ব্রহ্মাণ্ডঘাটে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাবতিথিপূজার আয়োজন হইয়াছিল। উক্তদিবস শ্রীল গুরুদেব যমুনা স্নানান্তে স্বয়ংই শ্রীবিগ্রহের অভিষেক ও পূজা বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদানকারী—শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমৎ সনাতন দাসাধিকারী (শ্রীমৎ সুরেশ চন্দ্র সিংহ, উকিল ধানবাদ) প্রমুখ সতীর্থগণকে—প্রসাদী মাল্যচন্দন ও বস্ত্রাদি দ্বারা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়। অতঃপর শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থগণের অনুরোধক্রমে আসনে উপবিষ্ট হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ মহাসংকীর্ত্তনমুখে ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ পূজা ও আরতি বিধান করিলে গুরুদেবের অনুকম্পিত শিষ্যগণ ক্রমানুযায়ী তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে শ্রীমদ্ গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ, মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ এবং শ্রীগোকুলদাস বাবাজি (ভক্ত প্রহ্লাদ দাস) উপস্থিত ছিলেন।

পরদিবস দ্বাদশীবাসরে শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গুরুদেবের আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। এই মহোৎসব-অনুষ্ঠানে শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরাধামস্থিত গৌড়ীয় মঠ-সমূহের বৈষ্ণবগণ যোগ দিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রজবাসিগণের সেবারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমঠের বিশাল নাট্যমন্দিরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য

মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ গুরুতত্ত্ব ও গুরুপূজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণ সকলেই তাঁহাদের ভাষণে শ্রীল গুরুদেবের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণাশক্তির প্রাকট্যের কথা এবং উত্তর-ভারত, পাঞ্জাব, দক্ষিণ ভারতে, আসামে তাঁহার দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বাণীর ব্যাপক প্রচারের এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু মঠাদি স্থাপনের বিষয় উল্লিখিত হয়।

বোলপুরে শ্রীল গুরুদেব ঃ—

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসুধীর কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব ১৩ আষাঢ় (১৩৭৩), ২৮ জুন (১৯৬৬) মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ সন্ধ্যায় বোলপুর রেল-ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীসহ তথায় পূর্ব্ব হইতেই প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী আসিয়া প্রচারপার্টিতে যোগ দেন। শ্রীল গুরুদেব ২৯ জুন বুধবার হইতে ১ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ও ডাক্তার শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাসভবনে যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর স্থানীয় উকিলপট্টিস্থিত শ্রীসরস্বতী মন্দিরে ২ জুলাই শনিবার হইতে ৪ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত যে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়, তাহাতে তিনি তাঁহার অভিভাষণসমূহে বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের উপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্যের কথা অতি সুন্দরভাবে ও হৃদয়গ্রাহিভাবে শাস্ত্রীয় যুক্তিমূলে বুঝাইয়া বলিলে সমুপস্থিত শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী একদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ৫ জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্নে বোলপুর ডিগ্রী কলেজে আহূত হইয়া শ্রীল গুরুদেব অধ্যাপক ও ছাত্রগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন। বোলপুরে গুরুদেবের অবস্থানকালে শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদন রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর দে প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সেবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

স্থানীয় ভক্তগণের নিকট এইরূপ জানা গেল, বিশ্বভারতীর একজন অধ্যাপক বহু পরিশ্রম সহ-কারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরটি সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে চৈতন্যমহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন না। পরে স্বনামধন্য শ্রীব্রজেন শীলের রচিত গ্রন্থে শ্রীল জীব-গোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভের মহিমা শ্রবণ করিয়া উহা অধ্যয়নের সময় বহু পণ্ডিতগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে একজন ভক্ত পণ্ডিতের ব্যাখ্যা তাঁহার মনঃপুত হয়। উক্ত ভক্ত পণ্ডিত কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার উল্লেখ করিয়া বুঝাইতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্পূর্ণ অধ্যয়নের পর তাঁহার চিত্তের আমূল পরি-বর্ত্তন ঘটে। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সর্ব্বোত্তম বুঝিয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া তিনি শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তাঁহার প্রয়াণে হওয়ায় তাঁহার সেই অভিলাষ তিনি পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-উৎসব ঃ—

২৯ পৌষ (১৩৭১), ১৩ জানুয়ারী (১৯৬৫) বুধবার হইতে ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত এবং ২২ পৌষ (১৩৭২), ৭ জানুয়ারী (১৯৬৬) শুক্রবার হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত বার্ষিক উৎসবদ্বয়ের দশ দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীপ্রভুদয়াল হিমৎসিঙ্কা এম্-পি, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু, বিচারপতি শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীশীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলার শ্রীশিবকুমার খান্না, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান, শ্রীরাম-কুমার ভুয়ালকা এম্-পি, বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কর্পোরেশনের টাউন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীগণপতি সুর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন—শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ বিভিন্ন মঠের আচার্য্যগণ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ ও শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বক্তৃতা করেন—অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ। সভার বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ', 'গার্হস্থ্যধর্ম্ম', 'বৈষ্ণবদর্শন', 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা', 'শ্রীনামভজন', 'শান্তিলাভের উপায়', 'শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্য', 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা', 'অহিংসা ও প্রেম', 'যুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন'।

শ্রীল গুরুদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণসমূহ খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। **'অহিংসা ও প্রেম' সম্বন্ধে শ্রীল গুরুদেবের অভিভাষণের সারমর্ম্ম** (শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত)—'জীবিত ব্যক্তি অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবসমর্থ চেতনসত্তার সম্বন্ধেই হিংসা বা প্রেমের অস্তিত্ব বা প্রয়োগ। মৃতদেহকে ছেদন বা দাহ করিলে ফৌজদারী আইন-সোপর্দ্দ হইতে হয় না। যিনি হিংসা করেন বা যাঁহাকে হিংসা করা হয় এবং যিনি প্রীতি করেন বা যাঁহাকে প্রীতি করা হয়—উভয়ই চেতন। পরিদৃশ্যমান জগতে অসংখ্য চৈতন্য-শক্তিযুক্ত জীবসমূহের মধ্যে মনুষ্য সংখ্যায় অত্যল্প। আমরা সাধারণতঃ হিংসা বা প্রেম মনুষ্য সম্বন্ধেই বিচার করি; অন্য প্রাণীকে ধরি না। অবশ্য মানুষ অন্যান্য প্রাণিগণ অপেক্ষা উন্নত হওয়ায় মুখ্যভাবে তাহার সুখ শান্তির কথা চিন্তা করা দোষাবহ নহে। অনুন্নত প্রাণী অপেক্ষা উন্নত প্রাণীর হিংসা অধিক লোকসানকর বলিয়া উক্ত হিংসার গুরুত্ব বেশী। যে ব্যক্তি এক সিঁড়ি উঠিয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলে যে হিংসা হয়, যিনি পঞ্চম সিঁড়ি পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে ফেলিয়া দিলে তদপেক্ষা অধিক হিংসা হয়। হিংসা করিলেই হিংসিত হইতে হইবে, তজ্জন্য উহাতে লাভ নাই। যাঁহারা হিংসিত হইতে চাহেন না, তাঁহারা কাহাকেও হিংসা করিবেন না। বেদের অনুজ্ঞা—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি", আধুনিক বিজ্ঞানও উহা সমর্থন করে—'To every action there is equal and opposite reaction'. উন্নত প্রাণীকে হিংসা করিলে উহার প্রতিক্রিয়া প্রবল হইবে। যে প্রাণী অধিক উপকারী ও হিতকারী, তাহার হিংসাতে—গাভী, বৃষ আদি প্রাণীর হিংসাতে—অধিক পাপ হয়। অবশ্য এখানে যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে, জীবহিংসা ব্যতীত কোনও প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে পারে না, কারণ জীবই জীবের জীবন। "অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্। ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥" (ভাঃ ১।১৩।৪৭)—"হস্তরহিত পশ্বাদি প্রাণিগণ হস্তযুক্ত মনুষ্যাদি জীবগণের, পদরহিত তৃণাদি চতুষ্পদ পশুসমূহের এবং ক্ষুদ্র জীব (মৎস্যাদি) বৃহৎ জীবগণের খাদ্য—এইরূপ এক জীব অন্য জীবের জীবিকা। যাঁহারা নিরামিষ আহার করেন, তাঁহাদেরও পাপ হয়, কারণ উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। যদিও অনুন্নত প্রাণী বলিয়া উহার হিংসার গুরুত্ব কম। শুধু বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলেও হিংসার হাত হইতে রেহাই নাই, উহাতেও বহু কীটাদি বিনষ্ট হয়। এমতাবস্থায় হিংসা হইতে পরিমুক্ত হওয়া কি সম্ভব? গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ হিংসা হইতে পরিত্রাণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ

সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥''—যজ্ঞের অবশেষ গ্রহণ করিয়া সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাঁহারা নিজের জন্য রন্ধন করেন, তাঁহারা পাপই ভক্ষণ করেন। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ'—শ্রুতি-শাস্ত্রে 'যজ্ঞ' শব্দে বিষ্ণু অর্থাৎ পূর্ণবস্তু উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। বিষ্ণুপ্রসাদ অর্থাৎ শাস্ত্র-বিধানানুযায়ী বিষ্ণুতে নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণের দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই একটি পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা প্রাণিহিংসা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে এবং সকল প্রাণীর উপকার করিতে পারি। জীবের স্বার্থে আঘাত হানিলে হিংসা হয়। জীবের স্বরূপ নির্ণয়ের উপর উহার প্রকৃত স্বার্থ (স্ব-অর্থ অর্থাৎ নিজ প্রয়োজন)-নির্ণয় নির্ভর করে। যে বোধসত্তার অস্তিত্বে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, যাহার অনস্তিত্বে ব্যক্তির অব্যক্তিত্ব, উক্ত বোধসত্তাই প্রকৃত ব্যক্তি। উহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় 'আত্মা' বলা হইয়াছে, উহা অবিনাশী। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥" জীব চেতন হইলেও 'কারণ-চেতন' নহে। 'কারণ-চেতন' বা 'পূর্ণচেতন' কাহারও জন্য নহেন, পক্ষান্তরে সমস্ত বস্তু তাঁহার জন্য। জীব কারণ চিদ্বস্তু হইতে নির্গত চিচ্ছক্তির পরমাণু, এইজন্য আপেক্ষিক। সর্ব্বকারণকারণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু ভগবানের সত্তাতে জীবের সত্তা। জীবের সত্তাতে ভগবানের সত্তা নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥'

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটে জীবের স্থিতি, এইজন্য উভয়দিকে যাওয়ার যোগ্যতা জীবেতে বিদ্যমান। জীব চৈতন্যস্বরূপ হইলেও অণুত্ব-প্রযুক্ত মায়াদ্বারা অভিভূত হওয়ার যোগ্য। অণুচেতন জীব যখন অণুস্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বহিরঙ্গা মায়াতে দৃষ্টিপাত করে, তখন মায়ামোহিত হইয়া নিজেকে মায়ার ভোক্তা ও কর্ত্তা মনে করে—ইহাকে জড়াহঙ্কার বা জড়াভিমান বলে। জড়েতে অভিনিবেশ হইতে জড়োত্থ যে ভাবসমূহ উহাকে 'মন' এবং উক্ত ভাবসমূহের বিচার-প্রবণ দিক্‌কে (decisive faculty-কে) 'বুদ্ধি' বলে। জড় অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন লইয়া জীবের সূক্ষ্ম-দেহ বা লিঙ্গদেহ গঠিত। লিঙ্গদেহের বাসনানুসারে ক্রমশঃ স্থূলদেহ প্রাপ্তি ঘটে। কোন ব্যক্তি কর্ম্মের দ্বারা একটি সম্পত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া সে সেই সম্পত্তি নহে, সে সম্পত্তির মালিক (Proprietor)। Proprietor-কে ধ্বংস করিয়া property রক্ষা করা যেমন বুদ্ধিমত্তা নহে, তদ্রূপ আত্মার স্বার্থের হানি করিয়া দেহ মনের স্বার্থ রক্ষা করা বিজ্ঞতা নহে। আত্মার যাহা স্বার্থ, তাহাই জীবের প্রকৃত প্রয়োজন। সমজাতীয় বস্তুর সহিত সমজাতীয় বস্তুর লেন-দেন হয়। যেমন শরীর পঞ্চমহাভূতাত্মক, এজন্য উহার রক্ষার জন্য পঞ্চমহাভূত আবশ্যক এবং চরমে পঞ্চমহাভূতেই উহার গতি। তদ্রূপ আত্মার পক্ষে আত্মাই প্রয়োজন, আত্মার দ্বারাই আত্মার তোষণ, পোষণ এবং আত্মাতেই আত্মার গতি। যে আত্মা আত্মার প্রয়োজন, যে আত্মার দ্বারা আত্মার তোষণ এবং যে আত্মাতে আত্মার গতি, উহাকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" —(তৈত্তিরীয়)। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬)। স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের প্রয়োজন প্রাপ্তিতে বাধা দেওয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম হিংসা, কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বার্থে বাধা দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হিংসা।

এক জীবাত্মা অপর জীবাত্মার কারণ নয় বলিয়া একের তোষণেতে অপরের তুষ্টি হয় না, একের দেহের পুষ্টিতে অপর দেহের পুষ্টি হয় না। যেমন একটি আলোর পরমাণু অপর একটি আলোর

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,

(৫) গীতমালা ,, ,, ,,

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনত্রিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৩৯৬
১৯ নারায়ণ, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, রবিবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৯ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
ইং ৭।৫।৩০

* * *

শ্রীচৈতন্যদেব গৃহস্থভক্ত ও মহিলাগণকে ঘরে বসিয়া ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিলে জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে। তৎকালে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়।

সখীভেকিদলের যে কৌপীনধারী ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট-গ্রহণে ভালমন্দ প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়িবার পর 'সীতা' কার বাবা?" প্রশ্নের ন্যায়। কালনেমী, ধর্ম্মধ্বজী, কৌপীনপরা পাষণ্ডগণের সহিত বাক্যালাপ-দর্শনাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ; তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়া ত' দূরের কথা, তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট দিলেও অধঃপতন অনিবার্য্য। কলি নানামূর্ত্তিতে বৈষ্ণবের বেশে জীবকে পাতিত করায়। ধর্ম্মের নামে ভবিষ্যতে অধর্ম্মবুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যে তীর্থবাস ও ধর্ম্মের আচরণ, উহা আদৌ সঙ্গত নহে। এইজন্যই শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণ প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়া কেবল ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। নতুবা ধর্ম্মধ্বজিগণের ধর্ম্মের আচরণে বদ্ধজীবগণকে আরও বদ্ধভূমিকায় লইয়া যায়। যাহাদের আত্মবিৎ এর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীচৈতন্যের পরমেশ্বরী মোদকের পত্নীর সহিত নীলাচলে সম্ভাষণ-ব্যবহার-তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে সকল কথা হৃদয়ে আপনা হইতেই উদিত হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ইং ৬ই জুন, ১৯২৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ * * হইতে ৫।৬ দিন হইল শ্রীবিগ্রহ আনিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রী * * ও শ্রী * * উভয়েই আম্‌লাযোড়া হইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া উভয়েই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতী মহারাজ * * সকলকে হরিকথা বুঝাইয়া আসিয়াছেন।

আপনার পুত্র শ্রীমান্ * * মাতুল বাড়ী ও তাঁহার জননী পিত্রালয় অর্থাৎ তাঁহারা * * যাত্রা করিয়াছেন। শুনিলাম, আপনার শ্যালকের বিবাহ-উপলক্ষ্যে। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুনরায় যথাবিধি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া * * মঠ স্থাপন পূর্ব্বক * * দাসকে ব্রহ্মচারী করাইবেন। তাহাতে আপনার জননী ও * * দাসের জননী উভয়েই পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। * * কেও আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে এখন পর্য্যন্তও আপনার চিত্ত-চাঞ্চল্য হ্রাস হয় নাই, সুতরাং অকালপক্ ফলের ন্যায় মায়ামুক্ত হইয়া ভজনের কাল উপস্থিত হয় নাই। সেজন্য গৃহে থাকিয়া তাহাতে আসক্ত না হইয়া বাস করাই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনার এই পত্র পাইয়াও তাহাই বুঝিলাম।

শ্রীবাস-অঙ্গনে আপনার জননী, আপনার পুত্র, * * জননী এবং আপনি পুত্রমোহে আসক্ত সকলে একত্র বাস করিলে * * * মহাশয়ের কষ্ট হইবে এবং আপনারও ভজন ব্যাঘাত ঘটিবে। অবশ্য শ্রীবাস-অঙ্গন ও * * বাড়ী হরিভজন করিতে পারিলে দুই স্থানই এক। ভজন না করিতে পারিলে উভয় স্থানেই মায়া-মোহ আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে। সে জন্য * * গৃহে থাকিয়া * * গৌর-দাসাদির স্নেহে আপাততঃ কালযাপনই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহব্রত-বুদ্ধিতে পুত্র-স্বজনাদির স্নেহ হরি-ভজনের ব্যাঘাত করিবে ইহা আপনি বুঝিতে পারেন না কেন? গৃহব্রত-বুদ্ধি ও হরি-সেবাময় মঠ পৃথক্ বস্তু। যখন 'গৃহসেবাকেই' হরিসেবা মনে হইতেছে, তখন গৃহকে মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চিরদিনের জন্য গৃহরূপে পরিণত হইতে চলিল। অনাত্মবস্তু পুত্রে আসক্তি দ্বারা 'হরি-সেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই যখন আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন পুত্র-স্নেহই এক্ষণে ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র'?—এই বিবেক নষ্ট হইল কেন বুঝা যায় না। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দ্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান আপনাকে কেন গ্রাস করিতেছে বুঝা যায় না। জন্মান্তরে মুক্তদশায়ও যখন পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরিবিমুখ সঙ্গকেই হরি-সেবার অনুকূল বোধ হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ হরিভজন-স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক কিছু-কাল সৎসঙ্গে হরিসেবায় থাকিয়া পরে অন্য চিন্তা ও মায়ার বশীভূত হইলেও চলিবে। পুত্র-স্নেহপাশ, পত্নীসহবাস সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্যকালের জন্য পতিত করায়। আপনি 'ভক্তি * *' হইয়া সেই সকলকে কেন প্রশ্রয় দেন! শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুত্রস্নেহপাশে আবদ্ধ না হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম-বোধে * * গিয়া কিছুদিন মঠাদির কার্য্য চালাইবেন। পরে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অসৎসঙ্গপ্রভাবে গৃহ-কথাকে 'হরিভজন' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটায়, এরূপ জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে হরিজন-সঙ্গ ও শাস্ত্র শ্রবণ করুন।

আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, জানিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার হরি-কথা শুনিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী-পুত্র-গৃহ-ধনাদিতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপনের পরিবর্ত্তে ভোগ্য-বুদ্ধিতে ব্যস্ত হইলেন কেন? কৃষ্ণ আপনাকে ইহা অপেক্ষা ভাল বুদ্ধি দিন, ইহাই প্রার্থনা করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২১৩ পৃষ্ঠার পর]

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।১।২৩]

ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্ ।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ ।।৩৬

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৮২.৪৮]

আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ।।৩৭।।

ততঃ পাদসেবনম্ । পরীক্ষিৎ শুকং প্রতি [২।৮।৬]

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি ।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থ স্বশরণং যথা ।।৩৮।।

ভিক্ষুঃ [১১।২৩।৫৭]

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ।। ৩৯ ।।

করভাজনঃ নিমিম্ [১১।৫।৪২]

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।।৪০।।

কবির্নিমিম্ [১১।২।৪৩]

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোহনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ।।৪১।।

[১১।২।৩৩]

মন্যেহকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্ ।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ।।৪২।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

সামান্য যোগিগণও যে কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে মনকে তাঁহাতে আবিষ্ট করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে কামকর্ম্ম হইতে পরিমুক্ত হয় ।। ৩৬ ।।

হে নলিননাভ, বিদ্বজ্জন বলেন যে, অগাধবোধ যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসারকূপ পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার পাদপদ্ম গৃহসেবী আমাদের মনে সর্ব্বদা উদিত থাকুক ।। ৩৭ ।।

এখন পাদসেবনের কথা বলিতেছেন । যে ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধৌতমনা হইয়াছেন, তিনি পান্থ ব্যক্তির স্বীয় গন্তব্য স্থান প্রাপ্তির ন্যায় কৃষ্ণপাদপদ্ম পাইয়া সর্ব্বক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করতঃ আর সে পাদপদ্ম ছাড়িতে চান না ।। ৩৮ ।।

ভিক্ষু কহিলেন, আমি অনিকেত বিষয়-ত্যাগী হইয়া যে অবধূত-পদ পাইয়াছি, এই পদই পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন । ইহাকে পরাত্মনিষ্ঠা বলা যায় । আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া দুরন্তপার যে সংসার-তমঃ তাহা মুকুন্দ-পাদপদ্ম-সেবা-নিষ্ঠা-দ্বারাই পার হইব ।। ৩৯ ।।

স্বীয় পাদমূলভজনকারী প্রিয়ব্যক্তি অনন্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যে কিছু বিকর্ম্ম হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহা সমুদায় ধ্বংস করিয়া ফেলেন । ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি সুকৃতিক্রমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিষ্ঠাদ্বারা হরিভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পূর্ব্ব-পাপ প্রথমেই দূর হয় । আর পুণ্য-পাপ-প্রবৃত্তি না থাকায় নূতন পাপ তিনি কখনই করেন না । যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপকার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা কৃষ্ণ ধ্বংস করেন, এইজন্য ভক্তের কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না ।। ৪০ ।।

এইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা অচ্যুতপাদপদ্ম যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের ভক্তি ও তজ্জাতবিরক্তি এবং ভগবজ্জ্ঞান যুগপৎ উদয় হইতে থাকে, ক্রমশঃ

অর্চ্চনং ততঃ। আবির্হোত্রঃ নিমিম্ [১১।৩।৪৮]

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥৪৩॥

[১১।৩।৫১]

পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদয়াদিকৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ ॥৪৪॥

[১১।৩।৫৩]

গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্ ॥৪৫

সুদামা [১০।৮১।১৯-২০]

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ ॥৪৬॥
অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১১।৩৪]

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্।
পরিচর্য্যাস্তুতিপ্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্ ॥৪৮॥

[১১।১১।৩৬]

মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পূর্ব্বানুমোদনম্।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদগৃহোৎসবঃ ॥৪৯॥

[১১।২৭।১৭-১৮]

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যশ্রদ্ধয়া দত্তং ন মে তোষায় কল্পতে ॥
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোহন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ ॥৫০

[১১।২৭।৩৩]

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোহক্ষতান্।
ধূপদীপোপহার্য্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চকঃ ॥৫১॥

বন্দনমপি [১১।২৭।৪৫-৪৬]

স্তবন্ প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ।
শিরোমৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্ ॥
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥৫২

তত্র দাস্যম্। উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্ [১১।৬।৩১]

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥৫৩

প্রেমরূপ সাক্ষাৎ পরাশক্তি তাঁহারা লাভ করেন ॥৪১॥

অচ্যুতপাদপদ্ম উপাসনাই নিত্যধর্ম্ম। তাহাতে কাহা হইতে আর ভয় থাকে না। অসদ্‌বিষয়ে চিত্তের অনুধাবন প্রযুক্ত যাহারা উদ্বিগ্নবুদ্ধি, তাহাদেরও কৃষ্ণোপাসনায় বিশ্বাত্মভাবদ্বারা ভয় ও উদ্বেগ নিবৃত্ত হয় ॥ ৪২ ॥

অর্চ্চন বিষয়। আচার্য্যের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করত তাঁহার দ্বারা আগম সন্দর্শিত হয়। আপনার অভিমত মহাপুরুষ অভ্যর্চ্চনা করিবেন ॥ ৪৩ ॥

পাদ্যাদি উপকল্পনা করিয়া নিকটে শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপূর্ব্বক সমাহিত হইবে। হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে অর্চ্চন করিবে ॥ ৪৪ ॥

গন্ধমাল্য অক্ষতমালা ধূপদীপ প্রভৃতি উপহারদ্বারা শ্রীমূর্ত্তিকে অঙ্গের সহিত বিধিবৎ পূজা করিয়া স্তবদ্বারা ভাবজ্ঞানপূর্ব্বক হরিকে প্রণাম করিবে ॥৪৫

স্বর্গ অপবর্গ পৃথিবীতে এবং রসাতলে যে সকল সম্পদ্ আছে, সে সমুদায়ের সিদ্ধির মূল কৃষ্ণচরণার্চ্চন ॥ ৪৬ ॥

গৃহমেধী শ্রৌতপুরুষদিগের এইটীই স্বস্ত্যয়ন পন্থা যে নিষ্পাপ পুণ্যার্জিত বিত্তদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মহাপুরুষকে পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥

আমার শ্রীমূর্ত্তি এবং আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চন পরিচর্য্যা স্তুতি দণ্ডবৎ ও গুণকর্ম্মের অনুকীর্ত্তন। আমার জন্ম, কর্ম্ম, কথা, আমার পর্ব্বের অনুমোদন, গীত, তাণ্ডব, বাদিত্র, স্বগোষ্ঠীর সহিত আমার গৃহোৎসব। ভক্তকর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা সংগৃহীত হয়, আর কিছু না হইয়া কেবল জল হইলেও যথেষ্ট। অশ্রদ্ধায় ভূরিদান আমার তুষ্টির কারণ হয় না। গন্ধ, ধূপ, দীপ, অন্নাদি যাহা সংগ্রহ হয়, তাহাই আমাকে দিবে। পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ দীপ—এইসকল উপহার অর্চ্চক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে দিবে ॥ ৪৮-৫১ ॥

অনেক স্তব করিয়া বলিবে, হে ভগবন্ প্রসন্ন হও, এই বলিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইয়া বন্দনা করিবে। আমার পাদদ্বয়ের নিকট মস্তক দিয়া বাহুদ্বয় পরস্পর মিলিত করিয়া বলিবে, হে ঈশ! আমি প্রপন্ন, আমি সংসারে ভগবৎপাদবৈমুখ্যরূপ মৃত্যুগ্রস্ত। যখন ভীত হইয়া শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা কর ॥৫২॥

সংক্ষেপে অর্চ্চন বলিয়া বন্দনার আকার দেখাইয়া এখন দাস্যবিষয়ে বলিতেছেন—উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার ব্যবহৃত স্রগ্, গন্ধ, অলঙ্কারদ্বারা শোভিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী আমরা

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১১।৩৫]

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব ।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥৫৪॥

[১১।১১।৩৯-৪১]

সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া ॥ ৫৫ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্ ।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥৫৬
যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫৭ ॥

[১১। ১১৪৭]

ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥৫৮

[১১।১৯।২১-২৩]

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥৫৯॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥৬০॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ ॥৬১

সখ্যং তথা উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্ [১১।২৯।৩-৫]

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন ।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি-
স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥৬২॥
কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্ ।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥৬৩॥
ত্বং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃতেজ কো নু ।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনুভূত্যৈ
কিম্বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥৬৪॥

দাস, তোমার মায়াকে জয় করিব ॥ ৫৩ ॥

মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, যাহা কিছু লভ্য হয়, আমাকে অর্পণ এবং দাস্যের সহিত আমাকে আত্মনিবেদন করা। আমার গৃহ মার্জ্জন, অঙ্গন উপলেপন, জলপ্রোক্ষণ, সর্ব্বতোভদ্রাদি নির্ম্মাণ এবং গৃহদাসের ন্যায় নিষ্কপটে আমার গৃহ-শুশ্রূষা, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন, দীপদান, নিবেদিত আলোক অন্য কার্য্যে ব্যবহার না করা, লোকে সাধারণতঃ যাহা ইষ্ট মনে করেন এবং আপনার প্রিয়বস্তু আমাকে প্রদান। এই সমস্ত করিলে অনন্ত ফল হয় ॥ ৫৪-৫৭ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তের দ্বারা যিনি সমাহিত হইয়া আমাকে যজন করেন, আমাতে তিনি সদ্ভক্তি লাভ করেন। কিন্তু সাধুসেবা দ্বারা আমার স্মৃতি লাভ হয় ॥৫৮॥

পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গদ্বারা অভিবন্দন, মদ্ভক্তপূজা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে অনুষ্ঠান, সর্ব্বভূতে কৃষ্ণসম্বন্ধ মতি ॥ ৫৯ ॥

আমার উদ্দেশে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ বর্ণন, আমাতে চিত্তার্পণ, সর্ব্বকামবর্জন—এই সমস্তই মদীয় দাস্যের অঙ্গ ॥ ৬০ ॥

আমার জন্য অন্য অর্থ পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ। ইষ্ট, দত্ত, হোম, জপ এবং আমার উদ্দেশ্যে যে একাদশ্যাদি ব্রত, তাহাই তপ। এই সকল আমার সখ্যভাবে করিবে ॥ ৬১ ॥

হে অরবিন্দলোচন! তোমার আনন্দদোহনস্বরূপ পাদপদ্ম হংসগণ আশ্রয় করেন। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার চরণাশ্রয়কে যে সুখ বলিয়া মানে না, তাহারা জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মজড় হইয়া তোমার বিষ্ণুমায়ায় নিহত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

হে অশেষবন্ধো! অনন্যশরণ দাসদিগকে সখ্যভাবে আত্মসাৎ কর তাহা বিচিত্র নয়। যে তুমি স্বয়ং ঈশ্বরদিগের শ্রীমৎ কিরীট-তটপীড়িত পাদপীঠ হইয়াও অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও মৃগগণের সহিত অর্থাৎ শাখা-মৃগ বানরগণের সহিত সখ্য করিতে রুচি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

তুমি আশ্রিতদিগের অখিল আত্মা দয়িতেশ্বর। তুমি তাহাদের সর্ব্বার্থদ। কৃতজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ছাড়িতে পারে? আমরা তোমার পদরজসেবী, আমাদের তোমা ব্যতীত অন্য প্রাপ্তিতে কি ফল? তোমা ছাড়া অন্য যে ফল তুমি দেও, কেবা বিভূতি বৃদ্ধির জন্য এবং তোমাকে ভুলিয়া যাইবার জন্য সেরূপ ফল ভজনা করে ॥ ৬৪ ॥ (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবাপরাধ

(৭)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শুদ্ধভক্তবৈষ্ণবচরণে অপরাধের শাস্তি এমনই ভয়াবহ যে, মহাযোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন মহাতেজস্বী ব্যক্তিরও যোষিৎসঙ্গলোলুপতা আসিয়া গিয়া তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। আমরা এতৎ সম্পর্কে মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ও ১০ম স্কন্ধ ১৬শ ও ১৭শ অধ্যায় হইতে যোগীন্দ্র সৌভরি ঋষির বৃত্তান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপে উপস্থাপিত করিতেছি।

ভক্তপ্রবর মহাত্মা মহারাজ অম্বরীষের বংশ-পরম্পরায় আবির্ভূত মহারাজ যুবনাশ্ব নিঃসন্তান হইয়া একশত ভার্য্যাসহ বনে গমন করেন। কিন্তু বনে গিয়াও পুত্রাভাবে পত্নীগণের সহিত দুঃখে কাল-যাপন করিতেন। কৃপালু ঋষিবৃন্দ তাঁহার পুত্রার্থ সুসমাহিত চিত্তে ইন্দ্রদৈবত যজ্ঞ (ঐন্দ্রীং ইষ্টিং) প্রবর্ত্তন করেন। ঐ যজ্ঞস্থলে ঋষিগণ মহারাজের প্রধানা মহিষীকে পান করাইবার জন্য একটি কলসে পুংসবনজল (পুত্রোৎপত্তির কারণস্বরূপ জল) সং-রক্ষণ করিয়াছিলেন। দৈবক্রমে মহারাজ যুবনাশ্ব নিশীথকালে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যজ্ঞমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন বিপ্রর্ষিগণ সকলেই নিদ্রিত। তখন তিনি নিজেই ঐ মন্ত্রপূত জল পান করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বিপ্রগণ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া দেখি-লেন, সেই পুংসবনজলকলসে জল নাই। পরে তাঁহারা অনুসন্ধানে জানিলেন—মহারাজ যুবনাশ্ব ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া নিজেই সেই জল পান করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—দৈববলই পরম বল, পুরুষবল কিছুমাত্রই কার্য্যকর নহে। যাহা হউক যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করিয়া চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ রাজলক্ষণযুক্ত এক পরমসুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু বালক অত্যন্ত কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিপ্রগণ অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন—হায়, এই বালক স্তন্য-পানার্থ ক্রন্দন করিতেছে, কিন্তু কি পান করিবে? বিপ্রগণ এইরূপ বলিবামাত্র সেই যজ্ঞে আরাধিত ইন্দ্র আবির্ভূত হইয়া কহিলেন—'হে বৎস, তুমি রোদন করিও না, আমাকে পান কর' বলিয়া তাঁহার 'দেশিনী' অর্থাৎ তর্জ্জনী প্রদান করিলেন [মান্ধাতা (মাং ধাতা পাতা পাস্যতি হে) বৎস মা রোদীরিতীন্দ্রো দেশিনী-মদাৎ]। এই শিশুর পিতা যুবনাশ্বের দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করিয়া তাহার জন্ম হইল, কিন্তু বিপ্র-দেব-প্রসাদে (ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্রদেবানুগ্রহে) তিনি (যুবনাশ্ব) মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। অতঃপর তপস্যা-প্রভাবে তিনি এইস্থানেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর তেজঃপ্রভাবে পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া সপ্তদ্বীপ (জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলী-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর) সমন্বিতা পৃথিবী পালন করিতেন। রাবণাদি মহাদস্যু তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হইত বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—'ত্রসদ্দস্যু'। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পরিমিত সমস্ত স্থানই মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইত। সম্রাট্ মান্ধাতা প্রচুর দক্ষিণা-বহুল যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। ইনি শশবিন্দুর কন্যা ইন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও যোগী মুচুকুন্দ—এই তিনটি পুত্র এবং পঞ্চাশটি কন্যা উৎপাদন করেন। এই পঞ্চাশটি কন্যাই 'সৌভরি' নামক মুনিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সৌভরি মুনির বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে।

এই সৌভরি মুনি যমুনার জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া পরম তপস্যা করিতে করিতে একদিন এক বৃহৎ মৎস্যের মৈথুন-জনিত আনন্দ দর্শন করতঃ তদ্বিষয়ে অনুরাগযুক্ত হইয়া যমুনাজল হইতে উত্থিত হইলেন এবং মথুরায় আসিয়া নৃপতি মান্ধাতার একটি কন্যা প্রার্থনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে নৃপতি কহিলেন—হে মুনিবর, এই স্বয়ংবরে আপনি আমার কন্যাগণের যাহাকে ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন।

সৌভরি মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন 'আমি জরাজর্জরিত ও পলিত (পক্ব)-কেশ, আমার

অঙ্গের চর্ম্ম শিথিল হইয়া গিয়াছে, মস্তক সর্ব্বদা কম্পিত হইতেছে, তাহাতে আমি আবার তাপস, সুতরাং আমাকে স্ত্রীগণের অপ্রিয় ও অনভিপ্রেত মনে করিয়া রাজা আমাকে একপ্রকার প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। সুতরাং আমি নিজেকে এইপ্রকার রূপবিশিষ্ট করিব, যাহাতে রাজকন্যাগণের কথা ত' দূরে থাকুক, সুর-স্ত্রীগণও আমাকে অভিলাষ করিবে। ইহা চিন্তা করিয়া সৌভরি তপস্যাপ্রভাবে অপূর্ব্ব রূপযৌবন-সম্পন্ন হইলেন। রাজপ্রতিহারী তাঁহাকে কন্যাগণের অন্তঃপুরে লইয়া গেলে তাঁহাকে দর্শনমাত্রই পঞ্চাশৎ কন্যাই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল। মহাযোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মুনি তপঃপ্রভাবে স্বর্গের ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য্যও তিরস্কৃত হয়, এইরূপ বিলাসবৈভবপরিপূর্ণ ভবনে ঐ সকল কন্যাসহ বিহার করিতে লাগিলেন। সপ্তদ্বীপপতি সম্রাট্ মান্ধাতাও সৌভরির গার্হস্থ্যধর্ম্ম দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সার্ব্বভৌমাধিপত্যজনিত আত্মগর্ব্ব পরিত্যাগ করিলেন। সৌভরিও বিপুল ভোগসম্ভারের মধ্যে থাকিয়াও ঘৃতবিন্দুসংযোগে অগ্নি যেরূপ শান্ত হয় না, তদ্রূপ কামোপভোগে কিছুতেই আত্মশান্তি লাভ করিতে পারিলেন না, বিষয়-ভোগ-লালসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল। একদিন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়, মীনসংসর্গজনিত যে তাঁহার তপস্যা নষ্ট হইয়াছে, তাহার কারণ তিনি নিজেই। মীনরক্ষার্থ গরুড়নিবারণরূপ অপরাধ-ফলেই তাঁহার এই তপোবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বহুকাল বিষয়সুখভোগান্তে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া অনুতাপ সহকারে কহিতে লাগিলেন—'হে জগজ্জন, আপনারা আমার এই বিনাশ অবলোকন করুন। আমি কালিন্দীহ্রদজলমধ্যে তপস্যা করিতে করিতে সাধূচিত ব্রতশীল আমার মৎস্যসংসর্গবশতঃ দীর্ঘকাল-সঞ্চিত তপোবল নষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং আমার অবস্থা দর্শনে আপনারা সকলেই সাবধান হইবেন, মুক্তিকামিব্যক্তি মিথুনব্রতী অর্থাৎ দাম্পত্যধর্ম্মরত ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্যবিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না, একাকী নির্জ্জনে বসিয়া অনন্ত শ্রীহরিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিবেন, আর যদি সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন। অগ্রে অবশ্য আমিও একাকী তপস্যাপরায়ণ ছিলাম। কিন্তু পরে জলমধ্যে মৎস্যসংসর্গবশতঃ দারপরিগ্রহণান্তে পঞ্চাশৎ হইলাম, তৎপর প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে শতপুত্র উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চসহস্র হইয়াছি। মায়ার গুণে আমার বিবেক নষ্ট এবং জড়বিষয়ে পুরুষার্থবুদ্ধি হইয়াছে। ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ক মনোরথ সমূহের অন্ত পাইতেছি না।'

সৌভরি এইরূপে কালযাপন করিতে করিতে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সঙ্গত্যাগরূপ বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। পতিব্রতা ভার্য্যাগণও তাঁহার অনুগমন করিলেন। আত্মবিৎ সেই সৌভরি মুনি বনে যাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, এইরূপ কঠোর তপস্যা করিয়া অগ্নিত্রয়সহিত আত্মাকে পরমাত্মায় নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার পত্নীগণও স্বামীর আধ্যাত্মিকী গতি অর্থাৎ ব্রহ্মনিলয় দর্শন করিয়া স্বামীর তপঃপ্রভাববলে অগ্নিশিখা যেরূপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অনলের সহিত বিলীন হয়, সেইরূপ স্বামীর সহগামিনী হইলেন।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে মহাযোগী সৌভরি ঋষির যোগভ্রষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌম সম্রাট্ মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক বহুবর্ষ যাবৎ জড়বিষয়সুখভোগানন্তর নির্ব্বেদপ্রাপ্তির কথা বর্ণনান্তে এক্ষণে উক্ত শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ সপ্তদশ অধ্যায় হইতে শ্রীভগবানের পরমভক্ত গরুড়চরণে অপরাধফলেই যে মুনিবরের ঐ প্রকার যোষিৎসঙ্গলালসারূপ অধঃপতন ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে যমুনাজলমধ্যে একটি বিস্তৃত হ্রদ ছিল। সেই হ্রদটি যমুনাপ্রবাহের অস্পৃষ্ট ছিল। তাহা না থাকিলে মথুরাদিদেশস্থ কেহই সেই কালিয়সর্পবিষদুষ্ট যমুনার জল ব্যবহার করিতে পারিতেন না। মুনিবর সৌভরি যখন কালিন্দী হ্রদে তপস্যা করিতেন, তখন সেখানে কালিয়ের বাস ছিল না। জম্বুদ্বীপের ইলাবৃত, কিংপুরুষ, হরি, রম্য, রমণক, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, হিরণ্ময় ও অজনাভ (পরে ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ)—এই নয়টি বর্ষ বা বিভাগের মধ্যে সমুদ্রমধ্যস্থ রমণক দ্বীপ ছিল সর্পগণের

আবাসস্থান। এই রমণক দ্বীপে মনুষ্যগণ সর্পভয় নিবারণার্থ প্রতিমাসে বৃক্ষমূলে সর্পগণের ভোজনার্থ বলি বা উপহার বা ভক্ষ্যবস্তু নির্দ্ধারণ করিত, গরুড়-ভয়ে ভীত সর্পগণও গরুড় হইতে আত্মরক্ষাকল্পে সেই বলির নিজ নিজ অংশ প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মহাত্মা গরুড়কে প্রদান করিত। কিন্তু কদ্রুনন্দন কালিয় তাহার বিষ-বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া গরুড়কে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেই সমস্ত উপহার ভক্ষণ করিত। মহাশক্তিশালী বিষ্ণুভক্ত গরুড় তচ্ছ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কালিয়কে সংহারার্থ মহাবেগে তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। কালিয়ও মহাক্রোধে তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। সাক্ষাৎ 'মধুসূদনাসন' অর্থাৎ বিষ্ণুবাহন অমিত-বিক্রমশালী গরুড় তাঁহার সুবর্ণবর্ণ বামপক্ষ দ্বারা এমনভাবে কালিয়কে প্রহার করিতে লাগিলেন যে, কালিয় তখন প্রাণভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া গরুড়ের অগম্য ও দুষ্প্রবেশ্য অগাধজলবিশিষ্ট কালিন্দীহ্রদে প্রবিষ্ট হইল।

উক্ত কালিন্দীহ্রদ গরুড়ের দুষ্প্রবেশ্য কিজন্য হইয়াছে, তাহার কারণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—এই কালিন্দীহ্রদে সৌভরি মুনি বহুকাল যাবৎ কখনও গভীর জলমধ্যে, কখনও বা জলোপরি শূন্যমার্গে বসিয়া তপস্যা করিতেন। একদা গরুড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সৌভরি মুনির নিষেধসত্ত্বেও পক্ষিজাত্যুচিত স্বভাববশতঃ একটি প্রধান মৎস্য ভক্ষণার্থ গ্রহণ করেন। সেই মৎস্যরাজ গরুড়কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল মৎস্যগণকে দুঃখিত ও ভয়ার্ত্ত দেখিয়া সৌভরি মুনি সেই হ্রদস্থ জলচরগণের কল্যাণার্থ গরুড়কে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিলেন—

'অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥"
—ভাঃ ১০।১৭।১১

অর্থাৎ "সেই গরুড় যদি পুনরায় কোন সময় এই হ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক মৎস্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে,—আমি ইহা সত্য বলিতেছি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলি-তেছেন—সৌভরি পরমমহৎ গরুড়-চরণে 'আজ্ঞা-প্রদান ও তদিষ্টপ্রাতিকূল্য' রূপ দুইটি অপরাধ করিয়া বসিলেন। কিন্তু 'তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন' ও 'প্রাণি-হিংসন'রূপ—এই দুইটি অপরাধ মহাতেজস্বিত্ব-হেতু গরুড়ের হয় নাই। সৌভরির তৃতীয় অপরাধ হইল —তিনি যে মীনাদি সমস্ত জলচরের প্রতি কৃপা দেখাইতে গিয়া গরুড়ের চরণে অপরাধ করিলেন, মহদপরাধী তাঁহার সেই কৃপা বিপরীত ফলদায়িকা হইয়া গেল অর্থাৎ মহাবিষধর কালিয়াগমনে সেই হ্রদস্থ যাবতীয় জলচরই সুতীব্র বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।' সৌভরি ঋষির গরুড়প্রতি উক্ত অভিশাপের অর্থ এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যদি গরুড় এই হ্রদে প্রবেশ করিয়া মৎস্যভক্ষণ করেন, তাহা হইলে সদ্য সদ্য প্রাণত্যাগ করিবেন, যদি মৎস্য ভক্ষণ নাও করেন, তাহা হইলে কিঞ্চিদ্ বিলম্বে প্রাণত্যাগ করিবেন। সুতরাং 'হ্রদে প্রবেশমাত্র'ই শাপ, মৎস্যখাদনে শাপাতিশয্য। সৌভরি ঋষির এই অভিশাপবার্ত্তা গরুড় সর্ব্বজ্ঞতা-হেতু জানিয়া কালিন্দীহ্রদে প্রবেশ করিতেন না। কালিয়ও তত্রত্য আত্মীয়সর্পমুখে গরুড় ঐ হ্রদে প্রবেশ করেন না জানিয়া ঐ হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদবধি ঐ হ্রদ 'কালিয় হ্রদ' বা 'কালিয়দহ' নামে আখ্যাত হইয়াছিল। সৌভরি মীনাদি জলচর-গণের প্রতি কৃপা দেখাইতে গিয়া কালিয়-কালসর্প-বিষদ্বারা তাহাদিগকে ত' মহাকালের করালকবলে কবলিত করাইলেন, নিজেও যে মীনের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর পরম প্রিয়ভক্ত গরুড়প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভিশাপদানাদি মহা অপরাধ করিয়া বসিলেন, সেই অপরাধফলেই আজ তাঁহাকে সেই মীনসঙ্গ সমুত্থিত দারুণ দুর্ব্বাসনা-নিগড়ে নিগড়িত হইতে হইল। যাহার ফলে আজ তিনি বিলুপ্তব্রহ্মানন্দ, স্বীয় চিরসঞ্চিত তপঃসৃষ্ট যৌবনরূপ মূল্যবিনিময়ে কামিনীবৃন্দকে ক্রয় করিয়া তাহাদের সহিত বহুকালব্যাপী নরকতুল্য জড়বিষয়-সুখভোগানন্দে নিমজ্জিত হইলেন! এইরূপ বহুকাল যাবৎ অপরাধফলভোগান্তে কেবল শ্রীবৃন্দাবন-যমুনা-শ্রয়মাহাত্ম্য-প্রভাবেই তিনি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত এবং ভয়ঙ্কর অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া পুনরায় তপঃপ্রভাবে আত্মাকে পরমাত্মায় নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে অসমোর্দ্ধ মধুরিমা-মণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত কালিয়দমনলীলা-প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণ একদিন অগ্রজ বলদেব ভিন্ন অন্যান্য বয়স্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে যমুনাতীরে গমন করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।১৫।৪৭)। বলরাম যেদিন গোষ্ঠে না যান, সেই দিনই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ একটা না একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসেন। বলদেবের না যাওয়ার কারণ—সেদিনে তাঁহার জন্মনক্ষত্র থাকায় শান্তিক স্নানাদি মাঙ্গলিক কৃত্যের জন্য মাযশোদারোহিণী তাঁহাকে গোচারণে যাইতে দেন নাই ভাঃ ১০।১৫।৪৭—চঃ টীঃ দ্রষ্টব্য)। গোবৎসগণ দ্রুতগতি অগ্রে চলিয়াছে, কতিপয় গোপবালকও তাহাদের অনুগমন করিতেছেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের পশ্চাতে ধীরে ধীরে আসিতেছেন। কৃষ্ণেরই লীলাশক্তিবৈভবদ্বারা হতবুদ্ধি গোপ ও ধেনুবৎসগণ অত্যন্ত নিদাঘ-তাপে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কালিয়হ্রদের বিষদূষিত জল পান করিবামাত্রই মূর্চ্ছিত হইয়া জলপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। যোগেশ্বরেশ্বর আশ্রিতবৎসল কৃষ্ণ তদর্পিতপ্রাণ গোপ ও গোগণকে ঐরূপ বিগতপ্রাণ দেখিয়া স্বীয় অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা তাঁহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ লীলাপরিকর তাঁহাদের মৃত্যু লীলা-সৌষ্ঠবার্থ যোগমায়া-দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক ঐরূপ মৃতাবস্থা প্রদর্শন ব্যতীত সত্য সত্য মৃত্যু নহে। তাঁহারা (কৃষ্ণসখাগণ) জলান্তিক হইতে উত্থিত হইয়া সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন—"আমরা ত' মরিয়াই গিয়াছিলাম, আবার বাঁচিয়া উঠিলাম কিপ্রকারে? কেহ কোন ঔষধ বা বিষহর মন্ত্রদ্বারা কি আমাদিগকে বাঁচাইয়াছে?" অবশেষে সকলেই স্থির করিলেন—'আমাদের সখা গোবিন্দের অনুগ্রহদৃষ্টিতেই আমরা আজ বাঁচিয়া উঠিয়াছি।' অতঃপর সেই কালিয়সর্পবিষদূষিত কালিন্দীহ্রদজল শুদ্ধ করিবার জন্য একদিন কৃষ্ণ সেই হ্রদতটে অবস্থিত কেলিকদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তথা হইতে মহাশব্দে সেই অগাধ হ্রদজলে লম্ফ প্রদান করিয়া মহানন্দে সন্তরণক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কালিয় সেই হ্রদের সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইয়া পড়িয়াছিল, সে তাহার বাসস্থান আক্রান্ত দেখিয়া মহাক্রোধে কৃষ্ণকে তাহার দেহদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া মর্ম্মস্থানে দংশন করিতে লাগিল। সহচর গোপবালক ও ধেনুগণ কৃষ্ণকে হ্রদমধ্যে মহাসর্পবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখে হ্রদতটে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ব্রজে নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখিয়া কৃষ্ণগত-প্রাণ ব্রজবাসী সকলেই 'আজ বলরাম গোষ্ঠে যায় নাই, না জানি আজ গোষ্ঠে কি বিপদ্ ঘটিল' (ভাঃ ১০।১৬।১৩ দ্রষ্টব্য) বলিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কৃষ্ণের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে ঐ কালিন্দীতটে আসিয়া কৃষ্ণকে হ্রদজলে মহাসর্পবেষ্টিত দর্শনে সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ হ্রদজলে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে কৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞ বলদেব সকলকেই সান্ত্বনা দিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই মহাসর্পের অত্যুগ্র বিষপ্রভাবে সেই হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে কোন বৃক্ষ-লতা-গুল্ম জীবিত ছিল না। একমাত্র একটি কেলিকদম্ববৃক্ষ মাত্র জীবিত ছিল—শ্রীকৃষ্ণের ভাবী চরণস্পর্শভাগ্যবলে অথবা পুরাণান্তর মতে অমৃতকলসসহ গরুড় ঐ বৃক্ষে বসিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বৃক্ষের উপর কালিয়নাগের বিষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সকল প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসিগণের প্রতিও ঐ বিষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যাহা হউক কৃষ্ণ তদ্গতপ্রাণ ব্রজবাসিগণকে—বিশেষতঃ মাতা পিতা সখা সখী গোবৎসাদি সকলকেই কাতর দেখিয়া কালিয়নাগের ভুজবেষ্টন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বিবিধ নৃত্যগীতকলাদির আদিপুরুষ সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহস্র ফণার উপর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তৎকালে গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ এবং অপ্সরোগণ পরমানন্দে মৃদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতি বাদ্য, গীত, পুষ্পউপহার ও স্তবপাঠ প্রভৃতির সহিত সহসা সমীপে আগমন করিলেন। সহস্রশীর্ষ কালিয়ের যে মস্তক অবনত হইতেছিল না, দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণের চরণাঘাতে সেই মস্তক মর্দ্দিত হইতে লাগিল, দর্পহারী মধুসূদন সকলেরই দর্প হরণ করেন। কালিয়ের মুখ ও নাসিকা হইতে অতিশয় রক্ত বমিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত বিচিত্র তাণ্ডবনৃত্যবেগে কালিয়ের সহস্রফণা নিপীড়িত

ও রক্তবমনহেতু শরীর শিথিল হওয়ায় কালিয় মনে মনে চরাচরগুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইল। কালিয়ের সাধ্বী পত্নীগণও নিজ নিজ শিশুগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মৃতপ্রায় স্বামীর মুক্তিকামনায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত ও প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

নাগপত্নীগণ বলিতে লাগিল—"হে করুণাময় প্রভো, আপনি দুষ্টদলনের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমাদের পাপাচারী স্বামীর প্রতি আপনি যে এই শাস্তি বিধান করিলেন, তাহা ন্যায্যই হইয়াছে। শত্রু ও পুত্রে সমদর্শী আপনার দণ্ড আমাদের প্রতি অনুগ্রহের জন্যই বিহিত হইয়াছে। আমাদের স্বামী যে পাপে এই নিকৃষ্ট সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনার শ্রীচরণরেণুস্পর্শে সেই পাপ বিনষ্ট হওয়ায় আপনার ক্রোধকেও দীনহীন আমরা আমাদের পক্ষে পরম অনুগ্রহই মনে করিতেছি। আমাদের এই স্বামী পূর্ব্বজন্মে অমানী মানদ হইয়া কোন্ তপস্যা কিম্বা সর্ব্বজীবের হিতবুদ্ধিতে কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য আপনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। আপনার যে পদরেণু প্রাপ্তির আশায় ললনা শ্রীদেবী বিষয়ান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুকাল ধরিয়া ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, আমাদের এই স্বামী কোন্ তপঃপ্রভাবে সেই দুর্ল্লভাতিদুর্ল্লভ শ্রীচরণরজঃ স্পর্শাধিকারী হইল, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারিতেছি না। আমরা মনে করি, আপনার অবিতর্ক্য অহেতুক কৃপাবৈভব ব্যতীত কালিয়ের এই সুদুর্ল্লভ ভাগ্যোদয় কখনও কোন তপস্যার হেতুভূত হইতে পারে না। ব্রহ্মাদি সর্ব্বভক্তদুর্ল্লভ, এমনকি স্বয়ং নারায়ণ-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও যে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের চরণরেণুস্পর্শাধিকার বহুকালব্যাপী কঠোর তপস্যাচরণেও পান নাই, মহানীচযোনিসমুদ্ভূত কালিয়ের শিরোদেশে সেই চরণযুগলের কেবল স্পর্শমাত্র নহে, অত্যদ্ভুত তাণ্ডবনর্ত্তনসুখানুভব কোটি কোটি জন্মের তপোলব্ধ সুকৃতিতেও সুখলভ্য হয় না। হে প্রভো, আমাদের এই ভর্ত্তা আপনার পুত্রতুল্য পাল্য, অতি হীন সর্পজাত্যুচিত উগ্র স্বভাববশতঃ আপনার প্রভাব না জানিয়া ইনি আপনার শ্রীচরণে যে অপরাধ করিয়াছেন, আপনি কৃপা পূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করুন। বিশ্বম্ভর আপনার পদভারে নিপীড়িত হইয়া আমাদের এই স্বামী যে প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন, সাধুগণের অনুকম্পার পাত্রী এই স্ত্রীগণের সেই পতিরূপ প্রাণ কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করুন। আপনার আদেশে জীব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্ব ভয় হইতে মুক্ত হয়, আপনার কিঙ্করীস্বরূপ আমাদিগের প্রতি তাদৃশ কার্য্যের উপদেশ করুন।"

পরমা ভক্তিমতী নাগপত্নীগণের স্তব শ্রবণে তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার পাদপ্রহারে ভগ্নশিরঃ ও মূর্চ্ছিত কালিয়নাগকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন কালিয় কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তি লাভ করিয়া অতিকষ্টে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিল—'হে ভগবন্! আপনার সৃষ্ট জগতে আমরা সর্পকুলে উদ্ভূত হইয়াছি। জন্ম হইতেই আমরা খল, তমঃপ্রকৃতি ও ক্রোধশীল। প্রাণিগণের স্বভাব দুষ্টগ্রহস্বরূপ, সুতরাং উহা দুষ্পরিহার্য্য। আমরা আপনার মায়ামুগ্ধ. কিরূপে এই দুস্ত্যাজ্যমায়া পরিত্যাগ করিব? আপনার কৃপা ভিন্ন কেহই এই মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ বিষয়ে যাহা যুক্ত হয় করুন।' তখন লীলাময় মানুষস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—

"(ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ।)
নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্।
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী॥
য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ॥"

—ভাঃ ১০।১৬।৬০-৬১

অর্থাৎ "হে সর্প, তুমি আর এখানে থাকিও না। সত্বরই [স্বজ্ঞাতি-অপত্য-দারাঢ্যঃ (সবান্ধব-পুত্র-কলত্র)] স্বজাতি. পুত্র ও স্ত্রীগণের সহিত সমুদ্রে যাত্রা কর। গো এবং মনুষ্যগণ সর্ব্বদা এই যমুনার জল উপভোগ করিয়া থাকে। যে মনুষ্য প্রাতঃ ও সায়ংকালে তোমার প্রতি আমার এই আদেশ-বাক্য স্মরণ

এবং কীর্ত্তন করিবে, সে তোমা হইতে কোন ভয় প্রাপ্ত হইবে না।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন—"নাত্র স্থেয়ং হইতে ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ"—এই দুইটি শ্লোক সর্পোচ্চাটনে মন্ত্র বিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি নিম্নলিখিত ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রও এস্থলে উদ্ধার করিয়াছেন ঃ—

"যমুনাহ্রদে হি সো বাতো যো নারায়ণবাহনঃ।
যদি কালিকদন্তস্য যদি কাকালিকাদ্ ভয়ং। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্বিষো যাতি কালিকঃ।।" ইতি।

শ্রীভগবানের আরও শ্রীমুখবাক্য এই—

"যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।
দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ।
যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্।।"
—ভাঃ ১০।১৬।৬২-৬৩

অর্থাৎ "যিনি আমার বিহার-স্থান এই হ্রদে স্নান করিয়া জলদ্বারা দেবতা প্রভৃতির তর্পণ এবং উপবাস পূর্ব্বক আমার স্মরণ ও পূজা করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। যে গরুড়ের ভয়ে তুমি রমণক দ্বীপ ত্যাগ করিয়া এই হ্রদ আশ্রয় করিয়াছিলে, সেই গরুড় তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখিয়া এখন আর তোমাকে ভক্ষণ করিবে না।"

শ্রীঋষি অর্থাৎ শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন (ভাঃ ১০।১৬।৬৪)—"হে রাজন্, অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুক্ত কালিয়নাগ এবং তৎপত্নীগণ তখন সাদরে ভগবানের পূজা করিয়াছিল।"

এস্থলে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর কৃষ্ণকে 'অদ্ভুতকর্ম্মা' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে—(শ্রীচঃ টীঃ দ্রষ্টব্য)

'কালিয় হইতে ব্রজবাসিজীবগণের ত্রাণ এবং গরুড়ভয় হইতেও কালিয়কে ত্রাণ—এই উভয় কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণ কালিয়কে স্বভক্ত গরুড়চরণে অপরাধ এবং নিজপ্রিয় ব্রজস্থ জীবগণের চরণেও অপরাধ—এই উভয় অপরাধ হইতে মুক্ত করিলেন একমাত্র কালিয়ের পরমভক্ত পত্নীগণের প্রতি প্রীত্যনুরোধে। কালিয় কৃতকৃতার্থ হইয়া পূজা করিলেন যে—হে প্রভো তুমি দুষ্টতার পরমাবধিস্বরূপ যে আমি, আমার প্রতি তোমার কৃপার পরমাবধিত্ব প্রদর্শন করিয়াছ যে, তোমার সৃষ্ট প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকে আমি ব্যতীত আর কেহই তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং আমি (কালিয়) এখন সস্ত্রীক আমার দন্তদংশনোত্থ বিষদাহতপ্ত তোমার শ্রীঅঙ্গ সুগন্ধ-সুশীতল দ্রব্য চন্দনরসে লেপন এবং দিব্য বস্ত্র, মাল্য, রত্ন ও উত্তম ভূষণাদি ও উত্তম উৎপল মাল্যদ্বারা শৃঙ্গার করিব। ইহা বলিয়া সস্ত্রীক কালিয় গরুড়ধ্বজ শ্রীভগবানের পূজাদ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদনপূর্ব্বক প্রীত হইল এবং তাঁহার অনুজ্ঞা (আদেশ) প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া স্ত্রী, আত্মীয় ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী রমণকদ্বীপে গমন করিল। কালিয়ের সপরিকরে প্রস্থানমাত্রেই লীলামানববিগ্রহ শ্রীভগবদনুগ্রহে সেই যমুনা-হ্রদজল বিষহীন হইয়া অমৃততুল্য সুপেয় হইল।

কালিয় সস্ত্রীক কৃষ্ণের পূজাবিধানকালে তাহার কোষাগার হইতে কৌস্তুভমণিও প্রদান করিয়াছিল। কৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাবকালে তাঁহার নরলীলত্বশোভা-ব্যাঘাতাভাবার্থ তাঁহার বক্ষঃস্থিত কৌস্তুভ তাঁহার অলক্ষিতে কালিয়-কোষাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কৃষ্ণকে বহু রত্নালঙ্কার প্রদানসময়ে নাগপত্নীগণ অপরিচিতভাবে নিজ রত্নবিশেষজ্ঞানে সেই কৌস্তুভও প্রদান করিয়াছিল। গণোদ্দেশদীপিকায় লিখিত আছে—

"কৌস্তুভাখ্যো মণির্যেন প্রবিশ্য হ্রদমৌরগম্।
কালিয়প্রেয়সিবৃন্দহস্তৈরাত্মোপহারিতঃ।।"

অর্থাৎ কৌস্তুভাখ্য মণি যে কৃষ্ণের ইচ্ছায় কালিয় হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আবার সেই কৃষ্ণেরই ইচ্ছায় তাহা কালিয়নাগপত্নীহস্তমাধ্যমে কৃষ্ণহস্তে উপহারিত হইল।

কালিয় সস্ত্রীক গরুড়ধ্বজ ভগবৎপূজা দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা উৎপাদন করিলে শ্রীভগবান্ও কালিয়মস্তকে তাঁহার অভয়করতল নিধানদ্বারা তদীয় সর্ব্বাঙ্গ-ব্যথার উপশান্তি বিধান করিলেন। আবার কালিয়ও গরুড়ধ্বজ ভগবানের প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়া কহিল—'হে গরুড়বাহন প্রভো, সম্প্রতি আমিও গরুড়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতার দাস হইলাম। কদাচিৎ আপনার দূরদেশে গমনেচ্ছা হইলে এ দাসকে

আপনার বাহনস্বরূপে স্মরণ করিবামাত্র এ দাসানুদাস আপনাকে লইয়া নিমেষমাত্রে শতকোটি যোজনগামী হইবে।'—এইরূপ তদুক্তি জানা যায়। পৌরাণিকীবাক্য এইরূপ আছে যে, কংসনির্দ্দেশে কৃষ্ণ কালিয়ারূঢ় হইয়া মথুরায় গিয়াছিলেন।

আমরা এই প্রবন্ধে দেখিলাম—মহাযোগী সৌভরি পরমভক্ত গরুড়চরণে অপরাধ করিয়া মৎস্যকুলের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতে গিয়া কালিয়নাগদ্বারা কালিন্দীহ্রদস্থ মৎস্যাদি যাবতীয় প্রাণিহত্যা তথা ব্রজবাসিচরণেও ঐ জল ব্যবহার না করিতে পারায় এবং নানাপ্রকারে দুঃখদানাদি-জনিত অপরাধ করিয়া বসিলেন। নিজেও যোগভ্রষ্ট হইয়া বহুকালব্যাপী জড়বিষয়সুখভোগাদি ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া নানা অনর্থ বরণ করিলেন, অনন্তর বহুকাল পরে শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাকৃপায় প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি-রসাস্বাদনবিষয়ে তাঁহার তাদৃশী পরিণতি লক্ষ্যীভূত হয় না, অথচ মহা খলপ্রকৃতি কালিয় তাহার পরমাভক্তিমতী পত্নীগণের শুভেচ্ছায় কৃষ্ণের পরম কৃপা লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইল। সুতরাং ভগবদ্ভক্তচরণে অপরাধ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন। হৃদয়ে অত্যন্ত অনুতাপ সহকারে ভক্তচরণে নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া তাঁহার নিষ্কপট প্রসন্নতা লাভ না করা পর্যন্ত ভক্তাপরাধ হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবের নিষ্কপট প্রসন্নতা ব্যতীত সাধনভজন সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৬২)

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

ঠাকুরের অপ্রাকৃত স্বরূপ তাঁহার কৃপাভিষিক্ত নিজজনগণের হৃদয়ে প্রকটিত। ইনি শ্রীরাধারাণীর প্রধানাসখী শ্রীললিতাদেবীর প্রেষ্ঠা শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার রচিত গীতিতে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেনঃ—'যুগলসেবায় শ্রীরাসমণ্ডলে নিযুক্ত কর আমায়। ললিতা সখীর অযোগ্যাকিঙ্করী বিনোদ ধরিছে পায় ॥' —কল্যাণকল্পতরু। ঠাকুর নিজ-রচিত 'গীতমালা' গীতিগ্রন্থে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীললিতাসখীর কুঞ্জে—শ্রীব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জে ভজনাদর্শ প্রদর্শন করতঃ শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগত 'কমল-মঞ্জরী'রূপে* নিজসিদ্ধ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু—শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ—ষড় গোস্বামী—শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতির অন্তর্ধানের পর গৌড়ীয়-গগনে অন্ধকারযুগ নামিয়া আসিলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বহু অপসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী মহাশয় তেরটী অপসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—'আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।

* সিদ্ধি-লালসা (৮)

বরণে তড়িৎ, বাস তারাবলী,
কমল-মঞ্জরী নাম।
সাড়ে বার বর্ষ, বয়স সতত,
স্বানন্দ-সুখদ ধাম ॥

সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি ।। অতি-বাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী । তোতা কহে. এই তেরর সঙ্গ নাহি করি ।।' বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অপসম্প্রদায়ের গর্হিত আচরণ দর্শনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মকে অশিক্ষিতের, নীচজাতির ও চরিত্রহীনের ধর্ম্ম মনে করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন হইলেন। ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের দুরবস্থায় দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহাদের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধানের জন্য—তাঁহার নিজজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদকে জগতে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদ তাঁহার অলৌকিক শক্তির দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ লিখিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতসমূহ নিরসন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অসমোদ্ধ্র্ত্ব সংস্থাপন করিলে শিক্ষিত সমাজ ও জগদ্‌বাসী তৎ-প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ঠাকুরকে অবলম্বন পূর্ব্বক ঠাকুরের অধস্তনরূপে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ আবির্ভূত হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট বিপুলভাবে প্রচার এবং 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ।।' [শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্য ৪।১২৬ সংখ্যক পয়ারে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় ঃ—"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ।।"] —শ্রীমন্মহা-প্রভুর এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করেন। মানব-জাতির সর্ব্বোত্তম পারমার্থিক কল্যাণে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের অবদান অতুলনীয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থের 'উপোদ্ঘাতে' ঠাকুরের পরিচয় এই-ভাবে দিয়াছেন—

"শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়জন। কালপ্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টের প্রচারকবৃন্দ প্রপঞ্চ হইতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে পর গৌড়গগন ভোগ ও ত্যাগের নিবিড় অন্ধকারের ঘনঘটায় গৌরবিহিত কীর্ত্তনকিরণ বঞ্চিত হইয়া আবৃত হয়। গৌড়গগনের সূর্য্য, চন্দ্র ও উজ্জ্বল তারকারাশি একে একে লোকলোচনের অন্তরালে স্ব-স্ব জ্যোতির্বিম্ব প্রদর্শনে বিরত হইলে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুতালোক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবার আর অন্য উপায় ছিল না। কাল-ব্যবধানে সৌর পঞ্চবর্ষাধিক ত্রিশত বর্ষান্তে নদীয়াজেলান্তর্গত বীরনগর-গ্রামে এই শ্রীগৌর-নিজজনের আবির্ভাবকাল গৌড়ীয় গগনতল প্রোদ্ভাসিত করিয়াছিল।

'সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ।।
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন ।।'

'কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ।। সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ।। মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ।।'—কৃষ্ণভক্তের এই সমস্ত গুণই আমরা ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিময় জীবনে পরিপূর্ণ-রূপে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই। কৃপালু দয়ানিধি গৌরহরি বদ্ধজীবকে নববিধভাবে অমন্দোদয়া কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়েও তাদৃশ দয়া-বিতরণের কার্য্য দেখা যায়।"

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মিশনসমূহে শ্রীকৃষ্ণভজনময় দৈনন্দিন কৃত্যসমূহ যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার মূলে রহিয়াছেন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—দুইটীই অপৃথক্। ঠাকুরের অলৌকিক অবদানের নিকট প্রতিষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে ঋণী।

শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীরূপানুগভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করি।" পত্রাবলী তৃতীয় খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সারস্বত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্ত-গণ শ্রীগুরু-পরম্পরায় শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে এই-ভাবে নিত্য স্মরণ করেন ঃ—

"শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎ প্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ।।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত অন্যতম প্রধান পার্ষদদ্বয় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ-রচিত শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর-বন্দনা (সংস্কৃত) এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ বিরচিত স্তুতি (বাংলা) নিম্নে সন্নিবেশিত হইল—

'বন্দে ভক্তিবিনোদং শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপকম্ ।
ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞসম্রাজং রাধারসসুধানিধিম্ ॥'

[অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞ-সম্রাট্ শ্রীরাধারসামৃতসমুদ্র শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদকে আমি বন্দনা করি ।]

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-স্তুতি

ভকতিবিনোদ প্রভু দয়া কর মোরে ।
তব কৃপাবলে পাই শ্রীপ্রভুপাদেরে ॥
ভকতিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ।
জগতে আনিয়া দিলে করিয়া প্রসাদ ॥
'সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ।'
এই গীতের ভাবার্থ, প্রভুপাদ-পর-অর্থ,
এবে মোরা করি অনুভব ॥
শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর ।
তোমার প্রচারে এবে জানিল সংসার ॥
শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম আদি গ্রন্থ-শত ।
সজ্জন-তোষণী পত্রী সর্ব্বসমাদৃত ॥
এই সব গ্রন্থ-পত্রী করিয়া প্রচার ।
লুপ্তপ্রায় শুদ্ধভক্তি করিলে উদ্ধার ॥
জীবেরে জানালে—তুমি হও কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ চিন্ত, ছাড়ি' অন্য আশ ॥
কৃষ্ণদাস্যে জীব সব পরানন্দ পায় ।
সকল বিপদ হ'তে মুক্ত হ'য়ে যায় ॥
আপনি আচরি' ধর্ম্ম শিখালে সবারে ।
গৃহে কিম্বা ধামে থাকি ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
গদাধর-গৌরহরি-সেবা প্রকাশিলে ।
শ্রীরাধামাধবরূপে তাঁদের দেখিলে ॥
গোস্বামিগণের গ্রন্থ বিচার করিয়া ।
সুসিদ্ধান্ত শিখায়েছ, প্রমাণাদি দিয়া ॥
তাহা পড়ি' শুনি' লোক আকৃষ্ট হইলা ।
জগভরি তব নাম গাহিতে লাগিলা ॥
ব্যাসের অভিন্ন তুমি পুরাণ প্রকাশ* ।
শুকাভিন্ন প্রভুপাদ শ্রীদয়িতদাস ॥
বৈষ্ণবের যতগুণ আছয়ে গ্রন্থেতে ।
সকল প্রকাশ হৈলা তোমার দেহেতে ॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল মাঝে শ্রীবীরনগর ।
তব আবির্ভাবস্থান সর্ব্বশুভঙ্কর ॥
বন্দি আমি নতশিরে সেই পুণ্যক্ষেত্র ।
মস্তকে ধারণ করি সে ধূলি পবিত্র ॥
তোমার কৃপায় ঈশোদ্যানে স্থান পাই ।
ভাগবতমঠে বসি তব নাম গাই ॥
তোমার দাসানুদাস যতি যাযাবর ।
প্রার্থনা করয়ে ধামবাস নিরন্তর ॥

যেরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নরবপুস্বরূপে সর্ব্বোত্তম নরলীলাখেলা, তদ্রূপ কৃষ্ণপার্ষদ ভক্তগণও পতিত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হইয়া নরলীলার অনুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে মনুষ্যের ন্যায় দেখা গেলেও তাঁহারা মায়িক জগতের সহিত অসংস্পৃষ্ট সর্ব্বদাই অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়রতিবিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তগণের গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীবের ন্যায় নহে। উহা তাঁহাদের মনুষ্যগণের সহিত আদান-প্রদানের সৌকর্য্যার্থে মনুষ্যের ন্যায় আনুকরণিক লীলামাত্র। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে নিষ্কপটভাবে প্রপন্ন ব্যক্তি-গণ তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

ঠাকুরের বংশ-পরিচয়

আদিশূর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমের বংশে সপ্তম ও অষ্টম অধস্তনরূপে শ্রীবিনায়ক এবং তাঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ রাজমন্ত্রী হইয়াছিলেন। এই বংশে পঞ্চদশ পর্য্যায়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের জন্ম হয়। ইনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার গৃহে সপার্ষদে শুভপদার্পণ করতঃ ইঁহাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ইঁহারই বংশে

* পুরাণ প্রকাশ—পদ্মপুরাণাদির প্রকাশকারী

পরবর্ত্তিকালে জন্মগ্রহণ করেন মহাত্মা শ্রীগোবিন্দশরণ দত্ত, যিনি গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করিয়াছিলেন। কালীঘাট, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর—এই তিনটী গ্রাম লইয়া কালিকাতা সহরের উদ্ভব হয়। গোবিন্দশরণের পৌত্র শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র শ্রীমদনমোহন দত্ত। ইনি কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণী জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করিয়াছিলেন, গয়ার প্রেতশিলাতীর্থে ও চন্দ্রনাথের পাহাড়ে বিপুল অর্থব্যয়ে সিঁড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র শ্রীরাজবল্লভ দত্ত। শ্রীরাজবল্লভের পুত্র পরমধার্ম্মিক বিষয়বিরক্ত শ্রীআনন্দ চন্দ্র দত্ত। নদীয়া জেলার উলা গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মুস্তৌফীর কন্যা শ্রীজগন্মোহিনীদেবীর সহিত শ্রীআনন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়।

উলা গ্রামে ঠাকুরের আবির্ভাব

শ্রীআনন্দ চন্দ্র দত্ত ও শ্রীজগন্মোহিনীদেবীকে পিতামাতারূপে অঙ্গীকার করতঃ ৩৫২ শ্রীগৌরাব্দ, ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ১৮ ভাদ্র, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ ২ সেপ্টেম্বর রবিবার শুক্লাত্রয়োদশী শুভবাসরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উলাগ্রামে (বীরনগরে) তাঁহার মাতামহের আলয়ে আবির্ভূত হইলেন। পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিলেন—শ্রীকেদারনাথ।

শৈশব হইতেই ঠাকুরের অলৌকিক প্রতিভা

অতীব শিশুকালে মাত্র দুইবৎসর বয়সে ঠাকুরের জিহ্বায় কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। এইরূপ অনন্যসাধারণ যোগ্যতা সূচনা করে ঠাকুরের পরবর্ত্তিকালে লিখিত চিন্ময় ভগবদ্ভাবপূর্ণ ও রসপূর্ণ অপ্রাকৃত গীতাবলীসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত্ততা। গীতিসমূহ কোনও প্রকার জাগতিক পাণ্ডিত্য বা বিদ্যা বা মনোগতভাব হইতে উদ্ভূত নহে। অপ্রাকৃত নিজসিদ্ধ ভগবৎ পার্ষদে অপ্রাকৃতভাবসমূহ স্বয়ং প্রকটিত হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ পুরুষের শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত শব্দ শব্দী ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহার সহিত জাগতিক কোনও শব্দের তুলনা হয় না। ঠাকুরের ব্যবহৃত প্রতিটী শব্দ ভগবদ্ভাবোদ্দীপক ভক্তিরসপূর্ণ অমৃতময়।

মাত্র ছয় বৎসর বয়সে ঠাকুর রামায়ণ ও মহাভারতের যাবতীয় তথ্য ও ইতিহাস আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা কি সাধারণ কোনও ছয় বৎসরের শিশুর পক্ষে সম্ভব? রামায়ণ ও মহাভারতাদি শাস্ত্র ভগবদভিন্নস্বরূপ। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বোধের বিষয় হয় না। ঠাকুরের হৃদয়ে শাস্ত্রার্থ স্বয়ং প্রকটিত। সুতরাং ঠাকুরের শাস্ত্রার্থের অভিব্যক্তির সহিত তথাকথিত পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত অর্থের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে।

তিনি নয় বৎসর বয়সে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন।

ঠাকুর তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—দশ বৎসর বয়সে তাঁহার চিত্তে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তিনি তত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্বদা উদ্ভাসিত থাকিলেও মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য-খ্যাপনের জন্য উক্ত লীলার প্রাকট্য সাধন করেন। তিনি মনুষ্যগণ কি লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে এবং কি কি চিন্তা করে, তাহা জানিবার জন্য তাহাদের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর অত্যন্ত মৃদু ও মিষ্টভাষী ছিলেন, প্রীতিপূর্ণ ও মর্য্যাদাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করিতেন। মাধুর্য্যপূর্ণ বাক্যের দ্বারা যাঁহাদের বিচার তিনি খণ্ডন করিতেন, তাঁহারা দুঃখিত না হইয়া সুখ লাভ করিতেন। এইরূপ শক্তি চঞ্চল-চিত্ত সাধারণ বালকে সম্ভব নহে। ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনচরিতে এইরূপ কতকগুলি ঘটনার বিষয় বিদিত হইয়া যায়ঃ—

'যাহার বাটীতে যে উৎসব হয়, আমি দেখিতে যাই। ব্রহ্মচারীর বাটীতে অনেক পূজা হয়। সেই বাটীর বাহিরে একটী ভাল মন্দির। ভিতরদিকে বাগান ও হোমের স্থান। তান্ত্রিকমন্ত্রে ব্রহ্মচারীর উপাসনা। মড়ার মাথার খুলি গুপ্ত ছোট ছোট ঘরে থাকিত। কেহ কেহ বলিত যে, দুগ্ধ-গঙ্গাজল দিলে মড়ার মাথা হাসে। আমি মড়ার মাথা নামাইয়া জল দিয়া দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন হাসি দেখিতে পাই নাই। সেইখানে সর্ব্বজ্ঞদিগের বাটী, তথায় গিয়া গান শুনিতাম।'

(ক্রমশঃ)
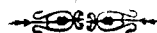
রাজা হরিশ্চন্দ্র

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২২৮ পৃষ্ঠার পর]

আপনার কোনও শত্রু থাকে তাহাকে বধ করিয়া আমি আপনাকে তাহার রাজ্য সমর্পণ করিব। যদি দেবেন্দ্র, দেবতা, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ আপনার বিপক্ষ হন, আমি সকলকেই বিনাশ করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিব।' বীরবাহু চণ্ডাল রাজাকে বলিল—'প্রভুর নিকট বেতন গ্রহণ করিয়া যে ভৃত্য প্রভুর ক্ষতি করে তাহার অযুতকল্পকালও নরক হইতে নিষ্কৃতি হয় না। সুতরাং অধিক কথা না বলিয়া এই খড়্গ লও এবং এই রাক্ষসীর মস্তক ছেদন কর।' ভূপতি হরিশ্চন্দ্র বীরবাহু চণ্ডালের আদেশে খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক সেই রাক্ষসীকে সংহারার্থ অগ্রসর হইলেন। হরিশ্চন্দ্রের এবং তাঁহার পত্নীর আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কেহই কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। রাজমহিষী পুত্রশোকে নিজের মৃত্যুবাসনা করিলেও পুত্রের দাহকৃত্যের জন্য চণ্ডালকে দুঃখার্ত্তহৃদয়ে নিবেদন করিলেন—'হে চণ্ডাল! তোমার নিকট আমার একটি বক্তব্য আছে। আমার মৃত পুত্র নগরের বাহিরে পড়িয়া আছে। সেই মৃতপুত্রের দাহকার্য্য সম্পন্নের জন্য যে সময়টুকু লাগিবে, সেই সময়টুকুমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।' চণ্ডালরূপী রাজা হরিশ্চন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। মলিনবেষধারিণী ধূলিধূসরিত কেশযুক্তা রাজমহিষী করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে মৃতপুত্রকে শ্মশানভূমিতে লইয়া আসিলেন এবং পুত্রকে ক্রোড় হইতে মাটিতে নামাইয়া হা হুতাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে রাজন্! আপনি একবার আসিয়া আপনার শিশুসন্তানকে দেখুন। সে মহীতলে শায়িত আছে। তাহার সাথী ছেলেদের সহিত খেলা করিবার সময় তাহার সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছে।' রাজা হরিশ্চন্দ্র জনৈক মহিলার এইরূপ বিলাপধ্বনি শুনিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ কি ব্যাপার জানিবার জন্য সেই মৃত শিশুর সম্মুখে আসিয়া তাহার বস্ত্রাবরণ অপসারণ করিলেন। রাজা পত্নী শৈব্যার অতি নিকটস্থ হইলেও বহুদিন প্রবাসে থাকায় জন্মান্তরের ন্যায় দেহ পরিবর্ত্তন হওয়ায় চিনিতে পারিলেন না। রাণীও জটাজাল কেশপাশযুক্ত বৃক্ষত্বকের ন্যায় শীর্ণ রুক্ষ রাজাকে দেখিয়া পতিরূপে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃত শিশুটির রাজলক্ষণযুক্ত বহুপ্রকার চিহ্ন এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মৃত ব্যক্তির এইপ্রকার সৌন্দর্য্য হয় তিনি কখনও পূর্ব্বে দেখেন নাই। লোচনদ্বয় পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল, ওষ্ঠদ্বয় পক্কবিল্বফলের ন্যায় সুললিত, বক্ষ সুবিস্তৃত, ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, কন্দরদেশ সমুন্নত, অঙ্গুলিনিচয় সূক্ষ্ম অতীব সুন্দর। নিশ্চয়ই এই শিশু কোন রাজার পুত্র হইবে। বহুক্ষণ যাবৎ আশ্চর্য্য হইয়া শিশুটিকে দেখিতে দেখিতে রাজার পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইল। রাজা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। ইহা কি আমার পুত্র রোহিত? নেত্রদ্বয়ে অবিশ্রান্তভাবে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কি জানি নাও হইতে পারে, আবার হইতেও পারে। চণ্ডালের হঠাৎ এইপ্রকার ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া মহারাণী বিস্মিতা হইলেন। তিনি নিদারুণ শোকানলে দগ্ধ হইয়া করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন—'জানি না কোন্ পাপের ফলে এই ঘোরতর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! হা নাথ! হা রাজন্! হা পতিদেব! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতেছেন? আমি দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি। হে বিধাতা! তুমি এ কি করিলে? রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যনাশ, স্বজনত্যাগ, অবশেষে ভার্য্যা-পুত্র বিক্রয় পর্য্যন্ত করাইলে।' রাজা অকস্মাৎ নিজনাম ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত সব শুনিয়া পূর্ব্বের সব স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হওয়ায় 'হায় হায়, এ যে আমারই পত্নী শৈব্যা। এই বালক সত্য সত্যই আমারই প্রাণের পুত্র রোহিত?' এইরূপ হা হুতাশ করিতে করিতে শোকাকুল হইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহারাণীও পতির বিরহে শোকাকুলা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। রাজা ও রাজমহিষী উভয়ে চৈতন্য লাভ করিলে রাজা পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রলাপোক্তি করিতে লাগিলেন—হায়! দগ্ধদৈব

প্রভাবে আমার সমগ্র রাজ্য, বন্ধু, ধনসম্পত্তি সবই নষ্ট হইয়াছে। তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু নৃশংস দৈব কি না একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব আমার পুত্রকেও লইয়া গেল। আমি ঘোরতর সন্তাপরূপ বিষে জর্জরিত হইলাম।' চণ্ডালরূপধারী রাজার প্রলাপোক্তিতে শৈব্যা বুঝিতে পারিলেন ইহা তাঁহার পতিরই কণ্ঠস্বর হইবে, কিন্তু মনে মনে সন্দেহ হইল নৃপশ্রেষ্ঠ হইয়া এই শ্মশানে কিজন্য থাকিবেন? বহুক্ষণ চণ্ডালরূপধারী রাজাকে দেখিতে দেখিতে তিনি তাঁহার পতি ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন, তখন অতিশয় আনন্দিতা ও বিস্মিতা হইয়া ধরণীতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে রাজমহিষী বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে নিষ্ঠুর বিধাতা! তোমাকে ধিক্! তুমি নৃপশ্রেষ্ঠকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিলে, বান্ধবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করাইলে, স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করাইলে, তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলে না, অবশেষে তাঁহাকে চণ্ডাল করিলে? ভস্ম, অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ শবশরীর, অস্থি, মজ্জা-দ্বারা বিকীর্ণ, শকুনি-বকাদি মাংসভোজী বিহঙ্গগণের ভীষণ চিৎকার, চিতার ধূম্রময় মালিন্য, শবশরীর ভক্ষণের জন্য অসংখ্য নিশাচরগণের সমাবেশ এই অপবিত্র শ্মশানক্ষেত্রকে ভীষণ বিভীষিকাময় করিয়াছে। বিধাতা নৃপশ্রেষ্ঠকে এই বিভীষিকাময় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কি দুঃখ! কি দুঃখ!' শৈব্যার নিকট পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত সব শ্রবণ করিয়া রাজা স্নেহবশে মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুহুর্মুহু চুম্বন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে শৈব্যা পতির নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'হে পতিদেব! প্রভুর আদেশ পালনের জন্য আমার শিরচ্ছেদ করুন। অসত্যজনিত পাতক যেন আপনাকে স্পর্শ না করে। প্রভুর আজ্ঞা পালনে আপনি পরাঙ্মুখ হইবেন না।' মহিষীর এইকথা শুনিবামাত্রই রাজা পুনরায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে রাজা শোকানলে দগ্ধ হইয়া এইরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন—তাঁহার একমাত্র বংশধর বালক পুত্রকে যখন তিনি হারাইয়াছেন, তখন তাঁহার জীবন ধারণের আর কোনও আবশ্যকতা নাই। তিনি মৃতপুত্রের সহিত প্রজ্বলিত হুতাশনে নিজেকে বিসর্জ্জন দিবেন। রাজা পত্নীকে আজ্ঞা করিলেন—'দ্বিজবর ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া তাঁহার যথোচিত সেবা কর, রাজপত্নীজ্ঞানে গর্ব্বহেতু দ্বিজবরকে কখনও অবজ্ঞা করিও না।' রাজমহিষী পতির সঙ্কল্পের কথা জানিয়া বলিলেন—'হে রাজর্ষি! আপনি যখন পুত্রের সহিত হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, আমিও এই অসহনীয় দুঃখ হইতে মুক্তির জন্য আপনার সহগামিনী হইব। পত্নীর পক্ষে ইহাই শ্রেয়স্কর।'

চিতাতে নিজপুত্র রোহিতকে স্থাপন করিয়া মহারাজ হরিশ্চন্দ্র পত্নীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বর-আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। পুত্রের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী চিতার হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন, ইহা অবগত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ধর্ম্মকে অগ্রণী করিয়া তথায় সত্বর আসিয়া শুভপদার্পণ করিলেন। বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, লোকপালগণ, চারণগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণ, মহর্ষি বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ সকলেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে অভীষ্ট বস্তু দিবার জন্য আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন—'হুতাশনে দেহ বিসর্জ্জনের আবশ্যকতা নাই। তুমি তিতিক্ষা, শম, দম ও সত্যনিষ্ঠা দ্বারা সকলকে প্রসন্ন করিয়াছ।' দেবরাজ ইন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'হে মহাভাগ! আপনি স্ত্রীপুত্রের সহিত প্রভূত পুণ্যপ্রভাবে সনাতন পুণ্যধাম সকল জয় করিয়াছেন। আপনি স্ত্রী-পুত্রের সহিত স্বর্গারোহণ করুন। মানবগণের যাহা দুষ্প্রাপ্য তাহা আপনি অলৌকিক পুণ্যপ্রভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন।' দেবরাজ ইন্দ্র গগণমণ্ডল হইতে চিতাশায়ী রাজকুমারের উপর অমৃতবর্ষণ করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। নৃপবর হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর শরীর লাভ করিয়া প্রসন্নবদনে চিতা হইতে উত্থিত হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র পরমানন্দে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ ভার্য্যার সহিত পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইলেন। রাজা ও রাজমহিষী দিব্যমালা ও দিব্যবসনে বিভূষিত হইলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র রাজাকে স্ত্রীপুত্রের সহিত স্বর্গে যাইতে বলিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, তিনি চণ্ডাল প্রভুর আদেশ ব্যতীত সুরালয়ে যাইতে পারেন না। তখন ধর্ম্ম নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন—তিনিই চণ্ডালরূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে নিজ মায়াদ্বারা চণ্ডালপুরী দেখাইয়াছিলেন ও তাঁহার সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র হরিশ্চন্দ্রকে স্বর্গে যাইবার জন্য পুনরায় আদেশ করিলেও মহারাজ যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। কোশলনগরের প্রজাগণ মহারাজের জন্য শোক-নিমগ্ন ছিলেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া তিনি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করিলেন না, যদি তাঁহারা স্বর্গে যাওয়ার অধিকার লাভ করেন তাহা হইলেই রাজা তাঁহাদের সহিত স্বর্গে যাইতে পারেন। কোশলনগরের প্রজাগণ পাপ পুণ্য দুই করিয়াছে, তাহারা কি করিয়া মহারাজের সহিত স্বর্গে যাইতে পারিবে, দেবরাজ ইন্দ্র এইপ্রকার বলিলে হরিশ্চন্দ্র প্রজাগণের স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য নিজ সমস্ত পুণ্য দিতে প্রস্তুত হইলেন। তচ্ছ্রবণে দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—তথাস্তু। দেবরাজ ইন্দ্র, ধর্ম্ম, গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণাদি পরিব্যাপ্ত হইয়া অযোধ্যায় আগমন করতঃ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুনরাগমনের সংবাদ এবং হরিশ্চন্দ্রের পুণ্যপ্রভাবে অযোধ্যাবাসী জনগণের স্বর্গপ্রাপ্তির কথা প্রজাগণকে জানাইলেন। অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ দেবরাজের ও বিশ্বামিত্রের উক্ত প্রকার বাক্য শুনিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। নৃপবর হরিশ্চন্দ্র নিজপুত্র রোহিতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত অযোধ্যানগরে প্রেরণ করিলেন। মহীপতি হরিশ্চন্দ্র নিজপুণ্যবলে দেবতা-গণেরও দুর্ল্লভ অতুল কীর্ত্তি লাভ করিলেন। তৎকালে শুক্রাচার্য্য হরিশ্চন্দ্রের দানের ও সহিষ্ণুতার মহিমা একটি শ্লোকে এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন—

অহো তিতিক্ষামাহাত্ম্যমহো দানফলং মহৎ।
যদাগতো হরিশ্চন্দ্রো মহেন্দ্রস্য সলোকতাম্ ॥

উপরিউক্ত হরিশ্চন্দ্রের অলৌকিক পূতচরিত্র বর্ণনা হইতে তাঁহার মহাপুণ্যবত্তা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বিপ্রবর বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়াও তাঁহার রাজোচিত শৌর্য্যবীর্য্য ও যোগ্যতার হানি কখনও হয় নাই। যখন চণ্ডালরূপী ধর্ম্ম হরিশ্চন্দ্রকে স্ত্রীহত্যার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি দৃঢ়তার সহিত স্ত্রীহত্যারূপ মহা পাপ-কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরি-বর্ত্তে দেবরাজ ইন্দ্র হউক, যক্ষ-রক্ষ-কিন্নরাদি যেই হউক না কেন সকলকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের সম্পদাদি প্রদানরূপ নিদারুণ কার্য্য করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। যোগ্যতাহীন ব্যক্তিকে রাজ্য দিলেও তিনি রক্ষা করিতে পারেন না। বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য সম্পদ্ সমর্পণ করার পর যখন তিনি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন দক্ষিণা দানের জন্য, সেই সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ক্রয় করিয়া যথোচিত মূল্য দিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেও কেহই তাঁহার নিকট আসিলেন না. বিশ্বামিত্রকেই ব্রাহ্মণরূপে আসিতে হইল তাঁহার স্ত্রীকে ক্রয় করিবার জন্য এবং হরিশ্চন্দ্রের পুত্রকেও তিনিই ক্রয় করিয়াছেন। যখন হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনও কেহ আসিলেন না, ধর্ম্ম চণ্ডালরূপে আসিয়া যথোচিত মূল্য দিয়া হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিলেন। উপরিউক্ত ঘটনাসমূহ হইতে হরিশ্চন্দ্রের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি রচিত মহাভারতে সভাপর্ব্বে ইন্দ্রের সভায় রাজাগণের মধ্যে কেবলমাত্র রাজর্ষি শ্রীহরিশ্চন্দ্রের নাম নারদের নিকট শুনিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'হে মহাত্মন্! মহাযশা রাজা হরিশ্চন্দ্র এমন কি তপস্যা বা কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে জন্য তিনি একাকী ইন্দ্রের সমকক্ষ হইয়াছেন?' নারদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—'রাজা হরিশ্চন্দ্র সমস্ত মহীশ্বরদিগের সম্রাট্। তাঁহার নিকট সকল ভূপালেরাই অবনত হইয়াছিলেন। তিনি জয়-শীল সুবর্ণরথে আরোহণ করিয়া শস্ত্রপ্রতাপে সপ্তদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞকালে যাচকেরা যাহা প্রার্থনা করিতেন, নরেশ্বর হরিশ্চন্দ্র প্রীতিসহকারে তাহাদিগকে তাহাদের প্রার্থিত ধন পঞ্চগুণ অতিরিক্ত দিতেন। তিনি পূর্ণাহুতির সময় সকল ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ ভক্ষ্য ও বহুবিধ ধন প্রদানের দ্বারা পরিতৃপ্ত করি-তেন। এইজন্যই রাজা হরিশ্চন্দ্র সহস্র সহস্র রাজন্য-

বর্গাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন। হে কৌন্তেয়! তোমার পিতা কৌরবনন্দন পাণ্ডুও রাজা হরিশ্চন্দ্রের সৌভাগ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তোমার পিতার ইচ্ছা তোমরাও রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। উক্ত মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় তোমরাও অতুল কীর্তি লাভ করিতে পারিবে।'

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৭২তম অধ্যায়ে রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গে শুকদেব গোস্বামী রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

যোঽনিত্যেনশরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ॥
হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ।
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ॥
(ভাঃ ১০।৭২।২০-২১)

'যিনি সামর্থ্যসত্ত্বেও এই অনিত্য শরীরের দ্বারা সাধুজন-কীর্তনীয় অবিনশ্বর যশোরাশি উপার্জ্জন করেন না, তিনি জগতে নিন্দনীয় ও শোচ্য বলিয়া গণ্য হন। রাজা হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি (মুদ্গল ঋষি) শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত অনেকেই পুরাকালে অনিত্য শরীরের দ্বারা ধ্রুবলোকে "গিয়াছিলেন।'

বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ টীকাঃ—'বিশ্বামিত্রানৃণ্যায় হরিশ্চন্দ্রো ভার্য্যাত্মজাদি সর্ব্বং বিক্রীয় স্বয়ং চণ্ডালতাং প্রাপ্তোঽন্যনির্ব্বিণ্ণঃ সহ অযোধ্যাবাসিভির্জনৈঃ স্বর্গং গতঃ।'

স্বধামে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২২৮ পৃষ্ঠার পর]

ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীল গুরুদেবের বিপুল প্রচার-সাফল্যের কথা শুনিয়া গোবিন্দ প্রভুর বিশেষ ইচ্ছা হইল শ্রীল গুরুদেব কলিকাতাতেও ঐরূপ প্রচার করেন। আনুমানিক ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে সাতদিন এবং রাসবিহারী এভিনিউ ও রাজা বসন্ত রায় রোড জংশনস্থিত 'Dass Brothers' দোকানে সাতদিন—মোট ১৪ দিন ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হইয়াছিল গোবিন্দ প্রভুর হার্দ্দ্য প্রচেষ্টায়। উক্ত বিপুল প্রচারফলে বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীল গুরুদেব তৎকালে শ্রীচৈতন্য মঠের ট্রাষ্টিগণের দ্বারা সংস্থাপিত ৫০বি নেপাল ভট্টাচার্য্য লেনস্থ অস্থায়ী মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। কলিকাতায় বিপুল প্রচারের ফলে ভক্তগণ পরমোৎসাহিত ও উল্লসিত হইলেও শ্রীচৈতন্য মঠের ট্রাষ্টি মহোদয় সন্তুষ্ট হইলেন না। শ্রীল গুরুদেব উহা জানিতেন বলিয়া কলিকাতায় প্রচারে উৎসাহবিশিষ্ট ছিলেন না। গোবিন্দ প্রভুর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় কলিকাতায় প্রচারে স্বীকৃতি দিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল অনুভব করিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করতঃ প্রচার-পার্টী সহ মেদিনীপুর মঠে পৌঁছিলেন। ট্রাষ্টি মহোদয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যের মাধ্যমে মেদিনীপুর মঠের ঠিকানায় শ্রীল গুরুদেবকে রেজিষ্ট্রী পত্র দেন, যাহাতে তিনি পুনরায় কলিকাতায় নেপাল ভট্টাচার্য্য ফাষ্ট লেনস্থ মঠে না আসেন। শ্রীল গুরুদেব উক্ত পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় ফিরিয়া বেহালাতে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে পনর দিন এবং শ্রীগোবিন্দ দাসের বাড়ীতে (৬৫, পূর্ণ মিত্র প্লেসে) পনর দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দ প্রভু উক্ত প্রকার ঘটনা জানিতে পারিয়া গুরুতররূপে বেদনাহত হইলেন। তিনি তাঁহার ত্রিতল গৃহটী মঠকে দান করিবার জন্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু গোবিন্দ প্রভুর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনবর্গের কথা চিন্তা করিয়া শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সেবাপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিলেও তাঁহার প্রস্তাবিত দান গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ট্রাষ্টি মহোদয় শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্যগণকে শ্রীচৈতন্য মঠ ও অন্যান্য মঠ হইতে অপসারিত করিতে থাকিলে শ্রীল গুরুদেব বিপদগ্রস্ত হইলেন। গোবিন্দ প্রভু মঠের জন্য উপযুক্ত বাড়ীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ প্রভুর সহিত ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ গৃহের মালিক শ্রীহৃষীকেশ দাসের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তখন ত্রিতলটী নির্ম্মিত হইতেছিল। সেই অবস্থায় গোবিন্দ প্রভুর প্রচেষ্টায় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ গৃহের ত্রিতলটী মাসিক ৩০০ তিনশত টাকা ভাড়ায় মঠের জন্য গৃহীত হয়। রাসবিহারী এভিনিউস্থ মঠে থাকিয়া শ্রীল গুরুদেব যে বিপুলভাবে প্রচার আরম্ভ করিলেন, তাহার মুখ্য সহায়ক—সেবকরূপে ছিলেন গোবিন্দ প্রভু। প্রতিবৎসর শ্রীমঠের বার্ষিক ও জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভা রাজা বসন্ত রায় রোড ও রাসবিহারী এভিনিউ জংশনে বিরাট প্যাণ্ডেলে অনুষ্ঠিত হইত। গোবিন্দ প্রভুর দোকানের সংলগ্ন

হওয়ায় গোবিন্দ প্রভু ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ সভার সবকিছু ব্যবস্থা দেখাশুনা করিতেন। দর্শন সৌকর্য্যার্থে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা নয়ননাথ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা মহোৎসবও গোবিন্দ প্রভুর দোকান খালি করিয়া তথায় বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত উৎসবে দশসহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ উদ্ধারন প্রভুকে শ্রীগোবিন্দ প্রভু খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। উদ্ধারণ প্রভুই গোবিন্দপ্রভুর দোকানের একপার্শ্ব খালি করিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বার্ষিক উৎসবে শ্রীবিগ্রহগণ রথারোহণে ভ্রমণ করিতেন। গোবিন্দ প্রভু উক্ত রথের সাজসজ্জা ও উহার সম্পূর্ণ ব্যয় নিজে বহন করিতেন। তাঁহার সাজসজ্জা বিষয়ে বিশেষ পারঙ্গতি ছিল। শ্রীগোবিন্দ প্রভু মাঝে মাঝে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিতেন বহুবিধ উপচারে বিপুলভাবে। শ্রীল গুরুদেব অন্তর্ধানের পূর্ব্বে শিষ্যগণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে গোবিন্দ প্রভুর নাম এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—"এই মঠে এমন এক সময় গেছে, যখন বাজার করবার পয়সাও ছিল না। তখন কাহাকেও না জানিয়ে গোপনে টাকা ধার ক'রে বাজার করতে দিয়েছি, কেহ জানে না, জানতো কেবল উদ্ধারণ প্রভু। উদ্ধারণ প্রভু গৃহস্থের বাড়ী থেকে টাকা ধার ক'রে নিয়ে আসতো। সেই গৃহস্থ হ'লেন গোবিন্দবাবু। পরে আবার ঐ টাকা পরিশোধ করেছি। ঐসব ব্যাপার কটা লোক জানে।" —শ্রীচৈতন্যবাণী ১৯ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ৫৫ পৃষ্ঠা।

শ্রীল গুরুদেব ইঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির স্থায়ী সদস্যরূপে নিয়োগ এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা হইতে ১৯৬২ সালে 'সেবাসুন্দর' গৌরাশীর্ব্বাদে ভূষিত করেন।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের তিনটী ঠাকুরের সিংহাসন পরম রমণীয়রূপে ইনি নিজের অভিরুচি অনুযায়ী নিজব্যয়ে তৈরী করিয়াছেন।

শ্রীধামমায়াপুরে ঈশোদ্যানে যে জমী তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, শ্রীল গুরুদেব তথায় মঠ সংস্থাপন করিবেন জানিয়া উক্ত জমী তিনি প্রদান করেন। পরে তাহাতে অভ্রভেদী বিশাল শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির নির্ম্মিত হয়। শারীরিক সামর্থ্য থাকাকালে গোবিন্দ প্রভু শ্রীল গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মঠে যাইয়াও প্রচুর সেবা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ প্রভুর প্রয়াণ-সংবাদে শ্রীমঠের আচার্য্য এবং মঠাশ্রিত বৈষ্ণবগণ সকলেই মর্ম্মান্তিকরূপে বিরহসন্তপ্ত হন। দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর। কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি বড়॥ তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। স্বধামপ্রাপ্তির পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে গোবিন্দ প্রভুর কলেবর মঠের সম্মুখে আনীত হইলে বৈষ্ণবগণ প্রসাদী মাল্য অর্পণের দ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। ৬৫ পূর্ণ মিত্র প্লেসস্থিত গৃহ হইতে সংকীর্ত্তন সহযোগে মঠের বৈষ্ণবগণ কলেবরের সহিত কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার শেষকৃত্য যথাবিহিত সম্পন্ন করেন।

তাঁহার পুত্রগণ—শ্রীহরিদাস দাস, শ্রীজয়দেব দাস ও শ্রীমদন দাস বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে তাঁহাদের পিতৃদেবের পারলৌকিক কৃত্য গত ১৯ কার্ত্তিক, ৫ নভেম্বর রবিবার কলিকাতা মঠে সুসম্পন্ন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবহোম কার্য্য সম্পাদিত হয়। বহুশত বৈষ্ণবগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২৩২ পৃষ্ঠার পর]

পরমাণুকে পুষ্ট করিতে পারে না, বাতির (প্রদীপ) সমৃদ্ধিতে আলোর পরমাণুর সমৃদ্ধি ও সুখ, তদ্রূপ মূল চিদ্বস্তু হইতে যে যাবতীয় চিৎসত্তা, সেই মূল চিদ্বস্তু শ্রীহরির তোষণ ব্যতীত কাহারও সুখ সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। যেরূপ বৃক্ষের মূলকে বাদ দিয়া পত্র, পুষ্প, শাখা, প্রশাখায় জল দিলে তাহাদের প্রকৃত তুষ্টি পুষ্টি হয় না, তদ্রূপ ভগবান্‌কে বাদ দিয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা সমষ্টির সেবার দ্বারা তাহাদের প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধি হয় না, ইহাই ভারতীয় শিক্ষার মূল মন্ত্র। 'ধর্ম্মমূলং হি হরিতোষণম্।" "প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ, তস্মিন্-তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥" শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহলাদ মহারাজ পূর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণু-প্রীতির উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধাভক্তি সাধনকে উত্তমা বিদ্যা বলিয়াছেন। পূর্ব্ব মহাজনগণ পূর্ণের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হইতে বলিয়াছেন। আত্মার যে পূর্ণ-প্রীতি উহাই বিশুদ্ধ প্রেম। যিনি পূর্ণের জন্য আছেন, তিনি সকলের জন্য আছেন। উক্ত পূর্ণ-প্রীতির ব্যাঘাতকারক যাহা তাহাই হিংসা. কারণ উহা আমার হিংসা ও সকলের হিংসা। যিনি যাহাকে ভালবাসেন তিনি যেরূপে তাহার কোনও অংশকে কষ্ট দিতে পারেন না, তদ্রূপ যিনি ভগবৎ-প্রেমিক, তিনি ভগবানের শক্ত্যংশ কোনও জীবকে হিংসা করিতে পারেন না। এজন্য যিনি ভগবৎপ্রেমিক তিনি বিশ্বপ্রেমিক অর্থাৎ সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেমযুক্ত। পক্ষান্তরে যাহাকে আমরা চলিত-ভাষায় বিশ্বপ্রেম বলি, তাহা কামেরই সম্প্রসারিত ভাবমাত্র। তথাকথিত বিশ্বপ্রেমিক তাঁহার স্বার্থপরতাকে বিশ্বের সহিত একীভূত করিয়াছেন, উহাকে extended form of selfishness বলিতে পারেন। উক্ত বিশ্বপ্রেমিক স্বীয় বিশ্বের জন্য অপর বিশ্বের প্রতি হিংসা আচরণ করিতে পারেন। কিন্তু ভগবৎপ্রেমিক কখনও কোন অবস্থায় কাহাকেও হিংসা করিতে পারেন না। ভগবৎপ্রেমিকের সর্ব্বত্র সমপ্রীতি থাকিলেও জীবের অধিকারানুসারে তৎপ্রতি তাঁহার ব্যবহারবৈষম্য পরিলক্ষিত হইতে পারে। কেবল বাহিরের ক্রিয়া দ্বারাই হিংসা-অহিংসা বিচার করা যাইবে না। পিতা পুত্রকে চপেটাঘাত করিলেন, ইহা দ্বারা পুত্রকে হিংসা করা হইল প্রমাণ হয় না। পুত্রের মঙ্গলের জন্য যে স্নেহসিক্ত শাসন তাহাকে হিংসা বলে না, বরং শাসন না করাটাই হিংসার আচরণ। পিতা সবল পুত্রকে উত্তম সুখাদ্য, অসুস্থ পুত্রকে সাগুবার্লি আবার উদারময় রোগে আক্রান্ত পুত্রকে থানকোনিপাতার শুক্‌তা দিতে পারেন—ইহার দ্বারা ব্যবহার-বৈষম্য দেখা গেলেও ইহাতে স্নেহবৈষম্য নাই। তিন পুত্রের তিনপ্রকার যোগ্যতা বা অধিকারহেতু তিন-ভাবে পিতার স্নেহ অভিব্যক্ত হইল। শ্রীরামভক্ত শ্রীহনুমান্‌জীকে বাহ্যতঃ লঙ্কাপুরী দাহন ও বহু প্রাণী নিধন করিতে দেখা গেলেও উহাতে হিংসার গন্ধও নাই, মঙ্গলময় পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রে প্রীতির দ্বারা অনু-প্রাণিত হইয়া তাঁহার সুখবর্দ্ধনের জন্য তিনি উক্ত কার্য্য করিয়াছেন। এইজন্য উহার দ্বারা সকলের বাস্তবমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। শ্রীরামপ্রীতি ব্যতীত কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাদি কোনও পার্থিব মতলব অবশ্যই প্রাণীহত্যাজনিত পাপ স্পর্শ করিত। Means is justified by the end. উপেয়ের দ্বারা উপায়ের শুদ্ধিতা অশুদ্ধিতা নিরূপিত হয়।

'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥' —গীতা

যাঁহার কোনও প্রাকৃত অহঙ্কার নাই, যাঁহার বুদ্ধি প্রাকৃতকর্ম্মে লিপ্ত নয়, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না বা নিজেও হত হন না। তিনি হতাহতের ভূমিকা অতিক্রম করিয়া-ছেন। জাগতিক নীতিতেও আমরা দেখিতে পাই—সাধারণতঃ নরহত্যা অত্যন্ত নিন্দনীয় মহাপাপ, কিন্তু যখন বৃহত্তর স্বার্থ বা মঙ্গলের জন্য যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিগণকে নিধন করা হয়, তখন নিধনকারী বিশেষভাবে পুরস্কৃত ও পদমর্য্যাদায় বিভূষিত হন। অবশ্য পার্থিব স্বার্থের হানাহানি-যুদ্ধবিগ্রহে হননকর্ত্তা

ও নিহত, বিজেতা ও বিজিত কাহারই প্রকৃত হিত সাধিত হয় না। পূর্ণপ্রীতি অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি দ্বারা যাহা সংসাধিত হয়, তাহা স্ব-পর সকলের বাস্তব কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। এ কারণ ভগবদ্‌প্রেম-দ্বারাই বাস্তব অহিংসা সম্ভব। জগতে কমহিংসাকে আমরা অহিংসা বলিয়া থাকি, বস্তুতঃ ভগবৎপ্রেমকে বাদ দিয়া যথার্থ অহিংসা সম্ভব নয়।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা, শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় ও সংকীর্ত্তনমণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব ঃ—

১১ মাঘ (১৩৭৩), ২৫ জানুয়ারী (১৯৬৭) বুধবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৩৫ নং সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ নবনির্ম্মিত সুরম্য শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তনভবনের প্রতিষ্ঠা-অধিবাসের আনুষ্ঠানিক কৃত্য উক্ত মঠে সাত্বত স্মৃতিগ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রবিধানানুযায়ী পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের মূল-পৌরোহিত্যে এবং অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা, পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর সহায়তায় এবং শ্রীল গুরুদেব ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণের হরিকথামৃত পরিবেশনমুখে অধিবাস-সংকীর্ত্তন মহোৎসব ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ মঠে সুসম্পন্ন হয়। পরদিবস প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় শুভক্ষণে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ন-নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠ হইতে সুরম্য সুসজ্জিত রথারোহণে সংকীর্ত্তনসহ বহির্গত হইয়া ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে শুভাগমন করিলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ৮টী তৈলচিত্র-আলেখ্যার্চ্চা ৮টী বিমানে এবং ঠাকুরের বিজয়বিগ্রহগণ অপর একটী রথে শোভাযাত্রার সহিত যুক্ত হইলেন। বিভিন্ন সংকীর্ত্তনমণ্ডলী ও বহু বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড-সমন্বিত বিশাল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনির সহিত বেলা ১১টা ১৫ মিঃ-এ শ্রীবিগ্রহগণ নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করিলেন। শ্রীগুরু-দেবের পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ অলিন্দে সংকীর্ত্তনমুখে মহাভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে মন্দিরাভ্যন্তরে সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহগণ বিরাজিত হইলেন। তৎকালে দাক্ষিণাত্যবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ এবং বৈষ্ণবগণ শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় প্রস্থানত্রয় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছিলেন। যাঁহারা এই মহোৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী। এতদ্ব্যতীত শ্রীসলিল কুমার হাজরা বার-য়্যাট্-ল, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্ভোকেট, শ্রীনন্দদুলাল দে সলিসিটর, শ্রীচন্দ্রনাথ দাস সলিসিটর, শ্রীসরোজ কুমার দাস সলিসিটর, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুদেব চন্দ্র দত্ত

প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত প্রধান পার্ষদবৃন্দ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। উৎসবানুষ্ঠানে অগণিত লোকসংঘট্ট হইয়াছিল। মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তনভবনে সপ্তাহব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশনসমূহে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ, প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, এড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জ্জী, শ্রীগুরুপদ কর বার-য়্যাট-ল, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীহেমচন্দ্র গুহ, বিধানসভার স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু, অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা ও শ্রীপুরুষোত্তম দাস হালোয়াসিয়া।

শ্রীল গুরুদেব সাতদিন ধর্ম্মসভার বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যথাক্রমে—'মঠ-মন্দিরাদির উপযোগিতা', 'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'শ্রীভাগবতধর্ম্ম', 'শ্রৌতপথ ও তর্কপথ', 'শ্রীচৈতন্যদেব ও সাধ্য-সাধন নির্ণয়', 'যুগধর্ম্ম'। শ্রীল গুরুদেব, পূজনীয় মহারাজগণ এবং সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত বিষয়সমূহের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিয়া প্রচুর আলোকসম্পাত করেন।

শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁহার প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ ও বন্ধুগণকে অন্তর্ধান করিতে দেখিয়া, বিশেষতঃ মঠগতপ্রাণ প্রিয় মণিকণ্ঠবাবু অসুস্থ হওয়ায় যাহাতে তিনি মঠ-প্রবেশ উৎসব দেখিয়া যাইতে পারেন, তজ্জন্য মঠের নির্ম্মাণ-কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিলেও শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তনভবনের দ্বারোদ্ঘাটন মহোৎসব সম্পাদন করিলেন। মণিকণ্ঠবাবু শয্যাশায়ী অবস্থায় শ্রীমন্দিরাদির দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবের সংবাদ শুনিয়া হৃদয়ের উল্লাসভাব প্রকাশ করিলেন। বহুদিনের স্বপ্ন রূপায়িত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ের যে অনাবিল আনন্দ তাঁহার সাক্ষাৎ অভাব-জনিত দুঃখেতেও ভক্তগণকে সুখ প্রদান করিল। তিনি অন্ততঃ তাঁহার জীবদ্দশাতেই অনুভব করিয়া গেলেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত এত সাধের শ্রীমঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ শুভবিজয় করিলেন। সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হওয়ার সংবাদও তিনি পাইয়াছিলেন এবং মহাপ্রসাদ ও চরণামৃত ভক্তিভরে গ্রহণও করিয়াছিলেন। করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহার সকল আশা পূর্ণ করিয়া উৎসব সমাপ্তির পরদিবস ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণাষ্টমী তিথিবাসরে তাঁহাকে তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার প্রয়াণসংবাদে শ্রীল গুরুদেব বেদনাহত হইয়া সেবকগণসহ তাঁহার গৃহে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার কলেবরে ভগবৎপ্রসাদী নির্ম্মাল্য অর্পিত হইল। শ্রীল গুরুদেব মণিকণ্ঠবাবুর স্বধামগত আত্মার নিত্যকল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-স্বজনগণকে বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা প্রবোধ দিলেন।

'মঠ-মন্দিরাদির উপযোগিতা' সম্বন্ধে **শ্রীল গুরুদেবের লিখিত উপদেশ** যাহা শ্রীচৈতন্যবাণী ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ২৬-৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কোন বস্তুর বা ব্যক্তির উপযোগিতা সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে উক্ত বস্তু বা ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে আলস্য হইলে বা উদাসীনতা দেখা গেলে উহার প্রয়োজন স্থির করাও সম্ভব হয় না। কেবল বাহ্য আকৃতির আবশ্যকতা নির্ণীত হইলে এবং উহা পূরণ হইলেও তদ্দ্বারা বাস্তব সমস্যার সমাধান হয় না। আর্য্য ঋষিগণ এই নিমিত্তই বস্তুর তাত্ত্বিক ও বাহ্য আকৃতি উভয় দিক্ বিচারপূর্ব্বক মনুষ্যের প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতে সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিশ্বে মনিষী ও বৈজ্ঞানিক প্রকট থাকিলেও তাঁহাদের অধিকাংশই মনুষ্যের

তাৎকালিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। স্থায়ী সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত গবেষণাপূর্ণ উপদেশ আমরা খুবই অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে পাইয়া থাকি। অধিকাংশ উপদেশক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাদির দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া জীবের মুখ্য প্রয়োজন সম্বন্ধে নীরব থাকেন। স্থূলধী মনুষ্যগণ স্থূল বস্তু পাইলেই আনন্দে নৃত্য করে দেখিয়া উপদেশকবর্গও তাঁহাদের প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে তদ্রূপই শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মই যে স্থূলের কারণ, ইহা সাধারণ লোকে জানে না; কিন্তু বিজ্ঞন্মন্য ব্যক্তিগণ উহা জানিলেও অজ্ঞজনের পূজালাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের স্থূল প্রয়োজনের কথাই জোর গলায় বলিয়া থাকেন এবং বাহবা সংগ্রহ করতঃ নিজ মনস্তুষ্টির যত্ন করেন। ফলে জনসাধারণ স্থায়ী সুখলাভে বঞ্চিত থাকে।

চেতনেরই প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের বিচার থাকে। তাহারই সুখ দুঃখের কথা হয়। জড়ের বোধ না থাকায় সুখ-দুঃখের, ভাল-মন্দের কথা জড় সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। বোধযুক্ত প্রাণীর মধ্যে বোধ বিকাশের তারতম্য দৃষ্ট হয়। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মনুষ্যাদির মধ্যে বা জলচর, স্থলচর ও খেচরাদির মধ্যে তারতম্য বিচারে মনুষ্যের বোধশক্তির বিকাশই সমুন্নত। আমরা অন্যান্য প্রাণীর প্রয়োজনাদির কথা আলোচনা না করিয়াও আমাদের মনুষ্য-সমাজের কথাই সংক্ষেপে বিচার করিতে পারি। আমাদের প্রকৃত আবশ্যক কি? কোন্ বস্তু লাভ হইলে আমাদের প্রয়োজন মিটিতে পারে এবং আমরা স্থায়ী সুখী হইতে পারি? পৃথিবীর মনুষ্যের সুখের জন্য বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক নেতৃবর্গ চেষ্টা করিতেছেন। রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে কেহ রাজতন্ত্র, কেহ প্রজাতন্ত্র, কেহ সমাজতন্ত্র, কেহ বা সাম্যবাদাদি রকমারী মতবাদকে বিশ্বশান্তির মান বলিয়া প্রচার করিতেছেন। যিনি যে মতবাদই প্রচার করুন, তিনি তাঁহার মতের সমর্থনে বহু যুক্তিও প্রদর্শন করিতেছেন। অর্থনৈতিকদের মধ্যে কেহ ব্যক্তিগত যোগ্যতানুরূপ ধনের, কেহ সমষ্টিগত রাষ্ট্রীয় ধনের এবং কেহ বা সকলের মধ্যে ধনের সমবণ্টনের পক্ষপাতী। সমাজনেতাদের মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত পৃথিবীতে নরমাত্রেরই এক সমাজ সংগঠনের, কেহ বা ভৌগলিক স্থিতির দ্বারা সমাজ গঠনের, কেহ বা বংশপরম্পরা জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করতঃ সমাজ রক্ষার এবং কেহ বা গুণ ও কর্ম্মানুসারে সমাজ সংগঠনের উপকারিতা নিজ নিজ যুক্তির সহিত উপস্থাপিত করিতেছেন। ধর্ম্মনৈতিক নেতাদের মধ্যে কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারকারী এবং কেহ বা ঈশ্বরের অস্তিত্বের অস্বীকারকারীরূপে রহিয়াছেন। আবার উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বহু বিভাগ রহিয়াছে।

যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না অথচ নীতি মানেন, তাঁহাদের বিচারের সুযৌক্তিকতা বুঝা যায় না। ঈশ্বর—কারণচেতন অথবা পূর্ণ-চেতনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে অচেতনের বা প্রকৃতির মুখ্যত্ব ও কারণত্ব ধার্য্য হইবে। উহা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় না। প্রত্যেক বস্তুর ও ক্রিয়ার কারণ চিত্তত্ব ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকৃত হইতে পারে না। জড়ের কোন ক্রিয়া বা বোধ নাই। চেতনের সান্নিধ্যহেতুই বাহ্যতঃ জড়ের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। "অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ"। সুতরাং ক্রিয়াশীল বস্তুর চেতনতা স্বীকৃত। পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ হইবে যে—জৈব-চৈতন্যই কি মূল চিত্তত্ত্ব, সর্ব্ব কারণের কারণ অথবা এতদ্ভিন্ন অন্য চেতন বা কারণ রহিয়াছে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি জৈব-চৈতন্যই মূল চিত্তত্ত্ব হইত, তাহা হইলে তাহাতে পূর্ণতা, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং সকলের উপর নিয়ন্তৃত্ব থাকিত। উহার অভাব সকল জীবেই দৃষ্ট হয় বলিয়া কোন জীবকেই চিত্তত্ত্বের মূল কারণ বলা যায় না। জীব-স্বরূপের চিদ্ধর্ম্ম তাহাকে অচিৎ হইতে পৃথক্ প্রমাণ করিয়াছে। পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, যেহেতু জীব চিদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সেইহেতু অসীম চেতন না হইলেও জীব তাঁহারই স্বাংশ হইবে। উত্তরে বলা যায় যে, জীব অসীমের স্বাংশ হইলে জীবও অসীমই হইত। যেহেতু জীব সর্ব্বশক্তিমান্ নহে, সেইহেতু জীব পূর্ণ

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
উনত্রিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৯৬
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৩৯৬ — ১২শ সংখ্যা
১৮ মাধব, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, সোমবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৯০

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতযন্ত্র
প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
১লা চৈত্র ১৩২১, ১৫ই মার্চ্চ ১৯১৫

সস্নেহবিজ্ঞাপন এই—

আপনার ৯।৩।১৫ তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আপনি এই স্থানে থাকিয়া নিয়মিতভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবেন। * * * আপনার বিনয়-বিনম্র-ভক্ত্যুদ্দীপিত ভাষাবিশিষ্ট পত্রই আপনার মহৎ হৃদয়ের ও শ্রীহরিসেবার পরিচায়ক। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দীনচিত্ত ও অসমর্থ জনের প্রতি বিশেষ দয়াময়। আপনাদের সৌজন্য ও সৌশীল্য, ভগবানে ভক্তি ও বিষয়ে উদাসীন হইয়া হরিসেবা-প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া অনেকে পরমানন্দিত হইয়াছেন। আমিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করি যে, দিন দিন আপনাদের হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হউক এবং আপনারা জগতে সর্ব্বজনমান্য হইয়া ও নিজেদের উৎকর্ষ বিধান করিয়া নিরন্তর হরিভজন করুন। অত্রস্থ ভক্তগণ আপনাকে দণ্ডবৎ জানাইতেছেন। শ্রীভগবৎকৃপায় আপনি নির্ব্বিঘ্নে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেছেন জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

শুভাকাঙ্ক্ষী অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৬ বিষ্ণু ৪২৯ গৌরাব্দ
১৭ই মার্চ্চ ১৯১৫, ৩রা চৈত্র ১৩২১

* * *

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম নির্ব্বন্ধসহকারে সংখ্যা রাখিয়া গ্রহণ করিবেন। গুরুমন্ত্র— * * *। গুরুধ্যান— * * *। তিলকমন্ত্র— * * *।

প্রকাশ্যভাবে হরিমন্দির অঙ্কিত করিবার অসুবিধা ঘটিলে মন্ত্রদ্বারা মনে মনে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারেন। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ হরি একই বস্তু জানিবেন। শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন। "শ্রীহরিনাম-প্রভু" মুক্ত জীবগণের উপাস্য বস্তু। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', 'কল্যাণকল্পতরু' প্রভৃতি সাধুগ্রন্থসমূহ পাঠ করিবেন। আদৌ গুরুপূজা, দ্বিতীয়তঃ গৌরাঙ্গপূজা, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণপূজার বিধান। পূজার নিয়ম ও বিধি পরে জানাইব। এখন কেবল মন্ত্র জপ করিবেন। আপনার যেরূপ ধারণা আছে, পূজাকালে সেইভাবেই ধ্যান করিবেন। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানে নির্ম্মলতা হইবে। পূজাধ্যানাদি হইতে তাৎপর্য্যরূপে কৃষ্ণনাম-গ্রহণই প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন। * * * শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমি ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৩৭ পৃষ্ঠার পর]

তথাত্মনিবেদনম্। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।২৯।৩৪]

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥৬৫॥

আত্মনিবেদনং ব্যবহারঃ [১১।২৯।২৪]

এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ৬৬ ॥

[১১।২৯।৯-১০]

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরণ।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ৬৭ ॥
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥ ৬৮ ॥

[১১।২৯।১২]

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥৬৯॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

এখন আত্মনিবেদনের কথা। মর্ত্ত্য ব্যক্তি যখন সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার নিকট হইতে বিশিষ্ট ক্রিয়াপ্রাপ্তি-বাসনাক্রমে আত্মনিবেদন করেন, তখন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার অত্যন্ত প্রিয়জন হইয়া পড়েন ॥ ৬৫ ॥

আত্মনিবেদীদিগের ব্যবহার এইরূপ। হে উদ্ধব! পূর্ব্বোক্ত আত্মনিবেদীদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমাতে প্রেমভক্তি হয়। আর কি অর্থ বাকী রহিল ॥৬৬॥

আমার জন্যই আত্মনিবেদী আমাকে স্মরণ করিতে করিতে সকল কর্ম্ম করেন। আমাতে অর্পিত-

[১১।২৯।১৫]
নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥ ৭০ ॥
[১১।২৯।২০]
নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥৭১॥
সাধনলক্ষণা ভক্তিসমাহারঃ অম্বরীষচরিত্রে [৯।৪।১৮]
স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥৭২॥
[৯।৪।১৯-২০]
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে ॥৭৩॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥৭৪॥

বৈধীভক্তিলক্ষণানি বিবৃতানি। ইদানীং সংক্ষেপেণ নারদবাক্যেন রাগানুগাভক্তিঃ প্রদর্শ্যতে। [৭।১।২৬]
তস্মাদ্বৈরানুবন্ধনে নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥৭৫

[৭।১।২৭]
যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৭৬॥

[৭।১।২৯]
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥ ৭৭ ॥

[৭।১।৩০-৩২]
কামাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥৭৮
কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।
তস্মাৎ কোনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥৭৯

মনা ভক্তদিগের বিষয়ে চিত্ত অর্পণ কেবল ভগবদ্ধর্ম্মে মনের রতি স্থির করেন ॥ ৬৭ ॥

মদ্ভক্ত সাধুগণের আশ্রিত পুণ্য দেশাশ্রয় করেন। দেবতা অসুর ও মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা আমার শুদ্ধ-ভক্ত, তাঁহাদিগের চরিত্র আশ্রয় করেন ॥ ৬৮ ॥

আমাকে সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অনাবৃত দেখিয়া আত্মায় আত্মস্বরূপ দেখেন। অমলাশয় আকাশ যেরূপ তদ্রূপ ॥ ৬৯ ॥

সর্ব্বমানবে সর্ব্বদা মদধিষ্ঠানবুদ্ধি চিন্তা করিতে করিতে অহঙ্কারের সহিত সর্ব্বদা অসূয়া ও তিরস্কার ব্যবহার সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৭০ ॥

হে অঙ্গ উদ্ধব! আমার ধর্ম্ম আরম্ভ করিলে আর একটুও নষ্ট হয় না। আমার কৃপাচেষ্টায় অল্পদিনেই কামনাশূন্য হইয়া সম্যক্ নির্গুণতা হয় ॥ ৭১ ॥

সেই অম্বরীষ মহারাজ আপনার মনকে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। বাক্যকে কৃষ্ণ-গুণানু-বর্ণনে নিযুক্ত করিলেন। হরির মন্দিরমার্জনাদি কার্য্যে হস্ত দুইটী দিলেন। অচ্যুত ও অচ্যুতভক্ত-কথা-শ্রবণে কর্ণকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৭২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি ও গৃহদর্শনে চক্ষুকে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণদাসদিগের শরীরস্পর্শে ও সঙ্গমে অঙ্গকে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণপাদকমল-সৌরভে ঘ্রাণকে নিযুক্ত করিলেন। কৃষ্ণার্পিত তুলসীযুক্ত প্রসাদান্ন রসনাকে অর্পণ করিলেন ॥ ৭৩ ॥

পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্রভ্রমণে নিযুক্ত করিলেন। মস্তককে কৃষ্ণপাদাভিবন্দনে অর্পণ করিলেন। কাম-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্যে কামকে অর্পণ করিলেন এবং কামানুগ ক্রোধ ইত্যাদিকে কৃষ্ণাশ্রিত রতি যাহাতে হয়, সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ॥৭৪॥

বৈধী সাধনভক্তির কথা বলিয়া সংক্ষেপে রাগা-নুগা সাধনভক্তির কথা বিচারিত হইতেছে। কৃষ্ণকে অতি প্রিয় জানিয়া আত্মা হইতে দূরে স্থিত বস্তুর ন্যায় দৃষ্টি করিবে না। বৈরানুবন্ধ, নির্ব্বৈর, কাম, ভয়, স্নেহ,—এই সকল প্রবৃত্তি দ্বারা তাঁহাকে যুক্ত করিবে ॥ ৭৫ ॥

রাগলক্ষণসত্ত্বেপি ভয়দ্বেষাদীনাং হেয়ত্বম্। কেবল কামসম্বন্ধলক্ষণরাগভক্তির্যদা অনুকৃতা তদা রাগানুগাভক্তির্ভবতি। শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্ [১০।৮৭।২৩]

নিভৃতমরুন্মনোহক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥৮০

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৩৩।৩৬]
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥৮১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব-প্রকরণে সাধনভক্তিনিরূপণং নাম দ্বাদশঃ কিরণঃ।

বৈরানুবন্ধের দ্বারা মর্ত্ত্য যেরূপ তন্ময়তা লাভ করে, তথা বৈধীভক্তি যোগে করিতে পারেন না, ইহাই আমার নিশ্চয় মতি ॥ ৭৬ ॥

এইরূপ ভগবান্ কৃষ্ণে মায়া-মনুজরূপ ঈশ্বরে বৈরযোগ-দ্বারা হতপাপ হইয়া অনুচিন্তাক্রমে অনেকে তাঁহাকে পাইয়াছেন ॥ ৭৭ ॥

বিধিভক্তিতে ঈশ্বরে যেরূপ চিত্তাবেশ করিয়া পাপাদি নাশ করতঃ লাভ হয়। সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহদ্বারাও কৃষ্ণে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া বিনষ্ট-পাপ অনেকেই তদ্গতি লাভ করিয়াছেন। গোপীগণ কামদ্বারা, কংস ভয়দ্বারা, শিশুপালাদি দ্বেষক্রমে, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ-বুদ্ধিতে, পাণ্ডবগণ স্নেহে এবং আমরা ঋষিগণ বিধিভক্তি-দ্বারা কৃষ্ণে গতি লাভ করি ॥৭৮॥

কিন্তু বেণরাজার এই সকল ভাবের মধ্যে কিছুই ছিল না। এই পাঁচটী ভাবের মধ্যে বেণ কোনটীকে আশ্রয় করেন নাই, কেবল ভাবের প্রতি উদাসীন ছিলেন এইমাত্র। এইজন্য তাঁহার কোন সদ্গতি হয় নাই। অতএব যে কোন একটী উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে। এই স্থলে বিচার্য্য এই যে, কৃষ্ণের প্রতি জীবের প্রবৃত্তি দুই প্রকারে চালিত হয়। বিধি-বিচারে কৃষ্ণভক্তি হয় এবং রাগোত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণ-ভক্তি হয়। রাগ চিত্তের স্বাভাবিক-ধর্ম্ম। অবিদ্যা-পীড়িত চিত্ত অনুদিতরাগ। কেননা তাহা বিষয়রাগে ব্যস্ত। সুতরাং রাগের অনুদয় অবস্থায় বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তি করাই সাধারণের কর্ত্তব্য। রাগ কিন্তু স্বভাব ধর্ম্ম। তাহাতে যে ভক্তি উদয় হয় তাহা অতি প্রবল এবং প্রার্থনীয়। কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ ইহারা রাগের স্বারূপ্য ও বৈরূপ্য ভাব। কাম, সম্বন্ধবুদ্ধি ও স্নেহ ইহারা রাগের স্বারূপ্য ও বৈরূপ্য ভাব। দ্বেষ ও ভয় এই দুইটী রাগের বৈরূপ্য ভাব। তাহাদিগের অনুকরণ শিষ্ট লোকের অকর্ত্তব্য। সুতরাং কাম, সম্বন্ধ ও স্নেহ ইহাদের অনুকরণ বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে গোপীদিগের যে শুদ্ধমধুর রাগ তাহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া গৌড়ীয় মহাত্মগণ তাহারই অনুকরণে রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুকে নিভৃতে দৃঢ়রূপে যোগযুক্তহৃদয়ে মুনিগণ যাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকেই শত্রুভাবে অসুরগণ স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত হন। ব্রজস্ত্রীগণ তাঁহারই সর্পাকৃতি ভুজদণ্ডে আসক্ত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের ন্যায় কান্তভাবে তাঁহার অঙ্ঘ্রিপদ্ম-সুধা লাভ করিয়াছি। ইহাকে রাগানুগা সাধনভক্তি বলা যায় ॥ ৮০ ॥

পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় মনোহর কৃষ্ণবপু মানুষদিগের ন্যায় প্রকট করিয়া সেই রাগময়ী ক্রীড়া ভজন করেন। তদ্বর্ণন এই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ গোপীদের অনুগত সেই ক্রীড়াকে আশ্রয় করেন। ইহাই রাগানুগা ভক্তি। সাধন-কালে ইনি সাধনলক্ষণা ভক্তি এবং সিদ্ধিকালে ইনি সাক্ষাৎ রসময়ী প্রেমলক্ষণা ভক্তি। সাধনে এবং কৃষ্ণকৃপায় ইহার ফল পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে সাবধানে কৈতবশূন্য হইয়া রসাস্বাদন করা আবশ্যক ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব প্রকরণে সাধনভক্তিনিরূপণে দ্বাদশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।
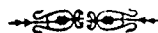
বর্ষশেষে

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জিউর অশেষ অনুগ্রহে নানা বিপদ্ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া আমাদের "শ্রীচৈতন্যবাণী" মাসিক পত্রিকা তাঁহার ২৯শ বর্ষ পূর্ণ করিলেন।

আমাদের এই শ্রীপত্রিকার প্রবন্ধসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট কোন প্রবন্ধই ইহাতে স্থান দেওয়া হয় না।

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥"
—চৈঃ চঃ অ ৫।৯৭

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধোক্ত ২য় মঙ্গলাচরণ শ্লোকে যে প্রোজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা রহিত শুদ্ধভক্তিযোগরূপ পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা নির্ম্মৎসর—সর্ব্বভূতে দয়া-শীল সাধুগণই উপলব্ধি ও অনুসরণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থরাজকে প্রমাণশিরোমণিরূপে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সর্ব্ববেদবেদ্য, শ্রীবেদব্যাসাদিরূপে বেদান্তকর্ত্তা অর্থাৎ বেদার্থনির্ণয়কারী ও বেদবিৎ অর্থাৎ বেদার্থবেত্তা বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতই সেই সর্ব্ববেদান্তসারভূত পুরাণরত্ন, যিনি সেই ভাগবত-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত, তাঁহার আর অন্য কুত্রাপি অর্থাৎ রসান্তরে আসক্তি জন্মে না। — ভাঃ ১২।১৩।১৫) শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যবর্ণনে আরও কথিত হইয়াছে—নদীগণের মধ্যে গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে অচ্যুত—বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেরূপ শম্ভু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণগণের মধ্যেও এই শ্রীভাগবত শ্রেষ্ঠ। আরও বলিতেছেন—নিখিল পুণ্যস্থানের মধ্যে যেমন কাশীধাম শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বোত্তম। —(ভাঃ ১২।১৩।১৬-১৭) শ্রীচৈতন্যবাণীবর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসারে সেই শ্রীমদ্ভাগবতই বিশেষভাবে অবলম্বিত হইয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—নির্ম্মৎসর সাধু ভক্তই সেই নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব ফল রসময় শ্রীভাগবতরসাস্বাদনে সমর্থ হন। আমরা শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—ষড়্-রিপুর মধ্যে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ—এই পঞ্চরিপুই মাৎসর্য্য রিপুর মধ্যে দেদীপ্যমান। শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়—"কাম—কৃষ্ণ-সেবার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদ্বেষী জনে, লোভ—সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ—ইষ্টলাভ বিনে, মদ—কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা॥" বলিয়া কামাদিকে ভগবৎসেবায় বা ভক্তসেবায় নিযুক্ত করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু মাৎসর্য্য রিপুকে বর্জ্জন ব্যতীত আর কোন শিক্ষা প্রদত্ত হয় নাই। মৎসর ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিলাভে চিরবঞ্চিত থাকেন, বিশেষতঃ মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসরণকারী জনের মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা বা পরসুখাসহন-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়া ও গর্হণীয়া। আমরা শুনিয়াছি, কামাদি পঞ্চরিপু প্রবল হইলেই ভাগ্যহীন জীবে মাৎসর্য্য রিপুর উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই—পুরীধামে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নিমন্ত্রণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম-ভবনে ভোজন-লীলাকালে নিন্দক রামচন্দ্রপুরীর স্বভাবপ্রাপ্ত জামাতা অমোঘ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজন-কটাক্ষরূপ নিন্দা করায় অপরাধী হইয়াছিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম অত্যন্ত দুঃখে সস্ত্রীক উপবাসী থাকিয়া জামাতার মৃত্যু কামনা করায় অমোঘ ঐ রাত্রিশেষেই ভীষণ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হন। মহাপ্রভু শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যমুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অমোঘের নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে হস্ত দিয়া কহিতে লাগিলেন—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হইল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥
উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবেন ভগবান্॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৬।২৭৪-২৭৭

ভক্তপ্রবর সার্ব্বভৌম-প্রেমবশ্য ভগবান্ গৌরসুন্দর ভক্ত-দম্পতির সম্পর্কিত অমোঘের সকল অপরাধ ক্ষমা করতঃ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিলেন। অমোঘ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইয়া—প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া অত্যন্ত আর্ত্তিভরে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দয়াময় গৌরহরি অমোঘের গাত্র স্পর্শ করতঃ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কহিতে লাগিলেন—

'সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাসদাসী, যে কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহ দূর॥
অপরাধ নাহি তব লও কৃষ্ণনাম।"

অতঃপর মহাপ্রভুর অনুরোধে ভক্তদম্পতি উপবাস ছাড়িয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীগৌরকৃপাপ্রাপ্ত নির্ম্মৎসর জামাতা অমোঘের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। মৎসর-স্বভাব ব্যক্তি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপট আর্ত্তি ব্যতীত এই মহদপরাধ প্রক্ষালনের আর অন্য কোনই উপায় নাই। মাৎসর্য্যকে মহাপ্রভু চণ্ডালের সহিত তুলনা করিলেন. আর কহিলেন—কৃষ্ণের বসিবার পরমপবিত্র স্থান হৃদয়টি উহাতে একেবারেই অপবিত্র হইয়া যায়।

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে প্রথম স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীউগ্রশ্রবা সূতোক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি—ভারতের শেষ সীমায় শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সরস্বতী নদীর পশ্চিমাংশে বদরীবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত শম্যাপ্রাস নামক আশ্রমে উপবেশন করতঃ আচমনান্তে দেবর্ষি নারদোপদেশ অনুসারে ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া তৎপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হইলে কান্তি—অংশ—কলা ও স্বরূপশক্তিসমন্বিত পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে বিলজ্জমানা (ভাঃ ২।৫।১৩) রূপে আশ্রিতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে দর্শন করিলেন।

এই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক জড়দেহ ও মনোবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত অনর্থের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। মায়াকৃত এই অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাতীত মায়াধীশ শ্রীভগবানে সাক্ষাৎ অর্থাৎ অব্যবহিত ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে হয়, জীব ইহা জানে না বলিয়া সেই সমস্ত অনভিজ্ঞ জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবেদব্যাস তাহাদের মঙ্গলার্থ শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য সাত্বতসংহিতা বা পারমহংসী সংহিতা বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করিলেন। এই পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়। মহর্ষি বেদব্যাস এই পারমহংস্য সংহিতা প্রণয়ন ও ক্রমবিধান বা সংশোধনপূর্ব্বক নিবৃত্তিনিরত অর্থাৎ জড়বিষয়ভোগতৃষ্ণাবিরহিত ভগবন্মননরত স্বীয়পুত্র শ্রীশুকদেবকে তাহা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব প্রায়োপবেশনরত (অনশনে প্রাণত্যাগ কৃতসঙ্কল্প) মহারাজ পরীক্ষিৎকে ইহা শ্রবণ করান এবং এই শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদই আবার নৈমিষারণ্যে গোমতীতটে শ্রীউগ্রশ্রবা সূতগোস্বামী ভৃগুবংশীয় শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষির মহাসভায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

আমরা উক্ত ১।৭।৮ শ্লোকে যে 'মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন ও ক্রমবিধান করিয়া (অনুক্রম্য) অর্থাৎ সংশোধন করিয়া তাহা পুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন'—এই বাক্য পাই, ইহার টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন শ্রীশুকদেবকর্ণকুহরে পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রেরিত মুনিবালক-মুখোচ্চারিত শ্রীভাগবতীয় শ্লোক প্রবেশমাত্র শুকদেব কৃষ্ণাকৃষ্টচিত্ত হইয়া পিতা বেদব্যাসের নিকট গিয়া সেই ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দানুভব হইতেও প্রেমের পরমত্ব অনুভবকারী শুকদেবকেও ব্যাসদেব প্রেমানন্দের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপনার্থ সাত্বতসংহিতা ভাগবত

অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। স্নেহময় পিত্রাদি অত্যুৎকৃষ্ট মিষ্ট বস্তু স্বয়ং আস্বাদন করিয়া তাহা অবশ্যই পুত্রাদি স্নেহপাত্রকে আস্বাদন করাইতে বিশেষভাবে যত্ন করিয়া থাকেন। এস্থলে বেদব্যাস সাত্বত-সংহিতা প্রণয়ন ও ক্রমবিধান করিয়া তাহা শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে শ্রীভাগবতকে সংক্ষিপ্ত-ভক্তিক করিয়া অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে নিরূপিত না করিয়া (ভাঃ ১।৪।৩১) পরে শ্রীনারদোপদেশে অনুক্রম সহকারে একমাত্র ভগবদ্ভক্তিকেই প্রধান বা মুখ্যরূপে অনুক্রম বা ক্রমবিধান করিয়া অর্থাৎ সংশোধন করিয়া (টীঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত্যেকপ্রধানতয়া অনুক্রম্য সংশোধ্য ইত্যর্থঃ) তাহা শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সেই শ্রীনারদোপদেশ শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানের পর এবং শ্রীপরীক্ষিৎকর্ত্তৃক কলিনিগ্রহের পূর্ব্বে সংঘটিত বলিয়া জানিতে হইবে। তখন কলি তাহার স্বাধিকারারম্ভে স্বপ্রাবল্য প্রকটনহেতু ধার্ম্মিক শাস্ত্রদর্শিগণেরও হৃদয়ে অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছিল। যেজন্য শ্রীবেদব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতা দর্শিত হইয়াছিল। এইজন্য শ্রীব্যাসের চিত্তপ্রসাদের কারণস্বরূপে শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১।৫।১৫)—হে ব্যাস, স্বভাবতঃ নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদিতে রক্ত অর্থাৎ অনুরাগী বা আসক্ত ব্যক্তির জন্য আপনি যে নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদির বিধি দিয়াছেন, তাহাতে আপনার মহা অন্যায় হইয়াছে। কেননা আপনার বাক্যে উহাই মুখ্যধর্ম্ম, এই স্থির করিয়া প্রাকৃতলোক অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃক তদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা মানে না বা নিজেও বোঝে না।'

কলিযুগারম্ভের পূর্ব্বেই যদি শ্রীব্যাসদেবের চিত্তের অপ্রসন্নতা ঘটিত, তাহা হইলে 'ন মংস্যতে' অর্থাৎ 'মনে করিবে না'—এইরূপ ভবিষ্যৎ প্রযুক্ত হইত। অতএব কলির প্রারম্ভেই শ্রীনারদোপদেশানুসারে শ্রীবেদব্যাসের পূর্ব্বনির্ম্মিত ভাগবতের অনুক্রমণ অর্থাৎ ক্রমবিধান বা সংশোধন বিহিত হইয়াছে। এজন্য শ্রীভাগবত ১।৩।৪৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—'ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিয়া ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নিজধামে গমন করিলে বর্ত্তমান কলিকালে তত্ত্বদর্শনাক্ষম অর্থাৎ অজ্ঞান লোকদিগকে দিব্য জ্ঞানালোক প্রদানের জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণসূর্য্যের উদয় হইয়াছে।"

অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবত যে 'ভারতানন্তর' বলিয়া শুনা যায় এবং অন্যত্র যে 'অষ্টাদশপুরাণানন্তর ভাগবত' বলিয়া যাহা শুনা যায়, সেই দুইটিই সঙ্গত। সুতরাং শ্রীনারদোপদেশ লাভের পর শ্রীব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ ভাগবতই প্রমাণ-শিরোমণি। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশাস্ত্রসার এই ভাগবতকেই মূল প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানজনক বলিয়া বহুমানন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যানুগত—শুদ্ধভক্ত সাধুমুখে এই ভাগবত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তির উদয় হয় এবং তদানুষঙ্গিক ফলে সর্ব্বানর্থ বিদূরিত হইয়া ক্রমে নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব ও প্রেমের উদয় হয়।
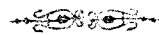
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠার পর]

জগদ্ধাত্রীর চালে চিত্র করিতে একজন বৃদ্ধ ছুতোর নিযুক্ত থাকিত। আমি তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। সে সকল বিষয়ের উত্তর দিত। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বল দেখি, এই প্রতিমার মধ্যে দেবতা কখন আসিবেন ?' সে উত্তর করিল,—'আমি যেদিন ইঁহার চক্ষু দান করিব, সেই দিন দেবতা আসিয়া প্রতিমায় অধিষ্ঠান হইবেন'। আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনে দেখিতে আসিলাম; কিন্তু দেবতার কোন অধিষ্ঠান দেখিতে পাইলাম না। আমি কহিলাম,—

'গোলোক পাল প্রথমে খড়ে, তৎপরে মাটিতে এই প্রতিমা গড়িয়াছে। আবার তোমরা প্রথমে খড়ি, পরে রংচিত্র করিলে। দেবতা ত' বস্তুতঃ কখনই আসিলেন না ?' তখন সেই বৃদ্ধ সূত্রধর কহিল— 'ব্রাহ্মণেরা ঘট বসাইয়া মন্ত্র পড়িলে ঠাকুর আবির্ভূত হইবেন'। (কিন্তু) আমি তখনও দেখিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই বৃদ্ধ সূত্রধরকে বিজ্ঞ জানিয়া তখন তাহার বাটীতে গিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তখন বলিল—'এই প্রতিমা-পূজায় আমার কিছু বিশ্বাস নাই। আমার বোধ হয়, ব্রাহ্মণেরা জুয়াচুরি করিয়া এই ব্যবস্থা দ্বারা টাকা অর্জ্জন করে।' বৃদ্ধ বার্দ্ধকীর সেই কথায় আমার বিশেষ প্রীতি হইল ! আমি তাহাকে পরমেশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ; সে বলিল,—'যে যাহাই বলুক, আমি এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করি না। দেব-দেবী কল্পিত, আমি প্রত্যহ সেই পরমেশ্বরকে আরাধনা করি।' বৃদ্ধের এই কথায় আমার শ্রদ্ধা হইল।

আমি জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিলাম। গোলাম খাঁ পেয়াদা তোষাখানার দ্বারে পাহারা দেয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল—'ঈশ্বরের নাম খোদা. তিনি এক ছিলেন. আর কেহ ছিল না। খোদা নিজের শরীরের ময়লা তুলিয়া রুটীর মত করিয়া একার্ণবের জলে ফেলিলেন। রুটির উপরার্দ্ধ আকাশ ও নিম্নার্দ্ধ পৃথিবী হইল। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হইলে আদম হাওয়া সৃষ্টি করিয়া মানুষ সৃষ্টি করিলেন, আমরা সকলেই আদম হাওয়ার বংশ।' আমি এই গল্পটী শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, —'তুমি রামকে কি বল ?' সে বলিল—'রাম রহিম এক, তিনিই খোদা' আমি তখনই ভূতেরও মন্ত্রের সন্ধান পাইলাম। ভূতের কথায় গোলাম খাঁ কহিল, —'সকল ভূতই শয়তানের আওলাত, তাহারা রহিমের নামে ভয় করে।' তত্ত্বজ্ঞানে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল।

পরশুরাম মুস্তৌফী তখন আইন পড়েন। প্রথমে তিনি একটু একটু ঈশ্বর মানিতেন। শেষে ঈশ্বরকে জবাব দিয়াছিলেন। যখন ঈশ্বর মানিতেন, তখন রঘুমামা ও নশুমামা তাঁহার চেলা ছিলেন। ঈশ্বর-বিশ্বাস ছাড়িয়া দিলে রামমোহন রায়কে 'গুরু মহাশয়' বলিতে লাগিলেন। আমার মহা মুস্কিল ; আমি একে ছেলেমানুষ, অনেক কথা জানি না, তাহাতে মতভেদ দেখিয়া মনে সুখ হইল না। পরশুরাম মামা বলিলেন,—'বাবা, সকলেই প্রকৃতি হইতে হইয়াছে। 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্ কেহই নাই'। এইসব কথা শুনিয়া আমি কোন কোন টোলের ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা আরও গোলমেলে কথা বলিতে লাগিলেন। অস্থিরসিদ্ধান্ত হইলেও আমি 'রাম'-নাম ছাড়ি না।"

ঠাকুর এইসব কথাবার্ত্তার দ্বারা অযথা তর্ক-বিতর্কের পথ পরিত্যাগ করতঃ অপরিপক্বাবস্থায় গোলমেলে সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত হরিনাম করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও গ্রন্থে ডোর দিয়া ছাত্রগণকে হরিনাম করাইয়াছিলেন। হরিনামের দ্বারাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং প্রকটিত হইবে। জড়ীয় মনোবুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লভ্য হয় না, 'উল্টা বুঝিলি রাম' হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতিশয় পুরাতন স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন। এক সময়ে তিনি কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—'ঈশ্বরকে যখন আমরা দেখি নাই. তখন তাঁহার আলোচনা না করাই ভাল।' ঠাকুর ছাত্র হইলেও সত্যকথা বলিতে ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন— 'পণ্ডিত মহাশয়, আপনি বোধোদয়ে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' লিখিয়াছেন কেন ? ঈশ্বরকে না দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কি ভাল হইয়াছে ? ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার সকল ক্ষমতাই আছে। যাঁহার সকল ক্ষমতাই আছে, তাঁহার কি নিজের আকারটী রক্ষা করিবার ক্ষমতাটুকু নাই ? পরমেশ্বর আমাদের নিত্যপ্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের যে সহজ চির-অনুরাগ, তাহাকেই বেদ 'ভক্তি', ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'পরাবিদ্যা' বলিয়াছেন। সেই বিদ্যাই আসল বিদ্যা। সে বিদ্যা লাভ করিলে কোন জ্ঞানেরই অভাব থাকে না।'

যাঁহারা সর্ব্বদা বাস্তব বস্তু ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত, তত্ত্ববিরোধযুক্ত কথা তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে সমর্থ হন। গ্রন্থাধ্যয়নজনিত বিদ্যা এবং স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর আবির্ভাবজনিত জ্ঞান—দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্।

বিবাহ-লীলা

এগার বৎসর বয়সে ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হয়। তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক প্রথানুযায়ী শ্রীকেদারনাথের জননী বার বৎসর বয়স্ক বালককে রাণাঘাটনিবাসী পাঁচ বৎসরের এক বালিকার সহিত বিবাহ সম্পাদন করিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—'ঠিক যেন পুতুল-খেলা। শ্বশুরবাড়ীতে এক্‌লা থাকিতে পারিব না বলিয়া আমার ঝি সঙ্গে গিয়াছিল।' ঠাকুর সবকিছু বুঝিয়াও সংসার-প্রবৃত্ত মনুষ্যের বদ্ধাবস্থার অসুবিধাসমূহ সাক্ষাদ্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতঃ তৎপ্রতিকারের ব্যবস্থা প্রদানের জন্য সামাজিক প্রথায় বাধা দেন নাই।

অধ্যয়ন-লীলা

ঠাকুর ছয় বৎসর বয়সে বিদ্যাবাচস্পতির টোলে যাইয়া সংস্কৃত পাঠ শ্রবণ করিতেন। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী মহাশয় ঠাকুরকে সাত বৎসর বয়সে কৃষ্ণ-নগর কলেজে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন ডি-এল্ রিচার্ডসন্ এবং দেশীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীরামতনু লাহিড়ী। পরে উলাতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সং-স্থাপিত হইলে ঠাকুর তাহাতে ৮ বৎসর বয়সে ভর্ত্তি হইলেন। কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নকালে ঠাকুরের সহপাঠী হইয়াছিলেন কুচবিহারের বালক রাজা।

উলাতে মাতামহের স্বধামপ্রাপ্তি হইলে ঠাকুর জননীর সহিত কলিকাতায় আসিয়া হেদুয়া ও বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় হিন্দু চেরিটেব্‌ল ইন্‌ষ্টিটিউশনে বিদ্যা-শিক্ষা পুনঃ আরম্ভ করিলেন। চারি বৎসরকাল তথায় শিক্ষালাভের পর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। সেই বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয় সংস্থাপিত হইলে এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তৎকালে ঠাকুরের সহাধ্যায়ী ছিলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীতারকনাথ পালিত ও শ্রীনবগোপাল মিত্র। ঠাকুরের ইংরাজী ভাষায় ও সাহিত্যে প্রতিভা দেখিয়া প্রিন্সিপাল ক্লিণ্ট্ সাহেব, পাদ্রী ডাল সাহেব, জর্জ্জ টম্‌সন এবং শ্রীকেশব চন্দ্র সেন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে ঠাকুরের ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'পোরিয়েড্' কাব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইল। ঠাকুরের রচিত ইংরাজী কবিতাসমূহ 'লাইব্রেরী গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটীতে ঠাকুরের তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, বাইবেল-কোরাণাদি সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থই আলোচনা ও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে নিত্য সবিশেষ ভগবানের বিচার থাকায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা উহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিয়া-ছেন। সিপাহী বিদ্রোহরূপ সঙ্কটময় কালে তিনি প্রচারে বহির্গত হইয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া-ছিলেন।

পিতামহ রাজবল্লভের ভবিষ্যদ্‌বাণী

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর গৌড়দেশ হইতে নীলাচল যাত্রা করেন। পথে যাজপুরের নিকটবর্ত্তী ছুটীগ্রামে (ছুটী গোবিন্দপুরে) পিতামহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। বাক্‌সিদ্ধপুরুষ পিতামহ শ্রীরাজ-বল্লভ দত্ত 'ঠাকুর বড় বৈষ্ণব হইবেন' এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মতালু ভিন্ন হইয়া প্রাণ বিযুক্ত হয়। তিনি কটক হইতে পদব্রজে যাত্রা করিয়া চন্দনযাত্রাকালে পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে পৌঁছেন। কতিপয় দিবস তথায় অবস্থান করিয়া তিনি কটক, ভদ্রক, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

আত্মদেব-গোকর্ণ-ধুন্ধুকারী-প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি-রচিত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ছয়টী সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত পদ্ম-পুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য বর্ণনে আত্ম-দেব-গোকর্ণ-ধুন্ধুকারী-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমার চতুঃসনের সহিত নারদ গোস্বামীর মিলন এবং তাঁহাদের মধ্যে সপ্তাহ-যজ্ঞের বিধি সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, শৌনকাদি ঋষিগণ সূতগোস্বামীর নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিলে আত্মদেব-গোকর্ণ-ধুন্ধুকারী প্রসঙ্গের অবতারণা হয়।

শ্রীনারদ গোস্বামী কলিযুগে পাপিষ্ঠ জীবের উদ্ধার এবং মৃত জীবগণের—এমন কি পশু-পক্ষী আদিরও শ্রেষ্ঠা গতির জন্য সপ্তাহযজ্ঞের বিষয় শুনিতে আগ্রহবিশিষ্ট হইলে বৈকুণ্ঠপার্ষদ সনকাদি-কুমারগণ এইরূপ বলিলেন—পাপী-দুরাচারী-মৎসর মনুষ্যগণ, ক্রোধী-কুটিল-কামপরায়ণ ব্যক্তিগণ, মিথ্যাভাষী—পিতৃমাতৃনিন্দাকারী—বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিত দাম্ভিক—জীবহিংসাকারী—মদ্যপায়ী—ব্রহ্মঘাতী—সুবর্ণচৌর—গুরুপত্নীগামী—বিশ্বাসঘাতক—নিষ্ঠুর—ক্রূর—ব্যভিচারী—মহাপাপাচারী ব্যক্তিগণও সপ্তাহযজ্ঞের দ্বারা সমস্ত মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিতে পারেন। এই সম্বন্ধে আপ-নার নিকট একটী পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, যাহা শ্রবণমাত্রই সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ঃ—

পূর্ব্বকালে তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে একটী রমণীয় নগর ছিল। পদ্মপুরাণে কোনও পাঠে উক্ত নগরের নাম 'কোহল' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নগরের অধিবাসিগণ বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত সৎকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। 'আত্মদেব' নামে একজন বেদজ্ঞ ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী 'ধুন্ধুলী' সৎকুলোদ্ভবা সুন্দরী ও গৃহকার্য্যে নিপুণা হইলেও সর্ব্বদা নিজবাক্যস্থাপনে তৎপরা, বৃথাবাক্যব্যয়িনী, ক্রূরা, কৃপণা ও কলহপ্রিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণ ধনী হওয়ায় তাঁহাদের সুখী গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সুন্দর গৃহ, ভোগবিলাস-সহচর দ্রব্যের কোনও অভাব ছিল না। কিন্তু পুত্র বা কন্যা সন্তান না হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন। গাভী, ভূমি, সুবর্ণ মুক্তহস্তে দান করিলেও তাঁহাদের সন্তান হইল না। সন্তানরহিত হইয়া পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে আত্মদেব ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গৃহ ছাড়িয়া যে দিকে দুই চোখ যায় চলিতে চলিতে এক গহন অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় দ্বিপ্রহরে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তিনি জলপানের জন্য একটী সরোবরের নিকটে আসিলেন। জলপানান্তে ব্রাহ্মণ জলাশয়ের তটবর্ত্তী একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দৈববশতঃ তন্মুহূর্ত্তে একজন সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া জলপানান্তে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হই-লেন। আত্মদেব শান্তস্বভাববিশিষ্ট মুনিকে দর্শন করতঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মুনিকে প্রণাম করিয়া আত্মদেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে থাকিলে সন্ন্যাসী কৃপাপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনার কি দুঃখ? আপনি কোনপ্রকার চিন্তা না করিয়া নিঃসঙ্কোচে আপনার হৃদয়ের দুঃখ ব্যক্ত করুন।' ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন—'আমার দুঃখের কথা আমি আর কি বলিব! আমি এমনই হতভাগ্য যে, আমার প্রদত্ত বস্তু দেবতাগণ, দ্বিজগণ, কেহই প্রসন্ন-মনে গ্রহণ করেন না। সন্তানের অভাবে আমি সব কিছুই শূন্য দেখিতেছি। আমি প্রাণত্যাগ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। পুত্রহীন জীবন, গৃহ, ধন, কুল—সবই নিরর্থক। আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা জানি না। আমি যে গাভী পালন করি, সে বন্ধ্যা হয়। যে বৃক্ষ রোপণ করি, তাহাতে ফলফুল হয় না। সুতরাং এইপ্রকার অভিশপ্ত জীবন থাকা হইতে না থাকাই ভাল।' ব্রাহ্মণ দুঃখে ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকিলে যতিশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—'হে বিপ্র! প্রারব্ধকর্ম্মফলবশতঃ আপনার এই জন্মে পুত্র ত' হইবেই না, পরন্তু সাতজন্মেও আপনার পুত্র নাই। মহারাজ চিত্রকেতুর কথা চিন্তা করিবেন।

দৈব যাহার উদ্যম ব্যর্থ করে, তাহার পুত্র হইতে সুখ লাভ হয় না। দৈব প্রতিকূলে কোনকিছু লাভের চেষ্টা করিলে অধিক দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা সগর এবং অঙ্গও সন্তানের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আপনি পুত্রকামনা পরিত্যাগ করুন।' ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর উপদেশবাক্য শুনিয়াও 'পুত্রের অভাবে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, প্রারব্ধকর্ম্ম-বশতঃ তাঁহার অদৃষ্টে পুত্র না থাকিলেও তিনি 'তপোবলে তাঁহাকে পুত্র দিন' এইরূপ বাক্য বলিলে যতিশ্রেষ্ঠ মুনি তাঁহাকে একটি ফল দিয়া বলিলেন— 'ব্রাহ্মণ, এই ফলটি আপনার স্ত্রীকে খাওয়াইবেন। আপনার স্ত্রী যদি এক বৎসর সত্য-শৌচাদি নিয়ম পালন করেন, তাহা হইলে সুসন্তান হইবে।' সন্ন্যাসী তথা হইতে চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণও গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীকে সকল বৃত্তান্ত বলিয়া ফলটি খাইবার জন্য দিলেন। নিজে অন্যত্র কোথায়ও চলিয়া গেলেন। আত্মদেবের স্ত্রী পতির ইচ্ছা-সত্ত্বেও ফল খাইতে ইচ্ছা করিলেন না। ক্রূরস্বভাববিশিষ্টা ধুন্ধুলী তাঁহার সখীর নিকট যাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—হে সখী! আমি ভীষণ বিপদে পড়িয়াছি। আমার পতি মুনিপ্রদত্ত এই ফলটি পুত্র-সন্তান লাভের জন্য আমাকে খাইতে দিয়াছেন। মুনির বাক্য মিথ্যা হইবে না। ফল খাইলে আমার গর্ভ হইবেই, তখন আমার পেট বাড়িবে। আমি ভাল করিয়া আহার করিতে পারিব না, ঘরের কাজও করিতে পারিব না। আমাদের বাড়ীতে অনেক ধন আছে, ডাকাত পড়িলে আমি, গর্ভাবস্থায় পলাইব কি করিয়া? ব্যাসপুত্র শুকদেবের ন্যায় গর্ভে যদি সন্তান থাকিয়া যায়, আমি কি করিয়া তাহাকে বাহির করিব! প্রসবকালে সন্তান যদি বাঁকা হইয়া বাহির হয়, তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব। তাহা ছাড়া প্রসবকালে নিদারুণ কষ্টও হয়। আমি কি করিয়া তাহা সহ্য করিব? আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। সেই সময়ে আমার ননদরা আসিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে। সত্য শৌচাদি নিয়ম পালন করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। আমি দেখিয়াছি, জননীকে পুত্রের লালন-পালনের জন্য কত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আমার বিচারে স্ত্রী-জাতি বন্ধ্যা ও বিধবা হইলেই সুখী হয়।' পতির নির্দ্দেশ পালনে সর্ব্বদা অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণপত্নী ফল খাইলেন না। পতি ঘরে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ফল খাওয়া হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা কথা বলিলেন।

ইত্যবসরে একদিন ধুন্ধুলী তাঁহার গৃহাগত ভগিনীর সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভগিনী এইরূপ বুদ্ধি দিলেন যে, তিনি গর্ভবতী আছেন, সন্তান জন্মিলে তাঁহাকে দান করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত যেন ধুন্ধুলী গর্ভবতীর ন্যায় ভান করিয়া গোপনে অবস্থান করেন। ধুন্ধুলীর ভগিনীর পতি গরীব, কিছু অর্থ দিলেই তিনি পুত্রদানে বাধা দিবেন না। ভগিনী আরও পরামর্শ দিলেন—তিনি লোকের নিকট এইরূপ প্রচার করিবেন যে, তাঁহার পুত্র ছয় মাস হইল মারা গিয়াছে, সুতরাং আত্মদেবের গৃহে আসিয়া তাঁহার পক্ষে বালককে লালন-পালনে কোনও অসুবিধা হইবে না, মুনির বাক্য সত্য কিনা দেখিবার জন্য ফলটী গাভীকে খাওয়াইতে হইবে। আত্মদেবের স্ত্রী স্ত্রী-স্বভাববশতঃ ভগিনীর পরামর্শ যথোপযুক্ত মনে করিয়া তদ্রূপই করিলেন।

যথাসময়ে ধুন্ধুলীর ভগিনীর পুত্র হইল। পুত্রের পিতা গোপনে আত্মদেবের গৃহে আসিয়া ধুন্ধুলীকে নিজপুত্র প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণপত্নী পুত্র হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিলে সরল আত্মদেব উহা বিশ্বাস করিলেন। বহুদিন বাদে আত্মদেবের পুত্র হওয়ায় কোহলনিবাসী নরনারীগণ সকলেই সুখী হইলেন। আত্মদেব ব্রাহ্মণগণকে ধন দানাদির দ্বারা পুত্রের জাতকর্ম্ম-সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। ধুন্ধুলী— তাঁহার স্তনে দুগ্ধ নাই, তাঁহার ভগিনীর পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু মারা গিয়াছে, তাহার দ্বারা পুত্রের লালন-পালন করান সমীচীন—এইরূপ বলিয়া পতির অনুমতি চাহিলেন। আত্মদেব পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য অনুমতি দিলেন। মাতা ধুন্ধুলী পুত্রের নাম রাখিলেন ধুন্ধুকারী। ধুন্ধুকারীর জন্মের তিনমাস বাদে গাভীরও একটি মনুষ্যাকৃতি সন্তান হইল। সন্তানটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুবর্ণময় কান্তিবিশিষ্ট গাভীর উদর হইতে অপূর্ব্ব মনুষ্যাকৃতি সন্তান দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং আত্মদেবের ভাগ্যের প্রশংসা

করিতে লাগিলেন। দৈববশতঃ গরুর পেট হইতে মনুষ্যাকৃতি সন্তান কি করিয়া হইল কেহই বুঝিতে পারিলেন না। আত্মদেব স্নেহাবিষ্ট হইয়া সন্তানটির কর্ণ গরুর মত দেখিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'গোকর্ণ'।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়াজেলায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

কেঞ্জেকুড়া ঃ—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কেঞ্জেকুড়া শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজের বিশেষ আমন্ত্রণে কাল্না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বিগত ২৬ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর রবিবার প্রাতে কেঞ্জেকুড়ায় শুভ পদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ মহারাজের সমভিব্যাহারে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্নস্থানে প্রচার ব্যপদেশে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চক্রবর্ত্তী হাওড়া-চক্রধরপুর ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারে ১১ নভেম্বর হাওড়া হইতে যাত্রা করতঃ পরদিবস প্রত্যুষে বাঁকুড়া রেলষ্টেশনে পৌঁছেন। বাঁকুড়া সহরনিবাসী শ্রীসুবোধ চন্দ্র চৌধুরী মহোদয় পূর্ব্ব হইতেই জং জীপগাড়ী লইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়া অঞ্চলের রাস্তাঘাট ভাল না থাকায় রাস্তায় চলিবার জন্য একজাতীয় জং গাড়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মালপত্র গাড়ীর উপরে রাখিয়া ভক্তগণ সকলেই গাড়ীর মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিলেন। গাড়ী ষ্টেশন হইতে সহরে প্রবেশ করিলে মঠের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডু মহোদয়কে কোনপ্রকারে সঙ্গে উঠাইয়া লওয়া হইল। বাঁকুড়া হইতে কেঞ্জেকুড়ার দূরত্ব প্রায় ২৪ কিলোমিটার। কেঞ্জেকুড়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। জং জীপগাড়ী প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় কেঞ্জেকুড়ায় পৌঁছিলে শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পরমপূজ্যপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ গাড়ীতে সমাসীন থাকেন, ভক্তগণ তাঁহার অনুগমনে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মঠে আসিয়া উপনীত হন। গ্রামাঞ্চলে বিশাল সুউচ্চ রমণীয় নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নব-শ্রীমন্দির এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ২৬ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর রবিবার হইতে ২৮ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্নস্থানে প্রচারের ব্যবস্থাদির জন্য উক্ত অঞ্চলের বিশেষ পরিচিত কলিকাতা মঠের শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী পূর্ব্বেই তথায় আসিয়াছিলেন। প্রাক্ ব্যবস্থাদির বিষয়ে সহায়তার জন্য তিনি একদিন পূর্ব্বে শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারীসহ কেঞ্জেকুড়ায় পৌঁছেন। উক্ত উৎসবানুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীতও গ্রামাঞ্চল হইতে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। ধর্ম্মানুষ্ঠানে এইপ্রকার অগণিত জনসমাবেশ সাধারণতঃ দেখা যায় না। শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজের সহিত কথোপকথনে জানা গেল—তিনি এই স্থানের অধিবাসিগণের অত্যন্ত আগ্রহ ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া তথায় মঠ সংস্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। পাত্রসায়ের শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ, নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ এবং পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজের বীরভূম

সিউড়ীস্থিত শিষ্য ভক্তবৃন্দও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

২৭ কার্ত্তিক, ১৩ নভেম্বর সোমবার শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথিবাসরে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজের সহায়তায় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সাত্বত শাস্ত্রবিধানানুযায়ী সংকীর্ত্তন-সহযোগে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণব-হোমকার্য্য সম্পাদন করেন। পূর্ব্বদিবসের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অসম্পূর্ণ অধিবাসকৃত্য সম্পূর্ণ করিতে হওয়ায়, শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দিরের চক্র-ধ্বজা এবং শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাকার্য্য একই দিনে সম্পন্ন করায় শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হইতে অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটিকা হইয়া যায়। মঠের সাধু ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। উৎসবে যোগদানকারী অগণিত নরনারীগণকে মঠ-সীমানার রাস্তার অপরপার্শ্বে জমীতে সামিয়ানা আচ্ছাদনের নীচে সুপরিকল্পিতভাবে ক্রমানুযায়ী খিচুড়ি-লাফরা প্রসাদ বেলা ১১টা হইতে দেওয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকায় ভীড়ের জন্য কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় নাই। স্থানীয় যুবকগণ পরমোৎসাহে উক্ত সেবাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন—পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কিরণ গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। রন্ধনাদিসেবায় ও মঠের অন্যান্য সেবাকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী।

১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কেঞ্জেকুড়ার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ বেলা ১০ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করেন শ্রীমদ্ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। উক্ত দিবস অপরাহ্নে পূজনীয় মহারাজগণ, ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে স্থানীয় শুভানুধ্যায়ী শ্রীদুর্গাদাস কর ও শ্রীনিরঞ্জন দত্ত মহোদয়ের গৃহে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। ঝাণ্টিপাহাড়ীর শ্রীমতিলাল আগরওয়াল মহোদয় শ্রীবিগ্রহগণের আনুকূল্য বিধান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ঝাণ্টিপাহাড়ীর স্বধামগত শ্রীগগন চন্দ্র দত্তের প্রদত্ত জমীতেই শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজের সেবকগণ বৈষ্ণবগণের সেবাসৌকর্য্য বিধানের জন্য আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়াছেন। ১৯৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ মহাপুরুষ কেঞ্জেকুড়া মঠে শুভাগমন করিয়াছেন এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হওয়ায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজকে দর্শনের জন্য তাঁহার অবস্থানকক্ষে বহু নরনারীর ভীড় হয়। পরে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ সভায় ভাষণকালে সকলকে বুঝাইয়া বলেন তাঁহার বয়স ৯৩ বৎসর, ১৯৫ বৎসর নহে।

বাঁকুড়া সহর ঃ—পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সমভিব্যাহারে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং প্রচারপার্টীর সকলে ২৯ কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর বুধবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় জং মোটর যানযোগে কেঞ্জেকুড়া শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করতঃ বাঁকুড়া-সহরে প্রতাপবাগানস্থ শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডু মহোদয়ের বাসভবনে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করেন। বাঁকুড়া সহরে প্রচারের

মুখ্য উদ্যোক্তা শ্রীসুবোধ চন্দ্র চৌধুরী মহোদয় প্রাতে জং গাড়ীতে কেঞ্জেকুড়ায় যাইয়া সাধুগণকে বাঁকুড়ায় লইয়া আসেন। শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডু মহোদয়ের গৃহের দ্বিতলে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। রাধাবল্লভবাবু, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং পরিজনবর্গ সকলেই বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় স্বাভাবিকভাবে রুচিবিশিষ্ট। বৈষ্ণবগণ প্রায়ই তাঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়া থাকেন।

বাঁকুড়া সহরের কেন্দ্রস্থলে বড়ষোল-আনা-মন্দির —দুর্গামন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে ১৫ নভেম্বর বুধবার হইতে ১৮ নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০টা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ দুর্গাদেবীর মহামায়া ও যোগমায়া-স্বরূপের আলোচনামুখে আশীর্ব্বাণীর দ্বারা ধর্ম্মসভার উদ্বোধন করেন। তাঁহাকে উক্তদিবস রাত্রিতেই হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হওয়ায় তিনি তাঁহার ভাষণ সংক্ষিপ্ত করিয়া শ্রীরাধাবল্লভবাবুর বাড়ী হইয়া শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারীসহ কলিকাতা যাত্রা করেন। দিবসচতুষ্টয়-ব্যাপী ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শ্রীরাধাবল্লভবাবুর গৃহে ১৭ ও ১৮ নভেম্বর অপরাহ্ণকালীন সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। রাধাবল্লভবাবু বৈষ্ণবগণের যথোপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। বড়ষোল-আনা-মন্দিরের সদস্যগণ কর্ত্তৃক শেষ দিবসে রাত্রিতে মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা বৈষ্ণবগণের ও ভক্তগণের পরিতৃপ্তির সহিত সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিগণ কীর্ত্তন, রন্ধন, পরিবেশনাদি সেবা উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিয়া ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছেন। সুবোধবাবুর শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে হার্দ্দী প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

ঝাণ্টিপাহাড়ী ঃ—ঝাণ্টিপাহাড়ীতে প্রচারের মুখ্য উদ্যোক্তা শ্রীসন্তোষ রক্ষিত মহোদয়ের ব্যবস্থায় শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে বাঁকুড়া হইতে ৩ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর রবিবার প্রাতে মেটাডোর-যোগে রওনা হইয়া পৌনে নয়টায় ঝাণ্টিপাহাড়ীতে পেঁৗছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। বাঁকুড়া হইতে ঝাণ্টিপাহাড়ী এক ঘণ্টার পথ। বাসসৌকর্য্যার্থে সন্তোষবাবু এইবার সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা করেন স্বধামগত শ্রীসনাতন দত্ত এবং শ্রীবলরাম দত্তের পার্শ্ববর্ত্তী দুইটী গৃহে। কেঞ্জেকুড়া হইতে শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ ২০ নভেম্বর ঝাণ্টিপাহাড়ীতে শুভাগমন করেন এবং শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী উক্তদিবস প্রাতে কলিকাতা হইতে আসিয়া পেঁৗছেন।

৩ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর রবিবার হইতে ৫ অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়-ব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রথম দুইদিনের অধিবেশন স্থানীয় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে এবং তৃতীয় অধিবেশন শ্রীজগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ীতে নাট্যমন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন।

২১ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী মূলকীর্ত্তনীয়ারূপে এবং সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ দোহাররূপে সমস্ত রাস্তা নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবসেবার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হয় শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারীর উপর।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে আহূত হইয়া বৈষ্ণবগণসহ ২০ নভেম্বর অপরাহ্ণে শ্রীসন্তোষ রক্ষিতের গৃহে, ২১ নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ রক্ষিতের গৃহে এবং বৈকালে শ্রীশিবশঙ্কর দত্তের

আলয়ে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীসন্তোষ রক্ষিত মহোদয়ের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে উৎসাহ ও উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়।

বাঁক্‌শিমূল ঃ—হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ও মঠের গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের জন্মস্থান বাঁকুড়াজেলার অন্তর্গত বাঁক্‌শিমূল গ্রামে। বাঁক্‌শিমূল গ্রামটী ঝাণ্টিপাহাড়ীর নিকটবর্ত্তী। শ্রীল আচার্য্যদেবের জন্মস্থান দর্শনে অভিলাষ হওয়ায় শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের ব্যবস্থায় একটী ট্রাকযোগে তিনি সদলবলে প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় ঝাণ্টিপাহাড়ী হইতে রওনা হইয়া পৌনে একঘণ্টার মধ্যে বাঁক্‌শিমূল গ্রামে পৌঁছেন। বাঁকুড়ার সর্ব্বত্র মশার উপদ্রব, ঝাণ্টিপাহাড়ীতে উহা অতিরিক্ত অনুভূত হইল, কিন্তু বাঁক্‌শিমূলে নাই বলিলেই হয়। গ্রামের শান্ত পরিবেশ সকলকে সুখ প্রদান করিল। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতার গৃহে মধ্যাহ্নে হরিকথামৃত পরিবেশন ও কীর্ত্তন এবং তৎপরে মহোৎসবের আয়োজন হয়। বাঁক্‌শিমূল হইতে কেঞ্জেকুড়ার দূরত্ব অল্প হওয়ায় শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ পদব্রজে গ্রামের পথপ্রদর্শক একজন ব্যক্তিকে লইয়া অপরাহ্নে কেঞ্জেকুড়া যাত্রা করিলেন। উক্ত দিবসই বাঁকুড়া হইতে হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য বার্থ রিজার্ভ থাকায় সকলকে ঝাণ্টিপাহাড়ীতে ট্রাকযোগে পুনঃ ফিরিয়া আসিতে হইল। ঝাণ্টিপাহাড়ীতে ষ্টেশনমাষ্টারের ব্যবস্থায় সকলে ঝাণ্টিপাহাড়ী ষ্টেশন হইতেই রিজার্ভ গাড়ীতে উঠেন। বাঁকুড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে বাঁকুড়ার সুবোধবাবু আসিয়া ষ্টেশনে সাক্ষাৎ করেন। পরদিবস ২৩ নভেম্বর সকলে কলিকাতা মঠে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ২০ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ সোমবার হইতে ২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ রবিবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালক-সমিতির সদস্যগণকে, বিশিষ্ট ও সাধারণ সদস্যগণকে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে।

২৭ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ সোমবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
২৯৷১৷১৯৯০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ২৬ ফাল্গুন ১৩৯৬, ইং ১১ মার্চ্চ ১৯৯০ রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মুল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

কার্য্য-তালিকা

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির গত অধিবেশনের রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬-৮৭, ১৯৮৭-৮৮ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তিকালের জন্য হিসাবপরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক-বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান। (৭) বিবিধ এবং মঠের পরিচালক সমিতি কর্ত্তৃক কিছু কিছু সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬
২৯ জানুয়ারী ১৯৯০

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৫৬ পৃষ্ঠার পর]

চেতনের অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানের স্বাংশ বা বস্তৃংশ নহে। জীব শ্রীভগবানের প্রকৃতির অংশ। বস্তুর প্রকৃতিতে কোন কোন স্থলে বস্তুর স্বধর্ম্মের সাদৃশ্য থাকায় অতীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণ জীবকে ব্রহ্ম বা ভগবান্ বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। পূর্ণ চিত্তত্ত্ব সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার প্রকৃতির অংশ জীবে তাঁহার (সচ্চিদানন্দের) প্রকৃতির অংশই বর্ত্তমান। জীব সচ্চিদানন্দ বস্তু-তত্ত্ব নহে অর্থাৎ ভগবান্ নহে; সাম্বন্ধিক বা সাপেক্ষিক তত্ত্ব। জীব ভগবানের প্রকৃতির অংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত হওয়ায় ভগবানের সহিত তাহার নিত্য অভেদ সম্বন্ধ এবং তদীয় বিচারে সর্ব্বদাই ভেদ-যুক্ত। চিত্তত্ত্ব অচিৎ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া অচিজ্জাত মনের গতির বাহিরে স্থিত। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবের নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধই সুবৈজ্ঞানিক ও সুদার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুসিদ্ধান্ত। চেতনের ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি আদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অচেতনে উহার অভাব লক্ষিত হয়। যথায় ইচ্ছা, ক্রিয়া ও অনুভূতি রহিয়াছে, তথায়ই ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং কারণ-চেতন ও কার্য্য-চেতন উভয়ই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। অতএব শ্রীভগবান্ ব্যক্তিত্ব-রহিত নহেন। আমাদের প্রাকৃত অভিজ্ঞতা হইতে ব্যক্তিত্বের যে সীমাবিশিষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা প্রকৃতির অতীত বস্তুতে আরোপ করা অজ্ঞতার ও পক্ষপাতযুক্তাবস্থারই প্রকাশক। চিৎ, অচিৎ ও তটস্থা শক্তির এবং যাবতীয় কার্য্য-কারণাদির হেতু অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান, পূর্ণ চিত্তত্ত্ব বা অসীম ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহা হইতে, তাঁহা দ্বারা ও তাঁহাতেই সর্ব্বজীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি। অতএব সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজীবের সুখের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতির কারণ। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ। জৈব-সুখ আপেক্ষিক। এমতাবস্থায় পূর্ণচেতন শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখচেষ্টাই জৈব-সুখের উপায়।

জৈব-সুখের জন্য যদি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক নেতৃবর্গ সর্ব্ব-কারণেরও মূলতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে বাদ দিয়া অথবা তৎসম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কোন নীতি তৈরী করেন, তাহা হইলে উহা কখনই বাস্তব সুখপ্রদ হইবে না, কেবল অ-সুখের রকমারী ফের হইবে ও মুখ পাল্টাইবে মাত্র। মনুষ্যের মধ্যে আনুকরণিক প্রবৃত্তি থাকায় নেতৃবর্গ যদি শ্রীভগবান্‌কে বাদ দিয়া শিক্ষা ও ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সমাজের ও রাষ্ট্রের সাধারণ লোক তদ্দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অবি-চারেই উক্ত মত শ্রেষ্ঠ বিচার করতঃ পরস্পর ভোক্তৃ অভিমানে প্রমত্ত হইয়া নিরন্তর অসূয়া-স্পর্দ্ধাদি দ্বারা নিজেদের অহিত সাধন করিবে ও বাস্তব সুখাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবে। বহুবিধ সমস্যাচ্ছন্ন দেশে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াও পৃথক্ পৃথগভাবে সমস্যা সমাধানের যত্ন না করিয়া যাবতীয় নীতিসমূহের প্রাণকেন্দ্র শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতিবিধানের নিমিত্তই দেশবাসীকে নিজে আচরণ করতঃ উপদেশদ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সাধারণ লোক মূলকেন্দ্রের পরিচয় ও মহিমা অজ্ঞাত বলিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন হইতে পারে। তাহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখকর নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্ত হয় বলিয়া কেন্দ্রের মহিমা অবগত সুধীসকল এবং তত্ত্বদর্শিগণ হিতাহিত-বিবেকহীন কুরুচিবিশিষ্ট সেই জনগণের অসৎ ও অহিতকর মনোবৃত্তির ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন না। তাঁহারা ঐসকল অজ্ঞজনগণকে ক্রমমার্গে নিয়ন্ত্রিত করতঃ তাহাদের পরম প্রয়োজনসাধক, নিত্য সুখবর্দ্ধক শ্রীভগবৎপ্রেমের নিমিত্ত প্রেরণা দান করিয়া সর্ব্বোত্তম দয়া ও প্রকৃত বন্ধুত্ব প্রকাশ করেন। অবোধ শিশুগণ যেমন লেখাপড়া করিতে চাহে না, বিদ্যালয়ের নামে ক্ষিপ্ত হয় দেখিয়া স্নেহময় জনক জননী সন্তানের অমঙ্গলপ্রসূ ভাবসমূহের প্রশ্রয় না দিয়া কখনও স্নেহময় ব্যবহারে এবং কখনও বা তাড়নভর্ৎসনাদির দ্বারা শিশুগণের ভবিষ্যৎ হিতের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন, সমাজের অভিভাবকগণ তদ্রূপ মনুষ্যের বাস্তব মঙ্গলের নিমিত্ত সাধারণ লোকের ভবিষ্যৎ সুখসুবিধার চিন্তা করতঃ সমাজের মধ্যে আত্মরতি লাভের ব্যাপ্তির আশায় ক্রমমার্গে কুরুচি-সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করতঃ পরস্পরের বাস্তব মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন।

শ্রীচৈতন্যানুচরগণ শ্রীকৃষ্ণভক্তিকেই সর্ব্বস্তরের লোকের পক্ষে একমাত্র বাস্তব সুখকর ও মৃগ্য জানিয়া তজ্জন্য নানাভাবে যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ, তদনুগ শ্রীশ্রীনিবাস-শ্রীনরোত্তম-শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয়, তদধস্তন রসিকমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বৈদান্তিক আচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, তৎপরে শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ শ্রীরূপানুগবর্য্য আচার্য্যগণ শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়া-দয়া-ধারা জগতে প্রবাহিত রাখিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কেবল অবিভক্ত ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যদেবকথিত প্রেমভক্তির বাণী নিজ যোগ্য শিষ্য—আচারবান্ আদর্শ-চরিত্র আচার্য্যগণের দ্বারা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এই কৃষ্ণপ্রেমভক্তির অনুশীলন ও বিস্তারকল্পে তিনি ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ৬৪টি মঠ-মন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পরে তাঁহার অধস্তন আচার্য্যগণও শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট পূরণের তথা জগতের মনুষ্যগণের বাস্তব মঙ্গলের সন্ধান প্রদানের নিমিত্ত আরও প্রায় শতাধিক মঠ-মন্দির প্রকাশ করিয়াছেন।

সঙ্গই মানুষকে সু বা কুপথে প্রেরণা দিয়া থাকে। সঙ্গ হইতেই মানবের প্রবৃত্তির উদয় ও বিকাশ হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত রুচি পরিবর্ত্তনের অথবা স্বভাব সংগঠনের অন্য কোন সহজতর ও সুনিশ্চিত পন্থা নাই। তজ্জন্যই আর্য্য ঋষি ও আচার্য্যগণ প্রাচীন ভারতের নানা-স্থানে আশ্রম, মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তথায় সাধুসঙ্গের, সৎশাস্ত্রালোচনার এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতঃ পরতত্ত্ব অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এবং বিশ্বের সর্ব্বপ্রাণীর সু-হিতের জন্য আত্মনিয়োগের সুব্যবস্থা আছে।

সকল স্তরের সকল প্রাণীই সুখের জন্য চেষ্টা করিয়া—দুঃখ দূর ও সুখলাভের জন্যই নানাবিধ আইন প্রণয়ন, সদসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন, বহু ক্লেশে বিদ্যার্জ্জন, সমাজ সংস্কারাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সুতরাং এত বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখের রূপটি কি, তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। সুখের কি বাস্তবিক কোন সত্তা আছে অথবা উহা কেবল ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন-জনিত একপ্রকার অনুভব মাত্র ? দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—'আত্মার রূপই সুখের রূপ'। 'আত্মা' বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়কেই বুঝায়, আত্মার কারণস্বরূপই পরমাত্মা বা ভগবান্। সুতরাং মূল সুখের স্বরূপই শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। অণুসুখরূপ আত্মাই বিভু-সুখস্বরূপ শ্রীভগবানের অন্বেষণ করে ও আস্বাদন করে। অণু-আত্মা ও বিভু-আত্মা উভয়ই ব্যক্তি। সুতরাং সুখের ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে। এই ব্যক্তিত্ব প্রাকৃত নয়—চিন্ময়—অপ্রাকৃত। সুখ অপ্রাকৃত হওয়ায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। সুখের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দিক্‌টা চিন্ময় সুখের মায়া বা ছায়া মাত্র। যাঁহারা বাস্তব-সুখপ্রার্থী, তাঁহারা সুখের ছায়ারূপে বা মায়াতে প্রকৃত সুখাস্বাদন সম্ভব নয় জানিয়া অপ্রাকৃত নিখিল সুখ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণান্বেষণই তাঁহাদের সাধন। তাঁহারা সকলকেই শ্রীকৃষ্ণান্বেষণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের সাধ্য ও সাধন, এবম্প্রকার সাধুগণই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবক। এই মঠের সেবকগণ বিশ্বের সকল জীবের স্বার্থ শ্রীকৃষ্ণচরণে নিহিত জানেন। তজ্জন্য তাঁহারা কপটতা না করিলে কিপ্রকারে অন্যান্য মনুষ্যকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন ? শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত পথে তথা শ্রীভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক-মার্গে নরমাত্রেরই বাস্তব কল্যাণ সুনিশ্চিত জানিতে পারিয়া তদ্ভিন্ন অনিশ্চিত পথে বা সময়ক্ষেপের পথে চলেন না এবং চলিবার উপদেশও কোন ব্যক্তিকে করেন না। অনন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিই এই মঠের জীবাতু। এবম্প্রকার মঠাদির প্রাকট্য না থাকিলে আমাদের ন্যায় ইতর চেষ্টাবিশিষ্ট জনগণের শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ হওয়ার এবং বাস্তব সুখাস্বাদনের পথে গমনের সুযোগলাভ হইত না।

বিশ্বাসযোগ্য শ্রীভগবদনুকূল অনুশীলনের স্থান প্রকট না থাকিলে, আত্মধর্ম্মের নামে দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম বা ছলধর্ম্মাদি সমাজে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিবে। যেমন জাতীয় আন্দোলনের প্রথম ভাগে

পূর্ব্বে বিশ্বাসযোগ্য শুদ্ধ খাদিভাণ্ডার প্রকাশিত না থাকাকালে অর্থলোভী দোকানদারগণ জাপানী খদ্দর বিক্রয় করতঃ দেশের প্রাপ্য টাকা বিদেশে পাঠাইত, তাহাতে দেশের গরীবের হিত সাধিত হইত না, তদ্রূপ নির্ভরযোগ্য শ্রীভগবদনুকূল অনুশীলনের কোন প্রতিষ্ঠান বা মঠ-মন্দির না থাকিলে সাধারণ লোক ধর্ম্মের মার্কা দেখিয়া ছলধর্ম্ম যাজন করতঃ নিজেদের শক্তি ও ইন্দ্রিয়সামর্থ্য অবাঞ্ছিত স্থানে নিয়োগ করিবে। এই নিমিত্তই বর্ত্তমান জগতে, যে-সময়ে মনুষ্যগণ ধর্ম্ম ও নীতি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া নিজেদের ও সমাজের অহিত সাধনে ব্রতী হইতে চলিয়াছে, সেই সময়ে সদ্ধর্ম্মের অনুশীলনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

শ্রীভগবৎ-প্রেমলাভের নিমিত্ত যাঁহারা মঠাশ্রয় করেন, তাঁহারা ভোগের বা ত্যাগের কসরৎ করিয়া নিজেদের মূল্যবান্ সময় ও শক্তি ব্যয় করেন না, শ্রীভগবৎপ্রীতির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক শাস্ত্র ও মহাজন-অনুসৃতপথে বিষয়াদি গ্রহণ বা বর্জ্জন করিয়া থাকেন। যুক্ত-বৈরাগ্যই ভক্তির সহায়ক। কেবল চিন্মাত্রবোধ অথবা বিষয়ে বিরক্তিই ভক্তির হেতু নয়। শুদ্ধভক্তের সঙ্গই ভক্তির হেতু ও পোষক। ভক্তিসাধনকারী যেকোন বর্ণে ও আশ্রমে অবস্থিত থাকিয়া—তত্তদ্বর্ণ ও আশ্রমের অভিমানরহিত হইয়া শুদ্ধ সাধুভক্তের সঙ্গদ্বারা ভক্তি পুষ্ট করতঃ ক্রমশঃ শ্রীভগবৎপ্রেমানন্দ লাভ করিতে পারেন। নিষ্কপট সেবাই সাধুসঙ্গ বা শ্রেষ্ঠের সঙ্গলাভের অব্যর্থ উপায়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদি কেবলমাত্র ভক্তির অনুকূল অনুশীলনের স্থান নহে, পরন্তু ভক্তি-সমৃদ্ধি ও বিস্তারের স্থান। অশান্তচিত্ত, ত্রিতাপদগ্ধ, সাংসারিক বিবিধ জ্বালায় জর্জরিত ব্যক্তিগণের অশান্তি বিদুরণের, জ্বালা নিবারণের ও সুখ সন্ধানের তথা প্রকৃত শান্তিলাভের আশ্রয়স্থল। সুতরাং এইরূপ মঠ-মন্দিরাদির উপযোগিতা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশেই স্বীকৃত। কিন্তু যে সকল ধূর্ত্ত ব্যক্তি মঠ-মন্দিরাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিয়াও উহাকে নিজেদের ভোগাগারে পরিণত করে এবং নিজেদের পার্থিব ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য বিষয়রূপে ব্যবহারের ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে মঠ-মন্দিরাদি পতনের ও বন্ধনের স্থান হইবে। বিষয়-বিমূঢ় কপটগণ শ্রীহরিসেবার নামে শ্রীবিগ্রহ, শ্রীগুরুদেব, সাধুভক্ত এবং শ্রীভগবৎসেবার উপকরণ-সমূহকে কৌশলে ভোগের চেষ্টা করিলে অথবা ছলধর্ম্মের অবতারণা করিলে কেবলমাত্র তাহারাই মঠ-মন্দিরাদির প্রকৃত উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইবে। সজ্জনগণের বা সেবনেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণান্বেষণকারী সাধকগণের কখনই অমঙ্গল হয় না। ভক্তবৎসল শ্রীহরি নিজভজনেচ্ছু সাধকদিগকে নানাভাবে সন্মার্গ প্রদর্শন করতঃ স্বীয় চরণকমলের মধুপানের সুনিশ্চিত সুযোগ প্রদান করেন। ধূর্ত্ত ও পাষণ্ডগণ কোথাও কোথাও কখনও মঠ-মন্দিরাদির অপব্যবহার করিতে পারে, এই আশঙ্কায় আমরা যদি বাস্তবমঙ্গলপ্রদ ও সর্ব্বজনহিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে তফাৎ থাকি, তাহা হইলে মঠ-মন্দিরাদির কোন অসুবিধা হয় না; কেবল অবিবেচক আমরাই উহার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হই। বর্ত্তমান বিশ্বে যেসময়ে মনুষ্যের জড়বিষয়-লোলুপতা সীমাহীন, শাস্ত্রচর্চ্চায় ঔদাসীন্য অতি প্রবল, নীতি পদদলিত, পরস্পরের মর্য্যাদা প্রায় সর্ব্বস্তরে লঙ্ঘিত হইতেছে এবং হিংসা আদি অহিতকর কার্য্যে লোক যেরূপ প্রমত্ত, সেই সময়ে সর্ব্বজনহিতকর ও সজ্জনগণের আশ্রয়স্থল শুদ্ধভক্তিমঠ-মন্দিরাদির উপযোগিতা সমধিক বিবেচিত হইতেছে। হিন্দু, অহিন্দু আদি নিঃশ্রেয়সার্থীর পারমার্থিক আশ্রয়স্থল পৃথিবীতে বিপুলভাবে প্রকাশিত হউন, ইহাই শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে প্রার্থনা।"

উত্তর ভারত প্রচার-ভ্রমণে শ্রীল গুরুদেব

কৃষ্ণবিমুখ জীবগণের কল্যাণ বিধানের জন্য পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব কৃপাপরবশ হইয়া আহার-বিশ্রামাদির অনিয়ম ও গ্রীষ্মকালীন তাপ সহ্য করিয়াও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুভপদার্পণ করতঃ দুইমাসকাল একাদিক্রমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিলে তাঁহার অসামান্য

ব্যক্তিত্বপ্রভাবে এবং বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া পশ্চিমদেশীয় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় মায়াবাদ বিচার পরিত্যাগ করতঃ শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল মায়াবাদরূপ শক্ত ঘাটিসমূহে শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তির প্লাবন আনয়ন করা সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। শ্রীগৌরনিজজনের পক্ষেই এইরূপ অলৌকিক কার্য্য সম্ভব। উত্তর ভারতের যেখানে যেখানে শ্রীল গুরুদেব শুভপদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার মহাপুরুষোচিত সুদীর্ঘ গৌরকান্তি-দর্শনেই তত্তৎস্থানের লোক আকৃষ্ট হইয়াছেন, বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণের পর তাঁহাদের বহুদিনের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকেও নৃত্যকীর্ত্তনরত শ্রীল গুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 'নিতাই-গৌরাঙ্গের' নাম লইয়া সমস্ত রাস্তা লজ্জারহিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র আজ গৌরভক্তগণের যে এত সমাদর, তাহার মূলে রহিয়াছে এই মহাপুরুষের অসমোর্দ্ধ অবদান। বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-মন্দিরের আচার্য্য শ্রীমদ্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীল গুরুদেব সম্বন্ধে অতীব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তিনি বলেন —এইরূপ Gigantic Spiritual Personality তিনি কখনও দেখেন নাই।

শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে ২৭ চৈত্র (১৩৭৩), ১০ এপ্রিল (১৯৬৭) সোমবার কলিকাতা হইতে অমৃতসর মেলযোগে যাত্রা করতঃ ১২ এপ্রিল প্রাতে জলন্ধর সিটি ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় নরনারীগণ কর্ত্তৃক পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। তিনি ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন পর্য্যন্ত উত্তর ভারত প্রচার-ভ্রমণে জলন্ধরে—১২ এপ্রিল হইতে ১৭ এপ্রিল, হোশিয়ারপুরে—১৮ এপ্রিল হইতে ২৩ এপ্রিল, লুধিয়ানায়—২৪ এপ্রিল হইতে ৬ মে, জগদ্ধ্রীতে—৭ মে হইতে ১০ মে, আম্বালায়—১১ মে হইতে ১৫ মে, দিল্লীতে—১৬ হইতে ৩০ মে ও দেরাদুনে—৩১ মে হইতে ৯ জুন অবস্থান করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। এই প্রচার-ভ্রমণে শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকিয়া প্রচারানুকূল্য করিয়াছিলেন—শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু কীর্ত্তনবিনোদ, উপদেশক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদেব-প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী ও শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল ভৌমিক।

হোশিয়ারপুরের শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ হরিবাবা পাঞ্জাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক মহাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। জলন্ধর সহরে শ্রীল গুরুদেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহার স্নিগ্ধ অতিশয় দৈন্যভাবযুক্ত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে শ্রীল গুরুদেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এত বড় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণান্তিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীল গুরুদেবকে হোশিয়ারপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে শুভ-পদার্পণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত এবং নিজ যোগ্যতানুসারে মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, শ্রীল গুরুদেব তাঁহার আশ্রমে শুভাগমন করিলে তিনি উৎসাহিত হইবেন। শ্রীহরিবাবার বিশেষ অনুরোধক্রমে শ্রীল গুরুদেব হোশিয়ারপুরে তাঁহার আশ্রমে মঠের সাধুগণসহ অবস্থান করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি যখনই হোশিয়ারপুরে প্রচারে যাওয়া হয় শ্রীহরিবাবার আশ্রমেই অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাধুগণ সুখলাভ করেন। আশ্রমের পরিবেশ মনোরম এবং থাকিবার ব্যবস্থাও সুন্দর।

জগদ্ধ্রী হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী যমুনার তটবর্ত্তী হাতনিকুণ্ডে বিরাট্ সন্ত-সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল গুরুদেব তথায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্ব খ্যাপন করিলে উপস্থিত সাধুগণ ও শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই

(ক্রমশঃ)

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনত্রিংশ বর্ষ

[১৩৯৫ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৬ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০৩

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

ঊনত্রিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬